ডেল কার্নেগী অমনিবাস

ভাষান্তর

পৃথ্বীরাজ সেন

পাত্র'জ পাবলিকেশান

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

অবতরনিকা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ডেল কার্ণেগীর রচনাসম্ভারকে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত করা হল। তিন খণ্ডে তাঁর পনেরখানি গ্রন্থ বাংলাভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হল। এর আগে সবগুলি বই বাংলায় ছিল না। তাঁর এই বই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পাঠকের মন জয় করে তিনি আজ পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে ১ম ও ২য় খণ্ড, এবারে প্রকাশিত হল ৩য় খণ্ড।

ডেল কার্ণেগীর এই সকল বই পাঠক পাঠিকা পড়ে নিশ্চয় আনন্দ পাবেন বলে মনে করি। কিভাবে স্মৃতিতে সকল বিষয় ধরে রাখা যায়, বা কি ভাবে ভাষণ দেওয়া যায়, মানুষের জীবনে কি করে সাফল্য আনে এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তিনি আলোচনা করেছেন।

ডেল কার্ণেগীর এই রচনা শৈলী পড়ে নবীন প্রজন্মের তরুন পাঠক পাঠিকারা আশাহত জীবনে অনেককিছু নতুন জানার রসদ পাবেন। সেই রসদ যদি ঠিকমত কাজে লাগান যায় তবে, তিনি যে কোন ব্যক্তিই হোন না কেন অবশ্যই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

ডেল কার্ণেগী অমনিবাস আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করে তুলুক এই আমাদের একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে

পৃথ্বীরাজ সেন।

ভাষণের মন্ত্রমালা

(Effective Public Speaking)

ডেল কার্নেগী

ভাষণের মন্ত্রমালা

মুখ নিঃসৃত কয়েকটি শব্দের সাহায্যে আমরা যে কি ভীষণ শক্তির অধিকারী হতে পারি সেই গোপন সত্যটা আমাদের ঠিক বোধ হয় জানা নেই।

অনায়াসে যে কোন শব্দকে ব্যবহার করি। তার যথাযথ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকা সত্ত্বেও। এই প্রথম বিশ্বের এক প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকার তাঁর আশ্চর্য লেখনী সম্ভারের মাধ্যমে আমাদের সামনে উন্মোচিত করতে চলেছেন শব্দ ব্যবহারের সেই আশ্চর্য জগতের রূপরেখাটিকে। তাঁর বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে কিভাবে যে শব্দের কোন ভাণ্ডারকে পরিস্ফুটিত করেছেন সেই পদ্ধতি আমাদের একেবারে বিহ্বল করে দেয়।

বাগ্মিতা অর্জ্জনের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথ আছে। সেই পথের অনুগামী হতে হলে আমরা ভালোভাবে ভাষণ দিতে পারবো এবং সুস্পষ্টভাবে নিজের মনের কথা অন্যের সামনে প্রকাশ করতে পারবো এটাই হলো তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারার মূল কথা. ডেল কার্নেগী জীবনে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। বহু বিচিত্র পেশায় নিযুক্ত মানবমানবীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসার সূত্রে তিনি সহজেই জানতে পেরেছেন তাদের হৃদয়ের গোপন কথা। তেমনই জেনেছেন, কিভাবে তাদের মন ডুবে আছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে অসফলতার উপত্যকায়, অথবা তারা কেন চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঈপ্সিত সফলতা অর্জন করতে পারছে না। এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে মানুষের বাচন ভঙ্গীর অসম্পূর্ণতা এবং পরিস্ফুট শব্দের যথাযথ প্রয়োগের অপারদর্শিতা. আধুনিক বিশ্বের এই দুটি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন ডেল কার্নেগী। এবং একজন মরমী শিল্পীর মত তিনি তাঁর ক্যানভাসে লিপিবদ্ধ করেছেন এ যুগের মানব মানবীর অন্যতম প্রধান এই দিকটিকে, তাই মনে হয় সহজেই আমরা বোধ হয় সফলতার স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে উঠতে পারি যদি তাঁর নির্দেশাবলীকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করি।

ডেল কার্নেগীর নির্দেশিত পথে হয়তো আমার গতি সহজে সফলতা আনতে পারবে না। কেননা বার বার প্রয়োগের দ্বারা আমরা করায়ত্ব করতে পারব। কিন্তু ভাষণের মন্ত্রমালা শিখে যদি নিজের বক্তব্যকে সংক্ষেপে ঠিকভাবে গুছিয়ে বলতে পারি তাহলে জীবনের চলার পথ যে আগের থেকে আরো অনেক বেশী মসৃণ হয়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কার্নেগীর সঙ্গে এক মত হয়ে আমরাও তাই উচ্চারণ করতে পারি ভাষণের সেই সুনিপুণ মন্ত্রমালা এবং পৌছতে পারি সফলতার লক্ষ্য পথে। যে পথ আমাদের এনে দেবে চিরশান্তির আনন্দ এবং সন্তুষ্টির সূর্য শিখা।

ধন্যবাদান্তে

পৃথ্বীরাজ সেন

হবে — সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলাম। তারা লন্ডনের 'ফিলহার্মোনিক' হলে চারমাসের জন্য দিনে দুবার করে সরবরাহ করে আসতেন। একজন বিকেলবেলা বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান ও উপলব্ধি—জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দিতেন; অপরজন রাত্রিবেলা সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি সরবরাহ করতেন।

তাঁরা ছিলেন খুব আদর্শ জনক উদাহরণ। তাদের ভালো অভিজ্ঞতাও ছিল। তাঁরা পরস্পর পাশাপাশি বসে বিমানে করে উড়ে যেতেন পৃথিবীর প্রায় অর্ধপ্রান্ত পর্যন্ত এবং তাঁরা একই কথা একে অপরের মধ্যে সরবরাহ করতেন কিন্তু তবু মনে হতো তাঁরা যেন নতুন কিছু শোনাচ্ছেন।

এইভাবে তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে নিত্যনতুন খবর সরবরাহ করতেন। তাঁরা সে কথা বলতেন --তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের বস্তু ছিলো যেটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মন জয় করে নিত। তাদের সরবরাহ করা ভাষণের মধ্যে যেন একটা সুগন্ধ ছিলো। "তুমি কতটা বললে, সেটা বড় কথা নয়, তুমি কেমন করে বললে সেটাই বড় কথা।"

একবার আমি এক জনসভায় কনসার্ট পার্টিতে একজন তরুণীর পাশে বসেছিলাম। তিনি পড়ছিলেন, কিন্তু সেখানে আর একজন বাজনা বাজাচ্ছিলেন। তিনি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে একটু অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ যে বইটা তিনি পড়ছিলেন, তার সবটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। মহিলাটির পাশে একজন ভদ্রলোক ওই একই বই পড়ছিলেন। তিনি ডান হাতে বাজনা বাজাচ্ছিলেন, কিন্তু তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো ওই বইটির প্রতিটি অক্ষর স্পর্শ করে যাচ্ছিলো। তারা দুজনেই, তখন যে বাজনা বাজাচ্ছিল—সেই বিষয়ক বই পড়ছিলেন। মহিলাটিও তারপর বাজনা বাজিয়েছিলেন। কিন্তু, ওই ভদ্রলোকের বাজনা শুনেই শ্রোতারা বেশী আনন্দ পাচ্ছিলেন। তার কারণ কি? তার কারণ হলো এই যে, তিনি কতখানি জোরে বা তীব্রসুর করে বাজাচ্ছিলেন সেটা কথা নয়, তিনি কিভাবে বাজাচ্ছিলেন—সেটাই হলো আকর্ষণের কেন্দ্র। তাঁর বাজনা বাজাবার পদ্ধতি ছিলো শৈল্পিক, ব্যাক্তিত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো। কিন্তু এই মহিলাটির বাজনার ভঙ্গী ছিলো সাধারণ। সাধারণের সঙ্গে প্রতিভার তফাত তো এখানেই, তাই নয়?

Brullol (ব্রুলফ), একজন বিখ্যাত রাশিয়ান চিত্রকর একবার একজন ছাত্রকে ছবি আঁকার বিষয়ে সংশোধন করছিলেন। তখন ছাত্রটি তার অঙ্কিত চিত্রটার পরিবর্তিত চিত্র দেখে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সে বেশ অবাক হয়েই বলেছিল--"কেন? আপনি আমার ছবিটাতে মাত্র সামান্য কয়েকটি আঁকিবুকি করেছেন, তাতেই ছবিটা এভাবে বদলে গেলো? এটা কেমন করে সম্ভব হলো?" ব্রুলফ উত্তর দিয়েছিলেন যে—"শিল্প সেখান থেকেই শুরু হয় যেখানে একটা ফুটকি বা বিন্দু থাকে।" এই কথাটি যেমন চিত্রকলার ক্ষেত্রে সত্য, তেমন ভাষণের ক্ষেত্রে সত্য, আবার খেলাধূলার ক্ষেত্রেও সত্য।

ঠিক এই একই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগে—যখন আমরা কোন একটা শব্দকে চয়ন করি। ইংরাজী প্রবচনে আছে একটা কথা যে প্রত্যেক বস্তু যেগুলি ভাল হবে না

মন্দ হবে, তা নির্ভর করছে ওই বিষয়বস্তুর ওপর নয়, সেটা কিভাবে করা হচ্ছে তা *ওপর।*

ভালো সরবরাহ কারী সফলভাবেই দীর্ঘপথ যাবে। গভীর অধ্যাবসায় আর নিষ্ঠার সাথে তাকে পথ চলতে হবে। আমি কলেজের প্রতিযোগীতায় দেখেছিলাম যে, যে বক্তা জয় লাভ করত তার বিষয়বস্তুর ওপর যে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হত তা নয়। তার বক্তব্য এমন গভীরভাবে ফুটে উঠতো যে, সে জয়লাভ করতো।

Lord Morly (লর্ড মোর্লি) একবার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে ভাষণের ক্ষেত্রে তিনটে বস্তুর দেখা দরকার।

১. কে বলছে?

২. কেমন করে বলছে?

৩. কি বিষয়ে বলছে?—এই তিনটেকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এর ভেতরকার সত্যটা আমরা বুঝতে পারবো।

Edmant Burke (এডমান্ট বারক্রে) তাঁর ভাষণগুলো এত সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় লিখে রাখতেন যে, বর্তমান যুগেও সেই বিষয়ের ওপর পড়ানো হচ্ছে কলেজগুলিতে—আদর্শ ভাষণ হিসাবে। অথচ বক্তা হিসাবে তিনি প্রথমে খুব কু-খ্যাত ছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁর এমন ক্ষমতা ছিলোনা যাতে তিনি সু-বক্তা হিসাবে তার ভাষণ সরবরাহ করতে পারেন। তার ভাষণটাকে শক্তিশালী করে, জনগণকে আকর্ষণ করার মতো ক্ষমতাও তাঁর ছিলোনা। তাঁকে ছাত্ররা কলেজের 'ভোজনের ঘন্টা' —বলে ডাকতো। তিনি যখন তাঁর ভাষণ শুরু করতেন— তখন শ্রোতারা প্রথমে হাসতে শুরু করতো—তারপর কাশতে শুরু করতো এবং তারপরই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতো।

যে মানুষটি একটা ইস্পাতের জ্যাকেট পরে আছে—তার গায়ে তুমি যত খুশী বন্দুক ছুঁড়তে পারো, কিন্তু তার গায়ে একটাও ফুটো হবেনা। এড্মাণ্টের মনটাও ঠিক ওইরকমই ছিলো বলে, তিনি পরে অনেক অধ্যবসায় করে এবং অনুশীলনের দ্বারা ভালো বক্তা হতে পেরেছেন।

'সরবরাহ' বস্তুটি আসলে কি?

একটা বিভাগ এমন কি সরবরাহকারী বিষয় সংগ্রহ করে রাখতে পারে—যা তুমি পয়সা দিয়ে কিনতে পারো? ড্রাইভার কি কেবলমাত্র কোন একটা বস্তু নিয়ে এসে সেটা কয়েকবার মাত্র দুলিয়ে, পিছনের উঠোনে ফেলে দেয়? এবং সেটা কি সেখানেই পড়ে থাকে? একজন খবর সরবরাহকারী বালক টেলিগ্রাম নিয়ে সরাসরি সে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়—যার উদ্দেশ্যে ওই টেলিগ্রাম করা হয়েছিলো। কিন্তু একজন ভাষণ সরবরাহকারী কি ওই একই প্রক্রিয়ায় কাজ করে?

এখানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা একটা গতানুগতিক ফ্যাশন—যেই পদ্ধতিতে হাজার হাজার লোক কথা বলে থাকেন। একবার কোন একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি, সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস পর্বতের ওপরে— গ্রীষ্মকালীন সৈকতাবাস 'ম্যুরেন'-এ কিছুদিন ছিলাম। আমি সেখানে একটা হোটেলে ছিলাম—সেই হোটেলটা লণ্ডনের এক হোটেল কোম্পানী চালাতো। ওই হোটেলে ইংল্যান্ড থেকে প্রতি সপ্তাহে দুজন করে লোক পাঠানো হত—যারা হোটেলের অতিথিদের ভাষণ শোনাতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন—বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক (মহিলা)। তার বক্তৃতার বিষয় ছিলো—'উপন্যাসের ভবিষ্যত সম্পর্কে। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তার বক্তৃতার বিষয়টি তিনি নিজে নির্বাচন করেননি। সুতরাং তিনি এই বিষয়ে বলার জন্য খুব একটা যত্ন নেননি। কেবলমাত্র কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে এনেছেন। তিনি শ্রোতাদের সামনে দঁড়াতেন কিন্তু কে তার কথা শুনছে বা শুনছে না—সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন না। এমনকি শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন না পর্যন্ত। কখনও কখনও তিনি শ্রোতাদের মাথা ছাড়িয়ে, কখনও কেবল নোটের দিকে তাকিয়ে, কখনও বা মেঝের দিকে তাকিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন। তিনি এমনভাবে ভাষণ দিতেন যে, মনে হত তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। আর তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হতো সে দৃষ্টি যেন সুদূর প্রসারী।

এই ধরণের কাজ—ভাষণটাকে লোকের মনের মধ্যে ঠিক মতো সঞ্চারিত করতে পারা যায় না। এটা হলো একধরণের উদাসীনতা। এই ধরণের আচরণের মধ্যে জনসংযোগকারী কোন ব্যাপারই নেই। অথচ জনসংযোগকারী ব্যাপারটা হলো ভাষণের একটা মূল অঙ্গ। খুব ভালোভাবে কথা বলতে পাবাটা—জনসংযোগের একটা প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়। যারা শ্রোতা তারা যাতে অনুভব করতে পারে যে, যে বিষয়টা তাদের সরবরাহ করা হচ্ছে—সেটা বক্তার হৃদয় ও মন থেকে উঠে এসেছে। এই ধরণের কথা—যে কথা আমি বর্ণনা করলাম সেটাই ভাষণের মূলনীতি। একটু বুঝিয়ে বলি। জলহীন, বালুকাময় মরুভূমিতে যেমন, কোন ব্যক্তির কাছে 'জল' যেমন ইপ্সিত বস্তু—শ্রোতারাও বক্তার কাছে ঠিক সেরকম ভাষণই আশা করে।

ভাষণ দেবার প্রক্রিয়া হলো খুব সহজ ও সুন্দর প্রক্রিয়া কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা যদি তুমি রপ্ত করতে না পারো বা ভুল করো—তাহলে প্রশংসার বদলে তুমি গালিগালাজ কুড়োবে।

ভালো সরবরাহকারী হওয়ার গুপ্ত রহস্য

নির্বোধ লোকেরা এই বিষয়ে আমাকে অনেক.... চিঠি লিখেছে। তার কারণ হলো, তারা ভাষণ দেওয়ার নিয়মগুলি ঠিক মতো শোনেনি এবং মনের মধ্যে কতগুলি পুরানো ধারণা রেখে দিয়েছে। এইসব যুবক-যুবতী—বৃদ্ধা ও বালকদের অভিযোগ যে, তারা লাইব্রেরীতে অনেক বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেও কোন কূলকিনারা পায়নি। ভাষণ দেবার

সময় তারা যেমন কোন ভাষা খুঁজে পায়নি। তেমনি ভাষণের পদ্ধতিটাও শিখতে পারেনি বর্তমানের আধুনিক শ্রোতাবৃন্দরা বক্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে গেছে। কেননা বক্তারা বাণিজ্যিক সম্মেলনই হোক বা পনেরোজনের মিটিং-ই হোক—এমনভাবে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, যে মনে হয় তাঁরা যেন কারোর সাথে গল্প করছেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনার কোন ব্যাপার নেই।

Mark Twain (মার্ক টোয়েনের) বক্তৃতা দেবার সময় একজন বৃদ্ধা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তার সামনে এসে বলেছিলেন যে— "তুমি যে বক্তৃতা দিচ্ছো, তা শুনে মনে হচ্ছে এগুলো তোমার হৃদয় থেকে উঠে এসেছে, তাই নয়কি?"

শ্রোতারাও ঠিক এটাই চায়। 'তোমার হৃদয় থেকে নির্গত হওয়া—স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে—স্বাভাবিক ভাষণ'। এটাকে বাড়িয়ে তোল।

আমি এখানে শুধু একজন নির্দিষ্ট ঔপন্যাসিকের ভাষণ দেওয়ার কথাটাই বর্ণনা দিচ্ছি। আমার ভাগ্য খুব ভালো যে, যেখানে আমি ওই মহিলার ভাষণ শুনেছিলাম; সেখানে এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি Sir Oliver Lodge-এর (অলিভার লজ) বক্তব্য শুনেছি। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'পরমাণু' এবং 'পৃথিবী'। তিনি এই ভাষণটিতে একশোর বেশি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যে তাঁর আলোচ্য বিষয়ের ওপর অনেক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ও সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন—তা তাঁর ভাষণ থেকেই প্রমাণিত হয়েছিলো। তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যেটা তাঁর হৃদয় ও জীবনের ঘটনাবলী থেকে উদিত হয়ে—তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আর ভগবানকে ধন্যবাদ। ভাষণ শুনতে শুনতে আমারও মনে ছিল না যে ভাষণ শুনছিলাম। তাঁর বক্তব্য এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। আর এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তার মনের মধ্যে কেবল এই বিষয়টাই ছিলো যে, তিনি তাঁর শ্রোতাদের পরমাণু সম্পর্কে বলছেন। আর তাঁর এই বক্তব্যকে তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, —তিনি শ্রোতাদের বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি কি দেখেছেন এবং তার থেকে কি অনুভব করেছেন।

এর ফলাফল কি হয়েছিলো? তিনি একটা উল্লেখযোগ্য ভাষণ সবার মধ্যে সরবরাহ করতে পেরেছিলেন। এই ভাষণের মধ্যে একই সঙ্গে ভালো লাগা এবং শক্তি দুটোই ছিলো। এটা সবার মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল কারণ তিনি একজন অসাধারণ দক্ষ বক্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে তা মনে করতেন না।

এই বইটা যারা পড়েছো—তারা যদি জনসমক্ষে ভাষণ দান করো, তাহলে শ্রোতারা সন্দেহ করবেন যে, তুমি নিশ্চয়ই কোন ভাষণের ট্রেনিং নিয়েছো। এরজন্য তুমি যদি লেখককে কৃতিত্ব দাও—সেটা ঠিক হবে না। তিনি চান যে তোমরা আনন্দ এবং

আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ভাষণ দাও। তোমাদের ভাষণগুলি যেন স্বাভাবিক হয়। কেউ যেন মনে করতে না পারে যে তুমি ট্রেনিং নিয়েছো। মনে রাখবে যে একটা ভালো জানালা নিজের থেকে কাউকে আকর্ষণ করে না। জানালা দিয়ে যত সূর্যালোক এসে ছড়িয়ে পড়বে, ততই জানালার গুরুত্ব বাড়বে। অর্থাৎ সূর্যালোক আসাটাই হলো জানালার গুণ। ঠিক তেমনই একজন বক্তার হৃদয়ের স্বচ্ছ কথাগুলি—সূর্যালোকের মতো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলে শ্রোতারা তার প্রতি আগ্রহী ও ভাষণ শুনে মুগ্ধ হবে। এখানেই একজন বক্তার সফলতা।

হেনরী ফোর্ডের উপদেশ

ফোর্ড গাড়ির নির্মাতা বলেছিলেন, "সমস্ত ফোর্ড গাড়িগুলোই একই রকম দেখতে।" "কিন্তু দুজন মানুষ কখনো সঠিকভাবে একই রকম হয়না। সূর্যের আলোতে জেগে ওঠা প্রত্যেকটা নতুন জীবনই একে অপরের থেকে আলাদা। তাদের একজনের জীবন সেরকম— আগে তার মতো কেউ ছিলো না। আবার পরেও ঠিক অবিকল তার মতো কেউ হবে না। একজন যুবকের সবসময়ে নিজের সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, সে এমন কিছু একটা করবে—যা অপরের থেকে আলাদা। অর্থাৎ তার নিজস্বতা সে বজায় রাখবে। সে তার মধ্যেকার মূল্যবান সম্পদগুলিকে বাড়াবার চেষ্টা করবে। স্কুল, কলেজ এবং সমাজ হয়তো তাকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। ইস্ত্রী করে যেমন একটা পোষাকের পরিপাট্য আনা হয়—তেমন করে, স্কুল, কলেজ অথবা সমাজের কোন ব্যক্তি মার্জিত করতে পারবেন, কিন্তু তার নিজস্ব প্রতিভা সম্পর্কে তাকে নিজেকেই সচেতন হতে হবে। আমি বলছি যে তুমি তোমার এই প্রতিভাটাকে হারিয়ে ফেলবে না। কারণ এটাই তোমার লক্ষ্য হবে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ"।

এই যা কিছু বলা হল, জনসমক্ষে ভাষণ দেওয়ার পক্ষে এ সবই সত্য। পৃথিবীতে তোমার মতো আরেকজন মানুষ নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পৃথিবীতে আছে এবং তাদের দুটো করে চোখ— একটা করে নাক - একটা করে মুখ আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তোমার মত দেখতে নয়; এবং তাদের কারুর চলাফেরা বা খাওয়া-দাওয়া তোমার মতো নয়। এমনকি তোমার মনের গঠনের সঙ্গেও তাদের কোন মিল নেই। তুমি স্বাভাবিকভাবে যেমন কথা বলো বা নিজেকে প্রকাশ করো, খুব কম লোকই সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করবে। এককথায় বলতে গেলে তোমার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বক্তা হিসেবে তোমার মধ্যে যে সম্পদ আছে সেটা একটা বড় সম্পদ, সুতরাং এটার পেছনে লেগে থাকো। আনন্দের সঙ্গে কাজ করে যাও এবং তোমার গুণটাকে বাড়িয়ে যাও। দেখবে তোমার শক্তিটা বেড়ে গিয়ে জ্বলজ্বল করবে। এবং আরো একটা নতুন শক্তি তুমি অনুভব করবে; ভাষণ দেওয়ার সময়টিতে।

সার অলিভার লজ বলেছিলেন যে— তিনি যখন ভাষণ দিতেন, অন্য মানুষদের থেকে তাঁর ভাষণ ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক হত। তার কারণ, তিনি অন্য মানুষদের থেকে আলাদা ছিলেন। তার শরীরে প্রয়োজনীয় অঙ্গের যতটা প্রয়োজন ছিল যেমন তার দাড়ি—গোঁফ—টাকমাথা; তেমনই তাঁর ভাষণ প্রণালীও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি যদি Lloyd George -এর (লয়েড জর্জ) ভাষণকে অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁর নিজের বিশেষত্ব তো কিছুই থাকতো না— তিনি কৃত্রিম হয়ে যেতেন এবং অবশেষে ব্যর্থ হতেন।

১৮৫৮ সালে আমেরিকায় সবথেকে বড় যে বিতর্ক হয়েছিলো—সেটা Senator Stephen A. Douglas এবং Abraham Lincon -এর সাথে হয়েছিল। লিঙ্কন ছিলেন লম্বা এবং একটু লাজুক ধরণের। ডগলাস ছিলেন বেঁটে এবং তাঁর চেহারা ছিলো বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। এই যে দুজন মানুষ, এঁদের মানসিকতা—চরিত্র—বক্তিত্ব—মেজাজ—চেহারা কিছুই একরকম ছিলনা।

ডগ্লাস ছিলেন সারা পৃথিবীব মধ্যে একজন বিখ্যাত ও সুশিক্ষিতমানুষ। আর লিঙ্কন ছিলেন একটু নার্ভাস ধরণের মানুষ— যেই ধরণের মানুষেরা সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটু ভয় পেয়ে থাকেন— ঠিক সেই ধরণের। ডগ্লাসের হাবভাব—কথা বলার ভঙ্গী ছিলো মহিমান্বিত। আর লিঙ্কনকে দেখে মনে হতো যে, তিনি যেন পরাজিত হওয়ার জন্যই তৈরী হয়ে আছেন। ডগলাস ছিলেন খুব সুরসিক ব্যক্তি আর লিঙ্কনকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে বেশী রকম গল্প প্রচলিত ছিল। আর ডগ্লাস খুব কম হাসতেন লিঙ্কন অনবরত তর্ক করে যেতেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই উদাহরণ দিতেন ভাষণের সময়টিতে। অপর পক্ষে ডগ্লাস একটু উদ্ধত, রাগতভঙ্গী ও অধৈর্য্যভাবে বিতর্ক করতেন। লিঙ্কন ছিলেন নম্র এবং তিনি সহজেই ক্ষমা করে দিতেন। ডগ্লাস খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারতেন। কিন্তু লিঙ্কন একটু ধীর গতিতে চিন্তা করতেন। ডগলাস ভাষণ দেওয়ার সময় খুব দ্রুতভাবে এবং না থেমে বলে যেতে পারতেন। কিন্তু লিঙ্কন খুব ধীরে ধীরে, ভেবেচিন্তে তাঁর অনুভূতির প্রকাশ করে ভাষণ দিয়ে যেতেন।

এই দুজন মানুষই তো পরস্পরের মতো নন। তাঁদের একে অপরের সঙ্গে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা দুজনেই বিখ্যাত বক্তা হিসাবে পরিচিত হয়ে আছেন। এর কারণ নিজস্ব সত্বার প্রতি তাঁদের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিলো। আর সে কারণেই এই বিষয়ে তাঁদের খুব দক্ষতা জন্মেছিলো। তাঁরা যদি একে অপরের নকল করার চেষ্টা করতেন, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে দুজনেই ব্যর্থ হতেন। কিন্তু দুজনেই তাঁদের নিজস্ব বিশেষত্ব পূর্ণ প্রতিভার অনুশীলন করেছিলেন বলে, তাঁরা দুজনেই যথেষ্ট শক্তিশালী ও ভালো বক্তা হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অতএব তোমরাও নিজস্ব প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হও এবং নিজস্ব বিশিষ্ঠতা বজায় রেখে উন্নত হবার চেষ্টা করো। তোমাদের শক্তিকে ফুটিয়ে তুলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করো।

এখানে একটা সহজ নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু এই পথটা কি সবাই অনুসরণ করতে পারবে? আমি জোর দিয়ে বলছি যে, বেশীরভাগ লোকই তা পারবে না, এটা শুনতে এবং ধারণা করতে যতটা সহজ—কাজে পরিণত করাটা তত সহজ নয়।

শ্রোতাদের সামনে স্বাভাবিক হবার জন্য তোমাদের অভ্যেস করা দরকার। তুমি যখন ছোট্ট বালক অথবা বালিকা ছিলে এবং তোমার বয়স যখন ছিল চার —তখন তুমি অনায়াসেই সবার সামনে স্বাভাবিক হতে পারতে। তোমাকে যদি সবার সামনে 'আবৃত্তি' করতে বলা হত, তুমি সহজেই এবং দ্বিধাহীন ভাবেই তা করতে। কিন্তু যখন তোমার বয়স চব্বিশ বছর অথবা চুয়াল্লিশ বছর—তখন তোমাকে জনসাধারণের সামনে কিছু বলার জন্যে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়—তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার অনুভূতি আসছে। চার বছর বয়সে তোমার মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক ভাব ছিলো—সেইটা কি তুমি তখন ফিরে পেতে পারবে, তুমি হয়তো চেষ্টা করবে কিন্তু তুমি তা পারবে না। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে—অর্থোপার্জন করতে করতে এবং টাকা রোজগারের চিন্তায় তুমি যান্ত্রিক ও শক্ত হয়ে গেছো। তোমার মধ্যেকার সেই শিশু সুলভ সহজভাব ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে গেছে। শামুক যেমন তার নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকতে চায় সেইভাবে তুমিও সর্বদা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে চাইবে।

অপরকে ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা বা ট্রেনিং দেওয়াটা একটা সমস্যা কেননা, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে, তার সহজভাব ও স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতা দেওয়া শেখাতে—শিক্ষককে বেশ বেগ পেতে হয়।

বেশ কয়েকশো বার আমি ভাষণরত বিভিন্ন ব্যক্তিদের, ভাষণের মাঝপথেই থামিয়ে দিয়েছি। আমি তাদের অনুরোধ করেছি-- "আপনারা অনুগ্রহ করে স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলুন। যান্ত্রিক হয়ে যাবেন না।" শত শত রাত্রি আমি মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছি। যারা সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো বক্তৃতা দিতে গিয়েও বারবার কৃত্রিমতাকেই এনে ফেলেন—সেইসব মানুষদের ট্রেনিং দিতে দিতে আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, আমিই মানসিকভাবে হতাশ হয়ে গেছি। বিশ্বাস করো, আমি এতটুকুও বাড়িয়ে বলছিনা। এতে শুনতে যত সহজ, কাজে পরিণত করাটা এতটাই কঠিন।

কিন্তু একটাই মাত্র পথ আছে। সেটা হলো—ভাষণ দিতে গিয়ে তোমার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য তোমাকে অক্লান্তভাবে অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলন করতে করতে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, ভাষণ দেওয়ার সময় কোথায় বা কখন তোমরা কৃত্রিম হয়ে উঠছো, তখন তোমরা নিজেকেই তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করবে "কেন এমন হলো? আমার মধ্যে কি ত্রুটি আছে? জেগে ওঠো মন এবং সহজ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করো।" তুমি মনে মনে কল্পনা করবে যে, তুমি শ্রোতৃমণ্ডলীর থেকে কোন

একজনকে পিঠ ধরে তুলে এনে তোমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছো। তুমি দেখেছো, তার চোখের দৃষ্টিতে তোমার প্রতি আগ্রহ ছিলোনা তারপর তার সাথে আলোচনা করে দ্যাখ যে, সে তোমার মধ্যে কি ত্রুটি দেখেছে—এরকম প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়েই তুমি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এরকমভাবে সমানে প্রশ্ন করতে করতে এবং ক্রমশ উন্নতির পথে তুমি এগিয়ে যাবে। এই বিষয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরো, তুমি তোমার কথার মাঝখানে বললে যে, "আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই প্রসঙ্গটা আমি এখানে উত্থাপিত করলাম—আমি তার প্রমান দেখাতে পারবো কি না? আমার যথেষ্ট প্রমান আছে।" সেগুলো হল এই............এই.........এই........। এরকমভাবে সমানে প্রশ্ন উত্তর চলতে থাকলে তুমি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এবং এতে বক্তৃতা দেবার ও শুনবার একঘেয়েমি ভাব কেটে যাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটাই একটা উপভোগ্য জিনিস হয়ে উঠবে। আন্তরিকতা—উৎসাহ—একাগ্রতা থাকলে তুমি খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। একজন ব্যক্তির ভেতর যখন সমস্ত অনুভূতি জাগ্রত হয় তখন সে নিজস্ব সত্বাকে আবিষ্কার করে এবং সমস্ত বাধাগুলিকে কাটিয়ে ওঠে। তখন তার আবেগের উত্তাপে পথের সমস্ত বাধাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলে আর স্বাভাবিকতাও অর্জন করে।

সুতরাং পরিশেষে একথা বলা যায় যে, তোমার ভাষণের ওপর তোমার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দাও।

Dean Brown (ডিন ব্রাউন) Yale Divinity school -এ ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন—"আমি কখনোই ভুলে যাবোনা।" আরেকজন বক্তা George Mac Donald (জর্জ ম্যাকডোনাল্ড) প্রতিদিন তাঁর ছাত্রদের কাছে একটা অধ্যায় করে নীতি উপদেশ শোনাতেন। প্রতিদিন সকালে যখন সেই সময়টা আসতো, তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন "আমি তো এর আগের দিন তোমাদের বিখ্যাত বক্তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বলেছি সুতরাং আজকে তোমাদের, বিশ্বাস কি বস্তু সেই বিষয়ে আর বলব না। আমি পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বোঝাতে পারব না যে বিশ্বাস কি জিনিস। তবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস কি—তা তোমাদের সরাসরি জানাবো।"

তারপর তিনি এত সহজভাবে, হৃদয় স্পর্শ করে এবং রাজকীয় ভঙ্গীতে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন থেকে, ছাত্রদের জানাতেন বিশ্বাস কি। তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর বক্তব্য গুলিকে ছাত্রদের কাছে এমন বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেন যে, ছাত্রদের কাছে তিনি আদর্শ হয়ে থাকতেন। তখন তাঁর হৃদয় এমনভাবে কাজ করতে থাকতো এবং তাঁর ভাষণ আগুনের মতো জ্বলন্ত হয়ে যেতো যে, তার ছাত্রবা অভিভূত হয়ে যেতো।

এটা ছিল তাঁর ভেতরকার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য যা শক্তিতে রূপান্তরিত হতো।

"তার হৃদয় এখানে প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে কাজ করতো।" এটাই হচ্ছে এখানে গুপ্ত রহস্য। তবুও আমি জানি, এই যে আমি পরামর্শ বা উপদেশ দিলাম—সেটা অনেকেই জানেনা। সুতরাং সাধারণের কাছে এটা কার্যকরী নয়। বেশীরভাগ ছাত্রই বোকাব মতো কতগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে চায়। বুদ্ধিমত্তা আছে—এমন কোন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে তারা নারাজ। তারা কোনক্রমে তাদের মস্তিষ্কে যে সাধারণ নিয়ম বা চিন্তাধারাগুলি রাখতে পারে—সেগুলিই শুধুমাত্র তারা পালন করে চলে।

এরকমই এইসব ছাত্ররা চেয়ে থাকে। কিন্তু যারা প্রতিভাবান তারা আমার পরামর্শ মেনে চলবে এবং তাদের পক্ষেও এটা সহজ হবে—এই মনোভাব নিয়েই তোমরা চলতে চেষ্টা করবে। অনেক রকম নিয়মই আছে. কিন্তু সেখানে একটা ছোট ভুল আছে। তারা কাজ করেনা। তারা জীবনের সব কিছু স্বাভাবিকতা ভাবে গ্রহণ করেছে। তারা জীবন থেকে সততা এবং জীবনরস গ্রহণ করে—তা, ভাষণে ব্যাবহার করতে পারে কিন্তু তারা তা করে না। আমার অল্পবয়সে আমি আমাব সময় ও শক্তি নষ্ট করেছিলাম।

তুমি যখন জনতার সামনে ভাষণ দাও—তখন কি তুমি এগুলো করে থাকো?

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে বসেছি—ভাষণ দেওয়ার সময়ে স্বাভাবিক ভঙ্গীটা তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। অনেকেই মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে—"আঃ, আমি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য কি প্রচণ্ড চেষ্টা করি! ঠিক আছে, আমি একদিন না একদিন পারবোই।" "না.....তোমরা পারবেনা।" কেননা যত তুমি, নিজেকে জোর দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করবে, ততই তুমি যান্ত্রিক ও কাঠেব মতো শক্ত হয়ে যাবে।

গতকাল তোমার আলোচনার সময়, এই নিয়মগুলির অধিকাংশই তুমি ব্যবহার করেছিলে। গতকাল তুমি রাতের খাবার খেয়ে যেভাবে হজম করে ফেলেছ—তেমনি করেই অসচেতনভাবে ওই কথাগুলি তুমি কালকে বলেছিলে। ঠিক এমনি করেই তোমাকে পথ চলতে হবে। আর একমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

প্রথমতঃ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোকে আলাদা করে নাও. তারপরে পরবর্তী বাক্যগুলো প্রয়োজনানুসারে সাজাও।

আলোচনার মধ্যে আমরা একটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে থাকি এবং সেই শব্দ থেকেই বাক্য হয়। আর বাক্যের ওপরেও আমরা এক বা একাধিক শব্দ চয়ন করে সাজাই।

এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হল। নীচের উদ্ধৃতিটি পড়ো। তারপরে অন্যান্যগুলি তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী করতে পারবে। এর ফল কি হতে পারে?

"I have SUCCEEDED in whatever I have undertaking, because I

have WILLED it. I have NEVER HESITATED which has given me anc ADVANTAGE OVER the rest of mankind."

— Napoleon.

"আমি যাতেই হাত দিইনা কেন তাতেই সাফল্য লাভ করে থাকি, কেননা আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আমাকে সেই কাজ করতে সাহায্য করে। মানবজাতির কল্যানের জন্য যে কাজের ভার আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়—তার সুযোগ নিতে আমি কখনো ইতস্ততঃ করিনা"।

এই লাইনগুলোকে পড়বার একমাত্র উপায় এটাই নয়। অন্য একজন বক্তা আরেক রকম ভাবে এটা পড়তে পারেন। কে কি ভাবে পড়বেন—সে ব্যাপারে কোন যান্ত্রিক নিয়ম নেই। এটা বক্তার ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

নীচে যে কবিতার কয়েকটি নির্বাচিত লাইন তুলে দিলাম—সেটি জোরে জোরে এবং সুসংবদ্ধ প্রণালীতে পড়ো। চেষ্টা করো এমনভাবে পড়তে যাতে তোমার পড়ার মধ্যে দিয়েই কবিতার অর্থ ও মূলভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এসো এবার কবিতাটা পড়া যাক।

If you think you are beaten,you are
If you think you dare not, you don't.
If you'd like to win, but think you can't,
It's almost a cinch you won't.
Life's battles don't always go
To the stronger or faster man;
But soon or late the man who wins
Is the one who thinks he can.

—Anor

["যদি তুমি মনে করো পরাজিত, তবে তুমি তাই হয়ে যাবে। যদি তুমি মনে করো তুমি ভীতু, সাহসী নও, তাহলে তাই হয়ে যাবে। জিততেও চাও অথচ মনে করছ তুমি জিততে পারবে না—তাহলে তুমি সত্যই জিততে পারবে না। জীবন মানেই হচ্ছে সংগ্রাম। কিন্তু তাই বলে তুমি সর্বদা দ্রুতগামী এবং বলিষ্ঠ লোকের সঙ্গ কোরনা। যে জিতেছে—সে আগেই জিতুক বা পরেই জিতুক, শীঘ্রই জিতুক বা দেরীতেই জিতুক—জানবে যে, তার মনে জয়ের ইচ্ছা আগে থেকেই ছিলো"]

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার থেকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন হলো মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের। একজন মানুষ—যে জীবনে বড় হতে চায়—তাকে, প্রথমেই মনে করে নিতে হবে যে, তার চলার পথে অনেক বাধা আসবে

এবং তাকে সমস্ত রকম প্রতিকূলতা, ভয় এবং অন্যান্য অন্ধকার দিকগুলিকে জয় করে নিতে হবে। —একথা বলেছেন Theodore Roosevelt (থিওডোর রুজভেল্ট)

দ্বিতীয়ত ঃ তোমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতার পরিবর্তন করো

ভাষণ দেওয়ার সময় আমাদের কণ্ঠস্বর কখনও চড়ায় ওঠে আবার কখনো মৃদু হয়ে যায়। এরকম ব্যাপার বারবারই হতে থাকে। ভাষণের সময় আমাদের কণ্ঠস্বর বিশ্রাম পায়না বরং সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। কেন? এর কারণ কেউ জানেনা আবার বলা যায় কেউ জানবার চেষ্টাও করতেন না। তবে এর পরিনাম হলো আনন্দদায়ক এবং এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। কণ্ঠস্বর কেমন করে বাড়ানো বা কমানো যায়—সেটা আমরা কেউই শিখিনি। নিজেদের অজ্ঞাতেই এটা হয়ে যায়। ধরো তুমি শ্রোতাদের মুখোমুখি হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়েছো। তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ নীরস হয়ে গেলো আবার কখনও বা এমন একঘেয়ে হয়ে গেল যে, মরুভূমির বুকে বালির পর বালি যেমন একঘেয়ে লাগে --ঠিক তেমনই লাগতে থাকলো।

তুমি যখন বুঝতে পারবে যে তোমার ভাষণ একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে, তখন তুমি একমুহূর্ত থামো এবং নিজেকে বোঝাও যে "তুমি একজন কাঠখোট্টা ভারতবাসীর মতো কথা বলছো। স্বাভাবিক হও এবং সহজ মানুষের মতো কথা বলো।

তোমার নিজের এই ধরনের ভাষণ কি তোমাকে সাহায্য করবে। এইসময় একটু থামলে বরং তোমার ভাল হবে। কারণ নিজের ত্রুটিটা একটু বুঝে নিয়ে নিজেকে সংশোধন করে ভাষণ দিতে শুরু করলে সেটা বরং ভালো হবে। ভাষণ দেওয়ার সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুমি যে কোন বাগধারা ব্যবহার করতে পারো। যেমন করে একটা সবুজ সতেজ গাছ, তার পাতাগুলিকে ছড়িয়ে ফেলে; তেমন করে তোমার কণ্ঠস্বরকে উপর থেকে নীচে নামিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলো। নীচে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এটাকে আবৃত্তি করবে খুব নীচু স্বরে। এর ফলটা কি হবে?

I have but one merit, that of never despairing—Marshal Foch

[আমার একটাই কৃতিত্ব আছে। সেটা হল—আমি কখনোই হতাশ হইনা।]

The great aim of education is not knowledge, but action.—Hebert Spencer

[শিক্ষার বিরাট উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ করা নয়—এটাকে কার্যকরী করা।—হার্বার্ট স্পেন্সার।]

I have lived eighty-six years. I have watched men climb up to success, hundreds of them, and of all.

"The elements that are important for success, the most important is faith"—Cardinal Gibbors.

[আমি ছিয়াশি বছর বেঁচে ছিলাম এবং আমার জীবদ্দশায় দেখেছিলাম যে শত শত মানুষ সাফল্যের শীর্ষদেশে উঠেছে। আর তাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো বিশ্বাস।]

তৃতীয়তঃ তোমার ভাষণের গতি পরিবর্তন করো

যখন একটা ছোট শিশু কথা বলে বা আমরা কোন সাধারণ আলোচনা করি—তখন দেখা যায় আমার কথা বা ভাষণের গতি সমানে পরিবর্তন হচ্ছে। এটা কিন্তু আনন্দদায়ক। এটা স্বাভাবিক। এটা অসচেতনভাবে চলে আসে। এটার ওপর জোর দেওয়া ভালো। সবথেকে বড় কথা হল, ভাষণ দেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো ভালো। Walter. B. Stevers. (ওয়ালটার) আমাদের বলেছেন যে কি করে ভালো পদ্ধতিতে ভাষণ দেওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতিটা নীচে দেওয়া হল।

"অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ দ্রুততার সঙ্গে ভাষণ দিয়ে যাবে। যে বাক্যের ওপর সে জোর দিতে চায়, সেই বাক্যের ওপর জোর দেবে। তারপর তুমি একটা বাক্যের থেকে আবেকটা বাক্যের দিকে এমনভাবে যাবে যেন সেটা বিদ্যুতের বেগে ছুটে চলেছে ...

এইরকম পদ্ধতি অনুশীলন করলে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। যেমন বলা যায় যে, আমি যদি চাই তোমাদের সবাইকে (জনতাকে) সন্তুষ্ট করতে তাহলে আমাকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

চতুর্থতঃ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা করার আগে একটু থামো এবং পরে একটু থামো—

লিঙ্কন প্রায়ই তাঁর ভাষণ দেওয়ার সময় থেমে যেতেন। যখন মাথাতে নতুন কোন ভাব আসতো তখন তিনি তা শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সরাসরি শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। এই যে হঠাৎ একটা গণ্ডগোল এবং জেগে ওঠা—দুটোই সমান। এরা মানুষকে মনোযোগী করে তোলে—আগ্রহী করে তোলে। কি ঘটতে চলেছে, জানবার জন্যে, তারা উত্তেজনায় টান টান হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ডগলাসের সঙ্গে তাঁর যখন বিখ্যাত বিতর্ক হয়েছিল, সেইসময় লিঙ্কন বিষন্ন হয়ে গেছিলেন। তাঁর যে এই বিষন্নতার অভ্যাসটা ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছিলো! ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন এবং হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর অর্ধ উদাসীন চোখে তিনি দূরের পানে তাকিয়ে রইলেন। তার সমুখে বসে থাকা শ্রোতাদের দিকে তিনি গভীর ও ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তার হাত দুটোকে ভাঁজ করে, অসহায়ের মতো যুদ্ধ করার ভঙ্গীতে তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ও একঘেয়ে স্বরে বলেছিলেন "আমার বন্ধুগণ! বিচারক ডগলাস অথবা আমি এই বিতর্কে জিতি কিনা—সেটা আমার কাছে খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে আজকে যা বলতে চাইছি—সেটা এই সবকিছুরই উর্দ্ধে এবং আমার

বন্ধুরা......."এই কথা বলে তিনি আবার থামলেন। তাঁর দিকে মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। "কিন্তু আমি নীরব হয়ে যাবো—যেমন একটা কবরখানায় শান্ত, নীরবতা বিরাজ করে—ঠিক তেমনই আমরা নীরব হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বিষয়টাও নীরব এবং নিথর হয়ে যাবে।"

তিনি যেই পদ্ধতিতে এই সহজ কথাগুলি বলেছিলেন, তা প্রত্যেক শ্রোতাদের অন্তরে ছুঁয়ে গেলো।

লিঙ্কন যে বাক্যগুলির ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন, সেটা বলার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন। ওই নীরবতার ফলে তাঁর সেই কথার শক্তিটা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

স্যার অলিভার লজ তাঁর ভাষণের মাঝখানে মাঝে মাঝেই থামতেন। তাঁর কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বা ধারনা শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে একটু থামতেন—আবার পরে একটু থামতেন। একটা বাক্য বলার পর তিনি মাঝে মাঝেই থামতেন এবং তিনি স্বাভাবিক ও অসচেতনভাবেই করতেন।

Kipling (কিপলিং) বলেছিলেন—"তুমি কথা বলবে নীরবতার মাধ্যমে। নীরবতার মধ্যে যে সোনার মত মূল্যবান জিনিযটি আছে—তা অনবরত কথার মধ্যে নেই। এটা একটি শক্তিশালী মাধ্যম এবং এত বেশী শক্তিশালী যে, একে উপেক্ষা করা যায় না।

নীচে কয়েকটি নির্বাচিত বাক্য দেওয়া হল। একটুও না থেমে এবং জোরে জোরে সেগুলি পড়ে যাও; তারপর আবার পড়ো। তারপর আমি যেখানে যেখানে থামতে বলেছি, সেখানে থামো। এই থামার ফল কি হতে পারে?

"জিনিসপত্র বেচাকেনা করা হচ্ছে একটা যুদ্ধের সমান। এই বাক্যটার শেষে থামো এবং থামার মধ্য দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দাও।"

"কেবলমাত্র যোদ্ধারাই এতে জয়লাভ করতে পারে"। এখানে থামো, যোদ্ধা কথাটার ওপর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য।

"আমরা হয়তো এই অবস্থাটাকে পছন্দ নাও করতে পারি, তা বলে আমরা যোদ্ধাদের মনোভাব তো বদলাতে পারিনা।" (থামো।)

"তোমার যত সাহস আছে—সবকিছু সংগ্রহ করে জিনিসপত্র বেচাকেনার আসরে নেমে পড়ো।" (থামো)

"যদি তুমি না পারো," (এই কথাটি বলে নীরবতাটা বাড়িয়ে দিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য শ্রোতাদের দিকে এমনভাবে তাকাও যেন তুমি এই কথাটার মধ্যে লুকোনো রহস্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছো।)

"তোমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে হবে, যদি তুমি না পারো, তাহলে ওই কল্পিত হাঁসের ডিম ছাড়া আর কিছুই পাবেনা।" (থামো)

"যে একটা কলসী করে জল তুলতে ভয় পায়, তার কোন কিছুই লাভ হতে পারেনা।" (থামো)—"একথা মনে রেখো।"(থামো)

"যে মানুষ পায়ের এক ধাক্কায় বলটাকে বেড়া টপকে কোন বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিতে পারে—সেই মানুষটিই সোজাসুজি তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবে। (থামো এবং এখানে একটু বেশী সময় নিয়ে থামো যাতে অসাধারণ খেলোয়াড়ের গুরুত্বটা বোঝাতে পারো) সেই লোকটার মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই তাকে উপযুক্ত কর্মী হতে সাহায্য করে।

নীচে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, সেটাকে খুব জোর দিয়ে এবং অর্থ বুঝে পড়ো। স্বাভাবিকভাবে কোথায় তুমি থামবে, সেটা নিজেই তুমি লক্ষ্য করো।

"The great American desert is not located in Idaho, New Mexico or Arizona. It is located under the hat of the average man. The great American desert is a mental desert rather than a physical desert." — J.S. Knox.

ভাবার্থ ঃ

এদের সবথেকে বড় আমেরিকান মরুভূমিটা নিউ ম্যাক্সিকো বা অ্যারাইজোনায় নয়। এটা সব মানুষেরই একেবারে টুপির কাছে (ঘরের কাছে) অবস্থিত। এই মরুভূমিটা আসলে শারীরিক মরুভূমি নয়, এটা মানসিক মরুভূমি।

"There is no panacea for human ills; the nearest approach to it is publicity." — Professor Foxwell.

ভাবার্থ ঃ

মানুষের সবরকম অসুখ সারাবার ওষুধ নেই। মানুষ যেটা মোটামুটি রোগ সারাবে বলে প্রচার করে—সেটা একটা প্রচার মাত্র।

"There are two people I must please—God and Garfield. I must live with Garfield here, With God hereafter." —James A. Garfield

ভাবার্থ ঃ

দুজন লোকের ব্যাপারে আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবো—একজন হচ্ছে ভগবান, অপরজন হচ্ছে গারফিল্ড (Garfield). পৃথিবীতে থাকার সময় আমি অবশ্যই গারফিল্ডের সাথে বাস করবো। পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় আমি ঈশ্বরের সাথে বাস করবো।

এই অধ্যায়ে আমি যে নির্দেশগুলো দিয়েছি, এবং যদিও তাতে সামান্য দোষ-ত্রুটি আছে—কিন্তু, একজন বক্তা এটাকে মেনে চলতে পারে। তিনি শ্রোতদের কাছে এমন স্বাভাবিক ভাবে ভাষণ দেবেন, যেন তিনি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছেন মাত্র। তিনি যদি অপ্রসন্ন সুরে এবং নিরানন্দভাবে ভাষণ দেন তাহলে সেটা শ্রোতাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে যাবে—তিনি পদে পদে ভুল করবেন—অস্বস্তিতে পড়বেন। প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে

নিজের মনে একরকম আলোচনা বা অনুশীলন যে করবে, ততই তার কাছে ভাষণ দেওয়া সহজ হবে।

সারাংশ ঃ

১. ভাষণে তুমি যে পরিমান কথা বলবে এবং সংখ্যাতত্বের দিক দিয়ে সেটা বিবেচ্য নয়। তোমার ভাষণের মধ্যে দিয়ে যেন তোমার আত্মার সুগন্ধ বেরোয়। তুমি কতটা কথা বললে সেটা বিবেচ্য নয়, তুমি কেমন করে বললে সেটাই বড় কথা।

২. অনেক বক্তাই তাঁদের শ্রোতাদের প্রতি মনোযোগ দেন না ভাষণ দেওয়ার সময়। হয় তাঁরা শ্রোতাদের মাথা ছাড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে ভাষণ দেন, নয়তো মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাষণ দেন। এর ফলে শ্রোতাদের সাথে এই ধরণের বক্তার মানসিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে না। বক্তার এই ধরণের আচরণ ভাষণের মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে। তার ফলে বক্তার আলোচ্য বিষয়টা আর আলোচনা হয়ে ওঠে না, একটা নিরস যান্ত্রিক ও কৃত্রিম বক্তৃতা হয়ে ওঠে।

৩. ভালো ভাষণ সরবরাহকারী হতে হলে, সেই বক্তাকে কণ্ঠস্বরে মাধুর্য আনতে হবে। এই বিষয়ে জন স্মিথের পরামর্শ মেনে চললে ভালো হয়।

৪. নিজের কথা অপরের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন—সেটা প্রায় সকলেরই আছে। এই বিষয়ে তোমার মনে কোন প্রশ্ন জেগে থাকলে, তুমি তা নিজেই পরীক্ষা করে দ্যাখো। তোমার যাকে সব থেকে উপযুক্ত বলে মনে হয়, তাকে ডাকো। তাকে মঞ্চের ওপর তুলে দাও। দেখবে সে হয়তো কিছু বলবে। সে যাই বলুক না কেন, তার কথার মধ্যে কোন জড়তা থাকবে না। তুমি যখন জনসমক্ষে ভাষণ দেবে—তখন তোমার মধ্যেও কথা বলার এই স্বাভাবিক প্রবণতাটা চলে আসুক। আমরা এটাই চাই। এই গুণটাকে বাড়াবার জন্য তোমার অনবরত অনুশীলনের দরকার। অপরকে অনুকরণ কোরনা। তুমি যদি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে কথা বলো, তাহলে তুমি নিশ্চই অপর কোন ব্যক্তির থেকে আলাদা ভাবে কথা বলতে পারবে। নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখো। নিজস্ব প্রণালীতে ভাষণ দেওয়া অভ্যাস করলে তুমি একজন উল্লেখযোগ্য বক্তা হয়ে উঠবে।

৫. তোমার শ্রোতাদের সাথে এমনভাবে আলোচনা করো যেন, তোমার মনে হয়, তারা তোমার কথা শুনতে শুনতে তোমার কথার প্রত্যুত্তর দেবে। যদি তারা তোমার ভাষণের মাঝখানে উঠে দাঁড়ায় এবং তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে নিশ্চিত থাকো যে, এই ভাষণের ব্যাপারে তোমাকে জোর দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। এবং তখন থেকেই উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। সুতরাং অনুশীলন করবার সময় কল্পনা করে নাও যে—কেউ তোমায় প্রশ্ন করছে এবং তুমি আগের উত্তরটাই পুনরাবৃত্তি করছো। এতে তোমার ভাষণের ভঙ্গীর উন্নতি হবে এবং তোমার স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে।

৬. সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে ভাষণ দাও। আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগ তোমাকে অনেক বেশি সাহায্য করবে।

৭. আমরা অনেকেই আলোচনার সময় চারটি জিনিস অসচেতনভাবে করে থাকি। সেগুলি হল ঃ

ক। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলির ওপর আমরা জোর দিয়ে থাকি (বেশীর ভাগ বক্তাই করেন না)?

খ। ভাষণের সময আমাদের কণ্ঠস্বর কি ওপরে নীচে ওঠা নামা করে?

গ। তোমরা কি খুব তাড়াতাড়ি অপ্রোয়জনীয় বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যাও ভাষণের সময়ে?

ঘ। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলার আগে অথবা পরে থামো কি?

সপ্তম অধ্যায়

মঞ্চ, উপস্থিতি এবং ব্যক্তিত্ব

কার্ণেগীর টেকনোলজী প্রতিষ্ঠান এক সময়ে শত শত আসন্ন ব্যবসায়ীদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা নিত। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের এই পরীক্ষা নেওয়া হত। এই পরীক্ষা গুলো যে রকমই ছিল। ফলাফলে ঘোষণা করা হতো যারা বুদ্ধি মত্তা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তাদের আরও একটা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সেটি হলো ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব একত্রে থাকলে সেইসব মানুষেরা সহজেই সফলতা অর্জন করতে পারবে।

এই ব্যক্তিত্ব শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ব্যবসায়ীদের পক্ষে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাবিদ্‌দের পক্ষে ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ, পেশাদার মানুষদের ক্ষেত্রেও তেমন এবং বক্তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যক্তিত্ব ঃ

সমস্ত রকম প্রস্তুতি ছাড়া এটা এমনই একটি বস্তু যেটা জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে উল্লেখযোগ্য। একজন বিখ্যাত বক্তা তাঁর এই ব্যক্তিত্বের দ্বারাই জনতার মনে ঝড় তুলতে পারেন। ভাষণ দেবার সময় তিনি কতটা কথা বললেন সেটা মোটেই বিবেচ্য হয় না, কিভাবে তাঁর বক্তব্যটা জনতার সম্মুখে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করলেন সেটাই দেখার বিষয়। একটা সুগন্ধি ফুল যেমন মৃদু সুবাস ছড়ায় তেমনি ব্যক্তিত্ব এক সুরভী তার চারিদিকে নিজেদের অজান্তে ছড়িয়ে দেয়। একজন মানুষের হাঁটাচলা, তার কথা বলার ভঙ্গী, তার মেজাজ, দক্ষতা, চেহারা সর্বোপরি তার মানসিক প্রবনতা—এইসব কিছু মিলিয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

উত্তরাধিকার সূত্রে এবং তার পরিবেশে থেকেও মানুষ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে। ব্যক্তিত্ব একবার তৈরী হয়ে গেলে সেটা পরিবর্তন করা বেশ কষ্টকর। তবুও চিন্তার শক্তি বাড়াবার দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

তুমি যদি তোমার নিজস্ব স্বত্বাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলে উজ্জ্বল করতে চাও তাহলে নিজেকে দর্শকের মুখোমুখি দাঁড় করাও। একজন ক্লান্ত বক্তা কখনই দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার না। তাই তুমি অতি সাধারণ ভুলগুলো করোনা এবং প্রস্তুতি না নিয়ে ভাষণ দিতে এসো না। যদি তুমি সেরকম করো তাহলে শরীরে বিষ সঞ্চারিত হয়ে মস্তিষ্ক অবশ হয়ে গেলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তেমনি অবস্থা হবে তোমার। তাই তুমি নিজেকে সংযত কর, তোমার শরীর, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকে কখনও দুর্বল হতে দিওনা।

যদি তোমাকে কোন কমিটি মিটিঙে যোগ দিতে হয়, আর বিকেল বেলা তোমার সেখানে যাবার সময় ঠিক হয়, তাহলে তুমি দুপুরে হালকা খাবার খাবে এবং পারলে একটু ঘুমিয়ে নাও। তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা হলো বিশ্রাম। সেটা শারীরিক, মানসিক বা স্নায়বিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন?

Geraldine Farrar জেরালডাইন ফারার তিনি তার নতুন বন্ধুদের কে প্রায়ই আঘাত দিতেন। রাত্রি হবার আগেই তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতেন। তার নতুন বন্ধুরা যে ঘরে বসে থাকতেন সেখানে স্বামীকে রেখে চলে যেতেন। তিনি জানতেন যে তার অন্তরের কৌশলটা কি!

Madame Nordica তিনি বলেছিলেন যে একজন ভালো ভাষক হতে হলে সাধারণ মানুষের অভ্যাসগুলো তাকে ছাড়তে হবে। যেমন—বন্ধুবান্ধব, সামাজিক রীতিনীতি খাওয়া দাওয়া, লোভ ইত্যাদি।

(তুমি যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিতে যাচ্ছ তখন তুমি তোমার খাবার সম্বন্ধে সতর্ক হও। সাধুদের মত স্বল্প এবং সংযমের সাথে আহার কর)। Henry Ward Beecher ---তিনি প্রত্যেক রবিবারের বিকেল গুলোতে ঠিক পাঁচটার সময় কয়েকটি বিস্কুট ও দুধ খেতেন। তার পরে আর কিছুই খেতেন না। Madame Melba বলেছিলেন---

"আমি যখন সন্ধ্যেবেলায় গান গাইতাম তখন আমি পেট ভরে খেতাম না। কেবলমাত্র খুব হালকা খাবার খেতাম ঠিক বিকেল পাঁচটার সময়। আমার খাদ্য তালিকায় থাকত হয় মাছ, নয়ত চিকেন আর না হয় মিষ্টি পাউরুটি। আর তার সাথে থাকত একটা সেদ্ধ আপেল ও এক গ্লাস জল। তাই রাতের খাবার খাওয়ার সময় আমার খুবই খিদে পায়। আমি যখন অপেরা থেকে বাড়ী ফিরি তখন ভালো করে খিদে পাবার জন্য আমার রাতের খাবারটা ভালো করে খাই।"

মেলবা এবং বিচারবস্তু বিচক্ষণের মতো কাজ করতেন সেটা আমি আগে কখনও বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন নিজেকে পেশাদার বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলাম তখন

বুঝতে পারলাম। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ইচ্ছে মতো খাওয়া দাওয়া করে আমি দু ঘণ্টার ভাষণ দিতে চাইতাম। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আমাকে শেখালো যে বিফস্টেক, ফ্রেঞ্চফ্রাই. আলুভাজা, স্যালাড, শাক্-সব্জী এবং নানারকম ফল খেয়ে ভাষণ দিতে গেলে আমি মোটেই ভাষণের ব্যাপারে কার্যকারী হবো না এবং পেট ঠেসে খাবার দরুণ আমাকে একঘণ্টা দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। হয় আমার শারীরিক অস্বস্তি কাটাবার জন্য নয়ত: যে বিষয়ে ভাষণ দেব সেটি মনে করবার জন্য। কেননা যে রক্তটা আমার মস্তিষ্কে থাকা উচিত সেটি আমার পাকস্থলীতে নেমে এসেছে এবং ঐ বিফস্টেক, আলুবাজা, ফল ইত্যাদির সঙ্গে হজম হবার জন্য কুস্তি শুরু করেছে।

প্যাডার হুইস্কি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"যখন তিনি ইচ্ছা মতো খাবার খেয়ে কোন কনসার্টে যেতেন যেসব জীবগুলিকে (মুরগী অথবা গরু) পেটে পুড়েছিলেন, সেগুলো তার পেটের মধ্যে নানারকম অঙ্গভঙ্গ ী করতে লেগেছে। বাজনা বাজাবার সময় তার আঙুল গুলোয় রক্ত জমে গিয়ে শক্ত হয়ে তাকে বাজনা বাজাতে বাধা দিচ্ছে।

কেন একজন বক্তা অপরের থেকে দক্ষ বলে পরিগণিত হন?

তোমার শক্তি ক্ষয় করতে পারে এমন কিছু কোরোনা। এই শক্তি হচ্ছে চুম্বকের মতোন। প্রবল উদ্দীপক এবং সজীবতা, উৎসাহ ইত্যাদি। এই গুণগুলোকেই আমি সব বক্তা এবং শিক্ষকদের মধ্যে খুঁজে থাকি সর্বপ্রথমে। যে বক্তার মধ্যে খুব বেশীরকম উদ্দীপনা আছে তার প্রতি দর্শকরা খুব গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। মানুষের ভেতরে শক্তির প্রবণতা এত বেশী কার্যকরী যেন গম ক্ষেতের উপর দিয়ে শরৎ কালে ছুটে যাওয়া বুনো হাস।

লণ্ডনের হাইড পার্কে বক্তৃতা দিতেন এমন একজন বিখ্যাত বক্তার মুখে আমি এই কথা শুনেছি তার এই শক্তি ছিল এতবেশী যে শত শত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশব্দে তার ভাষণ শুনতেন। অন্যান্য বক্তাদের অপেক্ষা তিনি আরও বেশী কেন শ্রোতা টানতেন। তার কারণ হলেন বক্তা নিজে। তার কারণ অন্যান্য বক্তাদের থেকে তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী আকর্ষণীয় ছিল এবং শ্রোতারাও তাকে বেশী আকর্ষণীয় মনে করতেন। তিনি মন প্রাণ দিয়ে ভাষণ দিতেন। তিনি যে বিষয়ে ভাষণ দিতেন সেটা নিজের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন চমৎকার করে ব্যাখ্যা করতেন যে শ্রোতারা অন্য কথা ভাবতেই পারতেন না। তার ভাষণ থেকে সর্বদা শক্তি তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হতো।

পোশাকের দ্বারা তুমি কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভাপতি এবং একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ একবাব এক বিশাল জনতার কাছে গিয়ে একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি জনতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে বক্তার পোশাক তাদের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে? তারা সবাই মিলে

প্রায় কোন চিন্তা না করেই বলেছিলেন যে—কোন বক্তা যখন নিখুঁত পরিপাটি বেশ পড়ে ভাষণ দিতে আসেন এবং এব্যাপারে তারা যখন সচেতন থাকেন তখন যে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল সেটা তারা কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং ঐ বিষয়ে ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারেন। পোশাকের পারিপাট্য বক্তাদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় এবং তাদের বক্তৃতার বিষয়ে সাফল্য এনে দেয়।

ভালো পোশাক পরিধান করার ফলে বক্তাদের মনে এই প্রভাব পড়ে থাকে।

শ্রোতাদের উপর এর প্রভাবটা কিরকম হয়? আমি অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছি যে ভাষণ কারী মানুযটি যদি একটা ঢিলেঢালা ট্রাউজার, ভাঁজ পড়ে যাওয়া কোট ও ঐ রকম জুতো পরে আসেন, আর তার সামনের পকেট থেকে পেন বা পেনসিলের মুখ উঁকি মারতে থাকে, আর পোশাকের সাইড পকেট থেকে চুরুটের পাইপ বেরিয়ে থাকে অথবা বক্তা যদি মহিলা হন এবং ঐরকম ঢিলেঢালা পারিপাট্যহীন পোশাক পরিধান করে থাকেন—আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এই পোশাকের কারণে বক্তার মনে যেমন আত্মবিশ্বাস ও নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হয়, শ্রোতাদের মনেও এই একইভাব জাগে বক্তা সম্বন্ধে। বক্তাদের পোশাক জুতো যেমন ঢিলেঢালা ঔজ্জ্বল্যহীন হয়ে থাকে তেমনি তাদের বক্তৃতাও ঐরকম সাধারণ, উজ্জ্বলতাহীন হয়ে থাকে।

গ্র্যাণ্টের জীবনের একটা পরিতাপ

যখন জেনারেল লী তার সৈন্য সমেত আত্মসমর্পণ করবার জন্য Apomattox Court House-এ এসেছিলেন, তখন তিনি একটা নতুন পোশাক পরে এসেছিলেন। তার পোশাকের এক পাশ থেকে একটি অসাধারণ মূল্যবান তরবারী ঝুলছে। এমনিতে গ্র্যাণ্টের কোর্টও ছিল না এবং তরবারীও ছিলনা। তিনি সাধারণ অবস্থায় ট্রাউজার এবং সাধারণ সার্ট পরতেন। তিনি তার স্মৃতিচারণের সময় লিখেছিলেন—

"আমি খুব অদ্ভুতভাবে বিপরীত আচরণ করতাম।

তিনি খুব সুন্দর চেহারার মানুষ ছিলেন, যুদ্ধের সময় তিনি সুন্দর পোশাকও পরতেন। ছয়ফুট উচ্চতার নিখুঁত চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। আসল কথা হচ্চে এই যে তিনি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য সবসময় ঐসব সুন্দর পোশাক পরতেন না। আর এটা তার জীবনের একটা পরিতাপের বিষয় ছিল।

ওয়াশিংটনের 'এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট'-এ কয়েশ মৌমাছি পালনের জন্য ছোট ছোট খুপরি ছিল। সেখানে মৌমাছিদের নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলত। ঐ প্রত্যেকটা খুপরির মধ্যে মৌচাক গুলো গড়ে ওঠার পর সেগুলি কত বড় হয়েছে তা ম্যাগনি ফ্ল্যাইং গ্লাস দিয়ে দেখা হতো। প্রত্যেকটা খুপরির ভেতরে ঐ গ্লাসগুলো ফিট করা থাকত। তাছাড়াও প্রতিটি খুপরিতে ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো থাকত যেগুলো সুইচ টিপে জ্বালানো যেত। তার ফলে যে কোন মুহূর্তে অর্থাৎ দিনই হোক বা রাত্রিই হোক—যখন দরকার

হতো তখনই মৌমাছি গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যেত। একজন বক্তাও এই রকম মৌমাছিরই মতো সর্বদাই সে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে থাকে। সে যেন হচ্ছে স্পট লাইন। সবার চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। তার ব্যাক্তিগত হাব-ভাব আচার আচরণের মধ্যে যদি এতটুকু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তাহলে সেটাই দর্শকের চোখে ধরা পড়বে খুব বড় হয়ে।

"এমন কি ভাষণ দেবার আগে হয় আমাদের প্রশংসা করা হয় অথবা দোষারোপ করা হয়।"

কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্কের একজন ব্যাঙ্কারের জীবনী আমি লিখছিলাম একটি আমেরিকান পত্রিকায়। আমি তার একজন বন্ধুর কাছে তার সাফল্যের কারণগুলো কি, কি ছিল তা সবিস্তারে জানতে চেয়ে ছিলাম। বন্ধুটি বলেছিলেন তার মুখে সর্বদা বিজয়ীর হাসি লেগে থাকত। এটা একটা বড় কারণ তার সাফল্যের পিছনে। একথা শুনে আমি প্রথমে মনে করে ছিলাম সে কোন যুক্তিহীন কথা বলছে। কিন্তু পরে বুঝে ছিলাম সে কত সত্য কথা বলেছিল। আমি এরকম কয়েক শত লোককে জানি যাদের ব্যবসা বাণিজ্য অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকগুলো সম্বন্ধে ভালো রকম অভিজ্ঞতা আছে। টাকা পয়সাও তাদের ভালই আছে। কিন্তু এমন একটা জিনিস নেই যেটা ঐ ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের মধ্যে আছে—সেই সম্পদটা হচ্ছে তার খুব সুন্দর আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্ব তার উষ্ণ স্বাগত মৃদু-মধুর হাসি লোকে আরও বেশী আকর্ষণ করে। তার এই হাসি যে দেখে সেই তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং সেই ব্যক্তির তার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বড়ে যায়। ফলে তার সফলতার পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং আমরা সবাই এই ধরণের মানুষকেই বেশী পছন্দ করি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা তাকেই অংশীদার করতে সানন্দে রাজী হই।

একটি চীনা প্রবচন বলেছে—

"যে হাসতে জানেনা তার দোকান চালানো উচিত নয়।"

ঠিক তেমনি করেই যে বক্তা হাসতে জানে সে সহজেই দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এখন আমি আমার একজন বিশেষ ধরণের ছাত্রের কথা ভাবছি যে আমার এই ভাষণ দেবার ক্লাসে যোগদান করেছিল এবং তাকে ব্রুকলিন চেম্বার অফ কমার্স থেকে পাঠানো হয়েছিল। সে সর্বদা ভাষণ দেবার আগে এমন হাবভাব করত যে তার ভাব-ভঙ্গী দেখেই বোঝা যেত যে সে জনতার সম্মুখে আসতে পেরে খুব খুশী হয়েচে। সে সর্বদাই হাসত এবং আমাদের দেখে এমন আচরণ করত যেন আমাদের দেখে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। শীঘ্রই তার শ্রোতারা তার উষ্ণ হাসিতে আকর্ষিত ও উজ্জীবিত হয়ে তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু আমি এমন বক্তাদেরও জানি যারা এমন নিরাসক্ত ভাবে দর্শকদের সন্মুখীন হতো যেন মনে হতো তারা অত্যন্ত নিরানন্দজনক একটা কাজে যোগ দিচ্ছে। মনে হত

তারা যেন একাজটা শেষ হলেই বাঁচবে এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে। আমরা যারা শ্রোতাদের মধ্যে ছিলাম আমাদের মনের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছিল।

Professor Over street মানব চরিত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বই লিখেছিলেন তিনি সেখানে লিখেছেন—

"যদি আমরা আমাদের শ্রোতাদের প্রতি মনোযোগ অথবা আকর্ষণ বোধ করি তাহলে তারাও সেরূপ মনে করবে। যদি আমরা আমাদের শ্রোতাদের অজ্ঞ অথবা বাজে লোক বলে ভেবে থাকি তাহলে তারাও আমাদের সেরূপই মনে করবে। ভাষণ দেবার সময় যদি আমরা হতাশা বোধ করি, তাহলে আমাদের ভাষণ শুনতে শুনতে তারাও আত্মবিশ্বাস হারাবে এবং আমাদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাও হারাবে। আমরা যদি দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী মনোভাব প্রকাশ করি, তাহলে তাদের মধ্যের "আমিত্ব" বোধটাও প্রবল হয়ে উঠবে। এমন কি আমরা কিছু বলবার আগেই হয় তারা আমাদের প্রশংসা করবে নযত দোষারোপ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আচার আচরণ যে আমাদেরকে শ্রোতাদের কাছে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় করে তুলতে পারে তার পেছনে অনেক কারণ আছে।"

তোমার শ্রোতাদেরকে একত্রে জড় করে নাও এক জায়গায়।

একজন জনসাধারণের বক্তা হিসাবে আমি প্রায়ই অল্প কিছু সংখ্যক শ্রোতাদের কাছে বিকেল বেলা ভাষণ দিয়ে থাকি যারা একটি হল ঘরের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকে। আর সাধারণতঃ রাত্রি বেলা যে ভাষণ দিয়ে থাকি তখন দেখি একটি ছোট্ট ঘরে অনেক শ্রোতা গাদাগাদি করে বসে আছে। সন্ধ্যেবেলার (রাত্রি) শ্রোতারা সেই ভাষণ শুনেই প্রাণ খুলে হাসে যে ভাষণ বিকেল বেলা শ্রোতাদের কাছে দেবার সময় তারা অল্প একটু হেসে ছিল। সন্ধ্যেবেলার শ্রোতারা আমার ভাষণ শুনে হাততালিতে যে হল ফাটিয়ে দেয় ঠিক সে জায়গাতেই সেই একই ভাষণে বিকেলের শ্রোতারা বিশেষ উৎফুল্লতা দেখাযনি। এর কারণ কি?

একটা কারণ হচ্ছে বিকেল বেলার বক্তৃতার আসরে বেশীর ভাগই বয়স্ক মহিলারা শিশুদের নিয়ে আসে। সান্ধ্য আসরের উৎসাহী ও সমস্ত বিষয়ে আগ্রহী শ্রোতাদের কাছ থেকে যা আশা করা তা নিশ্চয় এদের কাছে আশা করা যায়না। কিন্তু এটা একটা আংশিক ব্যাখ্যা দিলাম মাত্র।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে কোন দর্শক বা শ্রোতাই যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তারা কোন বিষয়ের প্রতিই সহজে মনোযোগী হতে পারেনা। খোলামেলা প্রশস্ত জায়গায় বহু চেয়ার যদি খালি থাকে এবং শ্রোতারা যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকে তাহলে তাদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

Henry Ward Beecher তার একটি ভাষণে বলেছিলেন ঃ

লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে "অল্প শ্রোতাদের মধ্যে ভাষণ দেবার চেয়ে বিশাল জনতার মাঝে ভাষণ দেওয়া কি বেশী উৎসাহজনক নয় ?" আমি বলি না। আমি বারো জন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন ভালো করে ভাষণ দিতে পারি —হাজার জন লোকের সামনেও ঠিক তেমন ভাবেই দিতে পারি। এই বারোজন ব্যক্তিকে আমার সামনে এমন ভাবে বসিয়ে দাও তারা যেন পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। অথচ এক হাজার মানুষ যদি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং দু'জন মানুষের মধ্যে যদি চারফুট দূরত্ব থেকে থাকে তাহলে সেই খালিঘরে বক্তৃতা দেবার মতনই অবস্থা হবে। সমস্ত শ্রোতাদের এক সঙ্গে জড় করে বসাও তাহলে অর্ধেক পরিশ্রমেই তুমি সাফল্য লাভ করবে।

বিশাল সংখ্যক জনতার সামনে ভাষণ দেবার সময় একজন বক্তা তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে, তখন সে বিশাল জনতার সঙ্গে এক হয়ে যায়। ফলে একজন মানুষ হিসাবে সে যতখানি প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারত তার থেকে অনেক বেশী অনুপ্রেরণা সে যোগায়।

যে কোন ব্যাপারেই একজন লোকের কাজ করার থেকে দলবদ্ধভাবে কাজ করা অনেক সহজ। মানুষ যুদ্ধ করে একসাথে মিলে। পৃথিবীতে অনেক বিপদজনক ও হঠকারী কাজ মানুষ দলবদ্ধভাবে করেছে।

জনতা ! জনতা ! জনতা!

জনতা হচ্ছে একটা অদ্ভুত কৌতূহলী সমাবেশ। জনতার ভাব ভঙ্গীর উপরেই বক্তার মানসিকতার অনেকটা নির্ভর করে। Enerett Dean Martin "জনতার ব্যবহার" সম্বন্ধে একটি বই লিখেছে।

যদি আমরা কোন ছোট খাটো দলের কাছে ভাষণ দিতে চাই তাহলে আমাদের একটা ছোট ঘর নির্বাচন করা উচিত। কেননা একটা বড় ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার চেয়ে একটা ছোট ঘরে বক্তার কাছাকাছি থাকা ভালো। শ্রোতারা যদি দলে ভারী না হয়ে থাকে এবং বক্তার যদি মঞ্চে দাঁড়ানোর প্রয়োজন না হয়ে থাকে তাহলে তুমি মঞ্চে উঠোনা। তাদের সঙ্গে এক সমতলে এসে দাঁড়াও। তাদের কাছাকাছি চলে এস। সমস্ত সৌজন্যমূলক আচরণ ভেঙে ফেল। তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করো। এবং ভাষণ দেবার পরিবর্তে যেন তাদের সাথে আলোচনা করছ এরকম ভাবে অগ্রসর হও।

Major Pond জানালা খুলে দিতেন

বাতাস সর্বদা তাজা রাখো জনতার সম্মুখে ভাষণ দেবার এটা একটা পরিচিত পদ্ধতি। মানুষের ফুসফুস, শ্বাসনালী এবং মুখছিদ্রের পক্ষে অক্সিজেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। জনতার সামনে যতরকম ভাষণ দেবার পদ্ধতি আছে এবং মহিলাদের সঙ্গীতের আসরে যোগদান করবার যত রকম সহজ উপায় আছে সবই বাধাপ্রাপ্ত হবে শ্রোতাদের আকর্ষণ

করতে যদি ঐ ঘর বিষাক্ত বায়ুতে পূর্ণ থাকে। সুতরাং আমি যখন ভাষণ দিতে উঠব তখন প্রথমেই শ্রোতাদের দুমিনিট বিশ্রাম নিয়ে নিতে অনুরোধ করে ঘরে জানালা গুলো খুলিয়ে নেব।

চোদ্দ বছর ধরে Major James B. Pond সারা আমেরিকা এবং কানাডা ভ্রমণ করেছিলেন Henry Ward Beecher এর ম্যানেজার হিসাবে তিনি খুব বিখ্যাত একজন বক্তা ছিলেন। তিনি শ্রোতাদের একসঙ্গে জড় হবার আগে Pond সর্বদা বক্তৃতা কক্ষ অথবা গীর্জার হল সব ঘুরে ঘুরে দেখে নিতেন। তার সঙ্গে Beecher ও থাকতেন একজন বিখ্যাত বক্তা হিসাবে। Beecher -এর ভাষণ দেবার আগে সেই ঘরে আলোর ব্যবস্থা, বসার ব্যবস্থা, আর হাওয়া এবং হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেবার আগে Pond ছিলেন একজন তেজী, দক্ষ এবং তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী একজন আর্মী অফিসার, তিনি এসব বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। সুতরাং সেই জায়গাটি অত্যন্ত গরম যদি থাকত এবং সেখানে বায়ু চলাচলেব ব্যবস্থা ভালো না থাকত ও তিনি যদি বন্ধ জানালাগুলি খুলে দিতে না পারতেন তখন তিনি তাব বাঁধানো মোটা মোটা বইগুলো কাঁচ গুলোকে না ভেঙে খানিকটা করে ফাঁক কবে দিতেন। কাঁচ গুলোকে বইয়ের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিতে এবং তিনি বিশ্বাস কবতেন ও বলতেন।

"জানালা একবাব খুলে দেওয়া হয়েছে এবাব ভাষণকাবীর পক্ষে সবথেকে যেটা ভাল জিনিস ঈশ্বরেব করুণা। —সেটা হলো যথেষ্ট পবিমানে অক্সিজেন ওখান দিয়ে প্রবেশ কবৰে।"

আলো জ্বলে উঠুক তোমার মুখের উপর

জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছ তাহলে ঐ ঘবটিকে যথা সম্ভব আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দাও। এতে তোমার পক্ষে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা কবতে যথেষ্ঠ উৎসাহ আসবে। আধো অন্ধকাব আধো আলো যুক্ত ঘরে যা করতে তোমার অসুবিধা হতো এখানে সেটা অনেক বেশী সহজ হবে। ভাষণ দেবার পক্ষে সেই ঘরে পর্যাপ্ত আলো থাকা অত্যন্ত জরুরী।

আলোটা যেন তোমার মুখে পড়ে। কেননা জনতা তোমাকে দেখতে চায। ভাষণের সাথে সাথে তোমার মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হবে এবং সেটা দর্শকদের চোখে ধরা পড়বে। তোমার চোখ মুখেব ভাষা এবং তোমার অভিব্যক্তি দর্শকদের মনে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তাব করবে এবং সেটা তাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে। মাঝে মাঝে এই হাব ভাবই কথার থেকে অনেক বেশী কার্যকবী হয়। যদি তুমি সোজাসুজি আলোর নীচে দাঁড়াও তাহলে তোমার মুখে ছায়া পড়ে তোমার মুখটা অস্পষ্ট দেখাতে পারে। তোমাকে দাড়াতে হবে সরাসরি আলোর সামনে। ভাষণের প্রতিটি শব্দের সাথে সাথে আলোটা তোমার মুখে পরে তোমাকে জ্ঞানীর মতো দেখাবে। ঐ আলোব মাধ্যমে বাক্যগুলোও

তোমার মুখে জ্ঞানের আলোক জ্বেলে দেবে।

মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কোন ভীরুতা প্রদর্শন করোনা

টেবিলের নীচে অথবা পিছনে কখনও জনতা সর্বদা একটা পুরোপুরি মানুষকে দেখতে চায়।

যেখানে তুমি ভাষণ দিতে যাবে সেখানকার লোকেরা তোমাকে একটা টেবিল দেবে, একটা জলের কলসী দেবে এবং একটা জল খাবার জন্য গ্লাস দেবে। কিন্তু তুমি যদি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড় তাহলে জলের মধ্যে একছিটে নুন বা লেবুর রস ফেলে দাও।

কেননা তুমি জলের কুঁজোও চাওনা আর জলও চাওনা। কেননা মঞ্চের উপর যদি একগাদা অপ্রয়োজনীয় বস্তু থাকে তাহলে তোমার অসুবিধা হবে।

সব বড় বড় রাস্তার উপর বড় বড় ব্যবসায়ীদের যেসব শো-রুমগুলো সেগুলো মূলতঃ গাড়ি ব্যবসায়ীদের। সেই খুব সুন্দর ও রুচী সম্মত ভাবে সাজানো থাকে যা আমাদের চোখকে তৃপ্তি দেয়। প্যারিসের বড় বড় সুগন্ধি বিক্রেতারা তাদের অফিস সর্বদা খুব সুন্দর কৃত্রিম গহনা ও বিলাস বহুল ভাবে সাজিয়ে রাখে। কেন? কারণ ব্যসার পক্ষে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন খদ্দেররা আসবে। যখন খদ্দেররা আসবে তখন এই সাজানো গোছানো ঘর তাদের মনে আরও বেশী শ্রদ্ধা জাগাবে তারা আরও বেশী আকৃষ্ট হবে এবং প্রশংসা করবে।

ঠিক একই কারণে একজন বক্তার পিছনেও একটি সুন্দর পটভূমি থাকা উচিত। আদর্শ ব্যবস্থা যতে আমার চিন্তার প্রসারে সুবিধা হয় এর জন্য কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন নেই বক্তার পিছনে বা দুপাশে কি আছে তা শ্রোতাদের আকর্ষণ করে না। এমনকি বক্তার পিছনে একটা নীল ভেলভেটের পর্দা ঝোলানো থাকে সেটা শ্রোতা দেখবেনা।

তাহলে সাধারণতঃ বক্তার পিছনে কি থাকে? মানচিত্র, টেবিল, হয়ত অনেকগুলো ধুলো মাখা চেয়ার এবং তার ফল কি হয়? একটা সস্তা, লঘু মনোযোগ হীন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এতে বক্তার মনের জয় করবার ইচ্ছাটাই চলে যায়।

Henry Ward Beecher বলেছেন —"জনতার সম্মুখে ভাষণ দেবার পক্ষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানুষ নিজে।

সুতরাং বক্তাকে সোজা হয়ে তার নিজের মতো করে দাঁড়িয়েই ভাষণ দিতে দাও।

মঞ্চের উপর কোন অতিথি থাকবে না।

একবার আমি লন্ডনের ওন্টালিও শহরে ছিলাম। তখন সেখানে কানাডার প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। তার সঙ্গে যিনি সহকারী ছিলেন তিনি কে জানালা থেকে আর এক জানালায় ঘুরে ঘরে যাতে ঠিকা মতো বায়ু চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা

করছিলেন। এর ফলে কি হলো? শ্রোতারা যারা বক্তার কথা শুনছিলেন তাদের মনোযোগ চলে গেল ঐ সহকারীর দিকে। বক্তাকে ছেড়ে তারা সহকারীর দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগলেন যেন তিনি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কিছু ঘটিয়ে ফেলেছেন।

শ্রোতারা কখনও নিজেদের কোন কিছুতেই সংযত করতে পারেনা। তাদের সামনে দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যায় তাহলে তার দিকে না তাকিয়ে তারা পারবেনা। বক্তা যদি সেই কথাটা মনে রাখতে পারেন তাহলে অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন।

প্রথমতঃ বক্তা তার আঙুল মটকানোর থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন। ঘাবড়ে গিয়ে বারবার নিজের পোশাকে হাত দেওয়া থেকেও বিরত থাকতে পারে। এটাও তার মনোযোগ নষ্ট করে। আমার মনে আছে আমি একবার নিউ ইয়র্কের শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে একজন বিখ্যাত বক্তাকে দেখেছিলাম যার দিকে এক দৃষ্টে শ্রোতারা তাকিয়ে আছে। কেননা যতক্ষণ তিনি ভাষণ দিচ্ছেন ততক্ষণ ধরে তিনি তার জামার আস্তিনটা একবার করে খুলছেন আর একবার করে গুটোচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সব শ্রোতাকে যেন বসতে বলেন। যাতে দর্শকদের মন অন্য দিকে চলে না যায়।

তৃতীয়তঃ তার মঞ্চে যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে। কয়েক বছর আগে Raymond Robins ব্রুকলিনে অনেকগুলি ভাষণ দিয়েছিলেন। একটা ভাষণের পর আর একটা ভাষণ দেবার সময় তার সঙ্গে একমঞ্চে বসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটা বক্তার পক্ষে মঙ্গল জনক হবে না বলেই আমি রাজী হইনি। তার পরে আমি সেই রাত্রেই দেখলাম তিনি কতজনকে মঞ্চে ডেকে পাশে বসালেন। তারা একজন আর একজনের পায়ের উপর পা দিয়ে এবং পরস্পর পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিলেন। তার ফলে শ্রোতাদের দৃষ্টি বক্তার দিক থেকে ঐসব অতিথিদের দিকেই চলে গেল। আমি পরের দিন এই বিষয়ে Mr. Robins এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ফলে তিনি সেদিন রাত্রে খুব যত্ন সহকারে তার মঞ্চকে খালি রেখেছিলেন।

David Belasco তার মঞ্চে কখনও লাল রঙের ফুল রাখবার অনুমতি দিতেন না। কেননা লাল রঙ তাকে খুবই আকর্ষণ করত। সুতরাং একজন বক্তা কেন অশান্ত জনতাকে তার মঞ্চে আহ্বান করবেন। এক জন বিচক্ষণ, জ্ঞানী বক্তা কখনই এমন করবেন না।

বসবার শিল্প

বক্তার কিছু ভাষণ দেবার পূর্বেই শ্রোতাদের সম্মুখে বসবেন না। এটা কি ঠিক নয়?

কিন্তু যদি আমাদের বসতেই হয় তাহলে কেমন ভাবে বসেছি সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তুমি হয়ত দেখবে তোমাকে বসতে দেবার জন্য লোকেরা চারদিকে তাকাচ্ছে

একটা চেয়ার খুঁজে আনবার জন্য। এই সময় অনেক লোকই সামনে একটা চেয়ার পেলে কোন কিছু চিন্তা না করে ধপ করে বসে পড়ে। তুমি যেন কক্ষনও সেরকম করোনা।

যে মানুষ বসতে জানে সে সোজা হয়ে সঠিক ভাবে নিজেকে সোজা রেখে চেয়ারের উপর বসেন।

ভারসাম্য

আমরা পূর্বের কয়েক পাতায় বলেছি যে, ভাষণ দেওয়ার সময় তোমার পোশাক ও অলঙ্কার নিয়ে খেলা কোরনা। এটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অপর একটা কারণ আছে। এটা একটা দুর্বলতার লক্ষণ, এটা আত্মবিশ্বাসের অভাব। প্রত্যেক মুহূর্তেই ওই জিনিসটা দর্শকদের চোখকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। সুতরাং সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং শারীরীকভাবে নিজেকে সংযত রাখো। এই সংযমটা, তোমার মানসিক সংযম দ্বারা শরীর ও মনের মধ্যে যে সংযম রাখা দরকার তাব ভারসাম্য এনে দেয়।

তুমি শ্রোতাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্বর্ধনা করবে। তবে সম্বর্ধনা করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষণ শুরু করে দেবেনা; গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলো। জনতার দিকে একমুহূর্ত তাকাও। সভায় যদি কোন গোলমাল থাকে, তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই গোলমাল শান্ত হয় —ততক্ষণ স্থির হয়ে থাকো।

তোমার বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ভাষণ দেবার আগে তুমি এটা অনুশীলন করে এসো, তাহলে তোমার পক্ষে এটা সহজ হবে।

Luther H. Gulic (লুথার এইচ. গালিক) তাঁর The Efficiert Life বইতে লিখেছিলেন যে, 'দশজনের মধ্যে একজনও নিজেকে এত বেশী স্মার্ট প্রতিপন্ন করতে পারেনা যে সবাই তার দিকে তাকাবে। সে জোর দিয়ে বলতে পারেনা যে বক্তা হিসাবে সেই ভালো বলেছে। তোমার কলারের সঙ্গে ঘাড়টার যেন সামঞ্জস্য থাকে। এটা প্রতিদিনের অনুশীলনের দ্বারাই রপ্ত হয়। ধীরে ধীরে অথচ যত গভীরভাবে পারো নিঃশ্বাস নাও। তারপরে শক্ত করে শ্বাসটাকে ধরে রাখো। তাহলে তোমার ভাষণ দেবার ভঙ্গীটা সহজ হবে।"

তোমার হাতদুটো দিয়ে তুমি কি করবে? তাদের কথা ভুলে যাও। যদি হাতদুটো তোমার দুপাশে স্বাভাবিকভাবে থাকে, তাহলেই ঠিক হবে। যদি তোমব মনে হয় যে, হাতদুটো দুপাশে কলার মতো ঝুলে রয়েছে তাহলে সেই বিষয়ে চিন্তা কোরনা। মনে কোরনা যে লোকজন তোমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওই হাতদুটো যদি তোমার শরীরের দুপাশে থাকে তাহলে সেটাই সব থেকে ভালো হবে। যদি তুমি মনে করো হাতদুটো তোমার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলে ভালো হয়, তবে তাই করো। মোট কথা হল যে, ভাষণ দেওয়ার সময় হাত এবং পা নিয়ে চিন্তা করার

কোন কারণ নেই।

অদ্ভুত ধরণের সব প্রাচীন বস্তুর কথা উল্লেখের সময়, তোমার ভঙ্গীর মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট কর

এখানে ভাষণ দেওয়ার সময় তোমার ভাবভঙ্গীর উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। মিড্‌ল ওয়েস্টের কলেজে যখন আমি প্রথম যখন ক্লাস করতে যেতাম, তখন সেই কলেজের প্রেসিডেন্ট আমাদের ক্লাস নিতেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিলো, ওই ভাবভঙ্গী সম্পর্কে একদিকে এটা যে অব্যবহার্য তাই নয়, এটার কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। আমাকে শেখানো হয়েছিলো আমার বাহুদুটো যেন আমার দুপাশে হালকাভাবে ঝুলে থাকে এবং আমার করতলদুটি হাঁটুর দিকে মুখ করে থাকে। আর বুড়ো আঙুলটা যেন হাঁটু স্পর্শ করে থাকে। আমাকে খুব কষ্ট করে, আমার বাহুদুটিকে টেনে আনতে হতো হাঁপুর কাছে সুন্দর ভঙ্গীতে। আমার অঙুলগুলো ক্রমানুসারে টানটান করে হাঁপুতে স্পর্শ করতে হতো। পুরো জিনিসটাই ছিলো নীরস এবং কষ্টদায়ক। এতে ভালো কিছুই আমি দেখিনি।

পরে যখন আমি নতুন করে ভাষণ দিতে গেছিলাম —তখন আমি এসবের কোন প্রয়োজন বোধ করিনি। কেননা এসমস্ত হাতের কৌশলের কোন প্রয়োজন নেই ভাষণের ক্ষেত্রে। এতে শুধু শরীরের কষ্ট ও সময় নষ্ট হয়। এটা একটা উদ্ভট ব্যাপার।

বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই 'ভঙ্গী'র উপর কয়েক খানি বই লিখেছেন। আমি মনে করি যে, ধবধবে সাদা কাগজের উপর কালি ঢেলে দিলে, কাগজগুলির যেমন অপচয় হয়—তার থেকেও বেশী অপচয় হয় তার থেকে ও বেশী অপচয় তারা করেছেন ওই বইগুলি লিখে।

এই ভঙ্গী জিনিষটা এমন কিছু নয় যে এটা পোশাকের মতো। রাতে ডিনারে যাবার সময় আমরা যেমন জ্যাকেট পরি এক্ষেত্রে এটার কোন দরকার নেই অর্থাৎ এটাতো আর কোন পোশাক নয়। এটা কেবলমাত্র একটা বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। আমরা যেমন হাসি পেলে বাইরে হাসি অথবা আমাদের কোন অসুখ হলে সেই ভেতরের অসুস্থতা বাইরে প্রকাশিত হয় —সেরকম এটাও একটা প্রকাশভঙ্গী।

একজন মানুষের টুথব্রাশটা যেমন তার ব্যক্তিগত জিনিস —তেমনি তার ভাবভঙ্গীটাও ব্যক্তিগত জিনিস। যেহেতু এই জগতে বিচিত্ররকমের মানুষ থাকে, সুতরাং তাদের ভাবভঙ্গীও আলাদা রকমের হয়।

অনেক বছর আগে আমি একজন বিখ্যাত বক্তা Jypsy Smith এর (জিপ্‌সী স্মিথ) ভাষণ শুনেছিলাম আমি তার ভাষণের দক্ষতা দেখে অভীভূত হয়েছিলাম কারণ শুধু ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বহু লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি ভাষণ দেবার

সময় অনেক রকম ভাবভঙ্গী করতেন এবং সে বিষয়ে তিনি একদম সচেতন ছিলেননা আসলে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিকতা।

তুমিও ভাষণ দেওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই ভাবভঙ্গী প্রকাশ করতে পারো। তাই বলে আমি বলছিনা যে, তুমি বাড়িতে এইসব অভ্যেস করে এসে ভাষণ দিতে এসো। কারন ভাবভঙ্গীর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এসব সমস্তকিছুই নির্ভর করছে বক্তার মেজাজ —প্রস্তুতি —উৎসাহ —ব্যাক্তিত্ব —বক্তৃতার বিষয় —শ্রোতৃমণ্ডলী এবং উপলক্ষ্যের উপর।

কতগুলি সাহায্যকারী মতামত

এখানে অল্প কয়েকটি মতামত দেওয়া হল যেগুলি তোমার পক্ষে সাহায্যকারী হতে পারে।

১। একটা ভঙ্গী করবার পর তুমি সেটা দ্বিতীয়বার কোরনা, তাহলে সেটা একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে।

২। কনুই ঝাঁকুনি দিয়ে কোন বিশেষ ভঙ্গী কোরনা।

৩। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে কোন ভঙ্গী করলে, সেটা খুব ভালো হবে।

৪। তোমার ভঙ্গীটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে দিওনা।

৫। তোমার চিন্তাধারাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য যদি তুমি তর্জনী ব্যবহার করো, তাহলে সেই বাক্যটার শেষ হওয়া না পর্যন্ত, তর্জনীটাকে ওরকম রেখোনা।

৬। যখন তুমি শ্রোতাদের কাছে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করতে যাচ্ছো তখন এমন কিছু স্বাভাবিক ভঙ্গী করো যেগুলি শুধুমাত্র ভাষণ দেওয়ার সময়ই করবে।

৭। বই বন্ধ করে দাও। ছাপানো বইয়ের পাতা থেকে তুমি ভাবভঙ্গীর শিক্ষা করতে পারোনা। কোন শিক্ষাগ্রহণের থেকে, তোমার আবেগ বা অনুভূতিই, এ বিষয়ে বেশী কার্যকরী হবে।

এই বিষয়ে তোমাকে যা যা বলা হল, সেগুলি তুমি যদি ভুলে যাও, তাহলে শুধু এটুকুই জেনে রাখো যে, তোমাকে যেটা ভাষণ দিতে হবে — সেই চিন্তাই শুধু মাথার মধ্যে রাখলে এবং তুমি যদি চাও তোমার বক্তব্যকে উপস্থিত শ্রোতাদের তোমার ভাবভঙ্গী ও কথা বলার ধরণ আপনা থেকেই এমন স্বাভাবিক হয়ে যাবে যে, সেটা সকল প্রকার সমালোচনার উর্দ্ধে।

সারাংশ

১। ব্যবসার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করার জন্য সেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেটা হল ব্যক্তিত্ব। এটা এমনই একটি রহস্যজনক বস্তু, যাকে শিক্ষা দিয়ে উন্নতি করা যায়না। তবে

এই অধ্যায়ের উপর যা কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা অনুসরণ করলে, কিছুটা সাহায্য হতে পারে।

২। যখন তুমি ক্লান্ত হবে তখন আর কথা বোলনা। বা ভাষণ দিওনা। একটু বিশ্রাম নিয়ে তোমার শক্তিটাকে সঞ্চয় করো।

৩। ভাষণ দেবার আগে অল্প কিছু খেয়ে নাও।

৪। তোমার শক্তি কমিয়ে দেয় এমন কিছু কোরনা। শক্তি হলো চুম্বকের মতো। বুনো রাজহংসী যেমন শরৎকালে গমের ক্ষেতের ওপব দ্রুত বেগে ধাবমান হয়—তেমনি লোকেরাও শক্তিমান বক্তার ভাষণ শুনতে জড়ো হয়।

৫। আকর্ষণীয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরো। ভালো পোশাক সচেতনতা ও বক্তার আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে। বক্তা যদি ঢিলেঢালা ট্রাউজার, পালিশহীন জুতো এবং এলোমেলো চুল নিয়ে ভাষণ দিতে হাজির হন—তাহলে দর্শকদেবও যেমন তাঁর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকেনা এবং তাঁর নিজেবও নিজেব প্রতি তেমন আস্থা থাকে না।

৬। হাসো। শ্রোতাদের কাছে আসাব আগেই তুমি হাসিমুখ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করো যাতে তারা বুঝতে পাবে তাদের দেখে খুশী হয়েছো। বক্তা যেমন আচরণ করবে শ্রোতাদের কাছেও তেমন আচরণ পাবে।

৭। শ্রোতৃমণ্ডলীকে একত্রে জড়ো কবে নাও। কেননা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্রোতাদের থেকে একজায়গায় জড়ো হয়ে থাকা শ্রোতাদের কাছে ভাষণটা আকর্ষণীয় হয়।

৮। যদি তোমাকে ছোট দলের শ্রোতাদেব সাথে আলোচনা করতে হয়, তবে তাদেব একটা ছোট ঘবে একত্র করে নাও। এবকম স্থলে মঞ্চে উঠোনা। শ্রোতাদের সামনে একস্তরে এমনভাবে ভাষণ শুরু কবো যাতে মনে হয় তুমি কোন অন্তরঙ্গ আলোচনা শুরু করছ।

৯। ঘরের বাতাস সর্বদা তাজা রাখার চেষ্টা করো।

১০। বক্তার স্থানটি আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দাও, তোমার মুখে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখো।

১১। কোন আসবাবপত্রের পেছনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিও না। ঘরের চেয়ার টেবিলগুলো একপাশে সরিয়ে দাও।

১২। তুমি মঞ্চের ওপব কখনো কোন অতিথিকে অনুমোদন কোরনা। তাহলে দর্শকের চোখ তোমার দিকে না তাকিয়ে তার দিকেই পড়বে।

অষ্টম অধ্যায়

কেমন করে কথা শুরু করতে হয়—

আগে নর্থ ওয়েস্টার ইউনিভার্সিটির সভাপতি ছিলেন Dr. Lyll Harold Hough

(ডঃ লিল হ্যারল্ড হাফ)। তাঁকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বক্তা হিসাবে তিনি যা কিছু শিখেছিলেন—তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি ছিল? এক মিনিট চিন্তা করে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "শুরুটা খুব ভালোভাবে করার শিক্ষা পেয়েছি যার দ্বারা বক্তাদের মন ততক্ষণাৎ জয় করতে পারা যায়।" তিনি খুব ভালোভাবে শুরু এবং শেষ করার কৌশল আয়ত্ত করে বক্তা হিসেবে নিজেকে উন্নত করেছিলেন। John Bright ও GladSton (গ্লাডস্টোন)ও সেই একই কাজ করেছিলেন। Webster (ওয়েবস্টার)-এর বেলাতেও আমরা সেই একই জিনিস দেখতে পাই। আবার লিঙ্কনও তাই করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি বক্তা—যাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চেতনা আছে, তারা এরকমই করে থাকেন।

একেবারে শুরু থেকেই দর্শকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা—এটা কি কেবল বক্তারই গুণ? এরকম কদাচিৎ হয়ে থাকে। এরকম করার জন্য, আগে সময়সাপেক্ষ পরিকল্পনা করা দরকার। এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করা দরকার। আর যেটার প্রয়োজন সেটা হল ইচ্ছাশক্তি। Sir Joshua Reynolds (স্যার জসুয়া রেনল্ডস্) পেরেক দিয়ে দেওয়ালের মধ্যে লিখেছিলেন ঃ

"এমন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নেই, যে কোন পরিশ্রম বা চিন্তাভাবনা না করে উন্নতি করতে পেরেছে।"

এই বিষয়ে একটা কবিতার দুটো লাইন তুলে দেওয়া হল ঃ

Best with pitfull and with gin,

The Road he is to wonder in.

ভাবার্থ ঃ চলার পথের রাস্তাটায় সর্বদা গর্ত থাকে এবং সেখানে পড়ে গেলে ব্যথা লাগে। সুতরাং আমাদের জীবনপথের রাস্তায় আমাদের এভাবেই চলতে হবে।

বিখ্যাত জমিদার Northcliffe (নর্থক্লিফ) সপ্তাহে সামান্য অর্থ মজুরী পেতেন। এইভাবে সংগ্রাম করতে করতে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রভাবশালী মালিক হয়েছিলেন এবং সেইসময় তিনি বিশাল ধনী ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন Pascle (প্যাস্কেল)-এর লেখা উপরোক্ত কবিতার পাঁচটা বাক্য, তাকে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে সহায়তা করেছে। তিনি অন্য কোন বইতে এরকম বাক্য আর কোনদিন খুঁজে পাননি।

ভবিষ্যত দেখতে হলে, নিয়ম মেনে চলতে হয়।

কিভাবে তুমি ভাষণ দেবে—সেই বিষয়ে যখন তুমি পরিকল্পনা করবে, তখন তুমি এভাবেই চিন্তা করবে যেন তুমি সব দেখতে পাচ্ছো। আর তোমার মনটাকে তখন এমন সতেজ রাখবে যাতে অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে তুমি সবকিছু দেখতে পাও। মনের চোখ দিয়ে তুমি দেখে নাও যে কিভাবে তুমি শুরু করবে এবং কিভাবে শেষ করবে। সেই সাথে এটাও

দেখে নাও যে, কোথাও কোন ভুল হয়ে গেলে—তা কিভাবে তুমি ম্যানেজ করবে।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই ভাষণ দেওয়ার এই বিষয়টাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ সূচনা। (ভাষণের ক্ষেত্রে)।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তু। (ভাষণের ক্ষেত্রে)।

তৃতীয়তঃ সিদ্ধান্ত। (ভাষণের ক্ষেত্রে)।

যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষণের সূচনাটা, শ্রোতাদের কাছে আগ্রহজনক এবং আকর্ষনীয় মনে না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তাকে সেটা অনবরত অনুশীলন করে যেতে হবে। বক্তা একই সঙ্গে খবর সরবরাহকারী এবং আনন্দদায়ক হিসাবে কাজ করে। একশত বছর আগে বক্তা নিজেই নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে শ্রোতাদের শোনাতেন যেটা বর্তমানে টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রিকা এবং রেডিওর মাধ্যমে শ্রোতারা লাভ করছে।

এখন পরিস্থিতি আশ্চর্যজনক ভাবে বদলে গেছে। পৃথিবীতে এখন নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যানবাহন এরোপ্লেন—রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদি আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছি। এই গতির যুগে মানুষের মনে অশান্তি, সেইহেতু মেজাজ বেড়েছে। আর বক্তাদেরও মেজাজ ক্রমশ চড়া হচ্ছে। বক্তা যেন ভাষণের শুরুতে সূচনাটা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে করেন। তাহলে শ্রোতাদের শোনারও ধৈর্য্য থাকবে, আর মেজাজও চড়বেনা। বক্তা ভাষণ শুরু করবার আগেই আজকাল শ্রোতারা বলে থাকেন ঃ "আপনার কিছু বলার আছে? ঠিক আছে। তাহলে আপনি যা বলার তা সংক্ষেপে সেরে নিন। আমরা কোন ভাষণ চাইনা! আমাদের শুধু তথ্যগুলো খুব তাড়াতাড়ি বলে যান, তারপর বসে পড়ুন।"

যখন উড্রো উইলসন কংগ্রেসের কাছে, ডুবো জাহাজের ব্যবহার নিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন সেইসময় তিনি, ওই বিষয়ের উপর শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছিলেন মাত্র ২৩ টি শব্দ ব্যবহার করে। তাঁর ভাষণ দ্রুত সমাপ্ত করেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতাদের আকর্ষণ ধরে রাখেন। তাঁর বক্তব্যগুলি এখানে তুলে ধরা হল।

"A situation has arisen in the foreign relations of the country of which it is my plain duty to inform you very frankly."

ভাবার্থ ঃ আমাদের দেশে আগত বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে—যেটা আপনাদের অবগত করানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

ন্যাশনাল ক্যাশ রেজিস্টার্ড কোম্পানীর সেলস্ ম্যানেজার, তৎকালীন ফ্যাশন সম্পর্কে তার শ্রোতাদের কাছে একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সূচনাতে মাত্র তিনখানা বাক্য ছিলো। সুতরাং শ্রোতারা খুবই মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ভাষণ শুনেছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে

তাঁর ওই তিনটি বাক্য ছিলো যথেষ্ট শক্তিশালী।

অনভিজ্ঞ বক্তারা, এত সহজে এত সুন্দর করে তাদের ভাষণ শুরু করতে পারেনা। তাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যে তারা খুব ভালো ভাষণ দিচ্ছেন, কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের ভাষণ শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহ্য হচ্ছেনা।

শুরু করার প্রথমেই প্রচলিত হাসির গল্প বলতে যেওনা—এই বিষয়ে সাবধান!

একজন আনাড়ী বক্তা প্রায়ই মনে রাখেন না যে, বক্তা হিসাবে তাঁকে খুব আমুদে ও মজাদার হতে হবে। Encyclopedia (এনসাইক্লোপেডিয়া)-র মতো তাঁরও খুব ভারী ও গম্ভীর হওয়া উচিত—এটাই সে মনে করে। তার ফলে তিনি সবরকমের হাল্কা বা লঘু অনুভূতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যেই মুহূর্তে ভাষণ দিতে শুরু করেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে, তখন তিনি অনুভব করেন—যেন মার্ক টোয়েনের আত্মা তাকে ভর করেছে; সুতরাং তাঁরও মার্কটোয়েনেব মত শ্রোতাদের কাছে আমুদে হওয়া উচিত। তাই তিনি মনে মনে স্থির করে নেন, ভাষণের শুরুতে তাকে একটা মজাদার গল্প শোনাতে হবে। বিশেষ করে তার ভাষণকালটা ডিনারের পর হয়, তখন তিনি বিশেষভাবে গল্প শোনাবার অনুপ্রেরণা পান। তার ফলে কি হয়? তিনি গল্প বলতে শুরু করে এমন সব কথা বলতে থাকেন যে, মনে হয় সেগুলি অভিধানেব মতো ভারী ও গুরুগম্ভীর। তার সুযোগটা তিনি মোটেই কাজে লাগাতে পারেননা, কারণ তার এই গল্প—শ্রোতাদের মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনা।

আমুদে হতে গিয়ে যদি কোন বক্তা, ভাষণের প্রথমেই কিছুটা সময় নষ্ট করে দর্শকদের নিরাশ করেন, আর সেইসব দর্শকরা যারা টাকা দিয়ে সেই ভাষণ শুনতে এসেছেন—তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক রাগত স্বরে চিৎকার করতে থাকেন ঃ "চলে যান!"। কিন্তু অন্যান্য কিছু দর্শকরা এই বক্তার কথা সহানুভূতির সঙ্গেই শোনেন। কেবলমাত্র মহানুভবতার বশবর্তী হয়েই তারা বক্তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা ওই বক্তার প্রতি করুণা অনুভব করেন এই ভেবে—বক্তা আমুদে হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় কিভাবে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। তারা নিজেরাও খুব অস্বস্তি অনুভব করেন, ওই বক্তার জন্য। এইরকম ঘটনার সাক্ষী কি তুমি কখনো হওনি?

ভাষণ দিতে গিয়ে যেসমস্ত কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়—তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন হলো, দর্শক বা শ্রোতাদের প্রকৃতই হাসানোর দক্ষতা অর্জন করা। সূক্ষ্ম রসবোধ এমনই জিনিস, যেটা অর্জন করতে পারলে—তার দ্বারা মানুষের লোম খাড়া হয়ে যায়। এটা এক ধরনের বিশয চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মনে রেখো, গল্পের মধ্যে কিন্তু কদাচিৎ মজা থাকে। গল্পের মজা নির্ভর করে তা কিভাবে বলা হচ্ছে তার ওপর। যে গল্পগুলির জন্য মার্ক টোয়েন বিখ্যাত হয়েছেন, সেই একই গল্প কিন্তু ৯৯ শতাংশ লোকের হাতে পড়লে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হত। লিঙ্কন যে গল্পগুলি Eighth Judicial District of Illinois-এ বলেছেন, সেগুলি পড়ে দেখুন। এই গল্পগুলি শোনার জন্য লোকেরা বহু মাইল গাড়ী চালিয়ে যেত, এমনই গল্প যা শোনার জন্য লোকেরা সারা রাত জাগত, কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন, গল্পে বিভোর হয়ে অনেক শ্রোতা চেয়ার থেকে গড়িয়েও পড়ে গেছে। কিন্তু, তুমি এই গল্পগুলি তোমার পরিবারের লোকেদের কাছে জোরে জোরে পড়ে শোনাও দেখি। কারোর মুখেই কিন্তু হাসির ঝিলিক ফুটবেনা। গল্প বলার ক্ষেত্রে লিঙ্কন-এর সাফল্য ছিল অসাধারণ। একবার এক পথিক ইলিনয়িভা-এর প্রেইরির কর্দমাক্ত পথের ওপর দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎই প্রচন্ড ঝড় ওঠে। রাত্রি ছিল কালিঢালা অন্ধকারে মাখা। এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে স্বর্গে কোন বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেছে। মেঘের গর্জন যেন ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত প্রচন্ড। বিদ্যুতের আলোতে দেখা যাচ্ছে চারদিকে গাছ উপড়ে পড়ে রয়েছে। রাত্রের গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা! সহসা, আরো তীব্র, আরো বিকট শব্দে বাজ পড়ল। হতভাগ্য সেই পথিক জীবনে অতজোরে বজ্রের আওয়াজ শোনেনি। সে তখন হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে, না, কোন প্রথাগত প্রার্থনা করল না, কিন্তু বলল, 'হে ঈশ্বর, তোমাব কাছে যদি সবাই সমান হয়, তবে আর একটু বেশি বরং আলো দাও—শব্দটা বরং কিছুটা কম কবো।

এমনও তো হতে পারে তুমি সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যাদের রসবোধ আছে। যদি তা থেকে থাকে, তুমি সর্বতভাবে তা চর্চা কর। এবফলে তুমি যেখানে ভাষণ দিতে যাবে, সেখানে তুমি সাদরে গৃহীত হবে। কিন্তু তোমার প্রতিভা যদি অন্য খাতে বয়, তাহলে তোমাব পক্ষে বোকামি রসবোধের মুখোশ পরার প্রচেষ্টা।

তুমি কি কখনও লিঙ্কন, ডিপিউ, কিংবা ডাব হেজ্রেস এর ভাষণ পড়েছ? এডুইন জেমস ক্যাটেল আমায় বলেছিলেন তিনি শুধুমাত্র রসিকতা করার জন্যই কোন মজার গল্প করেন না। কোন ঘটনার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হলে তবে গল্প করেন। রসিকতা হচ্ছে কেকের ওপরে ফ্রস্টিং-এর মতো। দুটি স্তরের মাঝে স্বাদু চকোলেটের প্রলেপের মতো—কেকটা নয় কিন্তু। সেরা রসিক বক্তাদের একজন হচ্ছেন আমেরিকার স্ট্রিকল্যান্ড গিলিয়ান। তিনি কিন্তু তাঁর ভাষণের প্রথম তিন মিনিটে কখনোই কোন গল্প বলতেননা। তিনি যদি দেখে থাকেন এভাবে ভাষণ দেওযাই উপযোগী, তবে তুমিই বা তা গ্রহণ করবেনা কেন?

কি মনে হচ্ছে, শুরুটা হাতীর পায়ের মত বেশ ভারী হয়ে যাবে, খুবই গুরুগম্ভীর শোনাবে? মোটেই নয়। কোন ছোট খাটো ঘটনা। অথবা অন্য কোন বক্তার মন্তব্যের ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে কোন রসিকতা করার চেষ্টা করতে পার। তাঁদের মন্তব্যে কিছু

অসংগতি লক্ষ্য কর, সেটাকে অতিরঞ্জিত কর। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর পুরোন রসিকতার থেকে বরং সেগুলো চল্লিশ গুণ বেশি কার্যকরী হবে।

সবথেকে ভালো হয়, যদি নিজেকে নিয়ে জোক করতে পার। সেটাই হাসির খোরাক যোগাবে বেশী। কোন হাস্যকর এবং বিব্রত অবস্থায় নিজে পড়েছ—এমন একটা পরিস্থিতির বর্ণনা দাও। কোন ছোট ছেলে যদি পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গে, এস্কিমোরা হাসে। দোতলা বাড়ীর জানালা দিয়ে কোন কুকুর যদি পড়ে গিয়ে মারা যায় চিনারা তাতে মুচকি হাসে। আমরা অবশ্য অতটা নির্দয় নই। কিন্তু কোন লোক যদি কলার খোসায় পা হড়কে আছাড় খায়, কিংবা উড়ে যাওয়া টুপির পিছনে দৌড়তে থাকে—তাতে কি আমরা হাসিনা?

সত্যি কথা বলতে কি, যে কেউই কিন্তু অসংগতিপূর্ণ ধারণা বা গুণাবলীর দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে হাসাতে পারে।

ভালো করে লক্ষ্য করো, কত চতুরতার সংগে কিপলিং তাঁর রাজনৈতিক ভাষণে হাস্যরসের অবতারণা করতেন। তিনি কোন মহাপুরুষদের ঘটনা থেকে নয়—নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে অসংগতিগুলোর ওপর সুকৌশলে জোর দিতেন এবং শ্রোতাদের হাসাতেন। "লেডিজ এ্যান্ড জেন্টেলমেন, আমার যৌবনে আমি যখন ভারতে ছিলাম, আমি একটি সংবাদপত্রে ক্রিমিনাল কেসের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতাম। কাজটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল. কেননা এই কাজের ফলে বিভিন্ন জোচ্চর, প্রতারক, খুনী এবং ওইধরনের উদ্যোগী খেলোয়াড়দের সংগে পরিচয় হত (হাস্য)। কখনও, তাদের বিচার কাহিনী আমি রিপোর্ট করেছি, তার জন্য জেলে আমার বন্ধুদের সংগে দেখা করতে যেতাম যখন তারা তাদের বাক্যগুলি বলছে (হাস্য)। একজনের কথা মনে আছে যে খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। সে খুব চালাক ছিল, সুন্দর বলতে পারত। সে তার জীবনের গল্প আমায় শুনিয়েছিল। সে বলেছিল—

"আমার কাছ থেকে এটা নিয়ে নাও। যখন মানুষ ক্লান্ত এবং বিসণ্ণ হয়ে পড়ে তখন তার মন একটা জটিলতার ভাবনা থেকে আরেকটা জটিলতায় প্রবেশ করে। সেইসময় সে এমন একজনকে চায়, যার কাছে সে মনের কথা খুলে বলতে পারে।" ঠিক এরকমই অবস্থা হয়েছে, বর্তমানে একজন ক্যাবিনেট সদস্যের।

এইভাবেই William Houard Tuft (উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট) বার্ষিক ভোজসভার (Metro Politon Life Insurance Company-র ভোজসভা) ভাষণে তাঁর আমুদে মনটাকে প্রকাশ করে ভাষণ দিতেন। তাঁর ভাষণের একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো। সেটা হল—তিনি নিজেও যেমন সুরসিক ছিলেন তেমন তার আমুদে মন ও বাক্যের সংস্পর্শে এসে শ্রোতাদের মনও হাসি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো।

Mr. President and Gentleman of the Metropoliton Life Insurance Company.

প্রায় নয়মাস আগে আমি আমার পুরানো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। যেখানে আমি ছিলাম, সেখানে ডিনারের পর একটা ভাষণসভার আয়োজন হয়েছিলো। তখন, সেখানে উপস্থিত একজন ভদ্রলোক বলেছিলেন ঃ "আমার একজন বন্ধু আছে—যিনি খুব ভালো ভাষণ দিতে পারেন। আর এসম্পর্কে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে"। তারপর সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন যে তিনি এইরকম শ্রোতাই পছন্দ করেন—

১. যারা ডিনারের পর ভাষণ শুনতে আসবে।

২. তারা বুদ্ধিমান হবে।

৩. তারা শিক্ষিত হবে।

৪. তারা অর্ধসচেতন থাকবে।

কারণ ঘুম ঘুম ভাব ও অর্ধসচেতন থাকার ফলে ঠিকমতো ভাষণটা শুনবেনা। আমুদে বক্তার এই কথাটা, শ্রোতারা খুব উপভোগ করেছিলেন এবং তারা হাসিতে মেতে উঠেছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে, তারাই হল সবথেকে ভালো শ্রোতা যারা ঘুমঘুম চোখে ডিনারের পর ভাষণ শুনতে আসে। তার বলার ভঙ্গিমায় শ্রোতাদের মধ্যে আরেকবার হাসির রোল উঠলো।

ক্ষমা চেয়ে, কখনো তুমি ভাষণ শুরু করবেনা।

ভাষণ শুরু করার সময় অনেক বক্তাই এরকম বলে থাকেন ঃ

"আমি মোটেই বক্তা নই......................

আমার ভাষণ দেবার কোন প্রস্তুতি নেই..........................

আমার বলার কিছু নেই............................"

এরকম করোনা! না..........করোনা! বিখ্যাত ইংরেজ কবি কিপলিং এর একটা কবিতা আছে। তার শুরুটা হলো এইরকম ঃ

'There is no use to going further.'

আর বেশীদূরে যাওয়ার কোন দরকারই নেই।

কোন বক্তা যখন ভাষণ দিতে যান, তখন তার কাছ থেকে শ্রোতারা এরকমই আশা করে থাকেন। অর্থাৎ ভনিতা না করে বক্তা যেন আসল বক্তব্য শুরু করেন।

ঠিক আছে। তোমার যদি বলার মতো যোগ্যতা বা প্রস্তুতি না হয়ে থাকে—সেটা তো আমরা বুঝতে পারবো। শ্রোতারা তো আর সেটা বুঝতে আসবেনা। তাহলে শুধু শুধু এইসব কথা বলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কি দরকার, তোমার বক্তৃতা ঠিকমতো তৈরী হয়েছে না হয়নি—এইসব বিষয় দর্শক বা শ্রোতাদের কাছে জানতে চেয়ে, তাদেরকে অপমান করা হয়। না........না.......আমরা তোমার কাছ থেকে কোন ক্ষমা প্রার্থনা শুনতে চাইনা। আমরা তোমার ভাষণ শুনতে এসেছি—তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ

এবং তোমার প্রতি আগ্রহের জন্য। মনে রেখো, তোমার প্রতি আমাদের আকর্ষণটা আগাগোড়া ধরে রাখার দায়িত্ব তোমারই, আমাদের কিন্তু নয়।

যেই মুহূর্তে তুমি শ্রোতাদের কাছে আসবে—সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি আমাদের কাছেও দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যক্তি হয়ে গেলে। পাঁচ সেকেন্ড আমাদের আকর্ষণ ধরে রাখাটা কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু পরের পাঁচমিনিটও ওই আকর্ষণটা ধরে রাখা, বেশ কঠিন ব্যাপার। যদি তুমি একবার এই আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলো—তাহলে তোমার মনে সন্দেহ হবে যে, তুমি কি আবার এই আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা ফিরে পাবে? সুতরাং তোমার প্রথম বাক্যটিই শুরু করো আকর্ষণীয় ভাবে। না......তোমার দ্বিতীয় কথা নয়। না......না......তোমার তৃতীয় কথা নয়। প্রথম! প্র......থ......ম! একদম প্রথম কথাটি!

"কেমন করে?" তুমি তোমার মনকেই নিয়মানুযায়ী এই প্রশ্নটা করো। আমি এর উত্তর দিচ্ছি। কোন বস্তু চাষ করার আগে, জমিতে সেই বীজ বপন করে, জমিটা ভরে ফেলতে হয়। আমিও তোমাদের ভাষণ দেবার আগে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে দিতে চাই। কারণ, শ্রোতারা যেমন ভাষণের সময় বক্তার ওপর নির্ভর করে; তেমনই বক্তাও, এই ব্যাপারে শ্রোতাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ভাষণ দেওয়ার সময় তুমি যে শুধু শ্রোতাদের উপর নির্ভর করবে তা নয়। তুমি নির্ভর করবে ভাষণের বিষয়বস্তুর ওপর—উপলক্ষ্যের ওপর—যেইস্থানে ভাষণ দিচ্ছো তার উপর এবং তোমার আত্মবিশ্বাসের ওপর।

ভাষণের মধ্যে তোমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলো।

ফিলাডেলফিয়ার, Penn Athelctic ক্লাবে Mr. Howell Healy (মিঃ হাওয়েল হিলি)-র দেওয়া বক্তৃতার শুরুটা এখানে কিছুটা তুলে দেওয়া হল। দ্যাখোতো, এটা পড়ে—তোমার মধ্যে কোন আগ্রহ বা কৌতূহল জেগে উঠছে কিনা!

"বিরাশি বছর আগে, বছরের ঠিক এইসময়ে লন্ডনে একটা গল্পের বইয়ের ছোট্ট সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। এই গ্রন্থটা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর গ্রন্থ হয়ে আছে। অনেকেই বলে থাকেন যে, এই বইটা হলো—'সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছোট বই'। এটা যখন প্রথম প্রকাশিত হলো, তখন সমুদ্রের ধারে Poll Mall (পল্ মল্) তার বেশ কিছু বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সেখানে তিনি তাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

"তোমরা কি এই বইটা পড়েছো?"

সকলেই একবাক্যে বলে উঠেছিলো ঃ

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভগবান, এই বইয়ের লেখককে আশীর্বাদ করুন।"

যেদিন বইটা প্রকাশিত হল—সেই দিনই এক হাজার কপি বিক্রী হয়ে গেল। দুই সপ্তাহের মধ্যে এই বইয়ের চাহিদা উঠেছিলো পনেরো হাজার কপিতে। এরপর, ওই বইটি

অগুন্তি সংখ্যায় ছাপা হতে লাগলো। তারপর এটা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মাত্র কয়েক বছর আগে, অনেক টাকার পরিবর্তে এই বইটার পাণ্ডুলিপিটা কিনে ফেলেছিলেন J. P. Morgan (জে. পি. মরগান) নামক এক ব্যক্তি। বর্তমানে এটা নিউইয়র্ক শহরের আর্টগ্যালারীতে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে। এই আর্ট গ্যালারীটা বর্তমানে লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিত।

পৃথিবী বিখ্যাত এই বইটি কি? চার্লস ডিকেন্সের লেখা "ক্রীসমাশ্ ক্যারোল (Christmas Carrol)................"।

তুমি কি মনে করো যে, উপরোক্ত সূচনাটি খুব আকর্ষনীয় এবং সফলতাপূর্ণ হয়েছিলো? এটা কি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে? যদি তাই করে থাকে..........তাহলে কেন? তার কারণ কি এই নয় যে, এটা তোমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার মনে সাসপেন্স ধরে রেখেছিলো?

কৌতূহল! কৌতূহল কার না আছে? আমি দেখেছি যে, বনের মধ্যে উড়তে থাকা পাখীগুলো, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমাকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতো। আমি একজন শিকারীকে জানি যিনি আল্পস্ পর্বতের উচ্চসীমায় উঠে, চ্যাওমিস পাখীদের প্রলুব্ধ করার জন্য, তাদের দিকে একটা চাদর ছুঁড়ে দিতেন। তারপর হামা দিয়ে এগিয়ে লক্ষ্য করতেন যে, তার প্রতি ওই পাখীগুলোর কোন কৌতূহল হচ্ছে কিনা। কুকুরদের কৌতূহল আছে, সুতরাং তার শাবকরাও কৌতূহলী। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে—তাদের সবার মধ্যেই 'কৌতূহল' নামক বস্তুটি বিদ্যমান।

সুতরাং তুমি ভাষণের প্রথম বাক্যের মধ্যেই শ্রোতাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলো। তাহলেই তুমি শেষ পর্যন্ত তাদের আকর্ষণীয় মনোভাব ধরে রাখতে পারবে। এই বইয়ের লেখক তার ভাষণ শুরু করেছিলেন, আরবের কর্নেল থমাস লয়েন্সের অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় নিয়ে। আর এইরকম প্রণালী দ্বারা। সেই প্রণালীটা এখানে তুলে ধরা হল ঃ

'Loyd George (লয়েড জর্জ) বলেছেন যে, তিনি কর্নেল লয়েন্সকে খুব শ্রদ্ধা করেন; আধুনিক যুগেও তার কল্পনাপ্রবণ মন ও রোমান্টিক চরিত্রের জন্য।'

—এইরকম শুরুর দুটো সুবিধা আছে। প্রথমতঃ একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে কোন উদ্ধৃতি তুলে ধরলে—তা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এটার একটা মূল্যবান গুরুত্ব আছে।

দ্বিতীয়তঃ এটা একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

"রোমান্টিক কেন?" এটা দর্শকদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

"কল্পনাপ্রবণ কেন?'—এটাও দর্শকদের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

"আমি ওরকম মানুষের নাম আগে তো কখনো শুনিনি................তিনি কি করেছিলেন?"

Lowell Thomas (লোয়েল থমাস) কর্নেল থমাসের ওপর ভাষণ দেওয়ার সময় এভাবে শুরু করেছিলেন ঃ

—"একদিন আমি জেরুজালেমের ক্রীশ্চিয়ান স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেইসময় আমি একজন খুব জমকালো পোশাক পরা প্রাচ্যদেশের লোককে দেখতে পেলাম। তার কোমরে একটা সোনার তরবারী বন্ধ অবস্থায় বাঁকানো ভাবে ঝুলছিলো। হজরত মহম্মদের স্মরণেই ওই তরবারীটা ব্যবহার করেছিল। কিন্তু লোকটির চেহারায়, আরবদের লোকেদের সাথে কোন সাদৃশ্য ছিলনা। তার চোখ ছিল নীল, আরবদের চোখ হয় কালো অথবা খয়েরী রঙের।"

উপরোক্ত কথাকটি শুনে তোমার নিশ্চই কৌতূহল জাগছে। তুমি আরও কিছু শুনতে চাইছো যে, সে ব্যক্তিটি কে ছিল?—কেন সে আরবদের মতো তরবারী নিয়ে যাচ্ছিল?—সে কি করেছিল?—তার কি হল?

ছাত্ররা, যারা তাদের নিজেদের ভাষণ শুরু করতে চায়, তাদের জন্য এই প্রশ্ন ৩টি দিলাম ঃ

তুমি কি জানো পৃথিবীতে সতেরোটা জাতির মধ্যে এখনো দাসত্ব বর্তমান?

—এই প্রশ্নটা যদি তুমি ভাষণ দিতে গিয়ে করো—তখন স্বভাবতই শ্রোতাদের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে উঠবে এবং তারা আঘাত পাবে। তারা ভাববে—"দাসত্ব?—এই যুগেও?—সতেরোটি দেশের মধ্যে?......মনে হচ্ছে যেন এটা অবিশ্বাসযোগ্য। কোন কোন জাতি?—তারা কোথায় থাকে?"

এইরকম ভাবে শুরু করলে, সকলের মধ্যেই এর প্রভাব পড়বে এবং তারা কৌতূহলী হয়ে উঠবে—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে এবং একটা সাসপেন্সের মধ্যে থাকবে। যেমন একটা উদাহরণ দিলাম। আরেকজন ছাত্র ঠিক এইভাবে তার ভাষণ শুরু করতে পারেঃ

"আমাদের ক্লাবের একজন সদস্য, সম্প্রতি ক্লাবের পক্ষ থেকে স্থির করলেন যে, ব্যাঙাচি সম্পর্কে তিনি একটা আইন প্রণয়ন করবেন—যেটা ব্যাঙেদের মেনে চলতে হবে। স্কুলবাড়ির দুমাইলের মধ্যে কোন ব্যাঙ তাদের ডিম পাড়তে অথবা ব্যাঙাচির জন্ম দিতে পারবেনা।

তোমরা হাসছো?"

শ্রোতারা সত্যিই হাসবে এবং তারা মনে করবে—বক্তা কি তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে, সত্যিই কি এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা যায়?.........হ্যাঁ। বক্তা তখন এই বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা করতে থাকবেন। 'The Saturday Evening Post'-এ একটা আর্টিকেল বা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিলো যার নাম ছিলো—'With the Gangsters' (কুখ্যাত লোকেদের নিয়ে)—এইভাবে শুরু করা হয়েছিল।

এইসব চোর, ডাকাত, বদমাশরা কি সত্যি সত্যিই সংঘবদ্ধ। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারা কি নিয়মে চলে?............এই প্রবন্ধের লেখক দশটি বাক্যের মধ্যে

সুন্দরভাবে বিষয়টি গুছিয়ে লিখেছেন। এতে তোমাদের মনের মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। তোমরা জানতে চাইছো—কিভাবে এরা সংগঠিত হয়?—এটা লেখকের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের কাজ। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই—যারা জনতার সাথে যোগাযোগকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক হন—তাদের এই বিষয়ের ওপর খুব গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ, জনতার কৌতূহল উদ্রেকের ওপর নির্ভর করছে সংবাদপত্রটি। আর তোমাকে তো এই বিষয়ের ওপর আরও সচেতন হতে হবে। কারণ, তুমি একজন বক্তা হিসাবে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্রেক করবে এবং তোমার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করবে।

গল্প দিয়ে শুরু করোনা কেন?

আমরা সাধারণত বক্তার নিজস্ব জীবনে, ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা—গল্পের আকারে শুনতে পছন্দ করি। Resell E. Conwell (রাসেল ই. কনওয়েল) ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর ভাষণগুলিকে বলতেন 'হীরের খনি'। তিনি ছ'শত বার একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। কিন্তু নিত্যনতুন প্রকাশভঙ্গী ও এমন সুন্দর অনুভূতির দ্বারা তিনি তা গল্পের আকারে বলতেন যে তাঁর খনি স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেত! কেমন করে তার এই ভাষণ দেওয়ার আশ্চর্য পদ্ধতিটা শুরু হতো?

"১৮৭৩ সালে আমরা টাইগ্রিস নদীর ধারে গিয়েছিলাম। আমরা, বাগদাদের একজন গাইড ভাড়া করলাম, কতগুলি জায়গার জন্য। সেই স্থানগুলি হলো—পার্সিপেলিস, নিনভে এবং ব্যাবিলন............"।

তারপর তিনি একটু থামলেন এবং এইভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করতেন। এটাই হচ্ছে আকর্ষণের একটা প্রধান পদ্ধতি। গল্প দিয়ে ভাষণ শুরু করলে, ভাষণ কখনো ব্যর্থ হয়না এবং এটা শ্রোতাদের আকর্ষণ ধরে রাখে একদম শেষপর্যন্ত। যাইহোক, আমরা এখন দেখবো যে, এটা কিভাবে শেষ হল।

এইভাবে গল্প দিয়ে শুরু করাটা, আমি এই বইয়েরই তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি।

এখানে দুটো গল্পের শুরুর কতগুলি বাক্য দেওয়া হল—যেগুলি Saturday Evening Post-এ প্রকাশিত হয়েছিলো।

১ নং গল্প—"রিভলবারের একটা তীব্র শব্দ নীরবতাকে ভঙ্গ করে দিলো"।

২ নং গল্প—"একটা ঘটনা। সে নিজের কাছে নিজেই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা জুলাই মাসে প্রথম সপ্তাহে মন্টিভিউ হোটেলে ঘটেছিল। ওই হোটেলের ম্যানেজার সম্পর্কে ঘটনাটি প্রকাশের পর কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সবাই। কারণ ওই ম্যানেজারটি অনেক হোটেলের মালিক ছিল এবং তার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত হয়েছিল।"

একজন বক্তা ভাষণ শুরু করার সময়ে তার নিজস্ব জীবনের কোন ঘটনা অথবা কোন গল্প দিয়ে শুরু করতে পারে—যেটা শ্রোতাদের কৌতূহলকে টেনে বা ধরে রাখবে।

আপেক্ষিক উদাহরণ দিয়ে শুরু করো।

কোন অযৌক্তিক বা উদ্ভট বিষয়ের ওপর দর্শকদের কৌতূহল ধরে রাখাটা—খুবই কঠিন ব্যাপার। এটা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়না। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—তুমি শ্রোতাদের জানাতে চাও—তাহলে তুমি একটা সহজ উদাহরণ দাও। এতে শ্রোতাদের ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। হ্যাঁ, তুমি ঠিক এইভাবেই তাদের কাছে তোমার ভাষণ শুরু করো। হুট করে তাদের উপর কোন কঠিন বিষয় চাপিয়ে দিওনা। ধীরে ধীরে—ক্রমানুসারে—সহজ করে তুমি তাদের কাছে তোমার আলোচ্য বিষয়টা ব্যক্ত করো। একটি ফুল ধীরে ধীরে—একটি একটি করে, তার পাঁপড়িগুলো মেলে নিজেকে সম্পূর্নভাবে প্রকাশ করলো।

তুমি কিছু একটা প্রদর্শন করো।

পৃথিবীতে সব থেকে সহজতম পদ্ধতি—যার দ্বারা শ্রোতাদের আকর্ষণ করা যায়—সেটা হল, ভাষণের সময় কোন কিছুর প্রদর্শন করা। যেমন শিশুদের কথা বলতে গিয়ে একটা দোলনা—পশুদের কথা বলতে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো বানরের ছবি বা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুরের ছবি দেখাতে পারো। এটা তোমার ভাষণের পক্ষে খুবই উৎসাহজনক হবে। যেমন ফিলাডেলফিয়ার Mr. S. S. Elis ভাষণ দেওয়ার সময় তার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে ধরে, সেই দেশের মুদ্রা দেখাতেন। স্বাভাবিকভাবেই সবাই আগ্রহভরে ওই দিকে তাকাতো। তিনি তখন তার ভাষণ শুরু করতেন এই বলে ঃ

"আপনারা কখনো কি পথ চলতে চলতে এই জিনিস দেখেছেন?" বলা বাহুল্য শ্রোতারা এতে খুবই অভিভূত হতো এবং তাদের মনোযোগ দৃঢ় হতো।

একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো।

মিঃ ইলিস-এর শুরুর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিলো। শুরু হতো কোন প্রশ্ন দিয়ে, যার ফলে বক্তার সাথে শ্রোতারা চিন্তাশীল হত, সহযোগিতা করত। গ্যাংস্টারের ওপর লেখা আর্টিকেল এটা 'দি স্যাটারডে ইভিনিং পোস্টে' রযেছে সেটা লক্ষ্য করলে দেখবে প্রথম তিনটি বাক্যে দুটি প্রশ্ন রয়েছে। সত্যিই কি গ্যাংস্টারেরা সংঘবদ্ধ? কিভাবে? এই প্রশ্ন-রূপ চাবির ব্যবহার শ্রোতার মনের তালা খুলতে সবথেকে সহজ উপায় এবং সেখানে ঢুকে যেতে পারবে নিশ্চিতরূপে। যখন অপর পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হয়, তখন তুমি কিন্তু এই প্রশ্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারো।

কোন বিখ্যাত ব্যক্তির থেকে নেওয়া প্রশ্ন সহযোগে তুমি শুরু করনা কেন?

কোন নামজাদা লোকের কথা সর্বদাই আকর্ষণী শক্তিতে পূর্ণ। সুতরাং তাঁর কোন উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে ভাষণ শুরু করা হলো শ্রেষ্ঠ উপায়। 'বিজনেস সাকসেসে'র

ওপর আলোচিত বক্তৃতার শুরুটা কি তোমার পছন্দ হবে?

"পৃথিবী বড় পুরস্কার প্রদান করে টাকা এবং সম্মান উভয় দিয়েই একটা জিনিসের জন্যই শুধু" এলবার্ট হাবার্ড বলেন। সেটা হচ্ছে উদ্যোগ। উদ্যোগ কি? আমি তোমায় বলব, বলার আগেই সঠিক কাজ করা।

স্টার্টার হিসেবে, এটির কতগুলি প্রশংসনীয় দিক আছে। প্রথম বাক্যটি কৌতূহল উদ্রেক করে। তা সামনে প্রসারিত হয়। ফলে আমরা আরও কিছু শুনতে চাই। যদি বক্তা 'এলবার্ট হাবার্ড' বলার পরে বেশ কায়দা করে একটু থামেন সেটা সাসপেন্স সৃষ্টি করে। আমরা প্রশ্ন করি কিসের জন্য পৃথিবী পুরস্কারগুলি প্রদান করবে? বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন। আমরা হয়তো আপনার সাথে একমত নাও হতে পারি কিন্তু তবু, আপনার মতটাও শোনা যাক। দ্বিতীয় বাক্যটি কিন্তু সরাসরি আমাদের মূল বিষয়ের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় বাক্যটি, যেটি একটি প্রশ্ন, শ্রোতাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে। অন্য কিছু করতে তারা এটা ভালবাসে। চতুর্থ বাক্যটি উদ্যোগের সংজ্ঞা দিচ্ছে। এরপরে বক্তা সহজেই শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়। তার আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করে।

তোমার শ্রোতাদের মূল স্বার্থের সংগে তোমার বক্তব্যের বিষয়ের মেল বন্ধন কর

এমন বিষয় দিয়ে শুরু কর যাতে তা শ্রোতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সংগে সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত হয়। শুরু করার সবরকম সম্ভাব্য উপায়ের মধ্যে এটা হচ্ছে সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি নিশ্চত থেকো, শ্রোতাদের আকর্ষণ বাড়বে। আমরা সেইসব জিনিসেই আগ্রহী যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এটা কমন সেন্সের ব্যাপার। তাই না? তথাপি, এটার ব্যবহার কিন্তু আনকমন। যেমন ধরো, আমি এমন একজন বক্তাকে জানি যিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরে ভাষণ দেন। তিনি কিভাবে শুরু করতেন? কিভাবে 'লাইফ এক্সটেনশন ইনস্টিটিউট' সংগঠিত হয়েছিল, কিভাবে তারা গ্রাহকদের পরিবেশ পরিসেবা প্রদান ইত্যাদি বলে। কিন্তু আমাদের শ্রোতারা কিভাবে কোথায় কিছু ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা শুনতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। তাদের চিরকালীন আগ্রহ নিজেদের সম্বন্ধে।

সেই মৌলিক সত্যটিকে কেন স্বীকার করনা? কেন দেখাতে চেষ্টা করনা যে ওই কোম্পানী তাদের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়? এভাবে কেন শুরু করনা? বীমার তালিকা অনুযায়ী তোমাদের জীবন পরিধি কতখানি তা কি তোমাদের জানা আছে? তোমাদের বাঁচার পরিধি বীমা কোম্পানীর পরিসংখ্যানবিদদের তথ্য অনুযায়ী, তোমাদের বর্তমান বয়স এবং আশি বছরের মাপের বৎসর গুলির দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। যেমন ধরো, যদি তোমার বর্তমান বয়স ৩৫ হয়, তাহলে ৮০ বছর এবং বর্তমান বছরের পার্থক্য পঁয়তাল্লিশ

বছর, তাহলে তুমি সেই সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ আর তিরিশ বছর বাঁচার প্রত্যাশা করতে পারো। এটা কি যথেষ্ট? মোটেই নয়। আমরা তীব্রভাবে আকাঙ্খা করি এর থেকে বেশী বাঁচতে। অথচ ঐ তালিকাগুলি কিন্তু লক্ষ লক্ষ রেকর্ড থেকে ভিত্তি করে তৈরী। তাহলে তুমি কিংবা আমি কিভাবে আশা করব ওর থেকে বেশীদিন জীবিত থাকার? হ্যাঁ, যদি উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তাহলে বেশীদিন বাঁচা সম্ভব। তবে তার জন্য চাই শারীরিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা।

এবার যদি আমরা খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি কেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা জরুরী। তখন হয়তো যে কোম্পানীগুলি এধরণের পরীক্ষা করে তাদের কোন না কোন একটি সম্বন্ধে শ্রোতারা আগ্রহ দেখাতে পারে। কিন্তু প্রথমেই যদি নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোম্পানীর সম্বন্ধে ভাষণ শুরু করা হয় তার ফল হবে শূন্য।

আরএক উদাহরণ দিচ্ছি। আমি একটি ছাত্রকে জানতাম সে বনসংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে ভাষণ দিত। সে এভাবে শুরু করত, "আমরা, আমেরিকানরা আমাদের জাতীয় সম্পদের জন্য গর্বিত।" ওই বাক্যটির পরেই সে চলে যেত প্রসঙ্গান্তরে। দেখাত কিভাবে আমরা আমাদের বনসম্পদ নষ্ট করছি। নির্লজ্জভাবে গাছ কাটছি। কিন্তু শুরুটা এত বাজে এত সাদামাটা হত যে তার বিষয়টা কখনই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হতনা। শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রিন্টার ছিল। তার ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। একজন ব্যাঙ্কারও ছিল যেহেতু বনসম্পদ বনের ধ্বংস হওয়ার অর্থ আমাদের স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হওয়া। সুতরাং তা ব্যাঙ্কারকেও নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাহলে সে তো এভাবেও শুরু করতে পারত, 'যে বিষয় নিয়ে আমি এখন কথা বলব তোমাদের ব্যবসাগুলিকে তা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কোন না কোন ভাবে ইহা খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়াবে, আমাদের বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করবে। আমাদের জনকল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।'

এটা কি বনসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অতিরঞ্জিত করে বলা হচ্ছে। মোটেই নয়। এটা করা হচ্ছে এলবার্ট হাবার্ডের নীতি অনুসরণ করে "বিষয়টি বেশ রঙীন করে উপস্থাপিত কর এবং এমন ভাবে তা বলবে যাতে শ্রোতাদের মনোযোগ আপনা থেকেই বর্দ্ধিত হয়।

দুঃখজনক ঘটনার মনোযোগ আকর্ষণ ক্ষমতা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পিরিওডিকালের প্রতিষ্ঠাতা এস.এস. ম্যাকক্লুর বলেছিলেন: "একটি ভালো ম্যাগাজিনের আর্টিকেল হচ্ছে একটি দুঃখজনক ঘটনার সমষ্টি।" সেগুলি আমাদের দিবাস্বপ্ন দেখা থেকে বিরত রাখে ও আমাদের মনোযোগ দাবী করে। এখানে তার কতগুলি উদাহরণ দিচ্ছি। বাল্টিমোরের মি. এন. ডি. ব্যালেনটাইন 'রেডিওর বিস্ময়'—নামক বিষয়ের ওপর বলতে গিয়ে এভাবে শুরু করেছিলেন:

"তুমি কি অনুভব করতে পারো যে, নিউইয়র্কের একটা কাঁচের জানলার ওপর হেঁটে

যাওয়া মাছির শব্দ, রেডিওর মাধ্যমে ব্রডকাস্ট করা যায় এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকাতে সেটা শোনা যাবে নায়গ্রা জলপ্রপাতের গর্জনের মতো।

নিউইয়র্ক সিটির Harry G. Jones Company-র প্রেসিডেন্ট মি. হ্যারী জি জোনস্, 'ক্রিমিনাল সিচুয়েশনের' ওপর কথা বলতে গিয়ে এইভাবে শুরু করেছিলেন

"তখনকার সময়ের আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস,(প্রধান বিচারক) উইলিয়াম হাওয়ার ট্যাফট্ বলেছিলেন, "আমাদের ক্রিমিনাল ল-এর প্রয়োগ সভ্যতার পক্ষে লজ্জাজনক"।

এই কথাটার দুটো সুবিধে আছে। প্রথমতঃ শুরুটা হয় চমকপ্রদভাবে। দ্বিতীয়তঃ কর্তৃপক্ষ শ্রেণীর কোন একজনের চমকপ্রদ মন্তব্য করা।

ফিলাডেলফিয়ার 'Optimist'-ক্লাবের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মি. পল গিবন্ডস, অপরাধের উপর তার ভাষণ শুরু করেছিলেন এইভাবে ঃ

"পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার লোকেরা জঘন্যতম অপরাধী।

—ঘটনাটা সত্য এবং এটাতে জোর দেওয়া হল। সমগ্র লণ্ডনে যত খুনী রয়েছে তার ছয়গুণ রয়েছে ক্লীভল্যাণ্ড শহরে। লণ্ডনের শহরে যত ডাকাত রয়েছে, তার একশো সত্তরগুন রয়েছে এই শহরে। সমস্ত ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্ মিলিয়ে যত ডাকাতির ঘটনা কিংবা ডাকাতির উদ্দেশ্যে আঘাত করার ঘটনা ঘটে—তার চেয়েও বেশী ঘটে এই ক্লীভল্যাণ্ডে। সমগ্র ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসে যত খুনের ঘটনা ঘটে, তার চেয়েও বেশী ঘটে সেন্ট লুইসে। সমগ্র ফ্রান্স অথবা জার্মানি অথবা ইটালি অথবা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যত খুনের ঘটনা ঘটে তার থেকেও বেশী ঘটে নিউইয়র্ক সিটিতে। দুঃখজনক ঘটনা হলো অপরাধীরা শাস্তি পায়না। তুমি যদি একটা খুন করো—তাহলে তোমার শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা এক শতাংশেরও কম। তুমি যদি কাউকে গুলি করো তাহলে তোমার ফাঁসিতে ঝোলার সম্ভাবনা যতটা—তার থেকে দশগুন বেশী হলো তোমার ক্যানসারে মৃত্যুর সম্ভবনা।"

এই ধরণের শুরুটা সাফল্যজনক হতো। কারণ মি. গিবন্ডস্ তার বক্তৃতার মধ্যে একটা সম্মোহনী ক্ষমতা ধরে রাখতেন। শ্রোতারা নড়েচড়ে বসতো; যদিও এই বিষয়ের আমি অন্য ছাত্রদের বক্তৃতাও শুনেছি এবং তারা এরকমই উদাহরণ দিয়েছিলো; কিন্তু তাদের শুরুটা ছিলো মাঝামাঝি ধরণের। কেন? তাদের বাক্যগঠন ছিলো নিখুঁত কিন্তু স্পিরিটের অভাব ছিলো। তার ফলে তাদের বক্তৃতা ব্যর্থ হতো।

সাধাসিধে ধরণের শুরুর (ভাষণ) মূল্য

নিম্নলিখিত শুরুটা তুমি কিভাবে পছন্দ করবে এবং কেন পছন্দ করবে? Mary E. Richmond (মেরী ই. রিচমন্ড) নিউইয়র্ক লিগের বার্ষিক অধিবেশনে, স্ত্রীলোক ভোটারদের সামনে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছিলেন ঃ

"গতকাল, আমি যখন ট্রেনে করে অদূরবর্তী এক শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম.............আমার একটা বিয়ের ঘটনা মনে পড়লো—যেটা কয়েক বছর আগে ওই শহরে ঘটেছিলো। বেশীরভাগ বিয়েই যেমন এত দ্রুত ঘটে এবং তার ফলটা খারাপ হয়—এই বিয়েটাও সেরকম বিয়ে ছিলো। আজ আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সেই ঘটনার খুঁটিনাটি বলবো।

এটা ঘটেছিলো ১২-ই ডিসেম্বর। হাইস্কুলের পনেরো বছরের একটি মেয়ে, কলেজে পড়ুয়া সদ্য সাবালক হওয়া একটা ছেলেকে সেদিনই প্রথম দেখলো। তিনদিন পর ১৫-ই ডিসেম্বর তারা শপথ নিলো যে, মেয়েটির বয়স আঠেরো হয়ে গেছে সুতরাং তারা আর বিয়ের ব্যাপারে বাবা মায়ের সম্মতি চায়না। এই ভাবে তারা একটা বিয়ের লাইসেন্স বের করে নিলো। তারা সিটি ক্লার্কের অফিস থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এসে, একজন পুরোহিতের কাছে বিয়ের জন্য আবেদন করলো। মেয়েটি ক্যাথলিক ছিলো। কিন্তু পুরোহিতটি তাদের বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। যেভাবেই হোক, হয়তো এই পুরোহিতের মাধ্যমে মেয়েটির মা ঘটনাটি জানতে পারলেন। কিন্তু ওর মা মেয়েকে খুঁজে পাবার পূর্বেই, একজন বিচারক ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলো। বর তখন একটি হোটেলে ওঠে এবং দুদিন-দুরাত সেই হোটেলে থেকে সেই যে চলে যায়—তারপর থেকে সে আর ওই মেয়েটির কাছে ফিরে আসেনি।"

ব্যক্তিগতভাবে আমরা এই ধরণের ভাষণ খুব পছন্দ করি। যার শুরুটা একটু চমকপ্রদ হয় এবং গল্প অথচ সত্য ঘটনার আভাস পেয়ে আমরা সেই বিষয়টির খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি। আমরা একটা বেশ মানবিক আকর্ষনীয় গল্প শোনার জন্য নড়েচড়ে বসি। তাছাড়া এই ধরণের শুরুটা বেশ স্বাভাবিক হয়। এই কথা বলার জন্য প্রস্তুতি লাগেনা—এটা কৃত্রিম মনে হয়না। যেমন—'গতকাল আমি যখন ট্রেনে করে একটা...............মনে পড়লো।"

—এই বাক্যগুলি বেশ স্বাভাবিক ও সতেজ এবং মানবিক মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছে যেন একজন লোক একটা আকর্ষণীয় গল্প আরেকজনকে বলছে। শ্রোতারাও এমনটি পছন্দ করে। কিন্তু ভেবেচিন্তে যে ঘটনার কথা বলা হয়, সেটা ততটা কার্যকরী হয়না। আমরা এমন আর্ট চাই যেটা আর্টকে লুকিয়ে রাখে।

সারাংশ

১। কোন ভাষণের শুরুটা বেশ কঠিন। প্রথম যখন ভাষণ শুরু করছো—তখন শ্রোতাদের মন বেশ সজীব থাকে। কাজেই মনে রেখো, এই সময় থেকেই তোমার শ্রোতাদের মনে ছাপ ফেলতে হবে।

২। সূচনাটা ছোট করবে এবং ২/১টা বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। সব কিছুই

মনে রাখবে। যথাসম্ভব কম কথায় মনের মধ্যে বিষয়টা গেঁথে রাখো। এতে কেউ আপত্তি করবেনা।

৩। যারা প্রথম ভাষণ দিচ্ছে—তারা হয় রসাত্মক বাক্য দিয়ে নয়তো ক্ষমাপ্রার্থনা করে ভাষণ শুরু করে। এই দুটোই খুব খারাপ। খুব কম লোকই—খুব.....খুব.....খুব..... কম লোকই কোন একটা রসাত্মক গল্প সার্থকভাবে বলতে পারে। এই ধরণের প্রচেষ্টা শ্রোতাদের আনন্দতো দেয়ইনা বরং বিরক্তবোধ করায়। গল্প হবে প্রাসঙ্গিক। নিছক গল্পের খাতিরেই গল্পকে টেনে আনলে হবেনা। রসিকতা হয়েছে কেকের উপরের উপাদানের (চেরী, ক্রিম ইত্যাদি) মতো, কেকটা নয়। কখনো ক্ষমা চাইবেনা। তাহলে শ্রোতাদের অপমান করা হয়। যা বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলে নাও এবং শেষ করে বসে পড়ো।

৪। একজন বক্তা তার শ্রোতাদের আকর্ষণে সাথে সাথে (ততক্ষণাৎ) জয় করে নিতে পারে নিম্নলিখিতভাবে

ক. কৌতূহল উদ্রেক করে।

খ কোন মানবিক আকর্ষণীয় গল্পের উল্লেখ করে।

গ. বিশেষ কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করে শুরু করে।

ঘ. কোন প্রমান দেখিয়ে। (চিত্র নিদর্শন)।

ঙ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

চ. কোন চমকপ্রদ উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে।

ছ. শ্রোতাদের দেখিয়ে দেওয়া কিভাবে আলোচ্য বিষয়টা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।

জ. কোন চমকপ্রদ ঘটনা দিয়ে শুরু করে।

ঝ. কোনও দুঃখজনক ব্যাপার দিয়ে শুরু করে।

ঞ. কোন গতানুগতিক পদ্ধতিতে শুরু না করা।

নবম অধ্যায়

কেমন করে ভাষণ শেষ করতে হয়?

তুমি কি জানতে চাও তোমার কাছে তোমার ভাষণের কোন অংশ যুক্তিহীন ও অনভিজ্ঞ বলে তোমার মনে হয়। ভাষণ শুরু করার সময় এবং ভাষণ শেষ করার সময় যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন একটা পুরাতন প্রবাদ আছে "অভিনেতা অভিনেত্রী দের প্রবেশ এবং প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তাদের চেনা যায়।" এটা যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বলা যায় তেমনি ভাষণ দাতা-র ক্ষেত্রেও এটা প্রযোয্য।

শুরু এবং শেষ করা! এটা যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন করা বেশ কঠিনতম বস্তু। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যখন কোন জলসা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়

তখন অংশগ্রহণকারীদের যাওয়া ও আসার মধ্য দিয়ে দর্শক বা শ্রোতাদের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। যখন কোন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয় তখন সাক্ষাৎকারীর সুষ্ঠুভাবে প্রবেশ করে সুচারু সুন্দরভাবে Interview দিয়ে আবার সেই একই ভঙ্গীতে বুদ্ধিমত্বার সাথে ব্যক্তিত্বের সাথে বেরিয়ে আসা কি খুব কঠিন কাজ নয়?

ভাষণ শেষ করার যে কাজটা সেটা হচ্চে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরকম বলা হয়ে থাকে যে ভাষণের শেষ কথাটা শ্রোতাদের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকে। এবং সে কথাটি শ্রোতার অনেক দিন ধরে মনে থাকবে। আবার কোন ভাষণ শুরু করার যে ব্যাপার সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এমন ভাবে ভাষণ শুরু করবে যাতে তা শ্রোতাদের অনেকদিন মনে থাকে।

এই বিষয়ে বক্তাদের সবথেকে সাধারণ ভুলগুলি কি কি? ঠিক আছে, এই ভুলের প্রতিকার গুলো খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমতঃ যারা ভাষণটা শেষ করেন তারা অনেকটা এরকম বলে থাকেন। "আমি যে বিষয়ে এতক্ষণ বলেছি তা অনেকটা এই এরকম। এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি"। এটা কিন্তু শেষ নয়, এটা হচ্ছে একটা ভুল। এটা একজন শখের বক্তাই করতে পারে। এটা কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য। এরকমই যদি তোমার বক্তব্যের বিষয় হয় তাহলে কেন তুমি তোমার ভাষণ ছোট করলেনা। এরকমই যদি তোমার বলতে হয় তাহলে কিছু না বলে ভাষণ শেষ করে নিজের আসন গ্রহণ করো। এরকম যদি করো তাহলে তোমার যা বলার তাই বলে নিঃশব্দে বসে পড়। এটা তাহলে তোমার সুরুচীরই পরিচায়ক হবে না, তোমার ভাষণের শ্রোতাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না।

সুতরাং বক্তার যা কিছু বলার তা বলবে কিন্তু শেষ করার সময় মোটেও বলবেনা যে "শেষ করছি"। কারণ কোথায় শেষ করতে হবে তা সে নিজেও জানেনা। আমি বিশ্বাস করি যে Josh. Billings—লোকেদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যতটুকু বলার দরকার ঠিক ততটুকুই বলতে। বক্তাকেও একথা মনে রাখতে হবে কারণ তা না হলে শ্রোতাদের মন বক্তার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। কিন্তু যতদূর সম্ভব বক্তা যেন চেষ্টা করে যাতে সে জয়ী হতে পারে। কারণ তখন সে তার পক্ষে কাউকে পাবেনা। দর্শক যদি তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তাহলে সে বেড়া টপকে বা অন্যকোন ভাবে পালাতে পারবে না কারণ সেটা একটা হল ঘর। সুতরাং অবশেষে সে দেখতে পাবে সে জনতার বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। তাই বারবার একই কথা বলে দর্শকদের উত্তেজনা বাড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা এবং নিজের বিপদ ডেকে আনা সম্ভব নয়।

এর প্রতিকার কি? শেষটা কিভাবে করতে হবে সেটা আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে

হবে তাই নয় কি? একবার দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা চেষ্টা করা কিন্তু মোটেই বিচক্ষণের কাজ নয়। কেননা সেই সময় বক্তা একটা দারুন মানসিক চাপের মধ্যে থাকবে এবং তাকে অনর্গল বকে যেতে হবে। তাই তখন তার বক্তব্যের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মন দেওয়ার সময় তার হবেনা। কিংবা এখানে কি সেই সময় শান্তভাবে কারুর স্বাভাবিক বুদ্ধিটা কাজ করতে পারে?

এই বিষয়ে বিখ্যাত বক্তা Webstar-এর Bright Gladston-তার ভাষণের জন্য দর্শকদের কাছে খুবই প্রশংসিত হতেন। এহেন ব্যক্তিত্ব তার বক্তব্যের প্রথম ও শেষটুকু যত্ন করে খাতায় নোট করে রাখতেন এবং মুখস্ত করতেন যাতে দর্শকদের সামনে অপ্রস্তুতে পড়তে না হয়।

সুতরাং যারা নতুন ভাষণ দিতে শুরু করেন তারা যদি এসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরন করে তাহলে তাদের কদাচিৎ পরিতাপ করতে হতে পারে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে সে কোথায় এসে ভাষণ শেষ করবে। তাকে বাড়িতে বসে শেষ করার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ভালো-করে নাড়াচাড়া করতে হবে। সে যেন কোন কথাই বারে বারে না বলে। তার চিন্তা-ধারাটা যেন নির্দিষ্ট বাক্যে প্রয়োগ করতে পারে।

ভাষণ দেবার সময় সেই বিষয়ে কোন পরিবর্তন সাধন করতে হলে বা কোন অংশের সংশোধন করতে হলে খুব দ্রুত করতে হবে। যাতে দর্শকরা কিছু বুঝতে না পারে। সুতরাং তুমি একই সঙ্গে শেষ করবার ব্যাপারে তিন-চারটে চিন্তা ভাবনা করে রাখতে হবে। যাতে একটা ভুলে গেলে বা একটা বদলাতে হলে অপরটি ব্যবহার করতে পার।

কিছু কিছু বক্তা আছে যারা কখনই ভাষণ ঠিকভাবে শেষ করেনা। ট্রেন যেমন চলতে চলতে হঠাৎ তেল ফুরালে থেমে যায় ঠিক তেমনই ভাষণ দিতে দিতে হঠাৎই কেউ কিছু বোঝার আগেই থেমে গিয়ে ভাষণ শেষ করে ফেলে।

বেশ কয়েকটা বেপরোয়াধর্মী কথা বলেই তারা মনে করে তারা বুঝি তাদের বক্তব্যের সবটাই গুছিয়ে বলে ফেলেছে। সেজন্যই বক্তব্যের মাঝখানে থেমে গিয়ে তারা ভাষণ শেষ করে দেয়। এই সব বক্তাদের অবশ্যই আরো ভালো করে প্রস্তুতি নিতে হবে, অনেক বেশী অনুশীলন করতে হবে—তাদের ট্যাঙ্কে অনেক বেশী তেল ভরতে হবে।

অনেক আনাড়ি বক্তা অসংযত এবং অবাঞ্ছিত ভাবে বক্তব্যের যেখানে সেখানে থেমে যায়। তাদের এভাবে থেমে যাবার মধ্যে যেমন কোন মসৃণতা থাকেনা তেমনি এটা ঠিক শেষও হয়না। আসলে তাদের মধ্যে ঠিক মতো বাক্য শেষ করার বিশেষ দক্ষতা নেই। তারা যেন হঠাৎ চলতে চলতে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। এর ফলটা কিন্তু মোটেই ভালো হয়না। জিনিসটা অনেকটা এইরকম যেন কোন বন্ধু কাউকে কোন বিদায় না জানিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে গেল।

লিঙ্কন ছাড়া আর কোন বক্তাই প্রথম ভাষণের সময় এর কম করেন নি—তা হয়নি। এরকম ভাষণের সময় মনের উপর একটা চাপ থাকে কেননা এরকম ভাষণে যেমন কালো মেঘ করলে ঝড় উঠতে পারে তেমনি বক্তার উপর শ্রোতাদের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ হতে পারে লিঙ্কন তার দেশের মানুষদের কাছে তার বক্তব্য শেষ করার সময় তার নিজস্ব প্রথায় এই কথাগুলো বলতেন ঃ

"আমার প্রিয় দেশবাসীরা এই যে গৃহযুদ্ধ চলছে সেটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ভার আপনাদের উপরেই আছে, আমার উপর নয়। সরকার আপনাদের গুপ্তহত্যা করতে পারবেনা। আপনারা স্বর্গে নিশ্চয় এমন শপথ করে আসেননি যে আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন না। আমাদের দেশকে সরকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাকেও গুপ্ত হত্যা করার চেষ্টা চলছে। আপনারা কি এটা সহ্য করবেন? আমিতো একলা কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে পারব না। আপনাদের সহযোগিতা আমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

এই বলে তিনি তাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখলেন।

"আপনারা শান্তি চান না দুঃখ চান?"

তিনি তার সমস্ত ভাষণের কপিগুলো তার সেক্রেটারী Seward-কে দেখাতেন। Seward-তার ভাষণের ভুল ত্রুটিযুক্ত জায়গা গুলো কেটে দিয়ে কোথায় কি ঠিক করতে হবে তা বলে দিতেন। সুতরাং Seward নিজেই সেই জায়গাগুলো ঠিক করে দিতেন এবং শেষটা লিখে দিতেন। তাছাড়াও তিনি দুটো করে ভাষণ লিখতেন। একটা নিজের জন্য আর একটি লিঙ্কনের জন্য। লিঙ্কন তার মধ্যে একটি গ্রহণ করতেন। অবশ্য তাতে কিছু বদলাবার দরকার হলে বদলে নিতেন। তারপর নিজের লিখে রাখা ভাষণের সঙ্গে সেটা যোগ করে নিতেন। তার ফলে শুরুতে তার সম্বোধনটার যদিও কিছু ভুলত্রুটি থেকেও থাকত কিন্তু শেষে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ করে সুন্দর শেষ করার ভঙ্গীতে একটা কবিত্ব ফুটে উঠত। এখানে তার একটা ভাষণের শেষ অংশ তুলে ধরছি।

"বন্ধুগণ, আমি এখন বিদায় নিতে চলেছি। আমরা একে অপরের শত্রু নয় বন্ধু। যদিও আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবুও আমাদের পরস্পরের ভালোবাসা অটুট থাকবে। আপনাদের এখানে উপস্থিতি আমার স্মৃতির পর্দায় একটা রহস্যময় সঙ্গীতের মতো বাজতে থাকবে। যুদ্ধের সময় দেশ প্রেমিকরা যেরকম গভীর আবেগের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তারা যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে দেশ বাসীদের সাথে মিলিত হয়ে যেরকম আনন্দ অনুভব করে আমিও আপনাদের সাথে মিলিত হয়ে ঠিক তেমনি আনন্দিত হয়েছি। আশাকরি এটা পরেও থাকবে।

একজন যিনি শুরুটা ঠিকমতো করতে পারেন নি তিনি কি করে এতো উন্নতি করলেন। এটা কি কোন যান্ত্রিক অনুশীলনের ফল?

না। এটা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ফল। এরজন্য দুটো জিনিসের দরকার একজন মানুষের সাধারণ বুদ্ধির দরকার আর একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রয়োজন। বক্তা যদি বুঝতেই না পারেন কি ভাবে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হয় তাহলে তিনি কি করে আশা করেন তিনি দর্শকদের শ্রদ্ধা পাবেন?

এই যে অনুভূতিটা এর জন্যই যথেষ্ট শিক্ষার ও অনুশীলনের প্রয়োজন। এই দক্ষতাটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য শুধু পড়াশুনা করলেই চলবে না। তারজন্য যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণার প্রয়োজন। এগুলির মধ্য দিয়ে তিনি এমন ভাষণ তৈরী করতে পারেন যাতে তিনি দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হলো যেটা প্রিন্স অফ ওয়েলস্ টরেন্টোয় তার ভাষণে ব্যবহার করেছিলেন ঃ

ভদ্রমহাশয়গণ আমি সমান্য ভয় পাচ্ছি যে এখানে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে হবে। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই একবার কানাডায় অনেক শ্রোতার সামনে এরকম ভাষণ দেবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমার দায়িত্বপূর্ণ পদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে হয়েছিল। আমি এখানে আপনাদের আশ্বস্ত করছি এই বলে আপনাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে এবং আমার দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে আমার কর্তব্য পালন করতে।"

একজন দৃষ্টিহীন মানুষ এটা শুনে অনুভব করবে যে ভাষণটা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। এটা দড়ি ধরে উঠতে উঠতে যদি হঠাৎ দড়ি ছিড়ে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেরকম নয়। এ ব্যাপারটা বৃত্তাকার এবং সেটা শেষ হয়ে গেছে।

বিখ্যাত বক্তা Dr. Harry Emerson Fosdick -তিনি Geneva Cathedreal of st. Pierre -তে রবিবার দিন ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেছিলেন "যাদের সঙ্গে তরবারী থাকে তারা তরবারী নিয়েই মরে।" তিনি এখানে যেভাবে সুন্দর করে শুরু করেছিলেন তা তুমি এখানে নোট করে রাখ। তিনি আবার আর এক জায়গায় সুন্দব করে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন সেটা এখানে তুলে ধরা হল ভাষণের শেষ অংশ হিসাবে।

"আমরা যীশুখ্রীষ্ট এবং যুদ্ধ - এই দুটোকেই ভুলতে পারিনা— আমাদের বিষয়ের সুগন্ধ হচ্ছে এখানেই। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বর্তমান এই মূল্যবোধের যুগে খুব বেশী করে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সমাজের সবথেকে বড় এবং ধ্বংসাত্মক পাপ হচ্ছে এই যুদ্ধ। সমগ্র মানব জাতির উপরেই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যদিও যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারা খ্রীষ্টান কি খ্রীষ্টান নয় সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা মানব জাতির মধ্যে এই হিংসাত্মক যুদ্ধ যীশু চাননি। তিনি মানব জাতির ধ্বংস নয়, কল্যাণ চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই গীর্জা গুলোতে সব সময় মানুষকে তার আদর্শের কথার শিক্ষা দেওয়া হবে। পরস্পরের সাথে ঝগড়া ভুলে মিত্রতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। তাহলে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে উঠবে শান্তির মাধ্যমে।

এই ধরণের যে ভাষণ গুলো এমন রাজকীয় ভঙ্গীতে শেষ হচ্ছে যেন মনে হয় "শেষ হয়ে হল না শেষ"।

এতক্ষণ ধরে তুমি যে এই বইটা পড়লে আমার ভাষণ সম্পর্কে মতামত জানলে এমনকি কি করে সুন্দর, সুচারু ভাষণ দেওয়া যায় তাও শুনলে — এবার বল তোমার মতামত কি? .... তুমি কি আমার মতের সঙ্গে একমত হতে পেরেছ? তাহলে তুমি যখন ভাষণ দিতে যাচ্ছ তার মধ্যে সুন্দর ভাষা, সুন্দর ভাবে, সুন্দর ভঙ্গী প্রকাশ করতে পেরেছ?

এবারে এস এই বিষয় গুলি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করা যাক। তুমি দেখ ভাষণগুলো তুমি কি ভাবে প্রয়োগ করছ।

এই বিষয়ে তোমার বেশী চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। কারণ তুমি তো আর ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিতে যাচ্ছনা অথবা ক্যানবেরা বা অটোয়া-র প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কোন বক্তব্য রাখতে যাচ্ছনা। তোমার সাধারণ সমস্যা হচ্ছে কোন ছোট খাটো সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কিভাবে তা সুষ্টরূপে শেষ করবে? কেমন করে পুরো ভাষণটি তৈরী করবে এই বিষয়ে নিজের মধ্যে একটু অনুসন্ধান করো এবং তোমার মতামত গুলো সঠিকভাবে সাজাও।

তোমার সমস্ত সূত্রাবলীগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে একটি সারসংক্ষেপ করো।

যদি তোমকে খুব স্বল্প সময়ের জন্য (পাঁচ সাত মিনিট) ভাষণ দিতে হয় তাহলেও তোমার বক্তব্য যেন সুষ্টভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করো যাতে সেটা তাদের মনে দাগ কেটে যায়। তারা যেন একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তোমার কাছ থেকে ফিরে না যায়। তাদের কাছে এই ভাষণটা অল্প সময়ের মধ্যেই এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে তাদের মন অন্যদিকে আকর্ষিত না হয়।

একজন অপরিচিত আইরিশ রাজনীতিবিদ্ ভাষণ দেবার ব্যাপারে কতকগুলি পথ নির্দেশ করেছিলেন।

'প্রথমত ঃ তুমি শ্রোতাদের বল তুমি কিছু বলতে যাচ্ছ এবং তারপর বলো। এটা হচ্ছে দ্বিতীয়তঃ এবং তৃতীয়তঃ বল তোমার যা বলার তুমি তাদের বলে দিয়েছ।"

এই পদ্ধতিটা খারাপ নয়। এর থেকে তুমি ভাষণের একটা সীমারেখা পেতে পার, একটা সারসংক্ষেপ পেতে পার।

তুমিও তোমার ভাষণটাকে এরকম সারসংক্ষেপে সাজিয়ে নাও। এটা তোমায় সাহায্য করবে এবং তোমার কৌশলটা তোমার নিজস্ব হবে। এটা তুমি ভালো করে শিখে নাও।

সক্রিয় কার্যের জন্য তোমার মনের আবেদন

বক্তা সব সময় কার্য চায় এবং তা করে থাকে। এটা যে কেবল মাত্র বাক্যের অনুশীলন তা নয়। এই যে ভাষণ যেটা হয়ত কোন একটা রেলওয়ের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের কাছে সরবরাহ করতে হবে। এবং এরজন্য সে বিষয়ের তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার।

সূক্ষ্ম রসবোধের সৃষ্টি করে তুমি তোমার ভাষণ শেষ করবে।

George বলেছিলেন "শ্রোতাদের সর্বদা হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে বিদায় দাও। তুমি যখন তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবে তখন তারাও যেন হাসিমুখে বিদায় নিতে পারে।"

তোমার যদি এমন একটা ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে তো খুবই ভালো। কিন্তু সেটা কেমন? সেটাই প্রশ্ন। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভঙ্গী থাকে সকলকে হাসাবার।

Lloyed George তার শ্রোতাদের ভাষণ শেষে এমন একটা হাস্যরসের মধ্যে ছেড়ে যেতেন যা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন। তিনি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (জন ওয়েলেসলির কবর) সম্বন্ধে এমন করে বললেন যাতে শ্রোতারা হেসে উঠলেন। কত চাতুর্যের সাথে কতসুন্দর ভাবে, কত কোমলতার সঙ্গে তিনি এ কাজটা করতেন তা নিয়ে তুমি নোট করে রাখ।

যে কবরের সম্বন্ধে তিনি বলতেন তার সম্বন্ধে আমি বলছি। কবরখানাটি সারানো হয়েছে, এটা খুবই সম্মানজনক স্থান। আর যে মানুষটির কবরের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই মানুষটির নোংরা জিনিসের প্রতি অপরিসীম বিরূপতা ছিল, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ। তার জীবিতাবস্থায় তার বাড়ি থেকে কবর খানা পর্যন্ত রাস্তায় একটাও নোংরা বা ছেঁড়া কাপড় পড়া কোন লোক দেখা যেতনা। সুতরাং এরকম ব্যক্তির কবরখানা নোংরা আবর্জনাপূর্ণ হয়ে থাকবে তা খুবই অসম্মান জনক। ডেভসায়ারে একটা মেয়ে একদিন ছেড়া কাপড় পরে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল। তিনি তাকে দেখে বলেছিলেন "ওহে তরুনী ভগবান তোমার উপর অবশ্যই করুণা করবেন, তোমার কান্না থামাবেন, কিন্তু তার আগে তুমি তোমার অ্যাপ্রণটা পরিষ্কার করে কেচে আন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তার এরকমই অনুভূতি ছিল। সুতরাং তার কবরখানা অপরিচ্ছন্ন থাকলে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ এই কবরখানাটি পবিত্র মন্দিরের মতো যত্নে রাখবেন। এই বলে তিনি শেষ করলে সকলে হাততালী দিয়ে উঠলো।

ভাষণ শেষ করার সময় কাব্যিক উদ্ধৃতি দাও

ভাষণ শেষ করার যত রকম পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সবথেকে ভালো হচ্ছে কোন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষণ শেষ করা। তুমি যদি ভাষণ শেষে কোন উপযুক্ত কবিতার দুটি মনের মত উদ্ধৃতি বসাতে পারো তাহলে খুবই ভালো হবে। তাহলে ভাষণের শেষে কাব্যিক উপমা দিয়ে শেষ করলে তার সুরভী শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার রেশ থেকে যাবে শ্রোতাদের কানে। আর সেটা বেশ মর্যাদাপূর্ণও হবে। এটার দ্বারা বক্তার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এটা ভাষণকে যথার্থ সৌন্দর্য্য দান করে।

Rotarian Sir Harry Lauder - তিনি আমেরিকানদের কাছে তার ভাষণ যখন শেষ করতেন বা শুরু করতেন তখন এইরকম ভঙ্গীতে বলতেন ঃ

"আপনারা যখন বাড়ি ফিরে যাবেন, আমাকে আপনারা কেউ কেউ একটা করে পোস্ট কার্ড দেবেন। আপনারা যদি আমাকে একটাও চিঠি না দেন তাহলেও আপনাদের কাউকে না কাউকেই আমি একটা চিঠি দেব। চিঠিটা যে আমারই হবে তাকে কোন সন্দেহ থাকবে না কারণ তাতে কোন স্ট্যাম্প মারা থাকবে না। (হাসির রোল উঠল)। ঐ চিঠির পাতায় আমি কিছু লিখে দেব, এবং সেই লেখাটা হবে এই রকম ঃ"

Seasons may come and seasons may go, Everything withers in due course, you know. But there is one thing still blooms as fresh as the dew, That is the lone and affection I still have for you."

ঋতুরা ক্রমশঃ আসা যাওয়া করে, এর জন্য প্রকৃতিতে নানা রকম পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন একটা জিনিস আছে যেটা ফুটন্ত ফুলের মতোই সর্বদা সুন্দর এবং শিশির ভেজা ঘাসের মতোই সর্বদা সতেজ থাকে, সেটা হল স্নেহ ভালোবাসা, সেটা সর্বদাই তোমাদের জন্য আমার মনে রয়েছে।

ভাষণের শেষে এই ছোট্ট কবিতাটি যোগ করার জন্য Harry Lauder এর ব্যক্তিত্ব বহুগুণ বেড়ে যেত এবং তার পুরো ভাষণটাই একটা আলাদা মাত্রা পেত। তার পক্ষে এই কবিতা ব্যবহার করার বিষয়টা ছিল খুবই সুন্দর জিনিস। একজন বক্তা ভাষণের শেষে খুবই গুরু গম্ভীর কথা বলতেন যেটা শ্রোতাদের কাছে খুবই হাস্যকর বলে মনে হত। আমি যতদিন ধরে এই ভাষণ দেবার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমি এটা উপলব্ধি করেছি, যে সব ভাষণের উপরই একই নিয়ম খাটে এরকম কোন সাধারণ নিয়ম নেই। বক্তা কিরকম ভাবে ভাষণ দেবেন তা নির্ভর করছে বক্তব্যের বিষয়ের উপর, স্থানের উপর, সময়ের উপর এবং বক্তার নিজের উপর। প্রত্যেককেই নিজের কাজটা খুব যত্নের সঙ্গে ও নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে হবে।

নিউইয়র্ক শহরের একজন বিশেষ পেশার ব্যক্তির সেই স্থান থেকে বিদায় উপলক্ষে একটি ফেয়ার ওয়েলের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে যে ভোজ সভার আয়োজন হয়েছিল তাতে আমি অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে বারোজন বক্তা পর্যায়ক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে এই বিদায়ী বন্ধুর জন্য কিছু কিছু ভাষণ দিয়েছিলেন এবং নতুন কর্মক্ষেত্রে তার উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলেন। কেবল মাত্র একজনই এমন ভঙ্গীতে তার ভাষণ শেষ করেছিলেন যেটা ভোলা যাবে না। সেই ব্যক্তিটি তার ভাষণের শেষে একটা খুব সুন্দর কাব্যিক উদ্ধৃত ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তার কণ্ঠস্বরে প্রবল আবেগ মিশ্রিত করে ঐ বিদায়ী বন্ধুর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন —

"এখন বিদায় বন্ধু, বিদায়। ভাগ্য তোমর উপর সুপ্রসন্ন হোক। পৃথিবীতে যতকিছু

কল্যাণকর জিনিস আছে তার সবই আমি তোমর জন্য কামনা করছি যাতে তোমার নিজের দ্বারাই তুমি সেগুলির দ্বারা বরণীয় হয়ে উঠতে পার!"

I touch my heart as the Easterns do: May the peace of Allah abide with you. Where you come, whereever you go, May the beautiful Palms of Allah grow. Though days the laobor and nights of rest, may the love of Allah make you blest. I touch my heart as the Easterns do: May the peace of Allah abide with you.

পাচ্য দেশের ব্যক্তিদের মত আমি আমার হৃদয় স্পর্শ করলাম তোমার উদ্দেশে। আল্লা সর্বদা সাথে সাথে থেকে তোমায় শান্তি দিন। তুমি যেখানেই যাওনা অথবা যেখান থেকেই আসোনা কেন। ঈশ্বরের সুন্দর হাতটিকে সর্বদা প্রসারিত হতে দাও। দিনের পরিশ্রম এবং রাতের বিশ্রামের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের ভালোবাসা যেন সর্বদা তোমাকে আশীর্বাদ করে। প্রাচ্য দেশের মানুষদের মত আমি আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের উদ্দেশে স্পর্শ করল। ঈশ্বর সর্বদা তোমার সাথে সাথে থেকে তোমাকে শান্তি দান করুন।

L. A. D Motors Corporation of Brooklyn এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr.J. A. Albott তার কর্মীদের কাছে সহযোগীতা এবং প্রভুত্ব এই বিষয় নিয়েই ভাষণ দিতেন। তিনি kipling এর লেখা Second Jungle Book থেকে একটা সুন্দর ছন্দময় কবিতা বলে ভাষণ শেষ করতেন।

Now this is the Law of the Jungle - as old and as true as the sky,

And the Wolf that shall keep it may prosper, but the Wolf that shall break it must die. As the creeper that girdles the tree trunk, the Law runneth forward and back -

For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.

এটাই হচ্ছে জঙ্গলের নিয়ম---আকাশ যেমন প্রাচীন এক সত্য, তেমনি এই নিয়মও প্রাচীন এবং সত্য। নেকড়ে বাঘ যে এ নিয়মটা মেনে চলবে তার উন্নতি হবে, কিন্তু যে নেকড়ে এই নিয়মটা অগ্রাহ্য করবে সে নিশ্চয় মারা পড়বে এবং যে লতাগুলো বড় বড় গাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করে বেড়ে ওঠে, তারাও জঙ্গলের নিয়ম মেনে চলে। নেকড়েদের শক্তি দলের মধ্যে এবং দলের শক্তি নেকড়ের মধ্যে।

তুমি যদি তোমার শহরের কোন Public Library-তে যাও এবং লাইব্রেরিয়ানকে বল যে তুমি কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভাষণ দিতে চাও এবং ভাষণের শেষে কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দেবে। তাহলে তিনি তোমাকে কোন উদ্ধৃতি মূলক বই খুঁজে দিতে সাহায্য করবেন। এরকম ধরণের একটা বই এর নাম হচ্ছে — 'Barlett's Familiar Quotations"

বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেবার শক্তি

তুমি যদি কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে কোন বাক্য বা কবিতার অংশ তোমার ভাষণে উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে পার তাহলে তোমাকে ভাগ্যবান ভাবা হবে। বাইবেলের থেকে উক্তি ব্যবহার করতে পারলে সেটা শ্রোতাদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ Frank Vanderlip তার ভাষণ শেষ করবার সময় এই প্রণালীটি ব্যবহার করতেন।

"যদি আমরা আমাদের সমস্ত দাবী দাওয়ার উপর জোর দিয়ে চিঠি লিখি, তাহলে আমাদের ঐ দাবি দাওয়াগুলো কখনই পূরণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা যদি স্বার্থপরের মতো আমাদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য জেদ করতে থাকি, তাহলে পরিণামে আমরা শুধু ঘৃণাই পাব, কিন্তু নগদ টাকা পাবোনা। কিন্তু আমরা যদি উদার হই, বিচক্ষণ হই তাহলে আমাদের সকল দাবী যথোচিত মর্যাদায় মেটানো হবে। আমরা যত ভালোভাবে কাজ করব সেই অনুপাতে ফল পাবো। তাছাড়া আমাদের পার্থিব সম্পদও বেড়ে যাবে। "কেননা যিনি মনে করছেন নিজের জীবন বাঁচাবেন তারই জীবন নষ্ট হবে। এবং যিনি মনে করবেন যীশুর জন্য জীবন হারাবেন তার জীবনই রক্ষা পাবে।"

চূড়ান্ত অবস্থা

এই চূড়ান্ত অবস্থাটাই হচ্ছে ভাষণ শেষ করবার জনপ্রিয় পথ। এটাকে ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রন করা খুব কঠিন কাজ, কেননা যে বিষয়ে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে তার শেষটা শুনতে দর্শকদের যেন মনে হয় এটা শেষ হয়নি। কিন্তু এটা যদি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে এটা চমৎকার হয়। একেবারে চরম সীমায় উঠে বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে এটাকে এমন ভাবে শেষ করতে হবে যাতে এটা শ্রোতাদের মনে গেঁথে যায়।

লিঙ্কন নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ধারে বসে বসে তার ভাষণের চূড়ান্ত অবস্থা কিরকম হবে সেই বিষয়ে নোট লিখতেন। তিনি আরও নোট করতেন একটা বাক্যের থেকে আর একটা বাক্য কতখানি শক্তিশালী হচ্ছে। তাছাড়া তার ভাষণের মধ্যে কলম্বাস যীশু, আদম, মুসা ইত্যাদিদের কথা বললে তা শ্রোতাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাও তিনি নোট করে রাখতেন।

ভাষণে এদের নাম ব্যবহার করলে অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস শ্রোতাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেমন প্রথম যখন কলম্বাস তার বিখ্যাত মহাদেশটা আবিষ্কার করলেন, যখন যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, যখন মুসা লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ইসরাইলে চলে গিয়েছিলেন এবং প্রথম মানুষ সৃষ্টির কালে আদম যখন জন্মেছিলেন—সেগুলো মানুষের মনে ততখানি শক্তি যোগাবে যতখানি শক্তিতে নায়াগ্রা জলপ্রপাত গর্জন করছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত দশ বছর আগে যেমন শক্তিশালী এবং

সতেজ ছিল এখনও সেরকমই আছে। তেমনি বিশাল আকৃতির ম্যামথ এবং ডায়ানোসর বহুদিন পূর্বে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হলেও তাদের দেহাবশেষের টুকরো ও বড় বড় হাড়গুলো মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই প্রমাণ করে তাদের অস্তিত্ব। নোট করবার সময় এইসব চিন্তা করতে করতে অবাক বিস্ময়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের দিকে তাকাতেন এবং ভাবতেন যে কতকাল ধরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত একই ভাবে বয়ে চলেছে.............। সে সদা চঞ্চল, সে গ্রীষ্মে কখনও শুকিয়ে যায়না, শীতে কখনও জমে যায়না, সে কখনও ঘুমায় না, কখনও বিশ্রামও করেনা।

Wendell Phillips ভাষণ দেবার সময় এই কৌশলটা ব্যবহার করতেন। ইনি কিভাবে ভাষণ শেষ করতেন নীচে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। তার বক্তৃতার এই অংশটা আমাদের এই ভাষণ দেবার বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এটা এমনই আকর্ষনীয় যে আধুনিক যুগে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এর মূল্য সমান। পঞ্চাশ বছরেরও কিছু বছর আগে এই ভাষণটা লেখা হয়েছিল। এটা ভাবতেও বেশ আশ্চর্য লাগে তাইনা!

"আমি নেপোলিয়নকে ডাক পাঠাতাম। কিন্তু নেপোলিয়ন সম্রাট হবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন এবং এজন্য তিনি রক্তের সমুদ্র বইয়ে দিতে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতেও পিছুপা হচ্ছেননা। এই মানুষটি কখনও তার কথার খেলাপ করেননি। "কখনও নিষ্ঠা এবং অধ্যাবসায় ছাড়ব না"—এটাই ছিল তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং নীতি। ফ্রান্সে থাকাকালীন নেপোলিয়ন তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে যে, কথাগুলো বলেছিলেন তা এইরকম ঃ

"বাছা আমার, একদিন তুমি Santo Domingo-তে ফিরে যাবে। সেদিন ভুলে যেও ফ্রান্স তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল।"

আমি Cromwell-কে বলেও তাকে ডাকতে পারতাম কিন্তু Cromwell ছিলেন শুধু একজন সৈনিক মাত্র। যে দেশ বা রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তার কবরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।

আমি নেপোলিয়নকে ওয়াশিংটন বলেও সম্বোধন করতে পারতাম। কিন্তু সেই বিখ্যাত মানুষটি দাস প্রথাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি দাস ব্যবসাকে বর্ধিত করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছিলেন।

আজ রাত্রে আপনারা হয়ত আমাকে গোঁড়া ভাবছেন। কেননা আপনারা ইতিহাস পড়েন আপনাদের চোখ দিয়ে নয়, সংস্কার দিয়ে। কিন্তু পনেরো বছর আগে ইতিহাস লেখা হতো। ইতিহাসের জনক ছিলেন গ্রীক দেশের জন্য Phocion রোমানদের জন্য Brutus, ইংল্যন্ডের ইতিহাসের জনক ছিলেন Hampden, ফ্রান্সে ছিলেন Lafayette। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন আমেরিকার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দুপুর বেলায় পাকা ফল

খেতে যেমন সুস্বাদু জন ব্রাউনের লেখাও ঠিক সেরকমই সুস্বাদু ছিল।

যখন পায়ের পাতা স্পর্শ করে।

শিকারে যাও ভাষণের ব্যাপারে, অনুসন্ধান করো, বারে বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাষণের শুরু এবং শেষটা ঠিকভাবে করতে পারছ ততক্ষণ অনুশীলন ছেড়না। তারপর শুরু এবং শেষকে একত্রে সন্নিবেশীত করো।

যে বক্তা তার ভাষণকে ছাঁট কাট করতে জানে না দর্শকরা তাকে সুবক্তা হিসাবে মেনে নিতে পারেনা।

এই বিষয়ে একজন সন্ন্যাসী—Soul of Tarsus-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যখন ধর্মপ্রচার করতেন, দর্শকদের মধ্যে যতক্ষণ না অল্পবয়সী কাউকে দেখতে পেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভাষণ শুরু করতেন না। ঐ অল্পবয়সীরা এলে তাদের উপস্থিতিতে তারা বলতে শুরু করতেন—

"Eutychus-এই নামের যুবক ঘুমোতে গেছিল এবং জানালা গলে নীচে পড়ে গেছিল। পড়ে গিয়ে তার হাড় ছাড়া শরীরের আর সব হাড়গুলোই ভেঙে গিয়েছিল।"

এতখানি বলার পরেও Saul তার কথা থামাতেন না।

আমি একজন বক্তাকে জানি, তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার। একদিন রাতে তিনি Brooklyn এর University Club এ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে তখন দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভোজসভা চলছিল। ইতিমধ্যেই অনেক বক্তারা সেখানে ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন। রাত দুটোর সময় ঐ ডাক্তারের ভাষণ দেবার সময় হলো। অত রাতে কি উনি যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং সুন্দরভাবে ভাষণ দেবার কৌশল প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তিনি মাত্র ছয়টি বাক্যের মধ্যেই তার ভাষণ শেষ করে আমাদের বাড়ি ফেরার অনুমতি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কি তা করেছিলেন? না তা তিনি করেননি। তিনি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ভাষণ দিয়ে ছিলেন। তার ভাষণ দেবার অর্ধপথেই তার শ্রোতারা কামনা করছিলেন যে তিনিও Eutychus -এর মতন জানালা গলে নীচে পড়ে যান। এবং পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে গিয়ে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। আসলে তার শ্রোতারা চাইছিলেন তাকে নীরব করে দেবার মতো কিছু একটা ঘটুক।

Saturday Eviving post -এর সম্পাদক Mr- Lorimer আমাকে বলেছিলেন যে তার কাগজে প্রকাশিত কোন খবর যখন পাঠক হৃদয়কে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলে এবং পাঠকরা যখন সে বিষয়ে আরও তথ্য সরবরাহের জন্য চাপ দিতে থাকে তখন তিনি অকস্মাৎই খবরটা বন্ধ করে দেন। কেন তিনি এরকম করেন? সর্বদাই এরকম করার পিছনে তার কি কারণ থাকতে পারে। এর উত্তরে Mr Lorimer বলে ছিলেন—

"এর কারণ হচ্ছে এই যে কোন বিষয় যখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে তখনই হঠাৎ

তা থিতিয়ে পড়ে। এই কারণেই ঐ অবস্থায় পৌছানোর আগেই আমি খবর বন্ধ করে দি।"

ভাষণ দেবার ক্ষেত্রেও উপরের ঐ নিয়ম প্রযোজ্য। শ্রোতারা যখন তোমার কাছ থেকে আরও কিছু বলবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আবেদন জানাবে তুমি তখনই থেমে যাবে।

যীশুখ্রীষ্টের সব থেকে মহত্তম ভাষণ - যা তিনি তাব শিষ্যদের প্রতি দিয়েছিলেন সেটা - "The sermon on the Mount" - নামে বিখ্যাত এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দু'বার ভাষণ দেওয়া যায়। লিঙ্কনের Gettys Burg -ভাষণ মাত্র দশটা বাক্যের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। খবরের কাগজে সকাল বেলায় যে খুনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা পড়তে যতটা সময় লাগবে - তার চেয়ে অনেক কম সময়ে একজন The creation in Genesis -এর গল্প পড়তে পারা যাবে। তোমার ভাষণ সর্বদা খুব সংক্ষিপ্ত করো! এর উপর জোর দাও।

ডাঃ জনসন আফ্রিকার আদিবাসীদের নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন। তিনি উনপঞ্চাশ বছর ধরে তাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন এবং তাদের জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দেখেছেন যে কোন বক্তা কোন গ্রাম্য অধিবেশনে যদি ভাষণ দিতে গিয়ে বেশী কথা বলেন, তাহলে গ্রামবাসীরা তার উদ্দেশ্যে বলতে পারেন - "যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আর না, আর না, এবারে বিদায় হোন!"

আর একরকম জাতি আছে যারা বক্তাকে বলে থাকে তিনি যতক্ষণ এক পায়ে দাঁড়াতে পারবেন, ততক্ষণই তিনি ভাষণ দিতে পাবার অনুমতি পাবেন। পা যখন ব্যথা করবে, এবং আর যখন ওভাবে দাঁড়াতে পারবেন না, যখন তাঁর পায়ের পাতা মাটি ছোঁবে তখনি তাকে ভাষণ শেষ করতে হবে।

শ্রোতারা যত ভাল, যত বিনয়ী যত ভদ্রই হোননা কেন - তারা কেউই লম্বা বক্তৃতা পছন্দ করেন না।

So be Warned by their lot which I know you will not, And learn about speaking form them.

সার সংক্ষেপ

১। ভাষণ শেষ করাটাও একটা অত্যন্ত জরুরী দর্শনীয় বিষয়। ভাষণের শেষে যা বলা হয়ে থাকে তা শ্রোতাদের মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

২। কখনও এরকম ভাবে ভাষণ শেষ করোনা - "আমি এ বিষয়ে যা বলতে চেয়েছিলাম তার এখানেই সমাপ্তি। সুতরাং আমি মনে করি আমার এখানেই থামা উচিত।" থাম, কিন্তু ভাষণ থামাবার কথা মুখে উচ্চারণ করোনা।

৩। তোমার ভাষণ কিভাবে শেষ করবে সেটা খুব ভালোভাবে পরিকল্পনা করে নাও। থামবার সময় লক্ষ্য করো। যাতে খুব রুক্ষভাবে তোমার ভাষণ শেষ না হয় এবং যেন

শ্রোতাদের মনে না হয় হঠাৎ চলতে চলতে তুমি থেমে গেলে।

৪। ভাষণ শেষ করার সাতটা নির্দিষ্ট পথ আছে।

ক। ভাষণের সংক্ষিপ্তসার করে নেওয়া, মূল সূত্রগুলিকে সংক্ষেপে সীমারেখার আকারে সাজিয়ে নেওয়া।

খ। ভাষণের ভাবগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।

গ। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

ঘ। আমোদ এবং হাস্যরসের সৃষ্টি করা।

ঙ। উপযুক্ত কবিতা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ভাষণে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা।

চ। বাইবেলের উক্তি ভাষণে প্রয়োগ করা।

ছ। চূড়ান্ত অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৫। শুরু এবং শেষটা ভালো কর; এবং তাদেরকে একত্রিত করো। শ্রোতারা তোমাকে থামাবার আগেই তুমি থেমে যাও। মনে রেখ জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌছবার পরেই তা ক্রমশঃ থিতিয়ে পড়ে।"

দশম অধ্যায়

তোমার ভাষণের অর্থ কিভাবে দর্শকদের কাছে বোধগম্য করবে।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বিশপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় Camp Upton এর এক দল সেনা বাহিনীর কাছে ভাষণ দিয়েছিলেন। তারা তখন তাদের ট্রেঞ্চ - এ ফিরছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক সেনানীরই খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল তাদের কেন সেখানে পাঠানো হয়েছে। আমি জানতাম তাই তাদের প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্চবিশপ তাদের প্রশ্ন করেছিলেন 'আন্তর্জাতিক মিত্রতা ব্যাপারটা কি? এবং সার্বিয়ার (Serbia) অধিকার সম্বন্ধে কি জানে? তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী জনই জানতেন না সার্বিয়া একটি দেশের নাম নাকি একটি অসুখের নাম। ঐ আর্চ বিশপ তাদের কাছে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন না বোঝা সত্ত্বেও একজনও হলঘর ত্যাগ করেনি। তার কারণ এই যে ঐ সভাকক্ষে মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল যাতে ভাষণ শেষ হবার আগে কেউ যেন স্থান ত্যাগ করতে না পারে।

আমি বিশপকে ছোট করতে চাইছিনা। তিনি সাধারণত যেসব লোকেদের কাছে বেশ শক্তিশালী বলে পরিগণিত আমি মোটেই তাদের কাছে তাকে হীন করতে চাইছিনা। তাদের কাছে তার যে স্থান ছিল তাই থাকবে। কিন্তু তিনি সৈন্যদের কাছে যে ভাষণ দিয়েছিলেন

তা ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার ভাষণ সেদিন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে ছিল। তিনি তার শ্রোতৃবর্গ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানতেন না। তিনি আরও জানতেন না যে তার বক্তব্যের বিষয়টা তার শ্রোতাদের উপর কতখানি কার্যকরী হবে। তিনি তার বক্তব্যটা তাদের কাছে পরিষ্কার করতে চেষ্টাও করে নি।

আমরা ভাষণের সম্বোধনের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের কি বলতে চাই? আমাদের উদ্দেশটা কি? আমরা বক্তা হিসাবে যে ভাষণটা দিচ্ছি তার প্রকৃত অর্থটা কি এবং এটা শ্রোতাদের কাছে কিভাবে প্রতিফলিত হবে। সেটা শ্রোতাদের মনে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে কিনা এবং তা যদি করেও তাহলেও আমাদের ভাষণের উদ্দেশ্যটা কি?

কতকগুলো বিষয়ের উপর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন -

১। আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফূট করার জন্য।

২। শ্রোতাদেরকে অভিভূত করার জন্য এবং তাদের এই ধারণাটা সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য।

৩। সেগুলিকে কার্যকরী করার জন্য।

৪। শ্রোতাদের আনন্দ দেবার জন্য।

আসুন, এগুলোকে আমরা যথার্থ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই।

লিঙ্কন, যিনি সর্বদা মেকানিক্স এ দক্ষ ছিলেন, তিনি একবার একটা বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন নিজেই এবং সেটা তিনি পেটেন্ট দিয়েছিলেন। সেই বস্তুটা হল শুকনো বালি থেকে নৌকা তোলার একটি যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অতি সহজেই নৌকাকে জলে নামানো যায়। লিঙ্কন আগে একটি মেকানিকের দোকানে কাজ করেছিলেন যেটা তার আইন অফিসের কাছেই ছিল। সেখানে তিনি তার যন্ত্রের মডেল তৈরী করে ছিলেন নিজেই। যদিও শেষ পর্যন্ত তার তৈরী ঐ মডেলটা খুব বেশী কার্যকরী হয়নি তবুও অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এটা তৈরী করেছিলেন। যখন বন্ধুরা তার এই মডেলটা দেখবার জন্য তার অফিসে আসতেন তখন তাদের কাছে এ-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে তার এতটুকুও কষ্ট হতো না। কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এভাবে ব্যাখ্যা করে তার তৈরী করা জিনিসটার রহস্য সবার কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া।

যখন তিনি Gettys burg -এ তার এই বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, এবং যখন তাদের প্রতি তার সুন্দর কণ্ঠে সম্বোধন ফুটে উঠেছিল, সেই সময় Henry Clay মারা গেছিলেন। লিঙ্কন তার আলোকময় জীবনের সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে ছিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষ কে তার বিষয়ে জানানো এবং প্রভাবান্বিত করা। তার যে বক্তব্য তা শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য করে তুলতে হবে - এই ছিল তার আপ্রাণ চেষ্টা। এবং এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সফল হয়েছিলেন।

তিনি যখন জুরিদের সঙ্গে কথা বলতেন, তিনি তখন চেষ্টা করতেন যাতে ভালো ভালো সিদ্ধান্ত মূলক কথা বলে জিতে যেতে। তিনি যখন রাজনৈতিক ভাষণ দিতেন তখন তিনি চাইতেন ভোটে জিততে। তার এই চাওয়া অত্যন্ত কার্যকারী হতো।

দু'বছর আগে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই একটি ভাষণ তৈরী করেছিলেন। তার যে লক্ষ্য, সেটা ছিল শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার সেই লক্ষ্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তার বক্তা হিসাবে যতটা খ্যাতি ছিল - সেটা সেখানে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হতাশার পরিণতি লাভ করেছিল। একটি শহরে তিনি যখন ভাষণ দিতে গেছিলেন তখন একটি লোকও তার ভাষণ শুনতে আসেনি।

কিন্তু তিনি অনেক জায়গাতে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং অনেক গুলো বিষয়েই তিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন যার কথা আমি আগেই তোমাদের বলেছি। কিন্তু কেন? এর কারণটা কি তা কি তুমি জান ? তার কারণ তিনি তার লক্ষ্যস্থলটা জানতেন এবং আরও জানতেন তিনি কিভাবে ঐ লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে কার্যকরী হবেন। তার কারণ তিনি জানতেন তাঁকে কোথায় যেতে হবে এবং কেমন করে যেতে হবে। অনেক বক্তারাই এ বিষয়ে অবহিত নন। তার ফলে তাদের ভাষণ ব্যর্থ হয় এবং তারা দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত হন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমি দেখেছিলাম যে একজন আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য কিভাবে নিউ ইয়র্কের একটি হলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দর্শকদের দ্বারা তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হয়ে হল থেকে বেরিয়ে গেছিলেন বাধ্য হয়ে। তার কারণ তিনি জানতেন না যে কিভাবে তার ভাষণটা দর্শকদের সামনে মনোগ্রাহী করে উপস্থিত করতে হয়। কারণ তিনি এবিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতারও অভাব ছিল, সেই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। কিন্তু তিনি শ্রোতাদের কাছে তখন বলছিলেন কিভাবে আমেরিকা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এতে শ্রোতারা ক্ষেপে উঠল। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভাষণের মাধ্যমে আমোদ দেওয়া, কোন তথ্য সংগ্রহ নয়। প্রথমে তারা খুব ধৈর্য্য সহকারে তার ভাষণ শুনল। দশমিনিট ধরে তারা তাদের ধৈর্য্য বজায় রাখল। তারপর পনেরো মিনিট হয়ে যাবার পর তারা আশা করছিল খুব তাড়াতাড়ি তিনি এই বিষয়ে তার ভাষণ বন্ধ করবেন। কিন্তু তা হলো না। সে বিষয়ে তিনি ক্রমাগত বলে যেতে লাগলেন। ফলে শ্রোতা সহ্য করতে পারল না। একজন ব্যঙ্গ করে যান্ত্রিক ভাবে তাঁকে উৎসাহ দিল। কয়েক জন চুপ করে রইল এবং প্রায় এক হাজার লোক একসাথে শিস্ দিয়ে উঠল এবং চিৎকার করে উঠল। তারপরে বক্তা একটু হতবাক হয়ে গেলেও বুঝতে পারলেন না শ্রোতারা ক্ষেপে গেছে। যে কোন মুহূর্তে তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। কিন্তু বক্তা তখনও বকেই চলেছে। এবারে একটা খণ্ডযুদ্ধের সৃষ্টি হল এবং তারা বলপূর্বক বক্তাকে থামাতে চেষ্টা করল। তখন খুব দ্রুত এবং প্রবল বেগে প্রতিবাদ আসতে

লাগল তাঁর দিকে। তারপর সকলের একত্রে ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। কুড়ি ফুট দূরে তাঁর গলা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। তাই বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করলেও তার সাহায্যে কেউ এগিয়ে না আসায় তিনি পালাতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন তিনি হেরে গেছেন। তখন তার আপাদমস্তক ঘামে ভিজে যাওয়ায় তিনি হল ত্যাগ করে পালিয়ে বাঁচলেন।

এই উদাহরণের সাহায্যে তুমি লাভবান হও। তোমার লক্ষ্যটা কি তুমি ভালো করে জেনে নাও। ভাষণ দেবার আগে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তুমি বক্তব্যের বিষয় নির্বাচন করে নাও। কেমন করে তুমি দশর্কহৃদয় জয় করবে তা ভেবে নাও এবং খুব ধীরে ধীরে বিজ্ঞানসম্মত পথে সেদিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করো।

একটা বিষয়ের সঙ্গে আর একটা বিষয়ের তুলনা করে তোমার ভাষণের বিষয়টা শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য করে তোলো।

ভাষণের বিষয়টা শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য করতে হবে - এই ব্যাপারে তুমি কখনও অমনোযোগী হয়ো না। কেননা আমি জানি যে আমি একজন আইরিশ কবির কথা শুনে ছিলাম যিনি তাঁর সন্ধ্যেবেলা গুলো নিজের লেখা কবিতা গুলো পড়েই কাটাতেন নিজের লেখার প্রতি তিনি যতটা সময় দিতেন তার এক দশমাংশ সময়ও তিনি শ্রোতাদের জন্য দিতেন না। অর্দ্ধেক সময় তিনি জানতেনই না যে তার বক্তৃতার বিষয় বস্তুটা কি?

অনেক বক্তাই এরকম আছেন যিনি জন-সমক্ষেই হোক অথবা ব্যক্তিগত আলোচনা কক্ষেই হোক সর্বত্রই এরকম করেন। শ্রোতারা কখনই তাদের পছন্দ করেন না।

আমি যখন Sir Oliver Lodge -এর সঙ্গে এই জনসমক্ষে বক্তৃতা দেবার বিষয়ে মূল্যবান তথ্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম তখন তিনি ভাষণ দেবার গুরুত্বের ব্যাপারে খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—

প্রথমত— জ্ঞান, দ্বিতীয়ত— প্রস্তুতি এবং তৃতীয়ত— বক্তব্যের বিষয়টা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পরিস্ফূট করে তোলার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম সাধন করা।

Sir Oliver Lodge ছিলেন একজন বিখ্যাত বক্তা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণে'র উপর ক্লাশ নিতেন।

General Von Moltke তার অফিসারদের বলেছিলেন - "ভদ্রমহোদয়গণ, মনে রাখবেন যে আদেশটাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে সেখানে সকলেই তা ভুল বুঝবে।"

নেপোলিয়ন ঠিক এই একই বিপদে পড়েছিলেন। তার সেক্রেটারীদের মধ্যে যে কথাগুলি তিনি জোর দিয়ে বলে ছিলেন সে গুলি হলো—

"তোমরা স্বচ্ছ হও, পরিস্ফুট হও (ভাষণের ব্যাপারে) স্বচ্ছ হও, পরিস্ফুট হও!

যখন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল - যে কেন তিনি নীতির মাধ্যমে

জনতাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনি বলেছিলেন -

"কারণ তারা দেখছে অথচ কিছুই দেখছে না; এবং শুনছে অথচ কিছুই শুনছে না। সুতরাং তারাতো কিছুই বুঝছে না।"

যখন তুমি এমন কোন বিষয়ে ভাষণ দেবে যেটা শ্রোতাদের কাছে বেশ অদ্ভুত বলে মনে হবে বা যদি মনে হয়ে থাকে তাহলে কি তুমি আশা করতে পার তারা তোমার কথা বুঝবে ? আর তোমার কাছে কি কোন ঔষধ বা প্রতিকার আছে যা দিয়ে এই না বোঝা ব্যাপারগুলো তাদের বোধগম্য করে দেওয়া যায়।

এরকম ফল হওয়া খুবই কঠিন। তাহলে আমরা এ বিষয়ে কি করতে পারি? আমার মতন পরিস্থিতিতে যদি সে শ্রোতা পড়ে তাহলে সে কি করবে? সে শ্রোতা সবথেকে সহজতম এবং প্রাকৃতিক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে যা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। তাহলে শ্রোতারা যে বিষয়টা জানেনা সে বিষয় তাদের বোঝাতে তুমি কি করবে বলত? তাদের জন্য এবং পছন্দের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে তাদেরকে। স্বর্গের রাজ্য.... এটা তারা কেমন ভাবে নেবে? নিশ্চয় এটা তাদের ভালো লাগবে। সুতরাং যীশুও লোকেদের কাছে এইভাবে পালা করে কাব্যের মাধ্যমে, তাদের বোধগম্য বাক্যরাশির মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন।

"The kingdom of Heaven is like unto leaven, which a woman took, and Hid in three measures of meal, till the whole was leavened. Again, the kingdom of Heaven, is like to a merchant man seeking goodly pearls

Again, the kingdom of Heaven, is like unto a net that was cast into the sea"

এটা হচ্ছে একটা সহজগম্য বস্তু। এটা জনতারা সকলেই বুঝতে পারত। শ্রোতাদের মধ্যে যারা গৃহবধূ থাকতেন তারা এই সমস্ত উপদেশগুলি প্রতি সপ্তাহে ব্যবহার করতেন। তারা প্রতি সপ্তাহে চুল্লী ব্যবহার করতেন, জেলেরা তাদের জাল ফেলতেন সমুদ্রে, আর বণিকেরা সর্বদাই মুক্তো নিয়ে ব্যবসা করেন।

তাহলে David কেমন করে তার পর্যবেক্ষেণের বিষয়টা এবং তার স্নেহ ভালোবাসার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতেন সেটা নিশ্চয় বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

"আমার ঈশ্বর হচ্ছেন আমার মেষ পালকটি। আমি চাই না সে আমাকে ভেড়ার মতো সবুজ ঘাসের মাঠে ছেড়ে দিক। আমাকে কোন জলাশয়ের পাশে ছেড়ে দিক....."

এখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ বলতে অনুর্ব্বরা দেশকে বোঝাচ্ছে। যে জলের ধারে ভেড়াদের জল খাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় বলতে এখানে নির্বোধ মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

এখানে একটা এই নীতি বিষয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশের অক্ষরেখার দিকে যে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে সেই আদিবাসীদের ভাষায় বাইবেল

অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিছু মিশনারী। বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে একটা কবিতা সেখানে তারা উল্লেখ করেছিলেন —

"Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow"

অর্থাৎ তোমার পাপের রঙ যদি রক্তের মতো লাল হয় তাহলে বাইবেলের নীতি অনুসরণ করলে সেই পাপ বরফের মতো সাদা হয়ে যাবে। কেমন করে তারা এটাকে অনুবাদ করেছিল? সাহিত্যের ভাষা দিয়ে? এটা অর্থহীন অদ্ভুত ব্যাপার যেমন অদ্ভুত ব্যাপার এটা ভাবা যে অন্য কোন দেশের লোক ফেব্রুয়ারীর সকালে আর কোন দেশের অচেনা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আফ্রিকার মত গরম দেশের লোকেরা বরফ যে কি বস্তু সেটা কিভাবে বুঝতে পারবে? আলকাতরা ও বরফের মধ্যে যে পার্থক্য তাতো তাদের শেখানো হয়নি। অথচ তারা অনেকবার নারকেল গাছে উঠেছে, অনেকে দুপুরে সেই নারকেলের জল ও নারকেলের খাদ্য ও পানীয় হিসাবে খেয়েছে সুতরাং তাই দেখে মিশনারীরা বুঝলেন যে আগের কবিতার লাইনগুলো একটু পরিবর্তীত করে দিলে তারা না চেনা বিষয়টাকে চিনতে পারবে। তারা ঐ কবিতাটি একটু বদলে এরকম লিখলেন।

"Though your sins be as scarlet, they shall be as white as the meat of a cocoanut."

যদি তোমার পাপ রক্তের মতো লাল হয়ে থাকে তাহলে বাইবেলের পন্থা অনুসরণ করলে তা নারকেলের ভিতরে যে শাঁস থাকে তার মতো সাদা হয়ে যাবে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ভাষণ দেওয়ার বিষয়ে উন্নতি করার চেষ্টা খুবই কঠিন। তাই নয় কি?

একবার মিসৌরির State Teacher's College - এ আমি একজন বক্তার ভাষণ শুনেছিলাম যিনি আলাস্কা দেশের ব্যাপারে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেননা তিনিও সেই আফ্রিকান মিশনারীদের মত তার ভাষণ দেবার বিষয়টার প্রতি গুরুত্ব দেননি। তিনি আলাস্কা, সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বললেন আলাস্কার পরিধি হচ্ছে ৫৯০,৮০৪ বর্গ মাইল, এবং এর জনসংখ্যা হচ্ছে ৬৪,৩৫৬ জন।

এক লক্ষের অর্ধেক বর্গ মাইল — গড় পড়তা মানুষের এটা শুনে কি মনে হতে পারে। এ বিষয়ে খুবই সামান্যই তাদের মাথায় ঢুকবে। কেননা তারা কত মাইলে কত জায়গা হয় - সেটা তারা চিন্তাই করতে পারবে না। হয়ত বক্তা তাদের বললেন আলাস্কার উপকূল রেখা এবং তার দ্বীপগুলি পৃথিবীর অর্ধেক দেশের থেকে দৈর্ঘ্যে বড়। এবং এই স্থানগুলো — Vermon, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Mary land, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Missisippi এবং Tellessee.

সব একত্রিত করে যা দৈর্ঘ্য হবে তা আলাস্কার সমান। কিন্তু তিনি এইভাবে যদি

বলতেন তাহলে শ্রোতাদের তা বোধগম্য হতো। কিন্তু সেভাবে তিনি বলেননি। ফলে শ্রোতারাও বুঝতে পারেননি আলাস্কা দেশটি কতটা এলাকা নিয়ে গঠিত।

তিনি বলেছিলেন ঐ দেশের জন সংখ্যা ৬৪,৩৫৬। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেউই এই সংখ্যাটা কত হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পরেননি। কেননা ৬৪ হাজার ৩৫৬ এই পথটাতে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়না। এতে শ্রোতাদের মনে একটা অস্বচ্ছ ধারণা জন্মায়। সমুদ্র তীরের অসংখ্য বালুকণা-র মত অস্পষ্ট একটা ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বক্তার উচিত ছিল শ্রোতাদের পরিচিত কোন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে তাদের বোঝানো। যেমন শ্রোতারা যেখানে বাস করেন সেখান থেকে মিসৌরী শহরটি বেশী দূরে নয়। সেখান থেকে আবার St. Joseph শ্রোতাদের মধ্যে বেশীর ভাগই St. Joseph - এ থাকতেন। আলাস্কার লোক সংখ্যা কত বোঝাতে হলে বলতে হতো St. Joseph এর থেকে আলাস্কার লোক সংখ্যা ১০,০০০ গুণ কম।

নীচে কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া হলো যা দেখে তোমরা নিজেরাই বুঝতে ক - এর বক্তব্য এবং খ -এর বক্তব্যের মধ্যে কোনটা বেশী স্পষ্ট।

১। ক) আমাদের সবথেকে নিকটবর্তী তারাটি 35 Trillion মাইল দূরে অবস্থিত।

খ) একটা ট্রেন মিনিটে এক মাইল গতিতে ছুটতে পারে। সে যদি আমাদের সবথেকে নিকটবর্তী তারায় পৌঁছাতে যায় তাহলে তার সময় লাগবে ৪৮ লক্ষ বছর। যদি সেখানে কোন গান গাওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই গানের শব্দ পৃথিবীতে পৌঁছাতে হাজার বছর। একটা মাকড়সা যদি জাল বোনে তার সুতোর ওজন হবে ৫০০ টন।

২। ক) St. Peter's — পৃথিবীর সবথেকে বৃহত্তম গীর্জা। এটা ২৩২ গজ লম্বা এবং ৩৬৪ ফুট চওড়া।

খ) ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল বিল্ডিং - এর মত দুটোকে এক করলে যতখানি হয় ঠিক ওয়াশিংটনের উচ্চ বিল্ডিংগুলো ঠিক সেরকমই হয়ে থাকে।

Sir Oliver Lodge যখন কোন বস্তুর আকার সম্বন্ধে এবং অণু-পরমাণুর সম্বন্ধে কিছু বলতেন তখন ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশ্লেষণ করে দিতেন আমি তাকে একবার ইউরোপীয়ান শ্রোতাদের কাছে বলতে শুনেছিলাম যে এক ফোঁটা জলে যতখানি অণু-পরমাণু আছে, ভূমধ্য সাগরের জলে তত পরিমাণই জলের ফোঁটা আছে। তার শ্রোতারা কলম্বাস এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে তার ভাষণ শুনতেন, তখন এক সপ্তাহ ধরে তারা সুয়েজ খাল এবং জিব্রাল্টার প্রাণালীর মধ্যে মনে মনে বিচরণ করতেন। Sir Oliver Lodge — এর বক্তৃতার গুণে বিষয়টা তাদের মনে এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যাতে তারা সেই বিষয়ে ঘরে ফিরে গিয়েও চিন্তা ভাবনা করতেন। সেই বিখ্যাত উক্তিটি তাদের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে যে "এক ফোঁটা জলের মধ্যে যতখানি অণু-পরমাণু আছে তা পৃথিবীর সমস্ত ঘাসের সমান।

Richard Harding Davis—একবার নিউ ইয়র্কের শ্রোতাদের কাছে বলেছিলেন

যে সেন্ট সোফিয়ার মসজিদ্টা ফিফত্ অ্যাভিনিউ থিয়েটারের অডিটোরিয়ামের মতোই বড়।

তুমি ভাষণ দেবার সময় সর্বদা তোমার নীতি মেনে চলবে। যখন তুমি সবথেকে বড় পিরামিডের বর্ণনা করবে শ্রোতাদের কাছে — তখন সর্বাগ্রে বলে নাও ঐ পিরামিডের উচ্চতা ৪৫১ ফিট তারপরে তাদের বল যে নিউ ইয়র্কের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো দেখে কল্পনা করে নিতে যে ঐ পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে বাড়ির বর্ণনা করতে গিয়ে তুমি বলতে পার এগুলো শহরটাকে আটকে রেখেছে। কিন্তু বাড়ির বর্ণনা করতে একথা বলোনা কখনই যে এগুলো তৈরী করতে গিয়ে কতশো হাজার গ্যালন বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে। যদি বলতেই হয় তাহলে আগে বলে নেবে ঐ বড় বড় বাড়ি গুলোতে কতকগুলো ঘর আছে এবং সেখানে কত গ্যালন তরল পদার্থ পিপেয় করে রাখা যাবে। ঘরের ছাদ কত উঁচু — সেটা ব্যবহার করার জন্য কখনও বলোনা সেটা ২০ ফুট উঁচু। তার বদলে বলবে যে সিলিং থেকে দেড়গুণ উচ্চতা হলে যতটা হয় ঐ ঘরের ছাদের উচ্চতাও ততখানিই। দূরত্ব বোঝাতে গিয়ে এত মাইল এত মাইল, না বলে বলতে হবে এখান থেকে স্টেশনের দূরত্ব যতদূর ঠিক ততখানি। এতে দূরত্ব পরিমাপ করতে শ্রোতাদের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য হবে।

ভাষণ দেবার সময় টেকনিকাল কথাগুলিকে এড়িয়ে যাও ঃ

তুমি যদি কোন পেশাদার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাক এবং সেটা যদি টেকনিকাল লাইন হয় — যদি তুমি একজন উকীল হও, অথবা ডাক্তার হও, অথবা ইঞ্জিনিয়ার হও অথবা কোন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত থাকো — তাহলে অত্যন্ত সতর্ক থাকো — যাতে যখন তুমি শ্রোতাদের সাথে কথা বলবে, তখন যেন অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কথা বলতে পার। আর তুমি প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু খুব বিস্তারিত এবং পরিষ্কারভাবে বল।

আমি বলছি কি তুমি সতর্ক থাক দ্বিগুণভাবে। এই দ্বিগুণভাবে কথাটা-র উপরে খুব জোর দিচ্ছি কেন জান? আমার পেশাগত কর্তব্য অনুযায়ী আমি একশ-র উপর ভালো ভাষণ শুনেছি। কিন্তু তার মধ্যে অনেক ভাষণই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এতে অনেক বক্তাই বিফল মনোরথ হয়েছে। তার কারণ হিসাবে আমি দেখেছি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বক্তারা শ্রোতাদের মনস্তত্ত্বের ব্যাপারটা উপেক্ষা করে যায়। বক্তা কেবল নিজের কথা বলতে গিয়ে বার বার ঐ টেকনিকাল কথাগুলোই বলে যাচ্ছে। ফলে শ্রোতারা শুনেই যাচ্ছে কিন্তু তাদের কানের মধ্যে দিয়ে মগজে পৌঁছচ্ছে না। তার ফলে ভাষণের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বক্তা জানেন কেমন করে শ্রোতাদের মন জয় করা যায়। তাই তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা টুকরো টুকরো গল্পের মধ্য দিয়ে এমনভাবে শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করেন যাতে শ্রোতারা অমনোযোগী হবার কোন সুযোগই পাননা।

শ্রোতাদের কাছে ভাষণের অর্থ সুস্পষ্ট হয় যেমন — মিসৌরী নদী স্বচ্ছ, পরিস্কার হয়ে যায় জুন মাসের বৃষ্টির পর, ঠিক তেমনিই।

তাহলে যে বক্তারা ব্যর্থ হন তাঁদের কি করা উচিত। তাঁর আরও বেশী করে পড়া উচিত এবং আরও ভালও ভালও বক্তাদের ভাষণ শোনা উচিত। এই বিষয়ে প্রাক্তন সেনেটের Beveridge (Indiana) বক্তব্য শোনা যাক।

"জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রোতাদের আগ্রহী দৃষ্টির আয়ত্বে আসা খুবই অনুশীলনের ব্যাপার। বহু অনুশীলন করলে তবেই দেখবে শ্রোতারা তোমার যুক্তিগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছে। সঠিক তথ্যকে ঠিক ঠিক উপস্থাপনা এবং সঠিক যুক্তি ও কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারলে তবেই এমনটি হয়। সবথেকে ভালো পদ্ধতি হলো বক্তৃতা সভায় উপস্থিত কোন বাবা-মা-এর সঙ্গে আসা কোন ছোট ছেলে বা মেয়ের দিকে তাকিয়ে সেই কথাগুলো বলা।

তুমি নিজের মনে মনে একটি প্রশ্ন ঠিক করে নাও — এবারে তোমার শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটি জোরে জোরে তাদের উদ্দেশ্যে বলো। যদি তুমি পছন্দ করো তোমার বক্তব্যটাকে আর একটু সহজগম্য করে তুলবে তাহলে বক্তৃতা হলে অবস্থিত একটি শিশুকে ডাক। সে ঠিকই তোমার কথা বুঝতে পারবে এবং তোমার করা প্রশ্নটার উত্তর সুন্দর করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি এমন সহজ ও বোধগম্যভাবে সেই প্রশ্নের উত্তরটা তাকে দেবে যে সে সেটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং বাড়ি যাবার পরও অনেক দিন তার তোমার বলা কথাগুলো যেন মনে থাকে।"

আমি একজন ডাক্তারকে তার ভাষণের সময় বলতে শুনেছি যে মুখ ও পেটের মধ্য দিয়ে নিশ্বাস নিতে পারলে সেটা অন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেনটা টেনে নিতে পারে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড্ ত্যাগ করতে পারে। এটাই নিশ্বাস নেবার সঠিক নিয়ম। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। উনি প্রায় এই কথার মধ্য দিয়ে একটা ভুল করতে যাচ্ছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর শ্রোতাদেরকে বললাম — ডাক্তার বাবু যে প্রক্রিয়ায় শ্বাস নিতে বলেছেন সেটার সঙ্গে সাধারণ শ্বাস নেবার পদ্ধতির কি পার্থক্য সেটা কি তাঁরা বুঝেছেন? যারা বুঝেছেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে হাত তোলেন। এই কথা শুনে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে হাত তুললেন। এত বেশী সংখ্যক লোকের হাত তোলা দেখে ডাক্তারবাবু আনন্দে অভিভূত এবং বিস্মিত হয়ে গেলেন। তখন তিনি আবার তার পূর্বের কথোপকথনে ফিরে গিয়ে ঐ পদ্ধতিতে শ্বাস নেবার ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

"বুক ও পেটের মধ্যবর্তী অংশ অথবা মধ্যচ্ছদা হচ্ছে একটা পাতলা মাংশপেশী যেটা আমাদের বুকের তন্তুটা গঠন করেছে। ঠিক ফুসফুসের নীচে এবং তলপেটের গহ্বরের প্রায় সংলগ্ন অবস্থায় এটা অবস্থিত। নিশ্বাস নেবার সময় আমাদের বুকের ভেতরটা যখন কেঁপে কেঁপে ওঠে তখন এটা একটা উল্টানো জলের গামলার মত বেঁকে যায়। এই ভাবে

শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে ততখানি কার্যকরী ফল পাওয়া যায়না।

কিন্তু তলপেটের মধ্য দিয়ে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয় তখন প্রত্যেকটা প্রশ্বাস ঐ বাঁকানো মাংশ পেশীকে জোর দিয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রায় চ্যাপটা আকার ধারণ করে তখন তুমি নিজেই অনুভব করতে পারবে যে তোমার পাকস্থলীর মাংসপেশীগুলো কোমর বন্ধের পিছন দিকে চাপ দিচ্ছে। মধ্যচ্ছদার এই নিম্নচাপ ঐ তলপেটের গহ্বরের উপরের অংশগুলিতে উদ্দীপকের কাজ করছে এবং সেখানে ম্যাসাজের দ্বারা রক্ত সঞ্চালন করছে। এরফলে পাকস্থলী যকৃত, Spleen গ্রন্থী, Solar Plexus - এ প্রচুর রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে এবং প্রচুর বায়ু চলাচল করছে।

যখন তুমি আবার নিশ্বাস ত্যাগ করছ, তখন তোমার পাকস্থলী এবং অন্ত্র মধ্যচ্ছদার বিরূদ্ধে ওপরদিকে একটা প্রচন্ড চাপ অনুভব করছে। তারফলে আর একটা ম্যাসাজের সৃষ্টি হচ্ছে! এই ম্যাসাজটা নানারকম দূষিত পদার্থ সহ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

অসুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দায়ী হচ্ছে অন্ত্র। বেশীর ভাগ বদ হজম জনিত রোগ, কোষ্টবদ্ধতা, এবং নানারকম গ্যাস সৃষ্টিকারী রোগ - সবই দূর হয়ে যাবে যদি আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রদ্বয় সঠিকভাবে এই পদ্ধতিতে গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে।"

লিঙ্কনের ভাষণের স্বচ্ছতার গুপ্ত রহস্য ঃ

লিঙ্কনের ভাযণ যাতে সবাই ঠিকভাবে বুঝতে পারে সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম ভাষণ দেবার সময় তিনি "Sugar - coated" — এই বাগধারাটি ব্যবহার করেছিলেন। লিঙ্কনের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন Mr. Defrees তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে যদিও তাঁর এই ভাষণের বাগধারাটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক চরিত্রকে তুলে ধরার বিষয়ে এটি যথাযথ মর্যাদা পায়নি। এই কথার উত্তরে লিঙ্কন বলেছিলেন —

"ভাল কথা, Defrees, তুমি যদি মনে করো যে এমন একদিন আসবে যেদিন লোকেরা 'Sugar Coated' কথাটার অর্থ বুঝবে না; তাহলে তখন আমি এটা বদলে দেব। আমার মনে হয় এই কথাটি পুরোপুরি বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তিনি একবার Knox কলেজের প্রেসিডেন্ট Dr. Gulliver এর কাছে বলেছিলেন যে ভাষণে সাধারণ ভাষা ব্যবহার করবার জন্য তিনি কতখানি চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছিলেন। নীচে তার ভাষণের কিছু কথা তুলে দেওয়া হলো।

"আমার আগেকার স্মৃতিগুলোর মধ্য থেকে আমি যেটা মনে করতে পারি যে আমি যখন একেবারেই ছেলেমানুষ ছিলাম তখন আমি কতখানি বিরক্ত বোধ করতাম, যখন কোন ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলতেন যার অর্থ আমি বুঝতে পারতাম

না। আমার মনে পড়েনা জীবনে আমি কোন কিছুর জন্যই রাগ করেছি। কিন্তু কেবল মাত্র ঐ জিনিসটাই আমার মেজাজটাকে বিগড়ে দিত এবং এখনও পর্যন্ত সেটা রয়ে গেছে। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমর ছোট্ট শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যেসব কথারই মানে বোঝার চেষ্টা করতাম যেগুলো আমি সন্ধ্যে বেলা আমার বাবার সঙ্গে প্রতিবেশীদের আলোচনা করতে শুনেছিলাম। এসব চিন্তা করতে করতে আমি একবার উঠে বসতাম, আবার শুয়ে পড়তাম। কখনও কখনও ঘরময় পায়চারী করতাম ঐ কথাগুলোর অর্থ খুঁজতে খুঁজতে। কিন্তু আমার কাছে সেই কথাগুলোর কোন সঠিক অর্থই প্রকাশ হতোনা। আমি সারারাত্রি ঘুমোতে পারতাম না যদিও আমি প্রায়ই ঘুমোতে চেষ্টা করতাম। যখনি এরকম হতো আমার ধারণাটা স্বচ্ছ অবস্থায় না আসা পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পেতাম না। বার বার করে ঐ শোনা কথাগুলি আবৃত্তি করতাম। তারপরে আমি আমার নিজের মতো করে সেগুলিকে বুঝে লিখে রাখতে চেষ্টা করতাম। ছোটবেলা থেকেই এই ব্যাপারটা আমার মধ্যে ছিল এবং এখনও সেটা রয়ে গেছে।"

এই জিনিসটা — এটা একটা প্রবল শক্তিশালী জিনিস তাই না? নিশ্চয়! ভাষণ এবং সাহিত্য - এই সমস্ত ব্যাপারে এই জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কনের এই উপরিউক্ত উক্তির স্বপক্ষে New Salem এর একজন স্কুল মাস্টার, Mentor Graham —বলেছিলেন ঃ

"আমি জানি লিঙ্কন তার ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে তিনটি সর্বোত্তম উপায়ে প্রকাশ করবার জন্য তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পড়াশুনা এবং পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতেন।

কেন লোকেরা বুদ্ধিদীপ্ত কাজ সর্বদা না করতে পেরে ব্যর্থ হয় তার সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে এই রকম —

1. যে বিষয়টি তারা প্রচার করবে বলে স্থির করে, সেটা স্পষ্ট নয়, এমন কি তাদের নিজেদের কাছেও তাদের ঐ বিষয় বস্তুর অর্থটা পরিষ্কার নয়।

2. অস্পষ্ট ধারণা! সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত বাক্যের অভাব, প্রকাশ ভঙ্গীও দুর্বল। এর ফলাফল?

— কুয়াশা যেমন অস্পষ্ট, তাদের মনও তেমনি অস্পষ্ট থাকে। যদি তুমি কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে যাও, তাহলে সে ছবি যেমন অস্পষ্ট হবে — তাদের মনের ভেতরকার ধারণার ছবিগুলিও ঠিক সেই রকমই অস্পষ্ট হয়। লিঙ্কন যেমন তার ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করবার জন্য যেরকম তীব্র আকুলতা বোধ করতেন, এবং সে কার্যে সফল না হওয়া পর্যন্ত একটুও শান্তি পেতেন না। ঐসব মানুষদেরও ঠিক সেই ভাবেই লিঙ্কনের মত মনোভাব প্রকাশ করা উচিত এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত।

কোন দৃশ্য দেখবার যে অনুভূতি তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা ঃ

যে স্নায়ুগুলো চোখ থেকে সরাসরি মস্তিষ্কে চলে গেছে সেগুলো কান থেকে বেরোন

স্নায়ুগুলোর চাইতে অনেক বেশী বড়। বিজ্ঞান আমাদের বলছে — আমরা কোন কিছু শোনার বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি মনোযোগ দিতে পারি, তার থেকে ২৫ গুণ বেশী দ্রুত সময় এবং মনোযোগ দিতে পারি দেখার ব্যাপারে।

একশ বার কোন কথা বললে সেটা মনে ঢোকার ব্যাপারে যত বেশী কার্যকরী হয় তার থেকে অনেক বেশী ফল লাভ হয় একটিবার চোখের দেখা দেখলে।

সুতরাং তুমি যদি শ্রোতাদের কাছে স্বচ্ছ হতে চাও, তাহলে তোমার সূত্রগুলিকে ছবির আকারে সাজিয়ে ফেল। তোমার সমগ্র ধারণাটা যেন এমন হয় যেটা চিন্তা করতে গেলে একটা ছবি তোমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বিখ্যাত National Cash Register Company -র President বিগত John. H. Patterson - এরও এই রকমই পরিকল্পনা ছিল। System Magazine - নামে একটি পত্রিকায় তিনি একটি Article লিখেছিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের কাছে যেই প্রক্রিয়ায় কথাগুলি বলেছিলেন সেটি নীচে দেওয়া হলো।

আমি জানি যে কেবল মাত্র বক্তার ভাষণের উপর নির্ভর করেই কোন শ্রোতা তার মনোযোগকে ধরে রাখতে পারে না। শ্রোতাদের মনোযোগকে ধরে রাখতে হলে শ্রোতাদের অবশ্যই মনের খোরাক বক্তাকে দিতে হবে। কোন পথটা সঠিক, এবং কোন পথটা ভুল - এটা তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে এমন ভাবে বলতে হবে যে কথার মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের মনের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণার ছবি ফুটে ওঠে। কথার থেকে অনেক বেশী কার্যকরী হলো ছবি। একটা বিষয়ের আদর্শ যদি শ্রোতাদের উপহার হিসাবে দিতে পার তাহলে সেটা হবে — প্রত্যেকটি বিষয়ে বক্তব্য রাখবার সময় তাদের ধারণাগুলো সুস্পষ্ট ছবির আকারে শ্রোতাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এখানে দুটো ছবির সূত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করবে বাক্য বা কথা। মানুষদের সঙ্গে মেলা মেশা করবার সময় প্রথম থেকেই আমি এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে অনেক অনেক কথা বলার থেকে একটা ছবি মানুষের মনে অনেক বেশী কাজ করতে পারে।

বিষয় বস্তুর সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট ছবি জুড়ে দিলে অনেক বেশী কাজ হয়। পত্রিকা চালাবার সময় আমি পুরো নিয়মের মধ্যেই কতকগুলো ছোট ছোট কার্টুনের ছবি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার ঐ পত্রিকায় ডলারের চিহ্ন দেওযা বৃত্ত আঁকা থাকে। যার অর্থ হলো টাকা (টাকার একটি অংশ মাত্র)। ডলারের চিহ্ন আঁকা ব্যাগের ছবি যেখানে আছে তার অর্থ হলো প্রচুর টাকা। চাঁদের মুখের ছবি দেওয়াতে অনেক সুফল হয়েছে। একটা বৃত্ত আঁকা যাক, তাতে কয়েকটি ফুটকি ও ড্যাস ড্যাস দিয়ে চোখ, মুখ, নাক বানানো যাক্! মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য এইসব রেখাগুলোকে একটু মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া যাক্! এর মুখের কাছে নীচের দিকে অচল মানুষের (Out-of date) ছবি, আর উপর দিকে বাঁকানো ভাবে দাঁড় করানো থাকবে আধুনিক মানুষের (Up-to-date) মুখের ছবি। আঁকাগুলো হবে খুবই ঘরোয়া। ব্যঙ্গ চিত্র আঁকতে দক্ষ মানুষেরা কখনও সুন্দরতম

ছবি আঁকেননা। ধারণাটাকে সরাসরি প্রকাশ করবার জন্য বা করেও চরিত্রের বিপরীতধর্মী দিকটাকে ফোটাতে হলে এই ব্যঙ্গচিত্রগুলি খুব কার্যকরী হয়ে থাকে।

বড় ব্যাগ এবং ছোট ব্যাগের টাকাগুলো পাশাপাশি থাকে। মানুষের যে মাথাগুলি সেগুলি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তারা সর্বদাই অসৎ পথের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একটা প্রচুর টাকা আনে একটা অল্প টাকা আনে। তুমি যদি বক্তৃতা দেবার সময় খুব দ্রুত এই ছবিগুলির বিষয়ে বলে যেতে পার, তাহলে শ্রোতাদের মনও ঐ ছবিগুলির কথা আশ্চর্য ভাবে কল্পনা করতে পারবে। তারা অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে তোমার কথা শোনবার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগী হয়ে থাকবে। এছাড়া ঐ ব্যঙ্গ চিত্রের কথাগুলি শুনে তারা খুব আমোদ পাবে, মজা পাবে।

আমি একজন শিল্পীকে আমার কর্মী হিসাবে আমার কাজে নিয়েছিলাম। যে আমার সঙ্গে বিভিন্ন মুদীর দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াত, এবং দোকানীদের অসাধু প্রক্রিয়ায় বেচাকেনা করতে দেখলেই তৎক্ষনাৎ তাদের স্কেচ এঁকে ফেলত। তারপর সেই স্কেচ থেকে সম্পূর্ণ ছবি আঁকা হতো। তারপর আমি জনতাকে একটি ভাষণ কক্ষে ডাকতাম — এবং তাদের ঐ ছবিগুলির মাধ্যমে ঐ লোকগুলির কাজে ও চরিত্র সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতাম। তারপরে যখন প্রজেক্টার আবিষ্কার হলো তখন থেকে আমি তার মাধ্যমেই ছবি তুলে রাখতাম হাতে আঁকা ছবিগুলোব থেকে এটা অনেক বেশী স্পষ্ট ও কার্যকরী হতো। তারপরে সচল ছবির যুগ এল। আমি ভাবতাম যে প্রথমেই একটা ওরকম মেশিন কিনে নিই। ঐ মেশিন কিনে নেবার ফলে আমাদের দপ্তরে প্রচুর ছবি জমা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে আমরা দেশের ঘটনা সম্বন্ধে দেশের জনতাকে আরও বেশী সঠিক খবর সরবরাহ করতে পারছি।

তাই বলে প্রত্যেক বিষয়ে অথবা কোন ঘটনা সঠিক ভাবে প্রকাশ করবার জন্য আমরা যদি এই ছবি প্রদর্শন করার নিয়মটাকে প্রচলন করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা বেশী সফল হবো। ছবি সর্বদাই মনোযোগ আকর্ষণ করে, আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে এবং আমাদের ধারণাকে পরিপূর্ণরূপে স্বচ্ছ করে তোলে।

Rockefeller - মুদ্রার ছবি প্রয়োগ করতেন ঃ

Mr. Rockefeller ও পূর্বে বর্ণিত ঐ রকম ছবির পদ্ধতি ব্যবহার করতেন তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট ভাবে বোঝাবার জন্য Colorado Fuel & Iron Company - র উর্দ্ধতন অধিকর্তাদের কাছে। "আমি দেখেছিলাম যে তারা (কলোরাডো কোম্পানীর কর্মচারীরা) ধরে নিয়েছিল যে Rockfeller— কলোরাডো কোম্পানী থেকে প্রচুর টাকা সুদ হিসাবে লাভ করেন। আমি তাদের কাছে সঠিক পরিস্থিতিটা তুলে ধরেছি। আমি তাদের দেখিয়ে দিয়ে ছিলাম যে চোদ্দ বছর ধরে ঐ কোম্পানী এই সুদের উপর এক

সেন্টও দেয়নি।

আমাদের একটা মিটিং-এ আমি কোম্পানীর কাছে একটা ব্যাবহারি ¤ উদাহরণ প্রয়োগ করেছিলাম। আমি টেবিলের উপর কয়েকটি মুদ্রা রেখেছিলাম। তার কয়েকটি ফেলে দিলাম। মানে বোঝালাম যে কর্মচারীদের মাইনে দেবার জন্য সরিয়ে রাখা হলো। তারপর আরও কিছু মুদ্রা নিয়ে সরিয়ে রাখলাম অফিসারদের বেতন দেবার জন্য। বাকী যে কয়েনগুলো, ডিরেক্টরদের মাইনে দেবার জন্য পড়ে রইল। তাহলে টেবিলে আর অবশিষ্ট কোন মুদ্রাই পড়ে নেই। স্টক হোল্ডাররা তাহলে কি পাবেন ? তারপরে আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমার প্রিয় বন্ধুরা, এখানে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অংশীদার হিসাবে কাজ করছি। তা তিনরকম অংশীদাররাই তাদের যা বেতন তা বুঝে পেলেন। সে কমই হোক অথবা বেশীই হোক। কিন্তু আমরা অর্থাৎ চতুর্থ জনেরা কিছুই পেলাম না - এটা কি ঠিক হলো ?"

তোমার দৃষ্টিকে সরাসরি শ্রোতাদের দিকে নিবন্ধ করো। প্রতিটি কথা মনে ভেবে তোমার ভাষণে বল যাতে তার মধ্যে দিয়ে এক একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। যেমন ধরো তুমি যদি 'কুকুর' শব্দটি ব্যবহার করো তবে একটা নির্দিষ্ট আকৃতির জন্তুর ছবি শ্রোতাদের সম্মুখে ভেসে উঠবে। সেটা স্পেনিয়েলই হোক, পথেরিয়ানই হোক, কিন্তু তুমি যদি বুল ডগ বলো তাহলে লোকের চোখে কেবলমাত্র বুল ডগের ছবিটাই ভেসে উঠবে।

বিভিন্ন শব্দের জন্য তোমার যে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সেটা প্রতিস্থাপিত করো ঃ

নেপালিয়নের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল। সেটা হলো তিনি মনে করতেন যে বিষয়টা তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে. সে বিষয়টা অপরের কাছে বলা মাত্রই যে স্পষ্ট হবে তা হতে পারে না। তিনি জানতেন যে কোন একটা নতুন ধারণা মানুষদের মগজে প্রবেশ করতে সময় লাগে। তারপরে ছবিটা তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এরকম করার জন্য বক্তাকে তার বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এসময়ে যে প্রতিবারই একই ভাষা বাবহার করতে হবে তা নয়। তাহলে সেটা যান্ত্রিক ও একঘেয়ে মনে হবে শ্রোতাদের কাছে। তাই বারে বারে নিত্য নতুন ভাবে ও ভাষায় বর্ণনা করে সেটা শ্রোতাদের মনে গেঁথে দিতে হবে।

এই বিষয়ে বিগত Mr. Bryan কি বলেছেন শোনা যাক।

"তুমি নিজে যে বিষয়টা যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতাদেরও বোঝাতে পারবে না। তোমার মনে বিষয়ের অর্থটি যত গভীরে সঠিক ভাবে গেঁথে যাবে, তুমিও অপরের মনে সেটা তত বেশী স্পষ্ট করে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।"

আমি আমার শিক্ষা দান বিষয়ে অপরের ভাষণ শোনার উপরে সর্বদাই জোর দিয়েছি। অন্তত কম করেও কোন বিষয় বক্তার নিজের কাছেই নিজেকে ছয় বার করে বলতে হবে। তাহলেই সেই বিষয়ের অর্থটা তার নিজের কাছে বোধগম্য হবে। কিন্তু অনেকেই এই

বিষয়টাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়না কি পরিতাপের বিষয়!

সাধারণ উদাহরণ এবং কার্যকরী দৃষ্টান্ত একসঙ্গে প্রয়োগ করো ঃ

সবথেকে সহজতম এবং নিশ্চিততম পথ হচ্ছে সাধারণ এবং আপেক্ষিক উদাহরণ ব্যবহার করা।

এই দুটি উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য কি? এই বিষয়ে যাতে সু-স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় — তার জন্য আমি দুটি সঠিক উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো, আমরা এই বক্তব্যটা গ্রহণ করলাম, "অনেক পেশাদার পুরুষ এবং মহিলা আছেন যারা আশ্চর্যজনকভাবে প্রচুর টাকা রোজগার করে থাকেন। এই বক্তব্যটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে? এই কথার মধ্য দিয়ে বক্তা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন সেটা কি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে? না, বক্তা নিজেও নিশ্চিত নন যে, এই বক্তব্যের ফলে সকলের মনে কেমন ধারণা হবে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, এখানে পুরুষ, মহিলা বলতে এদেশের ডাক্তারদের কথা বলা হচ্ছে — যারা প্রচুর আয় করেন। আবার কেউ কেউ শহরে ডাক্তারদের কথাও মনে করতে পারেন — যারা স্বামী স্ত্রীতে মিলে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। বক্তার ওই বক্তব্য শুনে কোন খনির ইঞ্জিনিয়ার মনে করতে পারেন যে, বক্তা হয়তো তাদের পেশার লোকদের কথাই বলেছেন; কারণ তাঁরা বছরে এক লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। তাহলে মোটের উপর এই দাঁড়ালো যে বক্তার কথাটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল কারণ তাঁর কথার মাধ্যমে কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলোনা। বক্তার উচিত ছিলো অল্প কটি কথায় তাঁর বক্তব্যকে বিস্তারিতভাবে তার শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরা এবং তিনি এক্ষেত্রে কোন পেশার মানুষদের কথা বলছেন সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ঃ এরা আশ্চর্যজনকভাবে প্রচুর টাকা রোজগার করে থাকেন। অনেক রকম পেশার লোকই তো আছেন। যেমন — উকিল, পুরস্কার বিজেতা, সংগীতকার, ঔপন্যাসিক, খেলোয়াড়, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং গায়ক গায়িকা ইত্যাদি। এরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক টাকা রোজগার করতে পারেন।

বক্তার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একজন শ্রোতাও কি সঠিক ধারণা রাখতে পেরেছেন যে বক্তা কি বলতে চেয়েছেন? বক্তা আসলে বিশেষ কোন পেশার গল্প করেননি। তিনি এর জন্য একদম সাধারণ উদাহরণ প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র। তুলনামূলকভাবে বেশী কার্যকরী উদাহরণগুলো প্রয়োগ করেননি। তিনি, শুধু বলেছিলেন গায়ক গায়িকা, তিনি রোজাপন্সেল, ক্রিষ্টিন ফ্ল্যাকস্ট্যাড অথবা লিলিপনসের নাম করেননি।

সুতরাং তাঁর বক্তব্য এখনও পর্যন্ত কমবেশী অস্পষ্ট। তাঁর কি উচিত ছিল না — আমাদের জন্য যথার্থ ভাবে উদাহরণ প্রয়োগ করা, যাতে আমরা সঠিক অর্থটি বুঝতে পারি। নীচে একটা পংক্তি দেওয়া হল, এখানে যথার্থ উদাহরণ প্রয়োগ করা হয়েছে—

"বিচারের কাছে সাহায্যকারী বড় বড় আইনজ্ঞরা যেমন - স্যামুয়েল আন্টারমিয়ার

এবং ম্যাকস্ স্টুয়ার বছরে এক লক্ষ ডলার উপার্জন করেন। জ্যাক ডেমস্প্সীর বার্ষিক আয় হল অর্ধ লক্ষ ডলার। জো লুইস, অশিক্ষিত নিগ্রো যুবা, তার কুড়ি বছর বয়সে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারেরও বেশী অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আরভিন বার্লিন- সঙ্গীত জগতের বিখ্যাত তারকা, বছরে অর্ধ লক্ষ ডলার উপার্জন করে থাকেন। সিড্‌নী কিংসলে প্রতি সপ্তাহে দশ হাজার ডলার পায় রয়্যালটি হিসাবে তার খেলার জন্য। এইচ. জিওয়েলস্ তাঁব আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কলম তাকে তিন লক্ষ টাকা এনে দিয়েছে। ডিগো রিভেরা তার ছবি আঁকা থেকে বছরে অর্ধ লক্ষ ডলারেরও বেশী অর্থ উপার্জন করে থাকেন। ক্যাথরিন কর্নেল ছবির কাজ করার জন্য প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার পেলেও, তা প্রত্যাখান করে থাকেন কারণ তাঁর চাহিদা আরও বেশী"।

— এইসব উদাহরণের সাহায্যে সঠিকভাবে ব্যাখা করার দরুণ শ্রোতারা কি বুঝতে পারছেন না — বক্তা তাদের কি বোঝাতে চেয়েছেন?

বাস্তববাদী হও — নিশ্চিত হও, এবং এরকম আপেক্ষিক উদাহরণ ব্যাবহার করো এইভাবে উদাহরণ দিলে শ্রোতারা যে শুধু বুঝতে পারবে তা নয় বক্তার প্রতি তাদের যথেষ্ঠ আগ্রহও বেড়ে যাবে।

পাহাড়ী ছাগলের সমকক্ষ হতে যেওনা।

প্রফেসর উইলিয়াম জেমস শিক্ষকদের কাছে যে ভাষণগুলো দিয়েছিলেন — তাদেব মধ্যে একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, একটি ভাষণে একজন কেবল মাত্র একটাই সূত্র ব্যবহাব করতে পারে। তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা মাত্র একঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিলো। আমি সম্প্রতি একজন বক্তার কথা শুনেছি যিনি কথা বলতে বলতে স্টপ ওয়াচ দেখে তিন মিনিট থামতেন। এই বলে শুরু করতেন যে, তিনি এগারোটা সূত্রের ওপর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। সাড়ে ষোলো সেকেণ্ডের মধ্যে তার বিষয়টা যে কিভাবে শেষ হত....... এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি হাসতে হাসতে সহজেই সেই কাজটা করে ফেলেন যেটা সাধারণের কাজে আশ্চর্য মনে হয়। তার কারণ তিনি বহুদিন ধরে অনুশীলন করেছেন। আমি একটা আশ্চর্য-জনক কেসের কথা বলতে পারি। এর মধ্যে যদিও কিছু ভুল আছে তবুও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চললে এটা কার্যকরী হবে খুব দ্রুতই। প্রত্যেক আনাড়িকেই আমরা প্রতিবন্ধী বলতে পারি। সে হচ্ছে অনেকটা বাঁধুনিদের মতো - যে টুরিস্টদের একদিনের মধ্যেই প্যারিস ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে এটা কেমনভাবে করা যায় জানো, কোন ব্যক্তি আধঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার Natural History Museum থেকে ঘুরে আসতে পারে কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওই আধঘণ্টার Museum - এব কাজ সারলে তার না কিছু বোধগম্য হবে - না সে কিছু উপভোগ করতে পারবে। অনেক ভাষণই শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য না হতে

পেরে ব্যর্থ হয়ে যায়। তার কারণ বক্তা চান একটা নির্দিষ্ট সময়ে সারা পৃথিবীর রেকর্ডটা উপস্থাপনা করতে। সে একটা বিষয় থেকে আরেকটা বিষয়ে পাহাড়ী ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। তার ফলে কোনটাই বোধগম্য হবেনা।

অধিকাংশ ভাষণই ছোট করতে হবে। সুতরাং তুমি সেই বুঝে সেটাকে সংক্ষেপ করো। ধরো তুমি কর্মীদের ইউনিয়ন সর্ম্পকে কিছু বলতে চাও। তুমি বিস্তারিত বলতে যেওনা। কর্মীরা কেমন করে ইউনিয়ন গড়েছে — কেন গড়েছে এর থেকে তারা কি ফল পাচ্ছে — তাদের ত্রুটি কি - তাদের গুণ কি ইত্যাদি ইত্যাদি ..... এত কিছু বলতে যেওনা। এতে সময়ই শুধু নষ্ট হবে, শ্রোতাদের কিছু বোধগম্য হবেনা। তারা স্পষ্টভাবে কিছু বুঝতে বা ধারণা করতে পারবেনা। সুতরাং তুমি তোমার মূল বক্তব্যের কিছু আউটলাইন করো এবং সেটাকেই ভালো করে অনুশীলন করে যাও।

কর্মীদের ইউনিয়নের ওপর একটা একটা বাক্য ব্যবহার করে সেটাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়াটা কি বিচক্ষণতার বিষয় নয়, এই ধরণের ভাষণ মনে দাগ ফেলে। এটা বলাও সহজ — বোঝানোও সহজ। তোমরা এইভাবেই ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুশীলন করো।

যাইহোক, তোমরা বিষয়ের ওপর একটা একটা করে বাক্য সাজিয়ে নেবে। আবার বলছি তোমার ভাষণটা সহজ ও সংক্ষেপে করার চেষ্টা করো। আর ভাষণের শেষাংশটা যেন শ্রুতিমধুর হয়। সেটা শ্রোতাদের আকর্ষণ করে রাখবে।

এর পরের পাতায় এই বিষয়ের ওপর সারসংক্ষেপ দেওয়া হল। সেটা অনুশীলন করলে তোমাদের পক্ষে ভাষণ দেওয়ার ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যাবে।

সারাংশ —

১। তোমার বক্তব্যটাকে শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অথচ এটা বেশ কঠিন। যীশু যখন কিছু বক্তব্য রাখতেন — তখন শ্রোতাদের নীতিকথা শুনিয়ে ও উদাহরণ দিয়ে তাদের কাছে তাঁর বক্তব্যটা প্রাঞ্জল করে তুলতেন। কেননা তাঁর মনে হতো — শুধুই বক্তৃতা দিয়ে গেলে, শ্রোতারা কিছু শুনেও শুনবেনা বা 'দেখেও দেখবেনা।

২। যীশু কোন অজানা তথ্যকে, কোন জানা গল্পের ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে শ্রোতাদের কাছে সহজ ও বোধগম্য করে তুলতেন। তিনি স্বর্গরাজত্ব বোঝাতে গিয়ে চুল্লীর উদাহরণ দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের মুক্তো বা রত্নের ব্যাপারটাকে তিনি সমুদ্রে জাল ফেলার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "তোমরা যেটা পছন্দ করো - সে কাজই করে যাও।

৩। যখন শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য রাখবে তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ যান্ত্রিক বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে যাও। লিঙ্কন এমন সহজ সাধারণ ভাষণ দিতেন সে ছোটরাও তাঁর কথা বুঝতে পারতো। তোমার বক্তব্যও এমন সহজ সাধারণ করে তোলো।

৪। তুমি যে বিষয়ে ভাষণ দিতে চাও - সে সম্বন্ধে তোমার মনে যেন স্পষ্ট ধারণা থাকে, ঠিক যেমন দুপুরের সূর্য থাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

৫। মানুষের মনে যে কল্পনা দৃশ্য বা ছবি ফুটে উঠতে পারে — তা চিন্তা করে সেভাবে ভাষণ দাও। সম্ভব হলে ভাষণের সময় ছবি ব্যবহার করতে পারো।

৬। তোমার মনে যদি কোন বড় ধারণা থাকে, তাহলে সেটা তুমি দর্শকদের কাছে প্রকাশ করতে পারো। যদি এগুলির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে নিত্য ও নতুন ভাষা ব্যবহার করো। না হলে শ্রোতাদের একঘেয়ে লাগবে।

৭। অমূর্ত বস্তুকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তুমি সাধারণ উদাহরণ ব্যবহার করতে পারো।

৮। একসঙ্গে অনেকগুলো সূত্র তুমি তোমার ভাষণে আনতে যেওনা।

৯। ভাষণ সংক্ষিপ্ত করো।

একাদশ অধ্যায়

কেমন করে তুমি তোমার শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করবে—

এখন তোমরা সেই পাতাটা পড়ছো, যে পাতাটার দিকে তাকিয়ে আছো — সেটা খুবই সাধারণ। এইরকম কাগজ তোমরা হাজার হাজার দেখেছো। এই কাগজ গুলোকে দেখলে নীরস ও ম্যাড়মেড়ে বলে মনে হয়। কিন্তু, আমি যদি এখন এই বিষয়ে এমন একটা কথা বলি, তাহলে এর প্রতি তোমরা খুব কৌতূহলী হয়ে উঠবে। দ্যাখো, দ্যাখো, এই কাগজটাই তোমাদের কাছে এখন মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। দ্যাখো তোমরা কিভাবে তাকিয়ে আছো ওই কাগজটার দিকে! প্রকৃতপক্ষে এটা একটা কঠিন বস্তু বলে নয়, বরং একটা মাকড়সার জাল বলে মনে হচ্ছে। যিনি একজন পরমাণুবিদ তিনি জানেন যে, ওই কাগজ গুলো, কাগজের অসংখ্য পরমাণু দিয়ে তৈরী। পরমাণু কত ছোট হতে পারে? আমরা দশম অধ্যায়ে পড়েছি একফোঁটা জলের মধ্যে অসংখ্য পরমাণু আছে— যেমন ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অসংখ্য- জলবিন্দু - আছে। একফোঁটা জলের মধ্যে এত পরমাণু আছে - যা একটা পৃথিবীর মধ্যে প্রতিটি ঘাসের মধ্যে আছে। আর কাগজের পরমাণু কি পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়েছে, যে কাগজটার কথা তোমাদের বলছি সেটাই বা কি পরমাণু

দিয়ে তৈরী? অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরী, এইসমস্ত ইলেকট্রন গুলি আবর্তিত হচ্ছে পরমাণুর মধ্যস্থিত প্রোটনকে কেন্দ্র করে। চাঁদ যেমন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সেইভাবে এরা প্রত্যেকেই এদের নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। এই ইলেকট্রন গুলি হচ্ছে এক একটা পৃথিবীর সমতুল্য। এরা সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল গতিতে ছুটতে পারে। সুতরাং এই কাগজটা — যেটা এতগুলো ইলেকট্রন দিয়ে তৈরী হয়েছে — সেটা তোমরা ধরে রয়েছো হাতে। তোমরা ঠিক সেইমুহূর্তে এইটা পড়বে এবং তখনই জেনে যাবে যে, তোমাদের থেকে অনেক দূরে নিউইয়র্ক, টোকিও ইত্যাদি শহরে ওই একই ব্যাপার ঘটে চলেছে........।

দ্যাখো, মাত্র দুমিনিট আগেও তোমরা ভেবেছিলে যে এটা নীরস, মৃত্যুর মতো জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এটাও ঈশ্বরের একটা বিস্ময়কর রহস্যগুলির মধ্যে একটি। এই কাগজটার মধ্যে শক্তির একটা প্রাবল্য রয়েছে।

তুমি যদি এখন এই কাগজ সর্ম্পকে আগ্রহী হয়ে থাকো তার কারণ হলো যে, তুমি একটু আগে এর সর্ম্পকে নতুন ও আকর্ষণীয় তথ্য শুনেছো। এর মধ্যে লোকদের আকর্ষণ করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়ে গেছে। এটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সত্য — যে সত্যটা জানলে আমরা প্রতিদিনই লাভবান হতে পারি। যার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুনত্ব আছে সেটা কিন্তু আকর্ষণীয় নয়; আবার যেটার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রাচীনত্ব আছে সেটাও কিন্তু আকর্ষণীয় নয়। আমরা চাই পুরানো বস্তু সম্বন্ধেই নতুন কিছু শুনতে। তোমরা একজন গ্রামের চাষী সর্ম্পকে বর্ণনা শুনতে চাইবেনা অথবা সেই বিখ্যাত মোনালিসার সর্ম্পকেও শুনতে চাইবেনা। কারণ সেগুলি হচ্ছে তোমাদের কাছে অত্যন্ত বেশী নতুন। পুরানো জিনিসের ওপর সর্বদা আকর্ষণ তো ভাল লাগবে না। কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় হল্যান্ডের ওই চাষী এখনও ওই জমিটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে যাতে সমুদ্রের জল গ্রামের মধ্যে ঢুকে যেতে না পারে তাহলে তোমাদের আগ্রহ দেখা যাবে। এখন যদি তুমি সেই চাষীকে বলো যে, এখনও হল্যান্ডের চাষীরা ওখানকার ক্ষেতে গরু চরায় এবং পরিজন নিয়ে বাস করে — তাহলে সে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং আগ্রহী হবে শুনতে। সেই চাষী গরু সর্ম্পকে — ক্ষেতে বেড়া দেওয়া সর্ম্পকে জানে। তাকে যদি বলো শীতকালে গরুর গায়ে চট না দিয়ে লেসের পর্দা দিতে তাহলে সে ভীষণ অবাক হয়ে বলবে!

"অ্যা! লেসের পর্দা! একটা গরুর জন্য! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি........" — এই বলে সে ছুটবে এই নতুন খবরটা অন্যান্যদের জানাতে।

এখানে আরেকটা ভাষণ দেওয়া হল। পড়তে পড়তে তুমি নিজেই দেখতে পাবে তোমাকে তা কেমন আকর্ষণ করছে। যদি তাই করে থাকে তাহলে তুমি কি জানো কেন এটা আকর্ষণ করছে তোমাকে?

সালফিউরিক অ্যাসিড কেমন করে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করে?

বেশীরভাগ তরল পদার্থই পাইন্ট, গ্যালন, কোয়ার্ট অথবা পিপে দিয়ে মাপা হয়। আমরা সাধারণত মদ মাপার সময় বলে থাকি কোয়ার্ট, দুধ মাপার সময় গ্যালন এবং ঝোলাগুড় মাপার ক্ষেত্রে বলে থাকি এক পিপে ঝোলাগুড়। যখন তেল মাপার একটা নতুন কোন পাত্র আবিষ্কার হল, তখন আমরা তাকে বলতে লাগলাম দুপিপে তেল ইত্যাদি। এমন একটা তরল পদার্থ যেটা প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয় এবং মাপা হয় টনের এককে। এই তরল পদার্থকে সালফিউরিক অ্যাসিড বলা হয়।

প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্নভাবে তোমাদের সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসতে হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড না হলে তোমাদের গাড়ি চলতো না। তা হলে তোমরা আবার পুরানো যুগে ফিরে যাবে। কেননা কেরোসিন এবং গ্যাসোলিনকে শুদ্ধ করার কাজে প্রচুর পরিমানে সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে।

তোমাদের অফিসে, তোমাদের ঘরে ও তোমাদের ডিনার টেবিলে যে বিজলী বাতি শোভা পাচ্ছে, আর তোমাদের বিছানার পাশে থাকা সুইচ টিপে তোমরা সে আলো নেভাতে জ্বালাতে পারো -- এ সব কিছুই সম্ভব হতো না যদি সালফিউরিক অ্যাসিড না থাকতো।

যখন তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠো এবং স্নান করার জন্য কলের উপরের নিকেল প্লেটের ঢাকনার মতো বস্তু ব্যবহার করে থাকো। ওই বস্তুটা তৈরী করার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে। যে এনামেলের গামলায় তুমি স্নান করবে — সেটা তৈরীতেও সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে। তুমি যে সাবানটা ব্যবহার কর - সেটা যে তেল দিয়ে তৈরী হয়েছে সেটাও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে অন্য পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হয়েছে। তোমার তোয়ালেটার সঙ্গে তুমি যতদিন না পরিচিত - তার থেকেও আগে পরিচিত সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে তোমার তোয়ালেটা। তোমার চিরুনীর দাড়াগুলোও সালফিউরিক অ্যাসিড ছাড়া তৈরী হতে পারেনা। তোমার দাড়ি কামাবার ক্ষুরটাও সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারাই তৈরী হয়েছে।

তুমি তোমার আন্ডার ওয়্যারটা পরো। এবার তোমার বর্হিবাসের বোতাম আটকাও, তোমার পাজামা ও শার্ট যে রঙ দিয়ে তৈরী সেটাও সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা তৈরী যে বোতাম তৈরী করেছে সেও জানে যে, জামার বোতাম তৈরীর জন্য সালফিউরিক অ্যাসিডটা কত প্রয়োজনীয়। তোমার জুতো ট্যান করতে এবং পালিশ করতেও সালফিউরিক অ্যাসিড সমানভাবে কার্যকরী।

এবার তুমি প্রাতঃরাশ করতে নীচে নেমে এসো। তোমার কাপ ডিশ যদি সাদা চিনামাটি দিয়ে তৈরী হয় তাহলে আমি কিছু বলছিনা। কিন্তু তুমি যে কাঁটাচামচ দিয়ে খাচ্ছো তার প্লেটিং গুলো সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে তৈরী। তোমার কাপ প্লেটগুলো যদি রূপোর হয়, তাহলেও সেখানে সালফিউরিক অ্যাসিডের সমান ভূমিকা রয়েছে।

যে গম দিয়ে তোমার রুটি ও রোল তৈরী হয় সেগুলোকে (গম) ফসফেটের সার দিয়ে বাড়ানো হয়ে থাকে। এই সার তৈরী করার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে। যদি তুমি গমের তৈরী কোন কেক বা সিরাপ খেয়ে থাকো - তাহলে ওই সিরাপের জন্যও দায়ী কিন্তু ওই সালফিউরিক।

এইভাবেই তোমার সারাটা দিন কেটে যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রতি পদে পদে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও; কিন্তু কখনোই সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রভাবমুক্ত হতে পারবেনা। সালফিউরিক অ্যাসিড ছাড়া তুমি যুদ্ধেও যেতে পারবেনা। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মানবজাতির কাছে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। অনেকে এর সর্ম্পকে এত কিছু জানেন না। কিন্তু এখন তোমরা এই বিষয়ে জেনে ফেললে!

পৃথিবীর তিনিটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয়

পৃথিবীতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় কি হতে পারে — তা কি তুমি বলতে পারবে?

১। সেক্স। ২। সম্পত্তি। ৩। ধর্ম।

প্রথমটির দ্বারা আমরা জীবন সৃষ্টি করি।

দ্বিতীয়টির দ্বারা আমরা সৃষ্ট বস্তুকে পালন করি।

তৃতীয়টির দ্বারা আমরা এই পৃথিবীতে আসা যাওয়ার গতিকে অব্যাহত রাখতে পারবো আশা করি।

কিন্তু আমাদের সেক্স, সম্পত্তি ও ধর্ম আমাদের আকর্ষণ করছে আমাদের আমিত্বকে ঘিরে।

আমরা এটা জানতে আগ্রহী নই যে, কেমন করে পেরু প্রদেশে ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি হল। আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে কেমন করে সৃষ্টি করতে পারি — সে বিষয়ে আমরা অল্প অল্প জানতে চাই কিন্তু বিশেষ আগ্রহী নই। এই ব্যাপারটা বরং হিন্দুধর্মের মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা সেই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি — যার দ্বারা অনন্ত সুখ নেমে আসতে পারে পৃথিবীতে — আমাদের মধ্যে।

বিগত Lord Northcliffe কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে পৃথিবীর মধ্যে সবার কোন জিনিসের উপর আকর্ষণ বেশী। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

"প্রত্যেকের নিজেদের প্রতি বেশী আকর্ষণ আছে"।

তুমি কি জানতে চাও যে, তুমি কি ধরণের মানুষ? আঃ! এইবার আমরা একটা আকর্ষণীয় বিষয় পেয়েছি। এইবারে আমরা তোমাকে নিয়ে পড়েছি। এখানে এবার একটা পথ দেওয়া হলো। তোমাকে আপন প্রতিবিম্বরূপ আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং

প্রকৃতপক্ষে তুমি যা — তাই তুমি দেখতে পাবে। তোমার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করো। আমরা এই প্রতিবিম্বের দ্বারা কি বোঝাতে চাইছি? বিগত প্রফেসর জেমস্ হার্ভে রবিনসন এর উত্তর দিয়েছিলেন। আমরা এখন তার লেখা 'The Mind in the making' -থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি ঃ

'আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের কাছে প্রকাশ হই এবং নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করি, যতক্ষণ আমরা জেগে থাকি, আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই এ বিষয়ে সচেতন যে আমরা চিন্তা করছি। কিন্তু আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি — তখন আমরা জাগ্রত অবস্থার মতো চিন্তা করতে পারিনা। আমরা যখন কোন একটা ব্যাবহারিক বিষয়ে বাধা পাই— তখন আমাদের মনে কোন আঘাত লাগে এবং আমরা আত্মদর্শন করতে পারি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে আসে এবং আমরা এসমস্ত চিন্তা করতে ভালোবাসি। আর এইসব চিন্তাগুলো করার সময় আমরা মনের গভীরে তলিয়ে যাই। আমাদের চিন্তার সময়, ভয়—দুঃখ—আশা— আনন্দ— ভালোবাসা— ঘৃণা; সব একটার পর একটা মনের মধ্যে ভীড় করে আসতে থাকে। এসব ভাবনা করে আমরা যতটা আনন্দ পাই, তা আর অন্য কিছু করে পাইনা। আমরা সাধারণতঃ করুণ ও দুঃখজনক বিষয় নিয়ে ভাবতে ভালোবাসি। কিন্তু এর অন্তস্থিত জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা সত্যটাকে নিয়ে ততটা চিন্তা করিনা ও নানারকম ভাবে এই সত্যটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা যদি একে বোঝাবার ও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি তাহলে এটা সূর্যের উজ্জ্বল আলোর মত আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

এই যে আমাদের আত্ম-প্রতিফলন — এটার মধ্য দিয়ে আমাদের চরিত্রের মূল ভিত গঠিত হয়। আমাদের জীবনে যেসব গুপ্ত বিষয় ও ভুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে — সঠিকভাবে না জানলে আমাদের জীবন অন্যদিকে মোড় নেবে। আত্মবিশ্লেষণই আমাদের সঠিকভাবে চিনতে সাহায্য করে। গভীর চিন্তাধারাই আমাদের এই আত্মবিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে এবং এর দ্বারা আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা যেমন সতেজ হয় এবং আমরা পৃথিবীতে আসার মূল উদ্দেশ্যটা জানতে পারি ও আমাদের পৃথিবীতে আসার মূল উৎসটা আবিষ্কার করতে পারি।

তাহলে মনে রেখো তোমাদের যে বেশীর ভাগ সময় বেশী কথা বলে কাটে — সেই সময়গুলি যদি তোমরা তোমাদের নানারকম সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো — তাহলে দেখবে তোমার মনের মধ্যেই সমাধানের পথ পেয়ে যাবে। একজন মহিলা, তিনি যখন দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর সে যন্ত্রণা এশিয়ার ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণার থেকে তো বেশী হতে পারেনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি তুমি চিন্তা করো — তাহলে দেখবে যে, তুমি অপরের কথাই বেশী করে ভাবছো। তবে একজন সাধারণ মহিলা

তোমার কাছ থেকে ভাষণের সময়, শুধু সাধারণ আকর্ষণীয় বস্তুই আশা করে। তুমি যদি তাকে ইতিহাসের দশটি বিখ্যাত চরিত্র ও তাদের বিভিন্ন ঘটনাবলী শোনাও — সেটা তারা শুনতে চাইবে। কারণ তার জ্ঞান ও বোধ সাধারণ। সুতরাং তুমিও যখন ভাষণ দিতে যাবে তখন এইসব মানুষদের কথা ভেবেই তোমার ভাষণটাকে তৈরী করবে।

কেমন করে একজন ভালো আলোচনাবিদ হবে।

বেশীর ভাগ লোকেরাই ভালো আলোচনাবিদ্ হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারেন না তার কারণ, তারা কেবলমাত্র তাদের আগ্রহের বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। এটা অপরের কাছে ভয়ঙ্কর একঘেয়ে বা ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটা অন্য রকম ভাবে চালিয়ে যাও। অপর কোন লোকের সাথে যখন কথা বলবে, তখন সে যা ভালোবাসে; যেমন তার ব্যবসা — গল্ফ খেলার মাঠ — খেলায় সফলতা অথবা যদি একজন মা হন, তাহলে তাকে তার শিশুর বিষয়ে আলোচনা করতে দাও তুমি খুব মন দিয়ে তার কথা শোনো, দেখবে যে, তুমি তাকে আনন্দ দিতে পারছো। শ্রোতা হিসাবে তুমি যত ভালো হবে, বক্তা হিসাবে তোমারও তত সুখ্যাতি হবে — এজন্য তোমার কৃতিত্ব খুবই কম। কেননা, কথা এখানে তুমি খুব কমই বলেছো। শ্রোতা হিসাবেই বেশী থেকেছো।

মি. হ্যারল্ড ডুইট ছিলেন ফিলাডেলফিয়ার লোক। তিনি Public Sepcaking Course -এর যখন Final Session চলছিলো — সে সময় তিনি একটি ভোজসভা কক্ষে অসাধারণ সাফল্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি পুরো টেবিল ঘিরে যতজন লোক বসেছিলেন — তাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদা করে কথা বলেছিলেন এবং প্রত্যেকের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ওই কোর্সটা যখন শুরু হয়েছিলো তখন তিনি কেমন করে তার বক্তব্য রাখতেন এবং কিভাবে তিনি উন্নতি করেছিলেন। সেই সময়কার বিভিন্ন ধরণের মানুষেরা যা যা বক্তব্য রেখেছিলেন — সেগুলির অংশ তিনি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। তারা যে যে বিষয়ে আলোচনা করতেন — সেই বিষয়ে তিনি ঠিক তাদের মতো করেই বক্তৃতা রাখলেন। প্রত্যেকের মধ্যেই যে অদ্ভুত ধরণের বৈশিষ্ট্য ছিলো — সেগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন নিখুঁতভাবে। এতে, তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠেছিলেন এবং সবাই আমোদ পেয়েছিলেন। এই ধরণের বিষয় নিয়ে ভাষণ দেওয়ার দরুণ তিনি কখনো ব্যর্থ হতেন না। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ বক্তা ও আলোচনাবিদ। স্বর্গীয় আলোর প্রভাব বিস্তারকারী কোন আলোচনা অথবা অন্য কোন বিষয়ের আলোচনাও এত জনপ্রিয় হতোনা। মি. ডুইট মানুষের মন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতেন। মানুষের চরিত্র ও স্বভাবের বিষয়ে সঠিকভাবে জ্ঞান ছিলো বলেই তিনি জানতেন যে মানুষের মন কি চায় এবং সেভাবেই ভাষণের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করতেন।

একটা পরিকল্পনা বা ধারণা —
যেটা দুই লক্ষ পাঠকের হৃদয় জয় করেছে—

কয়েকবছর আগে আমেরিকার ম্যাগাজিন হঠাৎই প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এইভাবে খুব দ্রুত ও আকস্মিক জনপ্রিয়তা দেখে প্রকাশনার জগতে আলোড়ন পড়ে গেছিলো। এর পিছনের গুপ্তরহস্যটা কি? গুপ্তরহস্যটা ছিলো স্বর্গত জন. এন. সিদ্ধাল এবং তার পরিকল্পনা। আমি যখন প্রথম মি. সিদ্ধালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম — সেই সময় তিনি আমেরিকার ম্যাগাজিনের 'Interesting people Department ' -এর চার্জে ছিলেন। আমি তার জন্য অল্প কয়েকটা আর্টিকেল লিখে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন তিনি আমার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"লোকেরা বড়ই স্বার্থপর। তারা কেবলমাত্র নিজেদের সর্ম্পকেই আগ্রহ বোধ করে। সরকাব রেলওয়েগুলোর মালিকানা নেবে কিনা — এ বিষয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায়না; অথচ তারা জানতে চায় কেমন করে এগিয়ে যেতে হবে, কেমন করে আরও বেশী টাকা অর্জন করতে হবে। কেমন করে স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। আমি যদি এই পত্রিকার সম্পাদক হতাম, আমি তাদের বলতাম কেমন করে দাঁতের যত্ন করতে হবে — কেমন করে চান করতে হবে — কেমন করে গরমকালেও শরীর ঠাণ্ডা রাখা যাবে — কেমন করে সমাজ ও সংসারে একটা উচ্চস্থান দখল করতে হবে — বাড়ি কিনতে হবে — কিভাবে স্মরণ শক্তি বাড়াতে হবে — ব্যাকরণগত ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি লোকেরা সর্বদাই মানুষের গল্প শুনতে চায়, সুতরাং আমি কতগুলো ধনী লোক যোগাড় করে আনতাম এবং তারা কিভাবে অর্থ উপার্জন করেছে — তা কাগজে প্রকাশ করতাম, তাহলে আমি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারদের এবং বিভিন্ন কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মীদের নিয়ে আসতাম। আমি জানতাম এবং ম্যাগাজিনে প্রকাশ করতাম, কিভাবে তারা বহু সংগ্রাম ও কষ্টের বিনিময়ে - প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তি অর্জন করেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই সিদ্ধাল ওই পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সেই সময় পত্রিকার সাফল্য ছিলনা। সিদ্ধাল সম্পাদক হবার পরই, আমাকে যা যা বলেছিলেন — তাই - ই করেছিলেন। এর ফলে কি হল? পাঠকমহল অভিভূত হয়ে পড়লো এবং পাঠকমহল থেকে বিপুল সাড়া এলো। যে কাগজ আগে চলতনা, এখন হু হু করে তার বিক্রী' বাড়তে লাগলো। কাগজের চাহিদা ক্রমশ চড়তে চড়তে প্রথমে দুশো তারপর পাঁচশো — তারপর একহাজার — তারপর তিনহাজার — তারপর একেবারে পঞ্চাশ হাজারে যেতে যেতে দুই লক্ষে উঠে গেলো। এই কাগজে এমন কিছু ছিলো — যেগুলো পাঠকরা ভীষণ ভাবে

চাইতো। শীঘ্রই এক লক্ষ লোক প্রতি মাসে এই কাগজ কিনতে লাগলো, তারপর দেড় লক্ষ এবং শেষে দুই লক্ষ মাসিক খদ্দের হয়ে গেল। অবশ্য দুলক্ষেই এটা থেমে থাকলনা। এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। স্বার্থপর মানুষের মনোমত বিষয়ের ওপর লেখা প্রকাশ হওয়ার জন্যই পত্রিকাটি অত জনপ্রিয় হয়েছিলো।

ভাষণের উপাদান এমন ভাবে তৈরী করবে, যাতে সেটা সর্বদা আকর্ষণীয় হয়

যদি তুমি কোন বস্তু বা আদর্শের উপর কথা বলতে যাও - তাহলে সেটা শ্রোতাদের একঘেয়ে করতে পারে। কিন্তু যদি তুমি মানুষের সর্ম্পকে কথা বলো, তাহলে তা শ্রোতাদের আকর্ষণীয় হবে। আগামীকাল হয়তো লক্ষ লক্ষ কথোপোকথন ভেসে বেড়াবে হয়তো বেড়ার ওপরে — ডিনার টেবিলে — চায়ের টেবিলে। তাদের মধ্যে সবথেকে বেশী অগ্রণী ভূমিকা কি নেবে? ব্যক্তিত্ব। সে একথা বললো— অমুকে অমুক কথা বললো — সে যাচ্ছেতাই করেছে — অমুকে অমুক করেছে ইত্যাদি।

আমেরিকা এবং কানাডায় আমি অনেক ছোট স্কুলে ছেলে মেয়েদের জমায়েতে ভাষণ দিয়েছি। ফলে আমি বুঝেছি অভিজ্ঞতায় আগ্রহী রাখতে হলে বিভিন্ন লোকেদের গল্প শোনাতে হবে। যেই মুহূর্তে আমি আর পাঁচজনের মতো সাদামাটা ভাষণ দেবো কিংবা কোন অমূর্ত বিষয়ের ওপর ভাষণ দেবো তখন জনি হয়তো তার সিটে বসে ছটফট করবে, টনি কাউকে মুখ ভ্যাংচাবে বিলি কাউকে কাগজের গোলা ছুঁড়ে মারবে।

একবার আমি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্যারিসের এক অনুষ্ঠানে বলেছিলাম, 'কি করে সাফল্য লাভ করা যায়' সে বিষয়ে ভাষণ দিতে। বেশীর ভাগ লোকই ঘরসংসার সর্ম্পকে প্রশংসা করলো — কেউ কেউ কিন্তু প্রচার করলো — কেউ কেউ একটা দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে, শ্রোতাদের ক্লান্ত করলো। (ঘটনাচক্রে আমি সম্প্রতি রেডিওতে একজন ব্যবসায়ীর ওই একই ভাষণ শুনেছি, ওই একই বিষয়ের ওপর কিন্তু তিনিও একই ভাবে শ্রোতাদের ক্লান্ত করেছেন। বেশির ভাগ ক্লাবে গমনকারী মহিলারা এবং ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা একই ভুল করে থাকেন)।

সুতরাং এই ক্লাসটায় আমি দাঁড়ালাম এবং এইভাবে কিছু বলা শুরু করলামঃ

" আমরা চাইনা যে আপনাদের ভাষণটাকে সত্যি সত্যিই ভাষণের মতো মনে হোক। কেউই সেটাকে উপভোগ করেনা। মনে রাখবেন যে, আপনাদের ভাষণ যেন আন্দদায়ক হয়, না হলে আমরা কেউই আপনার ভাষণে মনোনিবেশ করবোনা আরও একটা জিনিষ মনে রাখবেন, পৃথিবীর আকর্ষণীয় জিনিষগুলির মধ্যে পরচর্চ্চাও একটি অন্যতম জিনিষ। সুতরাং আপনার পরিচিত দুইজন লোকের কথা বলুন। একজন সাফল্য লাভ করা ও অপরজন ব্যর্থ ব্যক্তির কথা। এর সাথে এটাও বলুন তারা কেন সফল ও ব্যর্থ হলো।

আমরা কিন্তু সাগ্রহে তা শুনবো এবং আপনি উপকৃতও হবেন। এর ফলে আপনার ভাষণটা নিছক কিন্তু শব্দের কচকচি হবেনা। একজন ছিলেন যারা না পারতেন শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে না পারতেন নিজেকে আকর্ষণীয় করতে। একদিন রাত্রে তিনি আমার এই সাজেশন অর্থাৎ মানুষের গল্প বলার ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন এবং তার কলেজের দুজন ক্লাসমেটের কথা বললেন। তাদের মধ্যে একজন এত মিত্যব্যয়ী ছিলো যে শহরের বিভিন্ন দোকান থেকে বিভিন্ন দরের শার্ট কিনে রাখতো এবং সে একটা চার্ট তৈরী করেছিলো। তাতে লেখা থাকতো কোন্‌টা কতদিন লণ্ড্রীতে দিতে হল — কতদিন লণ্ড্রীতে থাকলো — প্রতি ডলারে কোন জামাটা কত সার্ভিস দিলো। তার মন সর্বদা সামান্য টাকাপয়সারও হিসাব পর্যন্ত করতো। যাক, তবুও সে একদিন ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হল। কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিলো। সে নীচ থেকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে চাইলো না — যা অন্যান্য গ্র্যাজুয়েটরা করছিলো। ফলে যখন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক রি-ইউনিয়ন হলো তখনও সে বসে ওই লণ্ড্রীরই তালিকা করছিলো আর ভাবছিলো কখন অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসবে। সে সুযোগ কখনোই এলোনা। তারপর থেকে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সে সামান্য একটা কাজ করছে— যেটা নিয়ে তার অসন্তোষের শেষ নেই।

বক্তা এবার তার ব্যর্থ বন্ধুর গল্পের বিপরীতে তার অপর বন্ধুর সাফল্যের কাহিনী শুরু করলোঃ

এই ছেলেটি সহজেই সকলের সাথে মিশতে পারতো এবং সকলেই তাকে পছন্দ করতো। যদিও সে উচ্চাকাঙ্খী ছিলো তবুও প্রথম কর্মজীবন সে শুরু করেছিলো একজন ড্রাফট্‌সম্যান হিসাবে। কিন্তু সে সর্বদাই সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। সেই সময় বাফালোতে প্যান আমেরিকান এক্সপোজিসন তৈরী হওয়াব পরিকল্পনা চলছিলো। ছেলেটি জানতো সেখানে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হবে। সে তাই ফিলাডেলফিয়ার সেই কাজটা ছেড়ে দিয়ে বাফালোতে চলে গেল। তার মধুর ব্যক্তিত্বের ফলে বাফালোব একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। সেই ব্যক্তিটির আবার বেশ ভালো রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো, তারা দুজনে মিলে একটি অংশীদারি ব্যবসা খুলে বসলো। তারা একটা টেলিফোন কোম্পানীর হয়ে খুব কাজ করেছিলো। শেষ পর্যন্ত সে ওই টেলিফোন কোম্পানীতেই একটা মোটা মাইনেতে কাজ পেয়ে গেলো। সে ক্রমশ কোটিপতি হয়েছিলো এবং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একজন প্রধান মালিক হয়েছিলো। আমরা এখানে তার ভাষণের আউটলাইনটি শুধু তুলে ধরেছি। কিন্তু এর পরেও তিনি আরও অনেক কথা বলেছিলেন। অনেক মজা করে কথা বলে, আমোদের মধ্য দিয়ে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরে তিনি তার ভাষণটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, যে ব্যক্তি আগে তিন মিনিটও বক্তৃতা দিতে পারতেন না — সেই ব্যক্তিই আজ আধঘণ্টা ভাষণ দিয়ে মঞ্চ থেকে নামলেন।

এমনকি শ্রোতারাও মনে করলেন যে, বক্তৃতাটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলো। এটাই ছিলো তার ভাষণের প্রথম সাফল্য।

এই পদ্ধা ; অনুসারে প্রায় সকলেই সাফল্যলাভ করতে পারে। গড়পড়তা ভাষণ কিন্তু অনেক বেশী আকর্ষণীয় হবে, যদি তার মধ্যে সত্যিকারের ভাষণ যোগ করে দেওয়া যায়। বক্তাকে প্রথমেই কতগুলো সূত্র তুলে দিতে হবে এবং সেই সূত্রগুলিকেই কতগুলো কংক্রিট কেস ধরে তুলে দিতে হবে। এইভাবে যদি কেউ ভাষণ প্রস্তুত করে — তাহলে সচরাচর কেউ ব্যর্থ হয়না।

যদি সম্ভব হয় তাহলে এই গল্পগুলো মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী হওয়া উচিত এবং কিভাবে তারা জয়লাভ করে — সেটা বলা উচিত। আমরা কিন্তু সকলেই তীব্রভাবে যুদ্ধ ও সংগ্রামের কাহিনী শুনতে আগ্রহী। একটা পুরোনো প্রভাব আছে যে, প্রেমিককে সারা পৃথিবীই ভালোবাসে। আসলে তা নয়। পৃথিবী যা ভালোবাসে তা হল দ্বন্দ্ব। একজন স্ত্রী লোকের জন্য দুজন পুরুষ লড়ছে— এটা দেখতেই আমরা চাই। এই জিনিসেরই ব্যাখ্যা দেখতে পাবে কোন উপন্যাসে — কোন ম্যাগাজিনে — কোন ফ্লিমে........। যখন সব বাধাগুলো দূর হয়ে যাবে এবং জয়ী নায়ক নায়িকার হাত ধরবে তখন শ্রোতারা তাদের টুপি হাতে করে বাড়ি চলে যাবে এবং খানিক পরে ঝাড়ুদার এসে ঝাঁট দিতে দিতে ওই একই গল্প করবে।

প্রায় বেশীর ভাগ ম্যাগাজিনই এইধরণের ফর্মূলার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কাগজের পত্রিকার পাঠকদের নায়ক অথবা নায়িকাদের পছন্দ করতে দাও। তারা যাতে কোন একটা বিষয়ে তীব্র আকাঙ্খা সহ অপেক্ষা করতে পারে এমন একটা বিষয় দাও। আপাতদৃষ্টিতে যে বস্তু অসম্ভব বলে মনে হয়— তাকেও যে পরিশ্রম ওঁ নিষ্ঠা সহকারে পাওয়া যায় — সেইরকম কোন বিষয় উদাহরণসহ প্রকাশ করো। তাদের দেখাও রূপালী পর্দার নায়ক নায়িকারাও অনেক সংগ্রাম করে সাফল্য লাভ করেছে।

যে কোন মানুষ তার ব্যবসা অথবা যে কোন পেশার ক্ষেত্রে খুব সংগ্রাম করেছে, নানা প্রতিকূলতাকে জয় করেছে — এরকম কোন ব্যক্তির জীবন কথার ছলে প্রকাশ করো। দেখবে মানুষের এতে আগ্রহ রয়েছে। কোন এক ম্যাগাজিনের সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন যে, কোন মানুষের জীবনের কোন বাস্তব ঘটনা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। কেননা, ওই গুলো পড়তে পড়তে তারা মনে করে একজন যদি ওগুলো জয় করতে পারে, তবে তারা কেন পারবেনা? তাই কারও জীবনসংগ্রামে যদি জয়লাভ হয়ে থাকে — সেটা মানুষের ওপর খুবই প্রভাব বিস্তার করবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাস্তববাদী হও

এই Public Speaking Course নেবার সময় লেখক একজন ডাক্তারকে পেয়েছিলেন। উনি দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি একটু কর্কশ স্বভাবের ও চটপটে

মানুষ ছিলেন। তিনি ত্রিশ বছর আগে ব্রিটিশ নেভিতে তার যৌবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন। সুশিক্ষিত মার্জিত ওই পণ্ডিত ব্যক্তিটি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। তার এক বন্ধু ছিলেন যিনি ভ্যান নির্মাতা ছিলেন এবং ওই ছোট ভ্যানের কোম্পানীর মালিক ছিলেন — সেই কোম্পানীটা রাস্তার ধারেই ছিলো। বলতে আশ্চর্য লাগে যখন তিনি এই Public Speaking Course শিখতে এসেছিলেন তখন তিনি খুব ভালো ভাষণ দিতেন এবং অনেক শ্রোতাকে তিনি আকর্ষণ করতে পারতেন — যা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পারতেন না। এর কারণ কি? তার কারণ হলো প্রফেসর খুব সুন্দর ইংরাজীতে ভাষণ দিতেন। তার কথার মধ্যে সুন্দর ও মার্জিত রুচির ছাপ ফুটে উঠতো। প্রত্যেকটা বাক্যই তিনি যুক্তিসহকারে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তার ভাষণের মধ্যে একটা জিনিসের অভাব ছিলো — বাস্তবতা। তাই তার কথাগুলো মানুষের মনের মধ্যে তেমনভাবে কোন দাগ কাটতে পারেনি। তাই তার বলা কথাগুলি সাধারণ হলেও, তার কথাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে আরও সাধারণ ও জোলো মনে হত। অপর দিকে সেই ভ্যানের মালিক তার ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তার বক্তব্যের বিষয় সর্ম্পকে তিনি নিশ্চিত ছিলেন কেননা তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তার দুটি গুণ ছিলো। তার নিষ্ঠা এবং মানব মনকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা — এ দুটি জিনিসই দর্শকদের কাছে তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিলো। আমি যে উদাহরণটা দিলাম তার কারণ এই নয় যে, সে প্রফেসর এবং ভ্যানের মালিকের ভাষণ দেবার অভিজ্ঞতা আলাদা রকমের। এরকম একটা উদাহরণ দেওয়ার কারণ এই যে ভাষণ দেওয়ার জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। বাস্তববোধ ও মানব মনকে বোঝার সঠিক পদ্ধতি যারা অনুসরণ করতে পারে — তারাই ভাষণে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

এই নীতিটা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই বিষয়ে আরও কিছু উদাহরণ দেবো যাতে এই বিষয়টা তোমার মনের মধ্যে ভালোভাবে গেঁথে যায়। আমরা আশা করবো যে, তুমি কখনো এই বিষয়টা ভুলবেনা এবং কখনোই একে উপেক্ষা করবেনা।

এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হলঃ মার্টিন লুথার যখন বালক ছিলেন তখন খুবই 'একগুঁয়ে' ও 'জেদী' ছিলেন। তাকে কোনভাবেই বশে আনা যেতো না। তার এই ঘটনাটা তোমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হবে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তার শিক্ষকরা তাকে বোঝাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং কোন ফল না হওয়ায় তারা শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতেন। এই ঘটনা দৈনিক পনেরো বার করে হত।

'একগুঁয়ে ও বশের অযোগ্য' — এই কথাটা হয়তো তোমাদের মনোযোগ সঠিকভাবে আকর্ষণ করতে পারছেনা। কিন্তু, উপরোক্ত পংক্তিতে আমি সংখ্যা দিয়ে তার দুষ্টুমী বুঝিয়েছি; এবার নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ব্যাপারটা বোধগম্য ও স্বচ্ছ হয়েছে।

আত্মজীবনী লেখার যে প্রাচীন পদ্ধতি - তার সফলতা নির্ভর করতো সাধারণের

ওপর। অ্যারিস্টটলের ভাগ্যেও তাই হয়েছিলো। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে আত্মজীবনী লিখতে হবে বাস্তবের এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করে। বইটা পড়তে গিয়ে যেন পাঠকদের মনে হয় - স্বয়ং লেখক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথা নিজেই বলে যাচ্ছেন। পুরোনো ফ্যাশনের আত্মজীবনীকার বলেছিলেন যে "জন ডো, দরিদ্র অথচ সৎ পিতামাতার" সন্তান ছিলেন। সেখানে নতুন পদ্ধতি বলবে যে, জন ডো-র বাবা তার ছেলেকে একজোড়া জুতোও যোগাতে পারতেন না, যখন শীত আসতো এবং চারদিকে তুষার পড়তে শুরু করতো তখন জন তার পায়ের ওপর মোটা মোটা চটের বস্তা বেঁধে রেখে পা গরম ও শুকনো রাখতো। তারা খুব গরীব হওয়া সত্ত্বেও কখনো দুধে জল মেশাতো না। অথবা ঘোড়াদের নিয়ে ব্যবসা করতো না। এতেই তো দেখানো হয়ে গেল তার মা বাবা "গরীব এবং সৎ ছিলেন"। আর এইভাবে বলার ধরণ কি আগেকার পুরানো পদ্ধতির থেকে অনেক ভালো নয়?

যদি এই পদ্ধতিটা আধুনিক আত্মজীবনী কারদের পক্ষে যথার্থ প্রকাশভঙ্গী হয়ে থাকে — তাহলে এটা আধুনিক বক্তাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

এবারে আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরো তুমি নায়গ্রা জলপ্রপাতে যত হর্স পাওয়ার বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় হচ্ছে—তার পরিমাপ করতে চাও অথবা সেই বিষয়ে সরকারকে নালিশ করতে চাও, ধরো তুমি ঠিক এইরকম ভাবে বলবে। তারপরে এই কথাগুলো যোগ করে দেবেঃ "যদি এই অপচয়কারী বিদ্যুৎ শক্তির সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনের নানারকম প্রয়োজনীয়তা আমরা মেটাতে পারি এবং সরকারও এটা কিনে নিয়ে লাভবান হতে পারেন। সরকার লাভবান হলে, জনসাধারণও লাভবান হবে। ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের খাদ্য ও পোশাক পাবে।"

— এইভাবে বললে কি বেশী আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক শোনাচ্ছে না? না........ না........। আমরা এখানে এডউইন. এস. স্লসন এর লেখা 'The Daily Science News Bulletin' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এরকমভাবে বললে আরও ভালো হবে — "আমাদের বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে যারা দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। তারা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য খায়না। অথচ এই দেশে নায়াগ্রাতে এত বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ অপচয় হয় (২৫০,০০০), তাতে এক ঘণ্টায় ঠিক অত পরিমাণ পাঁউরুটি কেনা হয়ে যায়। আমরা আমাদের মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিঘণ্টায় ছয় লক্ষ সুন্দর সুন্দর ডিম ওই জল প্রপাতের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে - যেগুলো দিয়ে দেশবাসীকে ওমলেট খাওয়ানো যেত। যদি তাঁতের থেকে বেরোনো সূতী বস্ত্রগুলি নায়াগ্রার মতো চার হাজার ফিট গভীর জলপ্রপাতে ফেলে দেওয়া হয় — ঠিক সেরকম পরিমাণ বিদ্যুৎতের অপচয় হচ্ছে। যদি কার্নেগী লাইব্রেরীর যত টাকা নষ্ট হচ্ছে (নায়াগ্রা জলপ্রপাতের দরুণ) সেটা দিয়ে তাদেরকে দান করা হত— সেই প্রদত্ত অর্থে লাইব্রেরীতে

দুঘণ্টার মধ্যে অনেক ভালো ভালো বই কেনা হত। অথবা আমরা এভাবেও কল্পনা করতে পারি, যে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যেন লেক্ এরীর (জলাশয়) থেকে উঠে যেন ভেসে যাচ্ছে আবার ভাসতে ভাসতে এটা একশো ষাট ফুট নীচে পাহাড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে তার জিনিসপত্রগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। — এইভাবেই বললে লোকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে দৃশ্যগুলো, আর ভাষণটাও যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে।

ছবি - সৃষ্টিকারী বাক্য।

এইভাবে আকর্ষণ বাড়াবার শক্তির উপায় অনুসরণ করতে হলে একটা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এটার বিরাট গুরুত্ব আছে। তবু অনেকেই এটা মোটেই লক্ষ্য করে না, বেশীরভাগ বক্তাই এইকৌশলের বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা সচেতনভাবে এ বিষয়ে মোটেই চিন্তা ভাবনা করেনা। আমি এখানে সেই পদ্ধতিটাই শেখাবো যার মাধ্যমে ছবি দিয়েই বাক্য ফুটে উঠতে পারে। সেই বক্তা খুব সহজে ভালোভাবে অপরের কথা শোনেন, তিনি ভাষণ দেওয়ার সময় আমার চোখের সামনে, বিষয়বস্তুটা ছবির মত ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যে বক্তা তা পারেননা বা তার কথায় শ্রোতারা কোন দৃশ্য কল্পনা করতে পারেনা, তার কথায় শ্রোতারা আনন্দবোধ করেননা, ভাষণটা তাদের কাছে নীরস লাগে।

ছবি, ছবি, ছবি, তারা এত হাল্কা ..... এত মুক্ত যে, যে বাতাসে তোমরা নিশ্বাস নাও তার মতো। তোমার কথার মধ্য দিয়ে দর্শকের দিকে সুন্দর সুন্দর ছবি ছড়িয়ে দাও। তাহলে তুমি শ্রোতাদের কাছে আরও অনেক বেশী আনন্দদায়ক হবে; তোমার ভাষণ তাদের কাছে অনেক বেশী প্রভাবশালী হবে। এটাকে সঠিকভাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য The Daily Science -এর News Bulletin থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাত সর্ম্পকে এই কথাগুলি বলা হয়। ছবি সৃষ্টিকারী বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করো।

"তারা লাফিয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়: অষ্ট্রেলিয়ান খরগোশের মতো নায়াগ্রা জলপ্রপাতের জলগুলিও সাদা। আড়াই লক্ষ পাঁউরুটি, ছয় লক্ষ ডিম ওই নাযাগ্রা জলপ্রপাতের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁতের থেকে তৈরী সূতীবস্ত্র চারহাজার ফিট চওড়া ওই জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। কার্নেগী লাইব্রেরীতে প্রচুর পরিমাণে বই হয়ে যেতো........ একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর তার বিপুল জিনিসপত্র সমেত ভাসতে ভাসতে জলে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো"।

এইভাবে বললে তা ভাষণের মতো বলে মনে হবেনা। দর্শকের চোখের সামনে ছবির মতো এই জিনিসগুলি ফুটে ওঠে এবং তারা আর ভাষণের প্রতি অমনোযোগী হয়না। বরং তাদের মনে হয়, বক্তার কথা শুনতে শুনতে তারা যেন কোন সিনেমার ছবি দেখছেন।

বাইবেলের পাতায় এরকম অনেক বাক্যাবলী আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে বাইবেলের অনেক দৃশ্য ফুটে ওঠে। সেক্সপীয়রের উপন্যাসের মধ্য দিয়েও এরকম অনেক ছবি আমরা

পাই। মৌমাছি যেমন গুনগুন ধ্বনির মধ্য দিয়ে ফুলের বুকে এসে বসে — ঠিক তেমনি করে সেক্সপীয়রের উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাদের রূপ ও রঙ নিয়ে, আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

তুমি কি কখনো কোন বই পড়বার সময়, ছবিসৃষ্টিকারী বাক্যগুলি পড়ে কিছুক্ষণ থেমে থেকেছো? এরকম বাক্য সেখানে কতকগুলি পেয়ে থাকবেঃ

১। "ঝোপে বসে গান গাওয়া পাখী আমার মনে প্রফুল্লতা এনে দিল"।

২। "তুমি একটা ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তুমি তাকে জলপান করাতে পারবে না"।

৩। "খেঁকশিয়ালের মতো ধূর্ত"।

৪। "তুষারের মতো সাদা"।

৫। "পাথরের মতো কঠিন"

৬। কাজলের মতো কালো ইত্যাদি ইত্যাদি।

তোমাদের ভাষণের মধ্যে যে বৈপরীত্য থাকবে - সেটাও যেন ভাষণে আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

অনেক সময় বৈপরীত্য বস্তুটাও কৌতূহল উদ্রেক করে। প্রথম চালর্স যেভাবে ভাষণ দিতেন, তার কিছুটা অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে তুলে ধরা হলঃ

"অভিষেকের শপথ ভঙ্গ করার অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম। উনি আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর ওই শপথ ভঙ্গ করলেও, তাঁর বিয়ের সময়কার শপথ ভঙ্গ করেননি। তিনি তাঁর প্রজাদের অত্যাচারিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখার দরুণ আমরা তাকে দোষী সাব্যস্থ করেছিলাম। তিনি এর প্রতিবাদে একটি কথাও না বলে তার ছোট্ট ছেলেটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে তার মুখচুম্বন করলেন। তাই দেখে আমরা আর কিছু বলতে পারলাম না। শুধু সর্তক করলাম তিনি যেন প্রজাদের উপর তার কর্তব্য পালন করেন। তিনি সৎ এবং যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচনার সঙ্গে আমাদের জানালেন তিনি, তা পালন করবেন এবং প্রজাদের রক্ষা করবেন। তিনি সাধারণত ভোর ছটার সময় প্রজাদের বক্তব্য শুনতেন। সেইসময় তিনি তার সুন্দর রাজকীয় পোশাক পরে থাকতেন। তার সুন্দর মুখ ও দাড়ি দেখে, তার শপথটা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হত। আর এই কারণেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।"

আকর্ষণ হচ্ছে সংক্রামক

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন জিনিস নিয়ে আলোচন করেছি। এমন হতে পারে কেউ হয়তো যান্ত্রিকভাবে এখানে যেসব পদ্ধতি বলা হয়েছে তা অনুসরণ করে ককারের মত ভাষণ দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ভাষণ

একঘেয়ে হতে পারে। শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তা ধরে রাখা খুবই সূক্ষ্ম রুচির ব্যাপার। সেটা অনুভব করতে হবে আত্মিকভাবে। স্টীম ইঞ্জিন চালাবার মত কোন সহজ ব্যাপার এটা নয়। ভাষণ দেওয়ার জন্য কোন মূল্যবান নির্দেশাবলী দেবার ব্যবস্থা নেই।

আবার বলছি, আকর্ষণ জিনিসটা সংক্রামক। যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে কোন বাজে ঘটনার উল্লেখ করে ভাষণ দিতে পারো শ্রোতারা কিন্তু তা গ্রহণ করবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিছুদিন আগে বাল্টিমোরে আমার কোর্স চলাকালীন এক ভদ্রলোক দাঁড়ালেন এবং শ্রোতাদের এই বলে সতর্ক করলেন যদি বর্তমান পদ্ধতিতে 'চেসাপিক উপসাগরে' রকফিশ ক্রমাগত ধরা হয়, তাহলে শীঘ্রই এই প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই করেছিলেন। বাস্তবিকই তিনি এব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন। তাঁর বিষয়ের এবং রীতি নীতির সবকিছুই তা প্রমাণ করল। তিনি যখন ভাষণ দিতে উঠেছিলেন আমি তখন আদৌ জানতাম না ঐ উপসাগরে রকফিস নামে কোন প্রাণী আছে। আমার মনে হয় বেশীর ভাগ শ্রোতারাই সে বিষয়ে অজ্ঞ এবং অনাগ্রহী ছিলেন আমার মতই। কিন্তু বক্তা যখন তাঁর ভাষণ শেষ করলেন আমরা কিন্তু সকলেই ঐ প্রাণীটি সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আগ্রহী এবং মনোযোগী হয়ে পড়লাম। সম্ভবত আমরা সকলেই সেই সময় রকফিসকে বাঁচাবার জন্য পিটিশনে সই করতে ইচ্ছুক ছিলাম।

তখন ইটালিতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন রিচার্ড ওয়াশবার্ন চাইল্ড। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কিভাবে একজন নামজাদা লেখক হয়েছেন, তাঁর সাফল্যের গোপন কথা কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন জীবন সম্বন্ধে আমি এমনই উত্তেজনা বোধ করি। আমি মানুষকে তা না বলে পারিনা। এ ধরণের একজন বক্তা বা লেখকের সম্বন্ধে মানুষ আগ্রহ বোধ করবেই।

লণ্ডনে একজনের ভাষণ আমি শুনেছিলাম। তাঁর বলার পরে মি. ই. এফ. বেনসন, একজন খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক তাঁকে বলেছিলেন, আপনার ভাষণের প্রথমাংশের তুলনায় শেষাংশ তিনি বেশি উপভোগ করেছেন। আমি যখন তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন "শেষ অংশে বক্তা নিজেকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আমি সবসময় বিশ্বাস করি বক্তাই প্রয়োজনীয় উৎসাহ এবং আগ্রহ সৃষ্টি করে।"

প্রত্যেকেই তাই বিশ্বাস করে। কথাটা মনে রাখবে।

সারসংক্ষেপ

১। সাধারণ ঘটনার অসাধারণ তথ্য সম্বন্ধেই আমরা বেশী আগ্রহী।

২। আমাদের প্রধান মনোযোগ আমাদের ব্যাপারেই।

৩। যে ব্যক্তি অন্যদের উৎসাহিত করে তাদের সম্বন্ধে আরও বেশী করে বলার জন্য সেই ব্যক্তি যদিও খুবই কম কথা বলে তবুও সে কথোপকথনের ক্ষেত্রে একজন সেরা ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয়।

৪। উন্নত ধরণের পরচর্চা, লোকদের গল্প সর্বদাই আকর্ষণ ধরে রাখে এবং শ্রোতাদের মন জয় করে। বক্তার উচিত অল্প কটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাস্তব উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা।

৫। উদাহরণ দেবার সময় সর্বদা নির্দিষ্ট এবং বাস্তব উদাহরণ দেবে। শুধু বলার জন্য বলো না যে মার্টিন লুথার খুব একগুঁয়ে এবং জেদী ছিলেন। যে সত্য তা জোর গলায় ঘোষণা করবে। তাতে তোমার বক্তব্য আরও জোরালো, পরিষ্কার এবং অকর্ষণীয় শোনাবে।

৬। তোমার কথার মধ্যে ফ্রেজ এর ব্যবহার করবে। যাতে তোমার চোখের সামনে বেশ পরিষ্কার একটা চিত্র ভেসে ওঠে।

৭। যদি সম্ভব হয় সংযত বাক্য এবং বিপরীত ধারণার অবতারণা করবে।

৮। আকর্ষণ কিন্তু সংক্রামিত হয়। যদি বক্তা এ সম্বন্ধে নিজের কোন বাজে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে পারে সে নিশ্চিত হতে পারে শ্রোতারা তা সানন্দে গ্রহণ করবে। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে শুধু নিয়ম মেনে ভাষণ দিলে তা আদৌ কিন্তু ফলপ্রসূ হবেনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

শব্দ নির্বাচন পদ্ধতির উন্নতিকরণ

একবার একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, যিনি বেকার ছিলেন এবং যার অর্থসঞ্চয় তেমন ছিলনা, ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় হাঁটছিলেন কোন চাকরির সন্ধানে। ওই শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী মি. পল গিবনসের অফিসে ঢুকে কোন চাকরি খালি আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। অবিশ্বাসী চোখে গিবনসের অপরিচিত লোকটির দিকে তাকালেন। তার চেহারা কিন্তু মোটেই ভদ্র গোছের দেখাচ্ছিল না। তার জামাকাপড় ছিলো অপরিচ্ছন্ন এবং তালি মারা, তার সারা চেহারার মধ্যে দৈন্যতার ছাপ অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো। কিছুটা কৌতূহলবশতই হোক বা করুণাবশতই হোক — মি. গিবনস তার সাক্ষাৎকার নিতে রাজী হলেন। তিনি কয়েক মুহূর্ত তার সাথে কথা বলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু, কার্যত দেখা গেল মুহূর্ত মিনিটে এবং মিনিট ঘণ্টায় পরিণত হলে তাদের কথা শেষ হল। শেষে গিবনস্ তার

ম্যানেজার রোলান্ড টেলরকে বললেন ঃ "এই লোকটিকে আমার বড় বড় কনসার্নের যে কোন একটিতে ওর পছন্দের মতো কাজ দাও" কিভাবে এই ব্যক্তিটি যার সাজপোষাক চেহারা কোনটাই মানুষের মনে ছাপ ফেলার মত নয়, তবু অত অল্প সময়ের মধ্যে অত বড় এক অফিসে সহজেই একটি ভাল কাজ জুটিয়ে ফেলল?

এর গুপ্ত কথা একটিই। তার ইংরেজি ভাষার ওপরে ভালই দখল ছিল। আসলে লোকটি অক্সফোর্ডে পড়ত। এই শহরে এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু ভাগ্যের দোষে ব্যবসাতে ভরাডুবি ঘটে। ফলে টাকা পয়সা, বন্ধুবান্ধব সবই সে হারায়। কিন্তু তিনি তার মাতৃভাষায় এত চমৎকার ভাবে তার বক্তব্য রাখলেন যে শ্রোতারা শীঘ্রই তার কাদামাখা সুতো ভাঁজ পড়া বেল্ট, এবং দাড়ি ভর্তী মুখের কথা ভুলে গেল। তার চমৎকার বাচন ভঙ্গী সেরা ব্যবসায়ী জগতের পাসপোর্ট তৎক্ষণাৎ আদায় করে নিল।

এই মানুষটির গল্প কোথাও কোথাও অসাধারণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর উদাহরণ থেকে দিগন্ত - বিস্তৃত এক মূল সত্য উদঘাটিত হয়েছে। প্রত্যেকদিন আমরা কি রকম ভাষণ দিচ্ছি সেই অনুযায়ী অপরেব কাছে আমাদের বিচার হয়ে থাকে। আমাদের কথাগুলোই প্রতিদিন আমাদের একটু একটু করে পরিশোধন করে চলেছে। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আমাদের সংস্কৃতি এসবই ঐ ভাষণের দ্বারা বিচার হয়ে থাকে।

এই পৃথিবীর সাথে তুমি আর আমি চারটি বিষয়ের সংস্পর্শে আসি। আমাদের মূল্য পরিমাপ করা হয় অথবা আমাদের শ্রেণী বিন্যাসিত হয় চারটি ভাগে। আমরা কি করি তার দ্বারা, আমরা কি রকম দেখতে — তার দ্বারা, আমরা যা বলে থাকি –- তার দ্বারা এবং আমরা কেমন করে বলি তার দ্বারা তবুও অনেক লোকই সারাজীবন এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিহীন একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে যায়। সে স্কুল ছেড়ে আসার পর তার কথার ভাণ্ডার বাড়াবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করেনা সে বিষয়ে সে সচেতন থাকে না। সে যে কথাগুলো বলে সেই কথাগুলোর সঠিক অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেনা। সে সুন্দর এবং যথার্থ ভাবে প্রকাশ ভঙ্গ। আয়ত্ব করতে পারেনা। সে প্রতিদিনের অভ্যাস মতোই অতিরিক্ত কাজ করে যায় — অফিসে এবং বাড়িতে। তারপর কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে যখন অফিসে বা কোন জনসভায় কোন বিষয়ে ভাষণ দিতে যায় তখন তার ভাষণের মধ্যেই তার ক্লান্তি ফুটে ওঠে। আর প্রতিটি কথার মধ্যে বৈশিষ্ঠ্য এবং সঠিক ভাবে প্রকাশ করার ভঙ্গীর যথেষ্ট অভাব ঘটে। এতে কোন অবাক হবার কিছু নেই। উচ্চারণ করতে গিয়ে তার মাঝে মাঝেই ভুল হয়ে যায়। এই ভুলটা যাতে শ্রোতাদের কাছে ধরা না পড়ে তার জন্য সে তার ভাষণের মাঝে মাঝেই ইচ্ছাকৃত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সে প্রায়ই ইংরেজী ব্যকরণে এমন ভুল করে যা শ্রোতাদের নজর এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। আমি অনেক সময় কলেজ স্নাতকদেরও বলতে শুনেছি "I are not" ও "He don't", ও between you and I". তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ডিগ্রীধারী ব্যক্তিরাই যদি নিজেদের নামের বানান লিখতে গিয়ে অথবা অতি সাধারণ কথার ক্ষেত্রে এরকম ভুল করে থাকে তাহলে অর্থনৈতিক চাপে

পড়ে যারা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ ভাবে শিক্ষিত হতে পারেনি তাদের কাছে আমরা আর কি আশা করতে পারি।

কয়েক বছর আগে এক বিকেল বেলা আমি রোলের Coliseum এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম। সেই সময় একজন আগন্তুক আমার দিকে এগিয়ে এল যাকে দেখে আমার ইংরেজ বলেই মনে হচ্ছিল। তিনি নিজের শহর সম্বন্ধে কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন! তিনি কথা বলতে বলতে তিন মিনিট অন্তর অন্তরই "You was" ও I done" এই কথা গুলি ব্যবহার করছিলেন। সেই দিন সকালে যখন তিনি উঠলেন, তিনি তার জুতো চকচকে করে পালিশ করিয়ে নিলেন। আর নিখুঁত নিভাজ লিনেনের পোশাক পরে নিলেন যাতে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং তার সঙ্গে যাদের দেখা সাক্ষাত হবে তারা যাতে তাকে দেখেই শ্রদ্ধা করতে পারে সেই কারণে তিনি বেশবাসে একেবারে পরিপাটি হয়ে সেজে বেরোলেন। কিন্তু তিনি তার নিজের ভাষা এবং নিজের কথা শোধন করবার কোন চেষ্টাই করলেন না। কোন মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সময় মাথার টুপি না খোলার জন্য তার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা মোটেই হোলেন না। তিনি অমন করলেন না কারণ তিনি ঐ বিষয়ে সচেতন - ই ছিলেন না— যেমন তিনি সচেতন ছিলেন না ব্যকরণের বিকৃত এবং ভুল উচ্চারণের বিষয়ে। তার ঐ রকম প্রচন্ড ভুল ব্যকরণ উচ্চারণ দর্শকদের মনে যে কি প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। তার বিষয়ে তিনি কোন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তার নিজের ধারণা ছিল পৃথিবীর মধ্যে তার নিজস্ব একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন এবং সংস্কৃতিবান এবং শিক্ষিত মানুষ বলে পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু তার ইংরেজী ভাষার বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা সকলের কাছে এটাই পরিগণিত হচ্ছিল যে তিনি মোটেই শিক্ষিত লোক নন।

Dr. Charles W. Eliot Harvard - বন্দরে প্রায় তিরিশ বছর ধরে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে —

"আমি বুঝতে পেরেছি যে শিক্ষিত পুরুষ অথবা মহিলা যিনিই হোন না কেন — প্রত্যেকেরই মানসিক উৎকর্ষতার প্রয়োজন আছে। তারা যেন মাতৃভাষাটাকে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে এবং নিখুঁত এবং সাবলীল ভাবে প্রকাশ করতে শেখেন।"

এই যে ঘোষণাটি এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করো।

তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে — যে আমরা প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্যাবলীর সঙ্গে আরো বেশী করে কিভাবে নিবিড় হব? কথা বলবার জন্য যে নিখুঁত প্রকাশ ভঙ্গী আয়ত্ব করতে হয় — তা কিভাবে আয়ত্ব করব? এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পিছনে কোন রহস্য নেই। এটা একটা খুবই সহজ পথ। এটা প্রায় সবাই জানে লিখন তো এরকম প্রণালী ব্যবহার করেই অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্য জনক সফলতা লাভ করেছিলেন। আর কোন আমেরিকান অত সুন্দর ভাবে ঐ পদ্ধতিটা গ্রহণ করতে পারেনি। মধুর সঙ্গীতের মত ছন্দবদ্ধ ভাবে অমন সুন্দর করে কেউ কথা গুলিকে প্রকাশ করতে পারেনি।"বিদ্বেষের দ্বারা কোন কিছুই করা

যায়না, কিন্তু মহৎ ঔদার্যের দ্বারা সব কিছুই করা যায়"।

একথা বলে ছিলেন লিঙ্কন তার বাবা ছিলেন দরিদ্র অশিক্ষিত ছুতোর মিস্ত্রী এবং তার মা ছিলেন একজন অতি সাধারণ মহিলা। তাহলে তার কথাগুলো যে এত সুন্দর ছিল তার মধ্যে অমূল্য সম্পদটা কি তিনি তার প্রকৃতি অথবা স্বভাব থেকেই পেয়েছিলেন। না এরকম মনে করবার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তিনি যখন কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন তিনি বলে ছিলেন ওয়াশিংটনের তার শিক্ষাগত যোগ্যতার রিপোর্টে লেখা আছে 'ত্রুটিযুক্ত'। তিনি তার সারা জীবনে বারো মাসেরও কম সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাহলে কে তাকে ঐ পদে নিয়ে এলেন। zachariah Birney and Caleb Hazel (ইনি একজন বন বিভাগের কেন্টাকি কর্মী) Azel Dorsey এবং Andrew Crawford এরা সবাই মিলে স্থির করে লিঙ্কনকে ঐ পদে এনেছিলেন। কারণ তারা দেখেছিলেন আর মুষ্টিমেয় যে কয়জন শিক্ষিত লোক ঐ পদের প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক — তারা কেবল শূকরের মাংস এবং গম (শষ্য)ই এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশে আদান প্রদান করতে পারবে সত্যিকারের দেশের কোন উন্নতিই ঘটাতে পারবেনা। লিঙ্কন তার পরিবেশের এবং দেশের প্রকৃত উন্নতিই চেয়ে ছিলেন। চাষীরা এবং বণিকেরা, উকিলেরা এবং ছোট খাট কর্মীরা যাদের সংস্পর্শে থেকে তিনি ইংরেজী ভাষাটা সঠিক ভাবে শিখেছিলেন এবং শব্দ গুলিতে এত বেশী উন্নতি ঘটিয়ে ছিলেন যা যাদু মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। লিঙ্কন কখনও অন্যান্য শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির লোকেদের কাছে নিজেকে ছোট যা এই বইটার পাতা ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছিল। যখনই এটা তোলা হত তখনই দেখা যেত পাতা খোলা। এমন কি তিনি White house এ থাকতেন এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে বেশ গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি খুব চিন্তা করতেন। তখন মাঝে মাঝেই তাকে ঐ বইটা পড়তে দেখা যেত যার চিন্তার রেখাগুলো ও উদ্বেগের কাঁটাগুলো তার মুখমন্ডল থেকে মুছে যেত। তিনি যখন দাস প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তিত থাকতেন তখন প্রায়ই তাকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে Hood এর কবিতার বই পড়তে দেখা যেত। মাঝে মাঝে তিনি মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতেন এবং বইটা খুলেই আশ্চর্যজনক ভাবে এমন কতকগুলো লাইন তার চোখে পড়ে যেত, যা কখনও তাকে চমকিত করে দিত আবার কখনও তাকে আনন্দিত করে তুলত। বিছানা থেকে উঠে রাতের পোশাক ও চটি পরে হল এ ঘুরে বেড়াতেন যতক্ষণ না তার সেক্রেটারীকে দেখতে পেয়ে তাকে কবিতার পর কবিতা শোনাতে পারতেন। White house -এ থাকার সময় তিনি সময় খুঁজে নিতেন যাতে সেক্সপীয়রের লেখা উপন্যাসের স্তবকগুলো মনে করতে পারেন। তিনি তখন নিজের মনে মনে অভিনেতার লেখার সমালোচনা করতেন এবং নিজের পড়বার বাচন ভঙ্গীর সমালোচনা করতেন। এই ভাবে একত্রে পাঠক ও সমালোচক হয়ে তিনি নিজেকে তৈরী করতেন।

"আমি তখন সেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটক গুলো নিয়ে মনে মনে চিন্তা ভাবনা করতাম। বিশেষ করে ম্যাকবেথ হ্যামলেট ইত্যাদি। আমি মনে করতাম ম্যাকবেথের মতো আর কোন চরিত্রই হয় না। এটা অতীব চমৎকার!"

লিঙ্কন কবিতার কাছেই তার মন প্রাণ এবং হৃদয়কে উৎসর্গ করে ছিলেন। তিনি যে কবিতাগুলোকে নিজের মনে মনে আবৃতি করতেন আর মনে রাখতেন - তাই-ই নয়। তিনি এ ব্যপারটা যেমন তার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে করতেন তেমনি জনগনের সামনেও করতেন। তিনি এই কবিতার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি তার বোনের বিবাহ উপলক্ষে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। পরে মধ্যবর্তী জীবনে তিনি তার নোট বই ভরে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি এত লাজুক ছিলেন যে কাউকে এমন কি তার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও সেই কবিতাগুলো পড়বার অনুমতি দেননি।

Robinson - তার বইতে লিখেছেন - "The self educated man, Lincon as a man of letters, clothed his mind with the materials of genuin culture. He was no longar at school but was simple educating himself by the only pedagogical method which ever yet produced any results any where.

"নিজেকে নিজেই শিক্ষিত করে তোলা লিঙ্কন ছিলেন প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত মানুষ তিনি তার মনকে সর্বদা আচ্ছাদিত করে রাখতেন খাঁটি মূল্যবান সংস্কৃতি ও গুণাবলীর মোড়কে। তিনি বেশীদিন বিদ্যালয়ে না গেলেও তিনি যে নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেকে সঠিক ভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন তার পরিণাম তো আমাদের সকলের জানা।"

এই যে পথিকৃৎ যিনি নিজের সম্বন্ধে সর্বদা নিশ্চুপ থাকতেন - যিনি প্রতিদিন একত্রিশ সেন্ট খরচ করে শস্যদানা এবং কশাই মাংস কিনে Pigeon Greek farms of Indiana (Gettysburg) -এ সরবরাহ করতেন। সেই মানুষই আদর্শ হিসাবে শ্রোতাদের কাছে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন ঐ দেশে ১৭০,০০০ মানুষ যুদ্ধ করে ছিলেন। তার মধ্যে সাত হাজার মানুষ মারা পড়েছিলেন। তবুও Charles summer বলেছিলেন "লিঙ্কনের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই লিঙ্কনের ভাষণগুলো আবার জীবিত হয়ে উঠবে যখন মানুষ যুদ্ধের কথা ভুলে যাবে। আবার তার ভাষণে জন্যই মানুষের মনে পড়বে এই যুদ্ধের কথা।"

তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণী যে সত্য হবে তার সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ থাকতে পারেনা। কারণ ও আজও সেই বাণী অভ্রান্ত।

Edward Everett Gettysburg -এর একবার দুঘন্টা ধরে ভাষণ দিয়েছিলেন তার ভাষণ অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ মনে রেখেছিলেন। লিঙ্কন দু' মিনিটেরও কম সময়ে ভাষণ দিতেন। একবার তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন এক ফটোগ্রাফার তার ছবি তুলতে

চেষ্টা করেছিলেন। ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরা তাগ করার আগেই তিনি ভাষণ শেষ করে ফেলেছিলেন।

লিঙ্কন একবার এক ভাষণের পুরস্কার হিসাবে একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। সেটাকে একটি গ্রন্থগারে (অবত্র ফোর্ডের) যত্ন সহকারে রেখে দেওয়া হয়েছে - ইংরাজী ভাষার সুষ্টু প্রকাশ ভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে। যে সব ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আসবে ভাষণ শিক্ষা করতে - তারা এটা দেখবে এবং এই নিয়মটা মেনে চলবে - সেই জন্যে।

সাতাশি বছর আগে আমাদের পিতারা এই মহাদেশে একটা নতুন জাতির সৃষ্টি করেছিলেন। যারা পূর্ব প্রজন্মের থেকে অনেক স্বাধীন এবং তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সব মানুষই সমান - তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তারপরে আমরা এই বিরাট গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম তখন আর আমাদের মনে রইল না যে এই নতুন প্রজন্ম কিভাবে এই পরিস্থিতিটা নিচ্ছে যুদ্ধে অনেক লোকই মারা গিয়েছিল এবং এটাও দেশবাসীর পক্ষে সঠিক কাজ - দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া। কিন্তু আমরা আমেরিকান জাতির একটা বড় অংশ - আমরা এখনও নিজেদের দেশের জন্য উৎসর্গ করতে পারিনি, আমরা বাস্তববাদী হতে পারিনি এবং এই যুক্তির উপর আমরা কোন মতবাদ খাড়া করতে পারিনি। আমরা বলি যে পৃথিবীতে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন তা অল্প কিছু দিনের পরে তা ভুলে যায় মানুষ কিন্তু এটা মনে রাখিনা দেশের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করে, তারা চিরকাল মানুষের মনে অমর হয়ে থাকে। আমরা এই পৃথিবীতে জন্মাই, কাজ করতে আসি - আমরা যদি দেশের জন্য কিছু করি তাহলে আমাদের জীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে। এরকম অনেক মানুষই করেছেন এবং তারা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাদের অসমাপ্ত কাজ গুলোতো আমাদেরই করতে হবে। তারা যে কাজের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য তাদের আরাধ্য কর্ম্মকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করতে দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মনে মনে এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে তাঁর মৃত্যুটা বিফলে যায়নি। ঈশ্বরের অসীম করুণায় আমরা সমগ্র দেশবাসী এক হয়ে নতুন করে আমাদের দেশকে গড়ে তুলব।

সাধারণ ভাবে এরকমই মনে করা হয়ে থাকে যে অমর বাক্য গুলো লিঙ্কন তার ভাষণে ব্যবহার করতেন সেগুলো তার নিজেরই সৃষ্টি। সম্বোধন যখন তিনি করতেন তখনও তিনি নিজের ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু সতিই কি তাই করতেন? Herndon ছিলেন তার আইন বিষয়ক পরামর্শ দাতা। তিনি লিঙ্কনকে Theodore parker ভাষণের বই পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি সেগুলো পড়ে কিছু কিছু লাইনের তলায় দাগ দিয়ে রাখতেন। Theodore Parker -এর বই থেকে তিনি ভাষণ দেবার অনেক কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন।

বড় বড় ভাষণবিদরা তাদের পড়াশুনা এবং ভাষণের জন্য কত বড় বড় বইয়ের কাছে ঋণী তা কি জানো?

বই! বইয়ের মধ্যেই গুপ্ত রহস্য আছে। নানান রকম সাহিত্য জ্ঞানে যার মন সমৃদ্ধ এবং

বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষে এবং শব্দের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ - স্বভাবতই তিনি অনেক বই পড়েন। "গ্রন্থাগারে গিয়ে চারদিকে ছড়ানো বইয়ের রাশি দেখে আমার কি ভীষণ পরিতাপ হতো, আহা যদি ঐ সব বই গুলো আমি পড়তে পেতাম তাহলে আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও কত সমৃদ্ধ হতো। জীবন এত সংক্ষিপ্ত যে অতীত দুঃখের ঘটনার কথা মনে করে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। আমি আমার সময়ের সদ্‌ব্যবহার করতে চাই।"

একথা বলে ছিলেন জন ব্রাইড। ব্রাইড পনেরো বছর বয়সে বিদ্যালয় ছেড়েছিলেন এবং কাজের খোঁজে সূতী বস্ত্রের কারখানায় যোগ দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি আর কখনই স্কুলে যেতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তিনি বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিখ্যাত বক্তা হিসাবে যারা খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ইংরেজী ভাষায় তার ভাষণ দেবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি যা পড়াশুনা করতেন সেগুলো নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাছাড়া Byron এবং Milton - এর কবিতার দীর্ঘ স্তবকগুলি তিনি মুখস্ত করে রাখতেন। আর words worth এবং Whitter, shakespeare ও shelley -র কবিতাও তার নখদর্পনে। তার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবার জন্য তিনি প্রতি বছর "Paradise Lost ' কবিতাটি আবৃতি করতেন।

Charles James Fox তিনি জোরে জোরে Shakespeare - পড়তেন নিজের পড়বার পদ্ধতির উন্নতি ঘটানোর জন্যে। Gladstone তার পড়ার ঘর টার নাম দিয়েছিলেন Temple of peace ' শান্তির মন্দির যেখানে পনেরো হাজার বই -এর সংগ্রহ ছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এই বই পড়ার দ্বারা তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন।

St. Augusti'ne, Bishop Butler, Dante, Aristotle ও Homer -এর বই পড়ে তিনি অনেক শিখেছেন।

ইলিয়ড এবং ওডির্সি তাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

পিট নামক একজন তরুন যুবক গ্রীক অথবা ল্যাটিন বই পড়ে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে তার নোট বইয়ে টুকে রাখতেন। দশ বছর ধরে তিনি এরকম অনুশীলন করেছিলেন। সুতরাং তার চিন্তা শক্তি প্রচন্ড ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ফলে তার কথা বলার ক্ষমতা ভীষণ সুন্দর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চিন্তা-ভাবনা না করেই তিনি যে কোন বিষয়ে কথা বলতে পারতেন তার শব্দ চয়ন করবার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

Demosthenes যাতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Thucydide-এর অসাধারণ প্রভাববিস্তার পূর্ণ ভাষা রপ্ত করতে পারেন তার জন্য নিজের হাতে তার ইতিহাস আটবার লিখেছিলেন। তার ফল কি হয়েছিল? দু'হাজার বৎসর পরে তাঁর এই রচনা পাঠ করে Woodrow wilson তাঁর রচনাশৈলী অনেকখানি উন্নত করেছিলেন। Bishop Berkley- এর লেখা পড়ে Mr Asqucith নিজের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

টেনিসন রোজ বাইবেল পড়তেন। টলস্টয় প্রায়ই গসপেল পড়তেন এবং শেষে অনেক

দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছিল। রাসকিনের মা তাঁকে বাধ্য করতেন সারা বছর ধরে বাইবেল জোরে জোরে পাঠ করতে এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিছুটা অংশ মুখস্ত করতে। প্রতিটি শব্দ, কঠিন নাম জেনেসিস থেকে APOCALYPSE - পর্যন্ত সব। ওইভাবে নিয়মিত পড়ার ফলে সাহিত্যে রাসকিনের রুচি এবং স্টাইল অনেক উন্নত হয়েছিল।

R.L.S. নাকি ইংরেজী ভাষা অত্যন্ত ভালবাসতেন। বস্তুত রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ছিলেন একজন লেখকের লেখক। কিভাবে তিনি মনোরম রচনাশৈলী আয়ত্ত করেছিলেন যার জন্য তিনি অত খ্যাতিলাভ করেছিলেন ! আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে সব গল্পই বলে গেছেন।

যখনই আমি কোন বই কিংবা প্যাসেজ পড়ি, বিশেষ করে যেটা আমায় মুগ্ধ করে—যাতে বেশ চমৎকার রচনা বিন্যাস আছে, সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বা স্টাইলের একটা সুন্দর পার্থক্য রয়েছে—আমি কিন্তু তৎক্ষণাত বসে পড়ি বইয়ের উৎকৃষ্ট গুণগত নৈপুণ্য অনুকরণ করতে। আমি কিন্তু ব্যর্থ হই, তা বুঝতে পারি। চেষ্টা করি সাফল্য আসেনা—তবু বারবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে আমি এক সময়ে বাক্য গঠন এবং সমন্বয়ের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাই, ছন্দ বুঝতে পারি।

আমি এভাবেই হ্যভলিট, ল্যাম্ব, ওয়ার্ডওয়ার্থ, ডিফো, টমাস ব্রাউন, হ্যার্থোনকেও অনুকরণ করেছি।

তুমি পছন্দ কর আর না কর এটাই লেখা শেখার উপায়। তুমি উপকৃত হও বা না হও এটাই কিন্তু পথ। এভাবেই কিট্স উপকৃত হয়েছিলেন। আর সবাই জানে লেখার ব্যাপারে কিট্স অত্যন্ত মার্জিত ছিলেন। এইসব অনুকরণের সবথেকে মূল্যবান সূত্রগুলি হলো যে—এগুলির মধ্যে এখনও পূর্বের উজ্জ্বলতা বর্তমান। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীদের নাগালের মধ্যে এটা পৌছয়নি। ওইসব আদর্শ যেন অননুকরণীয়। একজন ছাত্রকে চেষ্টা করতে দাও। সে যত পারে, বারবার করে এটা অনুশীলন করুক। সে যে ব্যর্থ হবে—এটা নিশ্চিত। কিন্তু প্রাচীন প্রবাদ এবং বর্তমানের প্রবাদও বলে আসছে 'ব্যর্থতা' সর্বদা সাফল্যের বীজ বহন করে।

—এই বিষয়ে যথেষ্ট তুলনামূলক গল্প এবং চরিত্রের নাম পাওয়া যায়। এই বিষয়ে কোন গুপ্ত রহস্য নেই। লিঙ্কন একবার একজন তরুন যুবককে লিখেছিলেন উৎসাহ থাকলে কেমন করে একজন সফল উকিল হওয়া যায় ঃ

"এজন্য প্রচুর বই আনো পড়ো এবং লেখাপড়া অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগের সাথে চালিয়ে যাও। তারপর কাজ.........কাজ আর কাজ। কাজই হলো প্রধান জিনিস।"

কি ধরনের বইপত্র পড়তে হবে? আর্নল্ড বেনেটের 'How to Live on Twenty four Hours a Day' —বইটি দিয়ে শুরু করো। এই বইটি খুব বেশী পরিমানে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করবে। ঠিক ঠান্ডা জলে চান করলে যেমন সতেজ বোধ হয়। সমস্ত বিষয়ের ওপর

সব থেকে আকর্ষনীয় অংশগুলি এখানে লেখা আছে। সব থেকে আকর্ষনীয় তথ্য হলো তোমার নিজস্বতা বা তুমি। এই তোমার সম্পর্কেও বইটিতে অনেক তথ্য দেওয়া আছে। এটা তোমাকে দেখাবে যে, প্রতিদিন তুমি কিভাবে সময় নষ্ট করো। কেমন করে এই সময়ের অপচয়টা প্রতিরোধ করা যাবে। তোমার যা আছে—তা সদ্ব্যবহার করতে পারো। সম্পূর্ণ বইটিতে মোট একশো তিন পাতা আছে। তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে সহজেই বইটা পড়ে ফেলতে পারো। প্রত্যেক দিন সকালে কুড়িটা করে পাতা ছিঁড়ে নাও—সেগুলো তোমার প্যান্টের হিপ্ পকেটে ভরে নাও। তাবপর সকালবেলা খবরের কাগজ পড়া তোমাকে আমরা বাদ দিতে বলছিনা, কেবল সময়টাকে সীমিত করতে বলেছি।

থমাস জেফারসন লিখেছিলেন :

"আমি Tacitws এবং Thucoidicles ও Newton এবং Euclid পড়ার জন্য খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। এতে আমি নিজে অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করে থাকি।"

তুমি কি বিশ্বাস করতে পারোনা যে, জেফারসনের উদাহরণ অনুসরণ করে এবং তোমার খবরের কাগজ পড়ার সময় থেকে আধঘন্টা কেটে নিয়ে তুমি উপরোক্ত বই অথবা অন্য কোন বই পড়লে, তুমি নিজে অনেক বেশী সুখী ও জ্ঞানী হবে। এভাবে প্রতি সপ্তাহে তোমার জ্ঞান ও আনন্দ ক্রমে বেড়েই যাবে। তুমি এই পড়াশোনার ব্যাপারটাকে প্রতি মাসে পরিণত করতে পারোনা? তোমার সময়টাকে ভালো বই পড়ার আনন্দে নিয়োজিত করতে পারোনা? তুমি যখন লিফ্টের জন্য—বাসের জন্য—খাদ্যের জন্য অথবা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করো তখন তুমি তোমার পকেটে নিয়ে আসা পাতাগুলো খুলে কেন পড়োনা?

প্রথম কুড়িটা পাতা পড়বার পর, তুমি আবার সেগুলি বইয়ের মধ্যে রেখে দাও। তারপর পরবর্তী কুড়িটি পাতা ছিঁড়ে নাও। সবগুলো পাতাই যখন তোমার পড়া হয়ে যাবে তখন একটা রবার ব্যান্ড লাগিয়ে ওই আলগা পাতার মধ্যে আটকে রাখো। বইয়ের ছিঁড়ে যাওয়া পাতাগুলিকে এই পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা কি ভালো নয়? বইটা কিনে ধূলোপড়া অবস্থায় লাইব্রেরীতে না ফেলে রেখে, বরং এইভাবে পড়াশোনা করে জ্ঞানটা মাথায় রাখা অনেক গুণে ভালো।

"How to Live on Twenty four Hours" বইটি শেষ করবার পর তুমি ঐ লেখকের অপর বই পড়বার জন্য আগ্রহ বোধ করবে। এবার 'Try The Human Machine' এই বইটির খোঁজ করো। এই বইটি তোমাকে লোকেদের সাথে মেলামেশা ও তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে অনেক বেশী সাহায্য করবে। তোমার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে, এবং তোমার নিজের ভেতরে যে সম্পদ আছে—সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই বইগুলিতে কি কি বিষয় আছে—সেগুলো জানাবার জন্য এখানে বই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেমন করে এবং কোন পদ্ধতি লেখক ব্যবহার করেছেন, তা দেখাবার ও শেখাবার জন্যই ঐ বই দুটোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তোমার কথা বলার ক্ষমতাকে নিশ্চিতভাবে বাড়িয়ে তুলবে ঐ বই। এছাড়া তোমার বাক্য

ও ভাষাজ্ঞানকেও যথেষ্ট পরিসীমিত করবে।

লেখক—Frank Norris

ইনি দুটো বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছিলেন। অমন বই আগে কখনও লেখা হয়নি। প্রথম উপন্যাসটি গন্ডগোল এবং মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে লেখা হয়েছিল। এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার গমক্ষেত। দ্বিতীয় উপন্যাসটি ভালুকের সাথে ষাঁড়ের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লিখিত। ঐ যুদ্ধের ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার "চিকাগো বোর্ড অব্ ট্রেড কোম্পানী"র প্রশস্থ চত্বরে।

২। Tess of the D'urbevilles.

লেখক—থমাস হার্ডি। ইনি অসাধারণ গল্প লেখক হিসাবে বিখ্যাত।

৩। A Man's value to Society. লেখক—Newell Dwight Hillis

৪। Talks to Teachers. লেখক—প্রোফেসার উইলিয়াম জেম্স্।

৫। Ariel, A Life of Shelley. লেখক— Andre Maurois.

৬। Pilgrimage. লেখক— Childe Harold.

৭। Travels with a Donkey লেখক—রবার্ট লুয়িস স্টীভেনসন্

Ralph Walofo Emerson কে তোমার প্রতিদিনের সঙ্গী করো। তাঁর লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Self-Reliance' আগে পড়ে নাও। দেখবে তিনি তোমার কাণে কাণে অনেক কিছু বলবেন! ধরো তাঁর কথাগুলো এইরকম ঃ-

আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কথা বলো। ক্রমে ক্রমে তোমার এই আত্মবিশ্বাস বর্দ্ধিত হতে হতে এক সময় পৃথিবীর মতো বিশাল ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। অন্তরের শক্তিই ক্রমশঃ বহির্শক্তি রূপে প্রকাশ হয়। আমাদের প্রথম ভাবনা হবে আমাদের নিজেদের সত্বার মধ্যে ফিরে যাওয়া। আমাদের মন নিঃশব্দে কথা বলে। তার সে অশ্রুত বাণী শুনবার জন্য কান পেতে থাকো। মোজেস, প্লেটো এবং মিল্টনের মতো জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিরা অনেক পড়াশোনা করেছেন বটে; কিন্তু তাদের সাফল্যের গুপ্ত রহস্য ছিল নিজস্ব পদ্ধতিতে চিন্তা করার ক্ষমতা। তাঁরা নিজের মনের কথা শুনতে পেতেন। অপরে কী বলে—সেই বিষয়ে তারা আগ্রহী ছিলেন। গভীর চিন্তার দ্বারা তাঁরা যা উপলব্ধি করতেন, তাই-ই জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন।

একজন ব্যক্তি তাঁর অন্তরের ভেতর থেকে প্রাপ্ত আলোকের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাথে আমাদের কী পার্থক্য—সেটা তাঁদের কার্য্যাবলী দ্বারা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের ছোট খাটো কাজের মধ্যেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকে। কেননা আমরা সেসব কাজগুলো যথেষ্ট মনোযোগের সাথে করিনা। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যা কখনো অবহেলা করেননা। তাই মহান ব্যক্তিরা তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য লোকের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। তাঁরা আমাদের শেখান কেমন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও আনন্দের সাথে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো করে যেতে হবে। তাহলেই আপাত তুচ্ছ ঐ কাজগুলোই যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে স্পন্দিত হতে থাকবে। এই স্পন্দন তখন এক প্রাণ

থেকে ক্রমশঃ অপরপ্রাণে ছড়িয়ে যাবে। একজনের ভাব, ক্লাবের মধ্যে দিয়ে অপরের মধ্যে স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে। এতে এক বিরাট কর্মশক্তির প্রাবল্য জেগে উঠবে জনসাধারণের মধ্যে.....। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা শিক্ষা আসে—যার দ্বারা মানুষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয় যে, ঈর্ষা মানুষের একটা অজ্ঞতা মাত্র। এর অনুসরণ করা হল আত্মহত্যারই নামান্তর। যে মানুষ নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়, তাকে তার মনের ভেতরকার কু-বস্তুগুলি বাদ দিতে হবে। তখন তার এই উপলব্ধি হবে যে, এই বিশাল বিশ্ব চরাচর.......সর্বত্রই সুন্দর বস্তুতে পরিপূর্ণ। কোন পরিপক্ক ফলের শাঁসই তার কাছে আপনা আপনি আসবেনা। তার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে, সেই পরিশ্রমের জমিতে তবেই ফসল ফলবে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে, সেটা চিরনতুন। এই শক্তি দিয়ে সে যে কত কিছু করতে পারে—সেটা সে জানেনা। সেতার অন্তরের শক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করলে তবেই এই শক্তি তার কাছে প্রকট এবং কার্যকরী হবে।

কিন্তু আমরা সব শ্রেষ্ঠ লেখকদের এখানে সব থেকে শেষে রেখেছি। তারা কি করেন? যখন স্যার হেনরী আরভিনকে বলা হয়েছিলো—একশোটা ভালো ভালো বইয়ের তালিকা তৈরী করতে, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

"একশোটি বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করার আগে আমি দুটি বই অধ্যয়ন করে নিই। তার একটি হল—বাইবেল, অপরটি হল—শেক্সপীয়র।"

স্যার হেনরী ঠিক কথাই বলেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের উৎসস্বরূপ এই দুটি বিশাল সাহিত্যের ঝরনা থেকে সাহিত্য রস পান করো—দীর্ঘক্ষণ ধরে পান করো এবং প্রায়ই পান করো। তোমার সান্ধ্যকালীন সংবাদপত্র সরিয়ে রেখে বলো ঃ

"শেক্সপীয়র, এখানে আসুন! আর, আজ রাতে আমার সাথে কথা বলুন। রোমিও এবং তার জুলিয়েটের কথা............ম্যাকবেথ এবং তার উচ্চাশার কথা....... "

তুমি যদি এরকম করতে পারো, তাহলে তোমার পুরস্কার কি পাবে? তোমার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তোমার জ্ঞানভান্ডার বেড়ে যাবে, এবং তোমার সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যের প্রতি তোমার অনুরাগ এবং ভাষার কুশলতা বৃদ্ধি পাবে। ক্রমশ তুমি ধীরে ধীরে সেইসব উজ্জ্বল রাজকীয় চরিত্রের কথা চিন্তা করতে শুরু করবে। তারা তোমার সঙ্গী হয়ে যাবে। Goethe (গোথ) বলেছিলেন ঃ

"তুমি কি বই পড়ো? আমাকে বলো। তাহলে আমি বলে দেবো যে, তুমি কি ধরণের মানুষ।"

এখানে যে পড়ার বিষয় সম্পর্কে আমি আমার মতামত দিলাম, এর জন্য প্রয়োজন তোমার ইচ্ছাশক্তি। সময়কে খুব যত্ন করে সদ্ব্যবহার করার জন্য তোমার একটু চেষ্টা করলেই হবে। তুমি এমারসনের প্রবন্ধগুলি এবং শেক্সপীয়রের নাটকগুলি—পকেট বইয়ের আকারেও কিনতে পারো। প্রতেকটার দাম পড়বে পঁচিশ সেন্ট।

বাক্যসহকারে মার্ক টোয়েনের গুপ্তরহস্য

কেমন করে মার্ক টোয়েন তার আনন্দে পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তার সাহিত্য কর্মের প্রেরণাস্বরূপ?

তিনি যখন যুবক ছিলেন, সেই সময় মিসৌরী থেকে নেভাদা পর্যন্ত পুরো পথটা ভ্রমন করেছিলেন যন্ত্রণাদায়ক শকটে করে। এর গতি ছিলো অত্যন্ত ধীর। (একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি)। ওই গাড়িতে একসঙ্গে খাদ্য ও জল এবং যাত্রীগণকে বহন করতে হতো বেচারা ঘোড়াটিকেই। এই অতিরিক্ত পরিমান পরিশ্রম করতে গিয়ে ঘোড়াটা খুব কষ্ট বোধ করতো, ফলে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও বিপদ—এই দুইয়ের মাঝখানে প্রাণ হাতে করে যেতে হতো। গাড়ির মাথার ছাদের মধ্যে যাত্রীদের মালপত্র স্তুপাকারে রাখা হত। ওইরকম অবস্থাতেও মার্ক টোয়েন তার সঙ্গে ওয়েবস্টারের অভিধান সঙ্গে রাখতো। ঘোড়ার গাড়ি যখন পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে চলত, চলন্ত মরুভূমি অতিক্রম করে যেতো এবং দস্যু কবলিত স্থান দিয়ে চলে যেতো—সেই সময়ে তিনি অভিধান পড়তে পড়তে যেতেন। তিনি এইভাবে নিজেকে 'শব্দের জনক' হিসাবে তৈরী করতে চাইতেন। সাহস এবং স্বাভাবিক চেতনা ছিলো তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গাড়ি যত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই চলুক না কেন, তিনি সর্বদা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন।

Pitt (পিট) এবং Lord Chatham (লর্ড চ্যাটহাম), দুজনেই দিনে দুবার করে অভিধান পড়তেন। অভিধানের প্রত্যেকটা পাতা ও প্রত্যেকটা শব্দ তারা ভালোভাবে দেখে রাখতেন। ব্রাউনিং প্রতিদিন অত্যন্ত অনন্দের সঙ্গে অভিধান দেখতেন। আর, লিঙ্কন তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন ঃ

"যখন সন্ধ্যাবেলা, আকাশে গোধূলীর রঙ ছড়িয়ে পড়তো—তখন আমি অভিধান খুলে বসতাম।"

নিকোলাই এবং হে বলেছেন ঃ

"যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্য আলোটুকু না মুছতো—ততক্ষণ পর্যন্ত লিঙ্কন অভিধান পড়ে যেতেন।"

—এগুলো কোন ব্যতিক্রমী উদাহরণ নয়। প্রত্যেক লেখক এবং বক্তা—যারা উল্লেখযোগ্য হতে চান বা উল্লেখযোগ্য হয়েছেন, তারা এরকম হয়েছেন।

উড্রো উইলসন ইংরাজী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তার কিছু কিছু লেখার মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা লেখা আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বইগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। কেমন করে তিনি এই ভাষার শিল্পগুলো শিখেছিলেন সে বিষয়ে তার নিজের লেখাই একটা গল্প আছে। সেটা এইরকম ঃ-

"আমার বাবা কখনো তার পরিবারের কাউকে ভাষাগত বা কথার ভুল করতে দিতেননা। ভুল ব্যাপারটাকে তিনি একদম অনুমোদন করতেন না। বাচ্চারা যদি মুখ ফসকে

ভুল করে কখনো কোন অশুদ্ধ কথা বলে ফেলতো—তাহলে তিনি তক্ষুনি তা সংশোধন করে দিতেন। কোন অপরিচিত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করার সময় তিনি ততক্ষণাৎ সেগুলি বিশ্লেষণ করে দিতেন। তার উৎস—অর্থ সব ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের উৎসাহিত করা হতো, আমাদের প্রতিদিনের কথার মধ্যে ওইসব নতুন কথাগুলি ব্যবহার করতে, যাতে শব্দগুলো আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়।"

নিউইয়র্কের একজন বক্তা তার শক্তিশালী বাক্যের জন্য এবং তার ভাষার সৌন্দর্যের জন্য প্রশংসা পেতেন। সম্প্রতি একটা আলোচনার কোর্স চালাবার সময় তিনি যে শক্তিশালী ও আকর্ষনীয় বাক্য প্রয়োগের রহস্যটা কি—তা বলে দিয়েছেন। প্রত্যেকবার আলোচনা করার সময় তিনি নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতেন। আর এইসব শব্দগুলো তিনি প্রচুর বই পড়তেন এবং সেই বইগুলো থেকেই পেতেন। তিনি সেগুলো তার ডায়েরীতে নোট করে রাখতেন। তারপর তার স্মৃতিতে সেগুলো নোট করে গেঁথে নিতেন। রাত্রে শুতে যাবার ঠিক আগে তিনি অভিধান খুলে বসতেন এবং নতুন নতুন শব্দ শিখে তার জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি করতেন। তিনি যদি দিনের বেলায় তার ভাষণের উপাদান সংগ্রহ করে না রাখতেন, তাহলে তিনি Ferneld (ফার্নাল্ড)-এর বইয়ের দুটি পাতা করে প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ এবং প্রিপোজিসনের পাতা পড়তেন। তিনি সেই সাধারণ শব্দগুলোর পরিবর্তে অন্য নতুন প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে চাইতেন—সেই প্রতিশব্দগুলির যথার্থ অর্থ দেখে নিতেন। 'একদিনে একটা করে নতুন শব্দ শিখতেই হবে'—এটাই ছিলো তার লক্ষ্য। সেজন্য এক বছরের কোর্সে তিনি তিনশো পঁয়ষট্টি খানা নতুন শব্দ শিখে ফেলেছিলেন এবং সেই নিত্যনতুন শব্দগুলি তার ভাষণে ব্যবহার করার ফলে তার বাচনভঙ্গী হয়ে উঠতো আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

তিনি অবসর সময়ে এবং লিফ্‌টে বা বাসে যেতে যেতে ওইগুলি নিজের মনের মধ্যে আওড়াতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, একটা নতুন শব্দকে মনে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার জন্য সেটাকে তিনবার বাক্যে ব্যবহার করতে হবে।

তুমি যে বাক্যগুলি ব্যবহার করবে—তার পেছনে যেন পৃথিবীর রোমান্টিক গল্প থাকে।

অভিধান ব্যবহার কর কোন একটা শব্দের অর্থ দেখা বা মানে বোঝার জন্য নয়, ঐ শব্দটার কতরকম অর্থ হয়—তা দেখার জন্য। ওই কথাটির মূল উৎস কি—সেটা বন্ধনীর মধ্যে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। একমুহূর্তের জন্যও একথা তুমি মনে কোরনা যে, তুমি প্রতিদিন যে বাক্যগুলি ব্যবহার করো—সেগুলি একঘেয়ে বা এর মধ্যে কোন আকর্ষণ নেই। তাদের প্রত্যেকটা বর্ণেরই রঙ আছে; প্রত্যেকটা শব্দই রোমান্সের অনুভূতিতে তাজা হয়ে আছে।

তুমি উদাহরণ হিসাবে একথা বলতে পারোনা যে,—"টেলিফোন এল.....তাতে মুদির দোকানের মালিক বলছেন যে চিনির দাম এত...." আমরা অনেক বাক্য অপরের কাছ থেকে বা অন্য শহরের থেকে ধার না করেও সুন্দরভাবে নিজেরা ব্যবহার করতে পারি। টেলিফোন কথাটি তৈরী হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দ থেকে।

টেলি—দূর, ফোন—শব্দ। মুদিখানার মালিক অর্থাৎ 'গ্রসার'—এই শব্দটি এসেছে একটা পুরানো ফরাসী শব্দ থেকে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো, জিনিসপত্র বিক্রি করে অর্থের বিনিময়ে। আমরা চিনি (Sugar) শব্দটি পেয়েছি ফরাসী শব্দ থেকে। ফরাসীরা আবার এই কথাটি স্প্যানিশ শব্দ থেকে ধার করেছে। স্প্যানিশরা আবার এটাকে আরবী কথা থেকে গ্রহণ করেছে, আরবরা আবার এটা নিয়েছে পার্শী থেকে, পার্শী শব্দ 'শেকার' (Shaker) সংস্কৃত শব্দ কারকারা থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো মিষ্টি।

তুমি তোমার নিজস্ব কোম্পানীর জন্য কাজ করো। কোম্পানী শব্দটা এসেছে একটা প্রাচীন ফরাসী শব্দ Companion থেকে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো—Com-সঙ্গে, Pasis-রুটি। —অর্থাৎ তোমার বন্ধু হল সেই, যে তোমাকে রুটি দেবে। তোমার মাইনে অর্থাৎ Salary-এর আক্ষরিক অর্থ হলো Your salt mcney-অর্থাৎ তোমার নোনতা টাকা। রোমান সৈনিকরা নুন কেনার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পেয়ে থাকে। একদিন কয়েকজন লোক তাদের পুরো মাইনেটাকে Salarium বলে ফেলেছিলেন, আর সেভাবেই তাদের মুখের কথা থেকে স্যালারি কথাটা তৈরী হয়ে গেলো। তোমার হাতে তুমি যে বইটা ধরে আছো—তার (Book-এর) আক্ষরিক অর্থ হলো Beech (বিচ)। অ....নেক দিন আগে অ্যাংলো-স্যাকসন (Anglo Saxons) নামে একটা জাতি ছিলো। তাদের ভাষাটাকে Beechtrees (বিচট্রিস) বলে অভিহিত করেছিলো এবং সেই গাছের কাঠকে তারা বিচ উড (Beech Wood) বলতো। তোমার পকেটে যে ডলার (Dollar) রয়েছে তার অক্ষরিক অর্থ হলো Valley (উপত্যকা)। কেননা, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ডলারটি প্রথম মুদ্রাকারে বেরিয়েছিলো Sent. Joachin's Thaler-এর উপত্যকা থেকে।

January কথাটা এসেছে একজন লোকের নাম থেকে। তার নাম ছিলো Etruscan। উনি ছিলেন একজন কামার তিনি রোমে বাস করতেন। তিনি বিশেষ ধরনের তালা, চাবি এবং দরজার খিল তৈরী করতেন। তিনি যখন মারা গেলেন, সেখানকার লোকেরা তাকে দেবতা বলে মনে করতে লাগলো। দেবতার প্রতিমূর্তী হিসাবে এমনভাবে তার মুখটা আঁকা হয়েছিলো যে মনে হচ্ছিল তিনি যেন দুদিকেই দেখতে পাচ্ছেন। তাকে ধরা হতো এমনভাবে যে, তিনি যেন দরজা খোলা এবং বন্ধের ব্যাপারে যুক্ত। সুতরাং যে মাসটা বছরের শুরুতে এবং শেষে দাঁড়িয়ে আছে—সেই দুটো মাসের সঙ্গে তার নামটা যুক্ত করে দেওয়া হল। The month of Janus-এই শব্দটির থেকেই জানুয়ারী কথাটি এসেছে। এর অর্থ হলো

দ্বার-রক্ষক। আমরা ওই কামারের নামটাকে স্মরণীয় রাখবার জন্য, জানুয়ারী কথাটি ব্যবহার করে এসেছি। যীশুখৃষ্টের জন্মের একবছর আগে তিনি জন্মেছিলেন তার স্ত্রীর নাম ছিলো Jen (জেন্)।

সপ্তম মাস জুলাই Julius Caesar (জুলিয়াস সীজার) নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। আগস্ট মাসটা সম্রাট অগাস্টাসের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেইসময় আগস্ট মাস ছিলো ত্রিশ দিনে। কিন্তু, জুলিয়াসের নামের মাস যেখানে একত্রিশ দিনে, সেখানে অগাস্টাসের নামের মাস ত্রিশ দিনে থাকবে—এই ব্যাপারটা অগাস্টাস অনুমোদন করলেন না। সেইজন্য ফেব্রুয়ারী মাস থেকে একটা দিন কমিয়ে আগস্ট মাসে আরও একটা দিন যোগ করা হল। তোমাদের ঘরে তো ক্যালেন্ডার আছে। তোমরা তা প্রতিদিনই দেখো। আর এর মধ্য দিয়েই তোমরা ঐতিহাসিক সত্যটা বুঝতে পারবে। তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছো এসব ঐতিহাসিক কাহিনীর পেছনে যে ঘটনাগুলি লুকিয়ে আছে সেগুলি কতখানি সরস, তাজা ও রোমান্টিক!

তাহলে তুমি একটা বড় অভিধান দেখার চেষ্টা করো এবং শব্দগুলি কোথাথেকে এসেছে তা লক্ষ্য করো। এই শব্দগুলোর দিকে খুব বেশী করে মন দাও। (নিম্নলিখিত)

Boycot (বয়কট) Atlas (এ্যাটলাস) Cirial (সিরিয়াল)-প্রধান খাদ্য Colossal (কোলোজাল্) Concord (কনক্রড) Curfiew (কারফিউ)-আইনানুগ বিশেষ অবস্থা Education (এডুকেশন)-শিক্ষা Finance (ফিনান্স)-অর্থনৈতিক Lunatic (লুনটিক)-পাগল Panic (প্যানিক)-আতঙ্ক Palace (প্যালেস)-রাজপ্রাসাদ Pecuniary (পিকিউনারী) Sandwitch (স্যান্ডুইচ)-একধরনের খাবার Tantalize (ট্যান্টালাইজ্)

—এই শব্দগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকা কাহিনীগুলি খুঁজে বের করো। এর ফলে, তুমি এইসব শব্দগুলি পেলে, এগুলি তোমার কাছে আরও বেশী বর্ণময় ও আকর্ষণীয় মনে হবে। এইবার তুমি এই বাক্যগুলি ব্যবহার করো এবং তার সাথে এর অর্থগুলি যোগ করে দিয়ে দেখো—এগুলি তোমার কাছে কত আনন্দদায়ক লাগে।

একটা বাক্য-একশো চারবার করে লেখো

তুমি যেটা বলতে চাইছো—সেটা সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য ও প্রকাশ করার জন্য, তুমি যা বলতে চাইছো—সেই বিষয়ের ওপর তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা দরকার। এটা কিন্তু সর্বদা সহজসাধ্য নয়—এমনকি যারা অভিজ্ঞ লেখক তাদের পক্ষেও নয়। Fanny Hurst (ফ্যানি হার্স্ট) আমাকে বলেছিলেন যে, তার বাক্যগুলি তিনি পঞ্চাশ থেকে একশো বার করে তার খাতায় লিখে রাখতেন। তার ভাষণ দেওয়াব মাত্র অল্পকিছুদিন আগে, যে বাক্যগুলি তিনি বলবেন—সেগুলি একশো চারবার করে লিখে রাখতেন। Mable Herbert Urner (ম্যাবেল হার্বার্ট আর্নার) আমার কাছে বলেছিলেন—মাঝে মাঝে বিকেলবেলা তিনি সংবাদপত্রে পড়া কোন গল্পের থেকে দুটি শব্দ তুলে সারাটা বিকেল

কাটিয়ে দিতেন।

Governeur Morris বলেছিলেন রিচার্ড হার্ডিস সঠিক বাক্যটি খুঁজে বার করার জন্য কেমনভাবে পরিশ্রম করতেন।

'প্রত্যেকটা বাগধারার মধ্যেই যথেষ্ট শক্তি লুকিয়ে আছে। এই বাগধারাগুলি অনবরত চর্চা করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—সেটা তিনি এমনভাবে প্রকাশ করলেন যাতে সেটা টিকে থাকতে পারে। এই বাগধারা, প্যারাগ্রাফ, পাতার পর পাতা এমনকি পুরো গল্পটাই এই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিলো বারবার করে। তিনি একটা মূল নীতিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্যই এই কাজ করেছিলেন। তিনি যদি তার বক্তব্যটাকে খুব দ্রুতভাবে প্রকাশ করতে চাইতেন, তাহলে তিনি লম্বা ও একঘেয়ে একটা বক্তৃতা দিতেন। এর থেকে আমরা বিশদভাবে কিছুই বুঝতে পারতাম না আর শ্রোতারাও গোল গোল চোখে শুধু তাকিয়ে থাকতো। মনে করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যথা পেত। তাদের চোখের ওপর কি ওই বিষয়ের উপর ছবি ফুটে উঠতো? না ফুটতোনা। কাবণ, ওইধরনের বক্তৃতা শুনে হল থেকে বেরোবার সময় তারা যা কিছু শুনেছিলেন - তা, মাথা থেকে বর্জন করে দিতেন'।

আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ কথাগুলি খুঁজে বার করার সময়, ধৈর্য বা মেজাজ কোনটাই নেই। উপরোক্ত উদাহরণটা তোমাদের দিলাম কেন? ভাষণটা সফল করার জন্য অনুশীলন যে কততটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্য। এর ফলে ইংরাজী ভাষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ জন্মাবে. তাহলে ব্যবহারিক দিক থেকে একটা বক্তার পক্ষে এটা কখনো ঠিক হবেনা যে, সে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবে, আর আ...... আ....... করবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বা প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গিয়ে সে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করবে বা শ্রোতাদের ওপর নির্ভর করবে; - এটাও তো কাম্য নয়। তাকে ভাষণের আগে ভাষাটাকে ভালোভাবে ধাতস্থ করে নিতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদেরই এটা করা উচিত। কিন্তু তারা কি তা করে? তারা মোটেই তার দিকে তাকায়না।

মিল্টন তার ভাষণ বা যে কোন লেখালেখির কাজকে আট হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা ছিলো পনেরো হাজার আর একটা আদর্শ অভিধানে পনেরো হাজারের একটু বেশী শব্দ থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ যখন কথা বলি-তার পরিমান থাকে দুই হাজার। আমাদের সে কথাগুলোর মধ্যে সর্বদা থাকে-ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। সাধারণ লোকেরা হচ্ছে মানসিক দিক থেকে অত্যধিক অলস, নয়তো তারা চাকরী বা ব্যবসা এই সব নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে এইসব বিষয় নিয়ে তারা সচেতন হতে পারেনা। তার ফলে কি হয়? দাঁড়াও তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই।

আমি একবার কলোরাডোর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন খাদের ধারে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম-

সে দিনগুলির কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা। সেইসময় এক বিকেলবেলা আমি শুনলাম একজন মহিলা, তার পোষা চীনা কুকুরটিকে ডাকবার জন্য যে বিশেষণটা ব্যবহার করেছিলেন - সেই বিশেষণটাই আমি বিখ্যাত ব্যক্তির কাব্যে পড়েছিলাম। সেই লেখক গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন গিরিখাতের সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য ওই বিশেষণটা ব্যবহার করেছিলেন - সেটা ছিলো খুবই 'সুন্দর' অথচ আমি ওই মহিলাকে ওই বিশেষণটি প্রয়োগ করে তার কুকুরটিকে ডাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

তাহলে, কুকুরটিকে তার কি বলা উচিত ছিলো? এখানে Roget (রোগেট) সুন্দর কথার বিশেষত্ব হিসাবে কতগুলি বিশেষণের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন নীচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হ'ল। এটা পড়ে তুমি নিজেই ঠিক করো যে মহিলাটির কুকুরটিকে কি বিশেষণে ডাকা উচিত ছিলো।

বিশেষণ গুলির তালিকা ঃ —

Beautiful (সুন্দর) Beautieous (সুন্দর কিছু) Handsome (খুব সুন্দর) Pretty (সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত) Lovely („) Greaceful („) Elegant („) Exquisite („) Delicate („) Dainty („) Comely („) Fair (পরিষ্কার) Goodly (ভালো) Bonny (সুন্দর) Good-looking (সুন্দর দেখতে) Well-favored (সুন্দর বোঝাতে ব্যবহৃত) Well-formed (সুন্দর) Well proportioned (সুন্দর) Shapely (সুন্দর) Symmetrical (সুন্দর) Harmonious। („)

উজ্জ্বলতা বা Bright ও সৌন্দর্যের বিশেষণ ঃ —

Bright (ব্রাইট) Brigh-eyed (ব্রাইট আইড) Rosy - checked (রজি চিকড্) Rosy - (রজি) Ruddy (রুডি) Blooming (ব্লুমিং) In full bloom (ইন ফুল ব্লুম) Trim (ট্রিম) Tidy (টিডি) Neat (নিট) Trig (ট্রিগ) Spruce (স্প্রস) Smart (স্মার্ট) Junty (জুনটি) Dapper (ড্যাপার) Brilliant (ব্রিলিয়ান্ট) Shining (শাইনিং) Sparkling (স্পারকলিং) Radiant (রেডিয়ান্ট) Splendid (স্প্রনডিড) Resplend-ent (রেসপ্লেনডেন্ট) Dazzling (ড্যাজ্লিং) Glowing (গ্লোয়িং) Gloosy (গ্লুসি) Sleek (স্লিক) Rich (রিচ - ধনী অর্থে হলেও ভালো) Gorgous (গর্জাস) Supper (সুপার, এখানে দারুণ) Magnificent (ম্যাগনিফিসেন্ট) Grand (গ্রান্ড) Fine (ফাইন - খুব সুন্দর) Artistic, Aesthetic Pictureque Pictorial Enchating Attractive (এ্যাট্রাকটিভ, আকর্ষণীয়) Becoming Ornamentel Perfect (পারফেক্ট) - এখানে ভালো অর্থে নিখুঁত) Unspotted Spot less Immaculate Underformed Undefaced Passable Presentable (প্রেজেন্টেবল) Tolerable (টলারেবল) Not amis (নট এমস্)

ওপরে যে প্রতিশব্দগুলি দেওয়া হল সেগুলি রোগেটের 'Treasary of Words' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বইটা ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে কতখানি সাহায্য করবে - সেটা আমি তোমাকে এখন বলবোনা। এটা সবসময় আমার কনুইয়ের নীচে থাকে। আমি যত ঘন ঘন অভিধান ব্যবহার করি, ঠিক এই শব্দ ভাণ্ডারের বইটি লেখার জন্য রোগেট কে কতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছিলো?

রোগেটের অতোদিনের পরিশ্রমের ফসল এখন তোমার পাশে, তোমার ডেস্কের উপরেই বসে আছে। এটা সারাজীবন ধরে তোমাকে সাহায্য করে যাবে। এই বইটি কিনতে আমার বেশী খরচ পড়েনি এটা এমন বই নয় যে, লাইব্রেরীর তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে। এটা একটা যন্ত্রের মতো, যন্ত্রকে যেমন সারাদিন ব্যবহার করলে সেটা চালু থাকে - এটাও ঠিক তেমনি। যখন তুমি লিখবে তখন একরকম কথা না লিখে বিভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহার করো। এতে তোমার ভাষাটাও মার্জিত ও সুন্দর হবে। কাউকে দিয়ে তোমার চিঠি লেখানোর সময়, এই বইটা ব্যবহার করো। কোন কমিটির রিপোর্ট লেখার সময়ও এটা ব্যবহার করো। এই বইটি প্রতিদিন ব্যবহার করো এটা তোমার শব্দ ভাণ্ডারের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে।

অ-প্রচলিত বাগধারা গুলি বর্জন করো -

ভাষণ দেওয়ার সময় তুমি শুধু সেটা সঠিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে তা নয়, নিজেকে সর্বদা তাজা ও খাঁটি রাখার জন্য চেষ্টা করো। তোমার কি একথা বলার মতো সাহস আছে যে — তুমি যা কিছু দেখছো তা 'ভগবানের জিনিস' বলে তুমি মেনে নিতে পারো? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বন্যা হয়ে যাবার অল্প কিছুদিন পরে একজন সৃষ্টিশীলের মন থেকে এই বাগধারাটার সৃষ্টি হয়েছিলো।

'Cool as a cucumber.......... (শশার মত ঠাণ্ডা) - সেইসময় এটা অসাধারণ ভালো ছিল। কারণ এই বাগধারাটা নতুন ছিলো বলে অসাধারণ সতেজ ছিলো। এই বাগধারাটা প্রচলিত হওয়ার অনেক পরেও, ডিনারের টেবিলে এই কথাটা ব্যবহৃত হত। কিন্তু যিনি এই বাগধারাটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে একসময় গর্ববোধ করতেন - তিনি কি এখন ওই অ-প্রচলিত (বর্তমানে) বাগধারাটির জন্য লজ্জাবোধ করবেন, না নিজেকে অপরাধী মনে করবেন?

এখানে শীতলতাকে বোঝানোর জন্য ওই ধরণের, বারোটি তুলনামূলকবাগধারা দেওয়া হল। এগুলি কি তার মতো কার্যকরী হবেনা, সেখানে ঠাণ্ডাকে শশার সাথে তুলনা করা হয়েছে? এগুলি নিশ্চই আরও বেশী সতেজ ও গ্রহণযোগ্য হবে! তুমি কি বলো?

Cold as a frog ....

Cold as a hot-water bag in the morning.

Cold as a ramrod.

Cold as a tomb.

Cold as Green land's icy mountains.

Cold as clay - colcridge

Cold as a turtle - Richard Cuamberland.

Cold as the drifting smow - Allan Cunningan

Cold as salt - James Huneker

Cold as an earthworm - Maurice Materlinck.

Cold as dawn

Cold as rain in autumn.

ভাবার্থঃ ব্যাঙের মতো ঠাণ্ডা সকালবেলার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া গরম জলের ব্যাগের মতো ঠাণ্ডা র‍্যামরডের মতো ঠাণ্ডা। গ্রীনল্যাণ্ডের (পাহাড়ের) বরফের মতো ঠাণ্ডা। কাদার মতো ঠাণ্ডা। কোলরিজ কচ্ছপের মতো ঠাণ্ডা। রিচার্ড বরফের মতো ঠাণ্ডা। এ্যালান নুনের মতো ঠাণ্ডা। জেমস্ হাঙ্কার কেঁচোর মত ঠাণ্ডা ভোরবেলার মতো ঠাণ্ডা শরৎএর বৃষ্টির মতো ঠাণ্ডা

এগুলোর প্রভাব যখন তোমার উপর পড়ে - তখন ঠাণ্ডার প্রতিশব্দ, তুমি কোনটা ব্যবহার করবে সেটা তুমি নিজে ঠিক করো। এই বাগধারাগুলি না করে তোমর নিজস্ব কথা ব্যবহার করার মতো সাহস কি তোমার আছে? থাকলে নীচে এইভাবে লেখ

Cold as ....

Cold as.............

Cold as ....

Cold as............

Cold as ....

আমি একবার ক্যাথলিন ন্যারিসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন পদ্ধতি ব্যবহারে এ সম্বন্ধে (ভাষা) উন্নতি করা যায়। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ

"ধ্রূপদী সাহিত্য বারবার পড়তে হবে এবং সেটা সমালোচনা করে নতুন নতুন বাগধারা ব্যবহার করে জ্ঞানের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বাড়াতে হবে।

একজন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি প্রকাশনার জন্য একবার যে গল্পের বই প্রকাশ করার জন্য পেয়েছিলেন, সেই বইটির দু-তিনটি গল্পের মধ্যে ভারী চমৎকার প্রকাশভঙ্গী ছিলো। কিন্তু ওই প্রকাশভঙ্গী গুলির মধ্যে কোন নিজস্বতা

ছিলোনা। তাই তিনি বইটা পড়ে, এতটুকুও সময় নষ্ট করেননি। ওই নকল জিনিসগুলি না পড়ে, যার বই তাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "যার কোন নিজস্বতা নেই - যে অপরের নকল করে, তার বই প্রকাশ করলে অন্যেরা কি শিখবে?"

সারাংশ ঃ —

১। জনতার সঙ্গে চাররকম উপায়ে আমাদের সংযোগ হয়ে থাকে। চারটি বস্তু দ্বারা আমাদের মূল্য পরিমাপ হয়ে থাকে এবং আমাদের শ্রেণীবিন্যাস হয়ে থাকে।

(ক) আমরা কি করি তার দ্বারা,

(খ) আমরা দেখতে কেমন, তার দ্বারা

(গ) আমরা কি বলি তার দ্বারা

(ঘ) আমরা কিভাবে কথা বলে থাকি, তার দ্বারা।

আমরা প্রায়ই যেরকম ভাষায় কথা বলে থাকি - তার দ্বারা আমাদের বিচার করা হয়ে থাকে। Charles W. Eliot (চোর্লস ডব্লিউ এলিয়ট) হার্ভার্ট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হবার কিছুদিন পরেই ঘোষণা করেছিলেন.......ঃ

"প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক মহিলার শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে অবশ্যই সঠিক এবং পরিশুদ্ধভাবে মাতৃভাষা - লিখতে, পড়তে ও বলতে শিখতে হবে।

২। তুমি তোমার যে নিজস্ব কোম্পানী চালাবে, সেখানে তোমার অভিধানের ব্যবহারটা খুব কর্যকরী হবে। সুতরাং লিঙ্কনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তুমি নিজেই, নিজের সাহিত্যের শিক্ষক হয়ে ওঠো। লিঙ্কনের মতো তুমিও তোমাব সারা সন্ধ্যাবেলাটা শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য মহান কবির লেখা পড়ে কাটাও। এটা তুমি শুধু পড়ার জন্য নয় - সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে করো। এতে তোমার মন সমৃদ্ধ হবে। এবং তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আসা এমন একটা উজ্জ্বল প্রভা বিকিরণ করবে - যেটা তোমার সাহচর্যে আসা বন্ধুরাও অনুভব করতে পারবে

৩। Thomas Jefferson (থমাস জেফারসন) বলেছিলেন ঃ

"আমি খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তার বদলে Tacitus এবং Thucydides, Newtorn ও Euclid পড়ি। এতে আমি নিজেকে আরও বেশী সুখী মনে করি এবং খবরের কাগজ পড়ার থেকে বেশী আনন্দ উপভোগ করি।" — কেন তার উদাহরণ অনুসরণ করোনা? তোমাকে আমি সম্পূর্ণরূপে খবরের কাগজ ছেড়ে দিতে বলছি না। তুমি অর্ধেক সময় খবরের কাগজে মন দাও। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে - ভালো ভালো বই পড়ে, তুমি বেশীর ভাগ সময় কাটাও। ওই মোটা বইটার কুড়ি থেকে ত্রিশ পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তোমার পকেটে

রেখে দাও। দিনের বেলা - যখন তোমার কিছু ভালো লাগবেনা - তখন তুমি এই পাতাগুলো পড়ো।

৪। তোমার পাশে সর্বদা অভিধান রাখো এবং পড়ো যেই শব্দ গুলোর সঙ্গে তুমি পরিচিত নও - সেগুলো খুঁজে বার করো। সেই অপরিচিত শব্দগুলিকে তুমি বাক্যে ব্যবহার করো এবং এটা বারংবার করো; যাতে তোমার নতুন নতুন বাক্যগুলি স্মরণে থাকে।

৫। যেই বাক্যটা তুমি ব্যবহার করছো তার মূল উৎস সর্ম্পকে তুমি অধ্যয়ন করো। তাদের ইতিহাস মোটেই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। সুতরাং সেগুলো শুষ্ক শব্দ নয় এবং নীরসও নয়। বেশীর ভাগ শব্দের পেছনেই একটা রোমাঞ্চের কাহিনী জড়িত আছে। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

Salary (বেতন) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নোন্‌তা টাকা। রোমান সৈন্যরা যে বেতন পেতেন নুন কেনার জন্য, সেই টাকাটার কথা বলতে গিয়ে একজন তাদের ভাষায় একটা কথা উচ্চারিত করেন। সেই কথাটার অপভ্রংশ হয়ে প্রথমে Salt Money এবং ক্রমে ক্রমে Salary কথাটির সৃষ্টি হয়েছিলো।

৬। অ-প্রচলিত বাক্যগুলিকে বর্জন করো। তোমার কথার সঠিক অর্থ, যাতে শ্রোতাদের বোধগম্য হয়, তার জন্য চেষ্টা করো। Roget's Treasury of Words' তোমার ডেস্কের ওপর সর্বদা রাখো। এটা দিনের মধ্যে অনেকবার করে পড়ো। তোমার চোখে যাকে সুন্দর বলে মনে হয় - তার বিশেষণ প্রয়োগ করতে গিয়ে 'Beautiful' অর্থাৎ 'সুন্দর' কথাটি সর্বত্র প্রয়োগ করেনা। তুমি সুন্দর শব্দের অর্থটা আরও সুন্দর করতে পারো, ওই 'সুন্দর' শব্দের আরও অন্যান্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। যেমন -

Elegant, Exquisite, Hardsome, Deirty Shapely, Jaunty, Radient, Dapper, Dazzling, gorgeous, Super, magnificent picture-sque ইত্যাদি

৭। আগেকার দিনের জীর্ন হয়ে যাওয়া তুলনা ব্যবহার কোরনা। যেমন Cool as a cucumber. টাটকা, সতেজ, নতুন উদাহরণ ব্যবহার করো। তোমার নিজস্ব উদাহরণও ব্যবহার করতে পারো। সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট সাহসী হও।

পরিশিষ্টঃ - এই বইয়ের প্রথম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় অবধি পড়ার পর, আমি আশা করছি যে - তোমরা নিশ্চই আলোচনা এবং ভাষণের বিষয়ে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পেরেছো এবং সঠিক স্থানে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য অনুশীলনী করতে শুরু করে দিয়েছো।

তোমাদের সুবিধার্থে নীচে তিনটি গদ্যের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল। পড়ে দেখো যে, এটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে এবং সঠিক প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে, শ্রোতাদের কাছে

বিশ্বায়নের পটভূমি

বিশ্বায়নের পটভূ

ভূমিকা

'বিশ্বায়ন' কথাটা এখন খুব শোনা যাচ্ছে। কেউ আর এখন—আবদ্ধ থাকতে চাইছে না ছোট্ট দেশের গণ্ডীর মধ্যে। টেলিকমিউনিকেশনে অভাবনীয় উন্নতির ফলে আজ সারা পৃথিবী এসে গেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। এখন আমরা যে কোন সুপার টেলিফোনে মুখ রেখে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসে থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। ইন্টার মিডিয়েট কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব, কথোপকথন, এমন কি ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে তার ছবিটিও অনায়াসে এক মুহূর্তে ফুটে উঠবে আমাদের চোখের পর্দায়—এমন ভাবে বিজ্ঞান তার বিচিত্র সুন্দর গবেষণার সাহায্যে পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী করে দিয়েছে।

তাই বোধ হয় স্বপ্ন সফল হতে চলেছে সেই সব দার্শনিক এবং প্রবন্ধকারদের যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বায়নের কথা ভেবে আসছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন দেশে সংগঠিত রাজনৈতিক দাঙ্গা কিংবা জাতিগত বিদ্বেষ আসলে মানুষেরই সৃষ্টি। আমরা সকলেই যে একই সভ্যতার ধারক এবং বাহক সেই কথাটা অনুধাবন করার সময় বোধ হয় উপস্থিত। অন্ততঃ তার পটভূমি রচনার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

এতদিন পর্যন্ত উন্নত এবং উন্নতশীল দেশ উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ, প্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বের দেশের মধ্যে ছিল একটি অসুস্থ প্রতিযোগীতা। বর্তমানে তার বারণ এবং নিষেধ বুঝি হয়েছে অন্তর্হিত। আর আমরা উপরে মানবসভ্যতার লক্ষ্যটির দিকে পা রাখতে চলেছি যেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি কোন ন হতে পারবে না — আমরা সকলে সম্মিলিত ভাবে আমাদের সভ্যতাকে পৌঁছে দেবো।

এই পটভূমিতেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এখানে প্রবন্ধ দেখিয়েছেন যে কিভাবে মানুষের কথা ও কল্পনা উপরে উপরে প্রাণ সুন্দর আঙ্গিকে এবং অচিরেই তা পরিণত হবে বৃহত্তর আন্দোলনে। প্রান্তে মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা, সেই স্বপ্নের ঘুম ভাঙছে আ আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আকাশটাকে ডাক দিয়ে বলছে উদ্ধার হতে, ভোরের রোদ্দুর তার কানে কানে এসে শোনাচ্ছে তার বাণী। তাই সে আজ বিশ্বায়নের পথে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চায় একবিংশ শতাব্দীতে অনেকে এখন থেকে বিশ্বের বিশ্বায়ন শতাব্দী নামে ডা করেছে। একশো বছর ধরে আমরা সেই আরাধ্য কাজটিকেই সম্পূর্ণ করার চে যে সারা পৃথিবী আমাদের মা। তাই আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, জল—সবে সমান অধিকার। তাই সেই বাতাবরণ সৃষ্টির শুভ মুহূর্তটিতে আমাদের হবে কার্নেগীর রচনা সৃষ্ট এই গ্রন্থখানি।

শুভ জন্মাষ্টমী

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বায়নের পটভূমি

One World

এল অ্যালামীন

(EL ALAMEIN)

ছাব্বিশে আগষ্ট। একটি চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট কনসোলিডেটিভ বম্বারে উঠে বসেছিলাম। নিউইয়র্কের মিচেল ফীল্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। একটা কথা বলে রাখি যে, এই কনসোলিডেটিভ বম্বারটিকে পরিবহনের বিমানে পরিণত করা হয়েছিল। 'ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি' অফিসাররা এটা পরিচালনা করতো। মিচেল ফীল্ড থেকে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, পৃথিবী সেখানে ঘনীভূত হয়ে ওঠা যুদ্ধে, সম্মুখ লড়াইয়ে এবং এই লড়াইয়ে নেতৃবর্গের এবং সাধারণের জন্য কিছু করতে পারি কিনা।

অক্টোবর মাসের চোদ্দ তারিখ। ইতিমধ্যে কেটে গেল ঠিক উনপঞ্চাশ দিন। ঐ দিন সিনেসোটীর মিনী পোলিসে আমরা এসে পৌঁছলাম, এই স্থানে আসার জন্য আমাকে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হয়েছিল। তবে সেটা উত্তর অক্ষাংশে নয়। সেখানকার পরিধি রেখাটি ছোট। তবে যে পথ নিরক্ষরেখাকে দুবার অতিক্রম করেছে সেই পথে পাক খেয়েছিলাম।

প্রায় ৩,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছিলাম ভেবে এখনও আমি অবাক হয়ে যাই। এই দুরত্বটি আমার ভ্রমনের মূল বিস্ময় ছিল না ছিল অন্য জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আমি যদি কখনও ভাবতাম, পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে বা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তাহলে এই ভ্রমণ আমার কাছে কোন নতুনত্ব ছিল না।

সবচেয়ে অভিনব ব্যাপার হলো যে এই ভ্রমণের তাগিদে আমি আকাশে মোট ১৬০ ঘন্টা উড়েছিলাম। সাধারণতঃ আমরা কোন কাজের জন্য আকাশে আট দশ ঘন্টা থাকি। তার মানে স্থলে নেমে আকাশের কাজকর্ম করার জন্য উনপঞ্চাশ দিন ধার্য ছিল। বাকি তিরিশ দিনের মতো আমার হাতে ছিল। একজন আমেরিকার ব্যবসায়ীর পক্ষে বেশী কঠিন ছিল না, এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভ্রমণ করে ব্যবসা চালাবার জন্য

আমেরিকার কোন ব্যবসায়ী একটা দিন ব্যয় করতে পারে। বস্তুতঃ পৃথিবী ব্যাপী এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো খুব সহজ। একবার একটা মধ্য সাইবেরিয়ার প্রজাতান্ত্রিক দেশের প্রেসিডেন্টকে কথা দিয়েছিলাম যে তার সঙ্গে, শিকারের সঙ্গী হবো এবং কয়েকটি সপ্তাহ পরে তার কাছে আবার ফিরে আসবো। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবো এটাই ছিল আমার আশা।

আমি এই ভ্রমণের মাধ্যমে বুঝেছি পৃথিবীতে দূর বলে কোন জায়গা নেই। অত্যন্ত সহজে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষ কাছাকাছি আসতে পারে। দ্রুতগামী রেলের সাহায্যে সুদূর প্রাচ্যে বাস করে এমন লোক লসএঞ্জেলেসের জনসাধারণের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতে যা তাদের ভাবনার ব্যাপার তা আমাদেরও ভাবতে বাধ্য করে। এই দায় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না। ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষের সমস্যার সঙ্গে নিউইয়র্কের মানুষের সমস্যা সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোন ভেদ নেই।

আগষ্টের শেষের দিকে কায়রো যাবার পথে আমরা দুঃসংবাদগুলি পেলাম। নাইজেরিয়ার মাত্র কয়েক মাইল যেতে জেনারেল রোমেলের কদিন সময় লাগবে এটা আমরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝলাম, রোমেলের অগ্রগামী স্কাউটরাএবং আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে এই কয়েক মাইল পড়েছিল। খারটোয়াম-এ (Khertoum) আমরা এর মধ্যে চলে এলাম। সেই ভাবনা-চিন্তা সম্ভব নয় বলে প্রতিপন্ন হল। কায়েমে দেখলাম কিছু ইউরোপবাসী দক্ষিণ থেকে উত্তর পূর্বদিকে উড়ে যাবে বলে তৈরী হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের সাবধান বাণীটি আমার স্মরণে এলো কিনা ওয়াশিংটন ত্যাগ করার ঠিক পূর্বক্ষণে তিনি আমাকে তার সতর্কবাণীতে আমাকে বলেছিলেন যে কায়রো পৌঁছবার আগে আমি নাকি জার্মানদের কবলে পড়তে পারি, এমন গোছের কথা। আমরা নাজি 'প্যারাচুটিস্ট' এর কথা শুনেছিলাম, শেষ প্রতিরোধটিকেও ভেঙে দেবার জন্য ফামের নীল নদের উপত্যাকায় নামানো হতো। গভীর ভাবে বিশ্বাস করা হতো যে—ব্রিটিশ এইটথ আর্মি' এড সঙ্গে ইজিপ্ট ছেড়ে চলে যাবার এবং প্যালেস্টাইনে আর দক্ষিণে সুমান এবং কেনিয়ায় জায়গা নেবে।

এই রিপোর্টটিকে আমি আসলে পরীক্ষা করতে চাইলাম। তাছাড়া কায়রো এমন একটা নোংরা স্থান যেখান থেকে কোন কিছু পরীক্ষা করা ভীষণ দুষ্কর। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশী আশাবাদী ছিলেন না ইজিপ্টে ইউনাইটেড স্টেটস মিনিষ্টার আলেকজাণ্ডার কার্ক। কিন্তু আমি তার সঙ্গে অনেক সময় ধরে আলোচনা করেছিলাম, ফলে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তিনি চারধারের ঘটনা ঘটার সত্যিকারের ব্যাপক জ্ঞানটাকে একটা অবক্ষয়ী হতাশার নৈরাশ্যবাদ

মুখোস হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন। সেই অবক্ষয় ভাবটাকে কাটানোর জন্য তিনি নিপুণতার সঙ্গেচেষ্টা করছেন। অন্যান্য ভালো তথ্য সংগ্রহের জন্য কায়রোতে ব্যক্তিও ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নাহসপাশা তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি বেরসিক নন। তাকে আমি ইউনাইটেড স্টেটসে আসতে বলেছিলাম। তিনি যদি এখানে অফিস চালান তাহলে একজন দুর্দান্ত প্রার্থী তৈরী করতে পারেন নিঃসন্দেহে।

কিন্তু রাষ্ট্রগুলি ছিল রটনাপূর্ণ এবং সাবধানী। সর্বদা রাস্তাগুলি অফিসার ও সৈন্যদের চলাচলের জন্য ব্যস্ত ছিল আমেরিকার সাংবাদিকদের জন্য কায়রোতে মজবুত সেন্সরশিপের ব্যবস্থা ছিল, ব্রিটিশ সাংবাদিকদের হালও ছিল একই রকম। সেফারান হোটেলে বসে মাত্র একশো মাইল দূরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে সব কিছু তথ্য আট ঘন্টার মধ্যে পেতে পারেন।

তাই আমি নিজের চোখে সমরাঙ্গন এল মেঘার ইলোর জেনারেল স্যার বাসাও এল মন্টগমারীর আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। সমরাঙ্গনের দিকে রওনা হলাম। গাড়ি নিয়ে কায়রো থেকে মরুপথ ধরে বেরিয়ে পড়লাম সঙ্গে মাইক কাউলস এবং তখনকার ইজিপ্টে ইউনাইটেড স্টেটস-এ সৈন্যদের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল রাসেল এল ম্যাক্স ওয়েল। একটি খাকি শার্ট ও ট্রাউজার কিনেছিলাম ফ্রান্সের একটি দোকান থেকে কিন্তু দুটোই আমার গায়ে খুব ছোট ছিল। এই সময় ঐদুটো কাজে লাগলো। একটি সাধারণ গোছের বিছানা ধার করলাম যা মরুপথে যে কেউ বইতে পারতো।

জেনারেল মন্টগমারীর সঙ্গে আমি মিলিত হলাম তার প্রধান অফিসে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বালির স্তূপগুলির মধ্যে তার অফিসটি ছিল। আসলে সমুদ্রতীরের অত্যন্ত কাছে ছিল। তাই পরের দিন সকালে সমুদ্রের মনোরম নীল জলে জেনারেল আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে স্নান করলাম। আমেরিকার চারটি অটোমোবাইল ট্রেলার কিছুটা দূরে ঐ অফিসটিতে রাখা ছিল। সেগুলি বালির স্তূপে রাখার মূল কারণ ছিল গোপন করা। এগুলির একটিতে জেনারেল তার যুদ্ধের ছক ও মানচিত্র রেখেছিলেন। রাত্রে ঘুমানোর জন্য তিনি আমাকে একটি কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার সহকারীরা অন্য একটিতে ছিলেন। জেনারেল যখন সমরাঙ্গনে যেতেন না তখন তিনি চতুর্থ কোয়ার্টারে থাকতেন।

জেনারেলের সহ্যশক্তি, আবেগপূর্ণ পাণ্ডিত্য ও তার অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব আমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এটা প্রায় ছিল না। কিন্তু কারোর প্রতি তার উন্মত্ত আসক্তির মত তার চরিত্রের আর কোন গুণই বিশেষভাবে ছিল না। সাধারণত, তিনি তার লোকেদের সঙ্গে সমরাঙ্গনেই কাটাতেন। কায়রোতে প্রায়

কখনোই থাকেন নি। তাই জেনারেল ম্যাক্সওয়েলকে চেনেন না জেনে আমি অবাক হলাম। যিনি নাকি কয়েক সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সৈন্যদলের দায়িত্বে রয়েছেন। গাড়ী করে যখন আমি তার কাজের জায়গায় গেলাম তখন তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে জানতে চাইলেন, ঐ অফিসারটি কে? "জেনারেল ম্যাক্সওয়েল" আমি উত্তর দিলাম। তবুও তিনি বললেন, "জেনারেল ম্যাক্সওয়েল আবার কে?" আমি জেনারেল ম্যাক্সওয়েলের পরিচয় পর্ব সবে শেষ করেছি এমন সময় জেনারেল ম্যাক্সওয়েল স্বয়ং সামনে এলেন, আমি তখন ওদের দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

গাড়ী থেকে সবেমাত্র নীচে পা রেখেছি তখন থেকে জেনারেল মন্টগমারী একটি যুদ্ধের বিবরণ বিশদভাবে বলা শুরু করলেন যেটি এখন শেষের দিকে। আর এই যুদ্ধে বেশ কিছুদিন পর এই প্রথম রোমেলকে থামিয়েছিল। কায়রো এই যুদ্ধের আসল খবর জানে না। কিংবা খবরের কাগজের লোকেরাও জানে না। জেনারেল অতি সূক্ষ্মভাবে সেই যুদ্ধের বর্ণনা দিলেন। আসলে তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে কি ঘটেছে বা তার সহকারীরা কতদূর কি করতে পেরেছে সেটা জেনেও কেন তিনি এটিকে বিরাট জয় বলে মনে করেন। এটি একটি বৃহৎ আকারের পরীক্ষা ছিল। ব্রিটিশরা পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক দিনের মধ্যে রোমেল কায়রোয় ফিরে আসলেন।

মরুযুদ্ধের ছলাকলা আমি এই প্রথম শিখলাম। বন্দুক এবং বারুদ ছিল সেখানকার প্রধান শক্তি, দূরত্ব কোন ব্যাপার ছিল না। জেনারেল কেন বারবার একই কথা বলছেন "ইজিপ্ট রক্ষা পেয়েছে" এটা প্রথমে আমার বোধগম্য হয় নি। শত্রুরা ইজিপ্ট থেকেও লড়ে ছিল এবং প্রত্যাবর্তন করেনি। জেনারেল মন্টাগমীর যে ট্রেলারটিকে তার মানচিত্র ঘর বানিয়ে ছিলেন, সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বমুহূর্ত্ত পর্যন্ত মরুযুদ্ধ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানলাম। উৎফুল্ল মনে মন্টগমারী অনেক কিছু বলে ফেললেন। আমেরিকার তৈরী করা জেনারেল সারমান ট্যাঙ্কগুলির কথা তার কাছ থেকে জানতে পারলাম। সেই ট্যাঙ্কগুলি আলেকজান্দ্রিয়া আর পেস্টকেড বন্দরে এসে ভিড়েছে অনেক ১০৫ মিলিমিটার সেল্ফ এলেমও ট্যাঙ্ক বিরোধী কামানগুলির কথা তিনি গর্বের সঙ্গে জানালেন। এগুলি আমেরিকার তৈরী ট্যাঙ্ককেও যে থামানো যায় না তা প্রমাণ করতে শুরু করে দিয়েছে ঐ বিশেষ কামানগুলি।

তার বিশ্বাস ছিল কেন্দ্রীয় মতামতের ওপর। তিনি জানতেন যে মরু সমরাঙ্গনে ব্রিটিশদের প্রারম্ভিক পিছু হাঁটার মূল কারণ ছিল। তা হল বিমানশক্তি

ও ট্যাঙ্কগুলির গোলন্দাজ বাহিনীর অবাধ মিশ্রণ। জেনারেল মন্টগমারীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে তার প্রধান অফিসে বিমান বাহিনীর অফিসার তার সঙ্গে থাকতেন। শেষ পর্যায়ে রোমেলকে অধিকারের অন্যতম কারণ ছিল বিমানগুলির গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্কগুলির সম্পূর্ণ শক্তি। এছাড়া আরো জানতে পারলাম যে জার্মানরা একসঙ্গে ১৪০ টি বিমান হারিয়ে ছিল। এর মধ্যে উচ্চগুণ সম্পন্ন ট্যাঙ্ক ছিল অর্ধেক। যেখানে ব্রিটিশ ৩৭টি টি ট্যাঙ্ক হারিয়ে ছিল। এমন কি তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জানালেন যে আকাশে যেমন তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন মাটিতেও তেমনি তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমরা জেনারেল মন্টাগমারীর তাঁবুতে বসে তার ওপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গে আহারে বসলাম। তারা ছিলেন স্যার হ্যারল্ড আর এল জি আলেকজাণ্ডার যিনি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত ব্রিটিশবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। আর জেনারেল ম্যাকভয়েল মেজর জেনারেল লুইস এইচ ব্রেরিটন ছিলেন। মধ্য প্রাচ্যের আমেরিকার বিমানবাহিনীতে কমাণ্ডার ছিলেন শেষের ব্যাক্তিটি। আর ছিলেন তার ব্রিটিশ সঙ্গী এয়ার মার্শাল স্যার আর্থার টেডার। ইনি ছিলেন যেমন কৌতূহলপূর্ণ আকর্ষনীয় তের্মান চমৎকার সৈনিক। সুরেলা ও শান্ত ছিল তার কথার ধরন। মরুভূমিতে তিনি প্রতিটি চুক্তিতে নিজের সঙ্গে জলরঙ রাখতেন। কায়রোতে তাকে আমি দেখি এবং আলাপও হয়ে ছিল। তাকে একজন উড়ানবীর ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে আমার মনে হয়েছিল।

সামরিক অভিযানের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রেবিটন ও টেডার, সেইরাত্রে আলোচনা করলেন। তাদের কথাবার্তায় সাহসিকতা ও অহঙ্কারবোধ লক্ষ্য করলাম। ভূমধ্যসাগরীর অঞ্চলে দুজনেই নতুন ব্যবস্থা নেবার কথা প্রকাশ করলেন। উভয়েই একমত হলেন যে একমাত্র বেঙ্গাসী থেকে রোমেলকে হটিয়ে দেবার পর এরকম ব্যবস্থা নিতে পারে। এছাড়া আরো জানতে পারলাম যে তারা ইজিপ্ট ও শিপিং লাইনের প্রত্যন্তপূর্বে তাদের সৈন্যবাহিনীদের রাখতে পারবে। যা জিব্রাল্টারে মাস্টার, বেঙ্গাসী এবং প্যালেস্টাইনের বিমান ক্ষেত্রগুলির সফল আশ্রয়ের অধীনে আফ্রিকার উপকূলে হয়ে ছিল। তারা আরো বললেন, যদি তারা বেঙ্গাসী এলাকাটি দখল করতে পারেন তাহলে একটা প্রকৃত সম্ভাবনা হিসাবে বড়গোছের বোমা বিস্ফোরণ করা যায়।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হল। এমন কি অফিসারদের একজন আমাকে বিশাদে বোঝালেন যে বৃটিশ আর্মিতে একটা শৌচালয়কে ব্যঙ্গ করে প্রভুদের বাড়ি বলা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলাম জেনারেল মন্টগমারী সমরাঙ্গন ছাড়া

অন্য কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে নারাজ। যদিবা কখনো অন্য কোন প্রসঙ্গে দু-এক মিনিট যোগ দিতেন কিন্তু পরমুহূর্তেই মরুযুদ্ধের আলোচনা নিয়ে মেতে উঠতেন। যাই হোক পরে তিনি এবং আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলাম যেটি আমাকে রাতে থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আমার কক্ষটি যে ঠিক আছে তা তিনি নিশ্চিত ভাবে জানালেন। ট্রেলারের সিঁড়িতে আমরা বসলাম। সেখান থেকে সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। চাঁদের আলোতে সাদা ঢেউয়ের নাচন। পেছন দিক থেকে কানে আসছিল মন্টাগমারী সৈন্যদের গোলার শব্দ যা রোমেলের প্রত্যাশিত সৈন্যদলের দিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া। তিনি তখন অতীত দিনকে স্মরণ করছিলেন। বলছিলেন কাউন্ট চডা নেপালের তার ছোটবেলাকার দিনগুলির কথায় শুনলাম তার বিট্রিশ সৈন্যদলে থাকার গল্প, যে কাজের জন্য তাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাটাতে হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে তার যে একটানা সংগ্রাম তাও বলতে বাকি রাখলেন না। বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের মান্য করে চলতে হয়েছে। একটা প্রতিরোধাত্মক মনোবলের পরিবর্তে সদর্থক মনোবলের প্রয়োজনের সঙ্গে।

আমি তোমাকে বলছি, ওয়াকি এইভাবে একমাত্র আমরা "বচ" কে পরাজিত করবো। সর্বদাই তিনি জার্মানদের "বচ" (Boches) বলে ডাকতেন। বিশ্রাম নেবার সুযোগ আমি ওদের দেবো না। এই বচগুলি ভালো সৈন্য, ওরা পেশাদার।

ওঁর কাছে রোমেল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, উনি একজন ট্রেণ্ড, নিপুণ জেনারেল। কিন্তু ওঁর একটা দুর্বলতা আমি জানি যে তিনি বারে বারে একই চতুরতার আশ্রয় নেন। আমি তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাবা ফাঁদে ফেলতে চাই।

জেনারেল মন্টাগমারী একসময় উঠে দাঁড়িয়ে আমার শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের কামনা করলেন এবং বললেন যে কাজ শুরু করার আগে সর্বদাই আমি কিছুক্ষণ বই পড়ে নিই। তারপর চুপ করে গেলেন। খানিক পর হতাশার কণ্ঠে বললেন যে, কিছু বই তার কাছে আছে। পৃথিবীতে তার যা কিছু ছিল তিনি সঙ্গে রেখে ছিলেন। তিনি তার সারাজীবন ধরে যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন সেইসব বই ও আসবাবপত্র ইংলণ্ড যাওয়ার অল্প কয়েক দিন আগে জমিয়ে ছিলেন। ডোভারে ছিল তার ওয়ারহাউস "ঐ বচগুলো আমার ওয়ারহাউসটা ধ্বংস করে দেয়" তিনি অল্প কথায় যাওয়ার আগে বললেন।

সমরাঙ্গন ভ্রমণ করলাম পরের দিন, সারি সারি ট্যাঙ্ক গোলন্দাজ বাহিনী নিজে দেখলাম। কখনও কখনও লড়াকু বিমান ক্ষেত্রও নজরে পড়লো। চোখে পড়লো

দুর্দান্ত সরবরাহের ইউনিটকে। সমরাঙ্গনে এটি যেমন চলে তেমনি দাবার মত একটি সমর ভূমি তৈরী করেছে। জেনারেল মন্টাগমারীর নিজের পেশার মধ্যে গভীরতা ও চিন্তাশীলতা আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যে ডিভিসনই হোক আর ব্রিগেড অথবা রেজিমেন্টই হোক কিংবা সৈন্যদলের প্রধান কার্য্যালিয় সৈন্যদল এবং ট্যাঙ্কগুলির থামানো ব্যাপারে দায়িত্বশীল অফিসারদের থেকেও বেশিমাত্রায় সজাগ ছিলেন।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ডজন খানেক জার্মানি ট্যাঙ্ক দেখলাম মরুভূমিতে। ব্রিটিশ সৈন্যরা সেগুলি আটক করেছিল এবং জেনারেল মন্টগমারীর আদেশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। ঐসব ভেঙে যাওয়া ট্যাঙ্কগুলিতে আমরা উঠলাম। তিনি খাবার রাখার বাক্স খুলে ব্রিটিশ সৈন্যদের পাঠানো খাদ্যের পোড়া অবশিষ্টাংশ আমাদের হাতে দিলেন। বললেন যে যুদ্ধে দখল করে সেগুলো জার্মানি সৈন্যরা নিয়ে নিয়েছিল। দ্যাখো ওয়ার্কি হতচ্ছাড়াগুলো আমাদের বুকের ওপর বসে রয়েছে। কিন্তু ওদের পক্ষে এ জিনিস করা সম্ভব নয়। ওরা আর ঐ ট্যাঙ্কগুলো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের কাজে লাগাতে পারবে না।

ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী নিশ্চিত ভাবে একটানা গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল যতক্ষণ আমরা সমরাঙ্গনে ঘুরে বেড়ালাম এটা লক্ষ্য করলাম। ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিমান বাহিনী রোমেলের পিছু হটে যাওয়া সৈন্যদলকে বিব্রত করছিল। জার্মানরা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াকু বিমান তারা পাঠাচ্ছিল। মাথার ওপর নীল উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকালাম। ইতস্তত উড়ছে যুদ্ধ বিমান। মাটি লক্ষ্য করে বিমানগুলি তাড়া করছিল। নজরে পড়ছিল মাঝে মাঝে ভাসমান প্যারাসুট সহ পাইলটদের। তবে ভাগ্য ভালো যে ওরা সুযোগ বুঝে মাটি থেকে আক্রমনের বাইরে চলে যাচ্ছিল। প্যারাসুট গুলি সবই ভাসছিল। বুঝিবা দক্ষিনা মিষ্টি নরম বাতাসের টানে সেগুলো সমুদ্রের কোলে গা ভাসিয়েছে।

সমরাঙ্গনে আমি বিভিন্ন জাতির সৈন্যদের দেখলাম। আছে অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীরা, আবার কানাডার, দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যরাও আছে। লক্ষ্য করলাম আমেরিকার গোটা তিরিশজনের একটি দল। প্রকৃত যুদ্ধাবস্থায় তামিলের জন্য তাদের বিমানে করে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে পাঠানো হয়েছে। খুব ভালো ভাবেই বুঝলাম যে ওরা ইউনাইটেড স্টেটে ফিরে যাওয়ার জন্য ভীষণভাবে আগ্রহী। আমার সঙ্গে ওদের ভাব হলো। অনেক কিছু জানতে চাইলো ডজার ও কার্ডিনাল সম্পর্কে। আমেরিকার এই ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকগুলো যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে এসে ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফিরে যাওয়া আশা করেছে। ওদের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য ছিল না বা বড় বড় কথা বলছিল না। ওরা শারীরিক ভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন আর সাবধানী আমেরিকার কিছু লোক। এরপরে ওরা যখন টেক্সাস ব্রোডওয়ে বা লাঞ্চে দেখবে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে।

অন্য একটি অটোমোবাই ট্রেলের একজন বিভাগীয় সৈন্য প্রধানের প্রধান কার্যালয়ে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ সারবে বলে ঠিক ছিল। ঐ ভোজে ছিল স্যাণ্ড উইচ —মাছি। সমরাঙ্গনে মাছির উৎপাতে, সমস্ত সৈন্য, কি ব্রিটিশ কি জার্মানি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সৈন্যদের নাকে মুখে কানে ঢুকে জ্বালাতন করে, মরুযুদ্ধে এই মাছির তাড়নায় বিরক্তির সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্মবালি অনেক অফিসারের ত্বকে ও চোখে পড়ার জন্য নালিশ করে। তাছাড়া এই সূক্ষ্ম বালি উড়ে এসে অনেক যান্ত্রিক দ্রব্যের ক্ষতি ঘটায়। একজন উড়ানদারের মুখে শুনলাম যে এই মরু অবস্থাগুলিতে একটি সাধারণ ধরনের বিমান ইঞ্জিন যতখানি আশা করা যায় তার থেকে পঁচিশ শতাংশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইজিপ্টের 'যেখানেই' আমি গিয়েছি সেখানেই ব্রিটিশ ও আমেরিকার ইঞ্জিনীয়ারদের ইঞ্জিনের ফিল্টারগুলির জটিলতা প্রসঙ্গে একই আলোচনা করতে শুনেছি।

মন্টাগমারির প্রধান অফিস থেকে ফিরে আসার পথে তিনি একই কথা বারবার বলতে লাগলেন যা আমি দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম। নিজের দারুন অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি কথাও বাদ দিলেন না। নিশ্চিত যুদ্ধ যাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়েও কোন ফাঁক রাখলেন না। আমি ট্যাঙ্ক ও বিমান ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলাম সুযোগ বুঝে যে যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে এবং রোমেলের সৈন্য বাহিনীর দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের অভাবে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় রাস্তাটি যেটি দিয়ে ওদের সৈন্যবাহিনীদের খাবার দাবার পাঠানো হতো সেটি ব্রিটিশ সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

তার অভিভাবকপূর্ণ রূপ আমি দেখেছিলাম। শত্রুবাহিনীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা সংরক্ষিত ট্যাঙ্কগুলিও আমি দেখেছিলাম। আমি স্বচোখে দেখেছিলাম শত্রুবাহিনীর অনেক ধ্বংস হয়ে যাওয়া যুদ্ধোপকরণ। আগেই যে খবর আমি পেয়েছিলাম তা তিনি নিজে ব্যক্ত করলেন। এটাও জানাতে ভুললেন না যে পূর্ব আলেকজান্দ্রিয়ায় আমেরিকার জাহাজ থেকে এখনোও সেগুলি একই অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি আরো জানালেন যে ইজিপ্টে উত্তর আফ্রিকা এবং প্রাচ্যে পরাজয়ের গ্লানি দানা বেঁধে উঠেছিল। বৃটিশ বাহিনীর সফল পরাজয় অনেকের মনে এই ধারণা এনে দিয়েছিল যে জার্মানিরা ইজিপ্ট অধিকার করতে চলেছে।

ব্রিটিশ তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে এই কারণে। তাদের সিক্রেট সার্ভিসে এটি তাদের বিপদ ডেকে এনেছিল এবং শত্রুদের সাহায্য করেছিল। রোমেলকে তিনি ফিরিয়ে ছিলেন কিন্তু মরুতে তাদের প্রত্যাবর্তন না করতে পারার জন্য ভারি চিন্তায় ছিলেন। ইতিমধ্যে পোর্ট মেড এসে পৌঁছোনো আমেরিকান জেনারেল পরীক্ষায় ট্যাঙ্কগুলি যে কোন মুহূর্তে আক্রমনের জন্য প্রস্তুতির সামনেও যা শত্রুপক্ষের প্রত্যাবর্ত্তন করাতে পারেন নি তিনি। তিন সপ্তাহ্ সময় লাগবে এটি তিনি ধারণা করেছিলেন। যদি যুদ্ধের পরিনতির একটা রুটিন মাফিক প্রকাশ্য ঘোষণা করা যায় তাহলে রোমেলের সৈন্যবাহিনীর পিছু হটানোর কাজটি তাড়াতাড়ি হবে এটি ছিল তার চিন্তা ভাবনা। তবে তিনি এটাও পরিষ্কার ভাবে বুঝেছিলেন যে আমার করা এই বেসরকারী বিবৃতিকে রোমেল তাব দিক থেকে আগ্রহী পদক্ষেপের চিহ্ন হিসাবে কোন গুরুত্ব দেবেন না। ইজিপ্ট, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের নৈতিকতাকে যেখানে একই কথা আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেখানে বিমূর্ত ব্রিটিশ ঘোষণাপত্রের থেকে তা এমনকি খুব বেশী কাজ করবে।

সবকিছু দেখে এবং শুনে যা বুঝলাম যে তিনি যা করেছেন খুব বেশি অতিরিক্ত নয়। তিনি মনে করলেন, আমি করতে উৎফুল্ল হতাম।

প্রেসের লোকদের তিনি তাব প্রধান কাজের জায়গায় ডেকে পাঠালেন। আমরা দুজনে একমত হয়ে তাদের আমি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে, প্রগতি সম্পর্কে জানালাম রোমেল প্রত্যাবর্তন করেছে, ইজিপ্ট রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া আফ্রিকা থেকে নাজিমের ছুঁড়ে ফেলে দেবার কাজ চালু হয়েছে।

একটি খবরের জন্য সংবাদদাতারা অনেকদিন অপেক্ষা করছে যা বৃটিশদের কাছে ছিল শুভ সংবাদ। তাদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারটা সহজ নয়, অনেকবার তারা ঠকেছে, বহু-বিব্রত হয়েছে। রোমেল এখনো নীলনদের মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছে। যেখানে ট্রিগাল রাস্তা দীর্ঘ মনে হল সেখান থেকে আমরা এসেছি। ভীষণভাবে সংক্ষিপ্ত কায়রো যাবার রাস্তা।

আশা ভঙ্গের বিনয়ী ছবি সেদিন বিকালে আমি সাংবাদিকদের অনেকের মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি। জেনারেলের কাছে তারা কেবল নির্বাক শ্রোতা। জেনারেলের যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে ওদের কোন ধারনা ছিল না।

একটা ছোট জার্মান স্কাউট বিমানে চড়ে বসলাম মন্টাগমারীর প্রধান কার্যালয় থেকে যার কেবিনটি কাচ দিয়ে সম্পূর্ণ তৈরী। যে কেউ স্পষ্টভাবে এখানে বসে চারদিক দেখতে পায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়ে আমরা আমেরিকা ও ব্রিটিশ বিমানক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিলাম। বিমানটি চালাচ্ছিল মার্শাল টেডার। আমেরিকা

ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর শখানেক জোয়ানকে নজরে পড়ল বিমান ক্ষেত্রে কেউ কেউ উড়ে যাচ্ছিল। আবার কেউ কেউ দেখলাম যুদ্ধ থেকে ফিরেছে। লক্ষ্য করলাম কিছু সৈন্য একসঙ্গে হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের কথাবার্তা বলছে। বাতাস ও আবহাওয়া প্রসঙ্গেও আলোচনা চলছিল। সকালবেলা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দিকে ভেসে যেতে দেখলাম প্যারাসুটে চড়া জোয়ানদের। আগামী বিপদের কথা স্মরণ করে জানতে চেয়েছিলাম। তাদের পরিচিতি চিহ্নিত করা যেতে পারেনি শুনলাম। একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে শুনলাম অনেকে ভেসে ফিরে গেছে। কেউবা শত্রুর মুখোমুখি হয়, কিছু সমুদ্রে যায়, বাকি কিছু অনেক দূরে মরুভূমিতে গিয়ে পড়ে। অভাবনীয় সংখ্যায় তারা ফিরে গেছে প্রধান কার্যালয়ে, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সাহায্য করে।

মরুভূমিতে দেখা আমেরিকান সৈন্যদের মত কয়েকজন আমেরিকান উড়ানদারের সঙ্গে কথা হয়েছিল যাদের মেজাজ একই রকম। তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর আমি আর এয়ার মার্শাল আলেকজান্দ্রায় উড়ে গিয়েছিলাম। এটা একটি গর্ভনাটিক ছিল যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে এই যুদ্ধের সবটাই এত সরাসরি নয়, এত জটিল নয়, এবং এত সহজ নয় যেমন বালি অথবা ট্যাঙ্কগুলি কিংবা আমার চোখে পড়া পরিষ্কার বন্দুকের নলের মত।

আজও মনে রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ার দুটি ঘটনা। একটি হলো রীয়ার-অ্যাডমিরাল রেনী গডফ্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। ফ্রান্সের বন্দরে তিনি ছিলেন নৌবহর ইউনিটের অভিজ্ঞ ও প্রধান। তার নৌবহর সমস্ত পাথর থেকেই লক্ষ্য করা যেত। গুরুত্বপূর্ণ প্রচ্ছন্ন আক্রমণের ব্যাপারে একটা প্রতিনিধিত্ব করতে পারতো। যদিও সেগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। ফরাসী চাষীরা তাদের জিনিসপত্র ঐসব পড়ে থাকা নৌবহরে যন্ত্রাদির মধ্যে ভরে রাখতো। যদি না শত্রু হয়, ফরাসী ইঞ্জিনীয়াররা এবং নাবিকরা রাখতো নিপুণতা এবং সম্মানহীন ভাবে ফরাসীরা নাবিকদের তখনও ক্রীতদাস ছিল যা ছিল সমাপ্তি স্মারক। এই যুদ্ধ হলো জঘন্য ও জটিল কাজ। এই কাজে প্রচুর লোক বা জাতি পক্ষ বা দলাদলি করতে পারতো না।

ইংরাজী বলতে অভ্যস্ত ছিলেন এ্যাডমিরাল গডফ্রে। তার প্রতি আমি দারুণভাবে আকর্ষিত হয়েছিলাম। তাছাড়া ফরাসী ও ব্রিটিশ অফিসাররাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে আমি তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ফরাসীতে ঘটনার পটভূমিকা তাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। তার সরল অফিসারদের নিয়মশৃঙ্খলার বাইরে যুদ্ধের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। ১৯৪০ সালের জুন মাস। ফরাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর নৌবহরের লড়াই শুরু হলো।

এই ঘটনায় তিনি ভীষণভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটসের সঙ্গে তার ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার। আমরা যাতে জয়ী হতে পারি তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি যদিও বলেছিলেন আজীবন তিনি মার্শাল গীটেনের আদেশ মেনে চলবেন। তার কাছ থেকে জেনেছিলাম তার এবং নাবিকদের নিজস্ব অনুভূতির কথা। ফলে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি আমেরিকার সেনাবাহিনী আশা করছেন। তার প্রত্যেকটি কথার আভাসে বুঝিয়েছিলেন যে সেটি একটি স্মরনীয় হবে মাত্র যদি তার নৌবহরের প্রতিরোধ দেয়।

আমি তার সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। যেমন ফরাসি অফিসার, উত্তর আফ্রিকার নাবিক ও সৈন্যরা। আমরা যদি আমেরিকানদের মতো প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে যেতাম কারলনের সঙ্গে চুক্তি ছাড়া তাহলে সম্ভাব্য ক্ষতি অতিরঞ্জিত গল্প ছাড়াই আমরা ফরাসীদের ফাঁদে পড়তাম। সেন্সর সংবাদে আমার কখনো ভরসা ছিল না। যেগুলি প্রমাণিত হতো না বা প্রমাণের অপেক্ষায় থাকতো আর যেগুলি জোরালো ভাবে কোন একটা রাজনৈতিক নীতির আশ্রয় নিত।

একটা নৈশাহার হলো আলেকজান্দ্রিয়ার আমার দ্বিতীয় ঘটনা। রাতের ভোজটি বসেছিল অ্যাডমিরাল হারউডের বাড়িতে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাক্ প্রাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এক্সারটারের জল যুদ্ধের প্রধান ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কর্তা। নৈশাহারে আমাদের সঙ্গে তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দশজন দেশবাসীসমেত। অনেকটা উত্তেজনাহীন ভাবে, নৈব্যক্তিক ভাবে আমরা যুদ্ধের সম্বন্ধে কথাবার্তা বললাম। মূলতঃ যেভাবে আলোচনা করার কথা সেভাবে নয়। ধীরে ধীরে আলোচনা ঘুরে গেল রাজনীতিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এইসব তুখোড় ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমি জানতে চাইলাম যে ভবিষ্যৎকে তারা কোন নজরে দেখে, উপনিবেশ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি। তাছাড়া আগের লোকদের সঙ্গে আমাদের কিরকম সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে ওর নিজের মতামত ছিল।

কায়রো ফিরে এলাম আমরা পরের দিন। এর একটি কারণ ছিল। ইজিপ্টের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মাইলস স্যাম্পসম এবং রাজ ফারুকের সঙ্গে বড়মাপের আলোচনা ছিল। প্রাক এবং আধুনিকতার একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে আমরা সমস্ত পথ পাড়ি দিলাম। আধুনিক ট্রাকের সারি যেমন একদিকে দেখলাম তেমনি অন্যদিকে নজরে পড়লো নীলনদ উপত্যকার ভারবাহী উটের সারি। আধুনিক কোন মেশিন সপে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লড়াকু বিমানগুলি সারাবার জন্য টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে আমাদের চোখের সামনে সর্বক্ষণই ভেসে রইলো ইজিপ্টের সেই গৌরব, স্ফিংস এবং পিরামিডগুলি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্য প্রাচ্য

আমাদের সভ্যতার মতই প্রাচীন শহরগুলির ওপর দিয়ে বানিজ্যিক পথ ধরে আমরা কায়রো থেকে তেহরান পৌঁছিলাম। হাজার বছরের ইতিহাসে বৈপরীত্য অক্ষুন্ন রেখেছে এই শহরগুলি। লক্ষ্য করলাম নীলনদের উপত্যকায় জলসেচের ক্যাম্পগুলি যার চারপাশে অনন্ত বৃত্তাকারে ঘুরছে জলের তীব্রস্রোত। জেরুজালেম শহরে আবর্জনাময় রাস্তাগুলি দেখে আমেরিকার মেরামতি বিভাগগুলির কথা মনে হল। দেখলাম গরীব ঘরের বাচ্চারা খেলছে দেখলাম। স্টেটের বিমানক্ষেত্রে ফরাসী যুবক ক্যানডোসয় বাগদাদের একটা কম্বল কারখানায় গোটা দশেক ছেলে মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম। উদ্বাস্তুদের শিবির বসেছে তেহেরানের বাজার ব্যারাকগুলিতে।

বিমানে করে আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় যাত্রীদের মনে পথ ভ্রমনের একটি উজ্জ্বল মানচিত্র ফুটে ওঠে। সেই লিপ্রা থেকে বাগদাদ, আবার বাগদাদ থেকে তেহরান ইত্যাদি।

ইরান ত্যাগ করার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমার নিজের করা কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য নিজের মনকে ঠিক করে নিলাম।

এইসব জনসাধারণ আমাদের পক্ষে আছে বেশ বুঝলাম প্রথমেই। অথচ এদের আমাদের বিরুদ্ধে থাকার কথা। তবে এটা কিছুটা খুবই সোজা কারণ এখান থেকে আমেরিকা বেশ দূরে এবং আমেরিকানদের ওদের ওপর অভিভাবকত্ব করার কথা নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় এগুলি ইরাণের কাছে জোরালো কারণ। বলা যেতে পারে জার্মান এখনও এই ধরনের জনপ্রিয়তা পছন্দ করে। এছাড়া বলা যায় না-বাচক যা কিছু ফলাফল হোক না কেন আমেরিকার যুদ্ধে নাক গলানোটা ব্যাপকভাবে বোধগম্য। সেটি হলো ইউনাইটেড ন্যেশন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। অপরপক্ষে বলা যেতে পারে এই সব মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারনদের চিন্তাভাবনার যথেষ্ট বাস্তবিকতা আছে, এরা আলেকজান্দ্রিয়ার সফল বিজয়ের আগে থেকেই অত্যাচারিত হয়েছিল। এদের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবার একটা ক্ষমতাও আছে। পরিকল্পনা ঠিকমত পোক্ত হয়ে ওঠার আগে যা তাদের জেতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি সব কিছু লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়তঃ যেটা স্পষ্ট হয়েছিল যে এ রকমের পচন সর্বত্র কাজ করছে। এমনকি যুদ্ধকে গভীর এবং হিংস্র পরিবর্তন থেকে কোনরকম নিরেট নিরপেক্ষতা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। এই অঞ্চলে যেসব মানুষ বাস করছে তাদের মনে এই পরিবর্তন ঢুকে পড়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এসেছে যা গত দশ শতাব্দী ধরে হয়েছে।

তিন নম্বর যেটা আমি বুঝেছিলাম যে এই পরিবর্তনটি আমাদের হয়ে কাজ করবে এমন কোন স্বয়ংক্রিয় গ্যারান্টি। বহু মুসলমান, আরব, ইহুদি এবং ইরানীর মনে আমাদের এই পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ধারনাগুলি প্রভাব ফেলেছে এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তাদের এই মনের ভাব প্রায় এক প্রজন্ম ধরে রয়েছে। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে বিভেদ করছি এবং আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় কাঠামো নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলছি। সব জায়গায় অনেক জনসাধারনের মুখোমুখি হয়েছি যারা নম্র এবং নৈরাজ্যবাদী। তাদের অসুবিধা যেমন আছে তেমন সমস্যা অনেক। তারা তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে শ্লেষাত্মক প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়েছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বুলডোকারা। আমার ধারণা ভিচির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা তাদের অবাক করেছে যারা সরকারী ব্যক্তি। এদের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। আমাদের স্বাধীনতার অভিব্যক্তির অর্থ কি মাত্র নতুন ও বর্ধিত কর্তৃত্বকারী অঞ্চল, এ বিষয়ে আরব এবং ইহুদীরা জানতে আগ্রহী। ঠিক কি বেঠিক যাই হোক না কেন লেবানন, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে এটা তাদের কাছে একটা বিদেশী শাসনের রূপান্তর মাত্র মনে হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যেখানে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি পশ্চাৎপদ এবং দারিদ্রতা। এই ধরনের কথা যে কোন আমেরিকান প্রকাশ্যে বলে। তারা অভিভাবকত্ব করছে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কিন্তু জেরুজালেমে অন্য রকম দেখলাম। বুঝলাম বাইবেল যুগে ফিরে যাওয়ার জন্য সত্যিকারের মানসিকতা নিয়ে অনেক আমেরিকানই সেখানে গেছে। এই কারণে বলছি যে তারা বাইবেল যুগে ফিরতে আসলে রাজী ছিল। যেখানে দু'হাজার বছরে খুব বেশি বদলে যায়নি। জীবনের উপরিতলের আচরণ সেসব জিনিস যেমন আধুনিক বিমান পথ, তেল সরবরাহের পাইপ লাইন, সাজানো গোছানো রাস্তা প্রভৃতি পাশ্চাত্যের ধারে কাছে আসেনি এই এলাকায়। তবে একটা স্বতন্ত্রতা ছিল। লক্ষ্য করলাম শিল্প কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বিকাশ। পৃথিবীর জৈন আন্দোলনের তদারকিতে এগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার

আরবরা যেসব অঞ্চলে রয়েছে, যেমন বাগদাদ, তারা সেখানে স্বশাসিত সরকার গড়ে তুলেছে।

চতুর্থতঃ, যে জিনিসটি আমি চিন্তা করলাম তা হলো অনেক পরিমানে ও অনেক রকমের প্রয়োজন এদের আছে তাদের প্রয়োজন ছিল অনেক শিক্ষার। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের আরো কাজ করার দরকার ছিল। এছাড়া আরো কিছু প্রয়োজন ছিল, যেমন সামাজিক মর্যাদা এবং নিজেদের ওপর বিশ্বাস। স্বাধীনতা ও স্বশাসন থেকেই এগুলি পাওয়া যেতে পারে।

ইজিপ্ট জনসাধারণের জাতীয় পৌরষত্য উদ্ধারের জন্য শিক্ষা তাদের কি সাহায্য করে সেটা বুঝতে না পারলে কেউ নীলনদ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতে পারে না। তাদের এই জাতীয় পৌরষত্য দাবি করে ইতিহাস স্বয়ং।

দেশে অনেক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এই কাজে আমেরিকা এবং ইংরাজরা সফলতা লাভ করেছে। ইজিপ্টে বাস করে এমন অনেক বিশেষ লোকেদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। রাজা ফারুক থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী, ইঞ্জিনীয়ার এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত। সব জায়গায় তারা বিদ্বান বলে স্বীকৃত হয়েছেন। জাতীয় গর্ব হিসাবে এমন একটা স্বদেশী বিদ্যালয়ের খোঁজ কেউ দিতে পারলো না ইজিপ্টের কোথাও বা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র তুর্কী ছাড়া। যেটিকে দেখার জন্য অনেকেই অনুরোধ করেছিল এমন একটি মাত্র বিদ্যালয় আমার নজরে পড়লো। একজন আমেরিকান মহিলা পরিচালিত ছিল ঐ মেয়েদের স্কুলটি। সেখানে তিরিশ বছর ধরে ইজিপ্টের অনাথদের পড়াশুনার কাজ চলছে।

অনেক পাশা বিদেশীমহিলাদের বিবাহ করেছেন এমন অনেকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা ব্যক্তি হিসাবে ছিল অমায়িক এবং সামাজিক দিক থেকে ছিল আকর্ষনীয়। প্রসঙ্গত বলি পাশা হলো একটি উপাধি। এটি ইজিপ্টে ওটোম্যানের সময় থেকে প্রচলন হয়েছে। আগে মিলিটারী প্রধান বা প্রাদেশিক রাজ্যপালদের পদের সঙ্গে কোন তারতম্য না রেখে এই পদের সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা এই উপাধি দেন। বর্তমানে এটি একটি সৌজন্যমূলক উপাধি মাত্র।

ইজিপ্টে বসবাসকারী এক যুবক ছিল আমার হোস্ট। তার কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম। কোন নামকরা গ্রন্থ লিখে কি কেউ এই পাশা লাভ করতে পারে? "উত্তর পেয়েছিলাম, "সম্ভবতঃ এরকম কেউ পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো ইজিপ্টের কেউ বই লেখে না।"

আবার জানতে চাইলাম, "ছবি এঁকে আপনি কি পাশা হতে চান?

"আমার মনে হয় সেটাও হতো যদি কেউ এখানে ছবি আঁকতো"।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "একজন আবিষ্কারক কি পাশা পেতে পারেন? "উত্তরে একই পুনরাবৃত্তি ঘটলো।" যারা ওদের শাসনকাল থেকেই জানি আমাদের এখানে কোন আবিষ্কারক নেই।

ইজিপ্টে থাকাকালীন যথেষ্ট সময় আমার হাতে ছিল না। তাই সমস্ত কারণ ও সংস্কৃতির ক্ষীণ অগ্রগতি জানা সম্ভব হলো না। বস্তুতঃ ইজিপ্টের কায়রোর বিরাট মাথার সংস্কৃতি এবং শিক্ষা গত ঘটনাগুলি ছিল অ-ইজিপ্ট বাসীদের দায়িত্বে। একটি ছোট পাশা সম্প্রদায় যেমনটি ইজিপ্টের উর্বর জমিগুলির ওপর প্রভাবশালী প্রভুত্ব বজায় রাখতো। তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম দিয়ে তারা তা রক্ষা করতো না তাদের সৌজন্যশীলতা দিয়ে সম্ভব হতো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আমার কাছে মুল কারণ বলে মনে হলো। ইজিপ্টের যেখানে গিয়েছি তার মধ্যে খুব কম সংখ্যক সম্পদবান তারা তাদের সম্পত্তি পেয়েছিল। আমি তাদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি। রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে তাদের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, সেটা বুঝেছিলাম। নিজেদের বংশের মর্যাদা ক্ষুন্ন হলেই তাদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়। যাযাবর উপজাতিদের বাইরে সাধারণ মানুষ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের ছিল না কোন সম্পদ। তাদের শাসন করা হতো প্রাচীন পুরোহিত তন্ত্রের নিয়মে। নোংরা পরিবেশে তারা বাস করতো। যারা ছিল বিত্তমান বা যারা ছিল নিঃস্ব তাদের কাছ থেকে কোন রকম সৃষ্টির আকুলতা কিংবা শক্তি কোনটাই শাসনের জন্য সম্ভব হতো না।

এসব সত্ত্বেও লক্ষ্য করেছি এদের মধ্যে একটা সক্রিয়তা। এইসব পঙ্গু মানুষগুলো যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধর্মীয় আচার আচরণ, নিয়ম নিষ্ঠা যেগুলো তাদের ওপর কঠোর ভাবে চাপানো হয়েছে সেগুলো অমান্য করার শক্তি ক্রমশঃ বাড়ছে। আমি একটা ছোট দলকে দেখেছিলাম, যারা মেধাবী, অস্থির, উদ্যোগী তারা গণআন্দোলনের কায়দা জানতো। রাশিয়ার বিপ্লব এনেছিল ঐ গণ আন্দোলন। সেই আন্দোলন সম্পর্কে তারা কথাবার্তা বলতো। আমাদের গণতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাস তাদের অজানা ছিল না। তাদের মনের তীব্র বাসনার কথা প্রকাশ হতো আমার সঙ্গে কথা বলার সময়। এইরকম আবেগ মাখানো সত্তা দেখতে পেয়েছিলাম রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে জাতীয়তা বাদের ক্রমবর্ধমান অধিকার, পৃথিবীর এই অঞ্চলের ঠিক তেমনই দেখেছিলাম। পৃথিবী এর বিপরীত দিকে নুয়ে আছে এমন আস্থা যাদের ছিল তাদের কাছে এটা ছিল অস্বস্তিকর।

ইরাকেও দেখেছিলাম একই রকমের তৃষ্ণা ক্ষুধা ও অধৈর্য। লেবানন ও

ইরানে দেখেছি। তবে ঐ সব সমস্যার সরকারী স্বীকৃতিত্বে কোন গুরুত্ব ছিল না। যদিও এইসব দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রীরা ছিলেন শিক্ষিত এবং সজ্জন।

প্রত্যেক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বেরুইট তেহরান এবং কায়রোর। পরিচালনার জন্য আমেরিকানরা সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিল। বেরুটে বেইয়াড ডজের সঙ্গে আমি তার বাগানে এসে বাস করেছিলাম। তিনি ছিলেন বেরুটের আমেরিকান ইউনিভারসিটির প্রেসিডেন্ট। জেনারেল চার্লস ডী গলের সঙ্গে ঐ একই দিনে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি ছিলেন ফাইটিং ফ্রন্টের প্রধান। জেনারেল এডওয়ার্ড লুইস স্পীয়ার্স-এর সঙ্গে দেখা করতেও ভুলিনি। জেনারেল জর্জ ছিলেন ডেলিগেট জেনারেল এবং জেনারেল এডওয়ার্ড ব্রিটিশমন্ত্রী ছিলেন। সিরিয়া ও লেবাননের ভবিষ্যৎ নিয়ে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকেও. ডঃ ডজ ঐদুটি জায়গার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো বেশী যে আশা এবং আস্থা দিয়েছিলেন, তা মোটেও অতিরঞ্জিত নয়।

আমার সারাজীবন মনে থাকবে ডী গলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। বাদ্য সহকারে ইউনিফর্ম পরিহিত গার্ড বিমান বন্দরে আমাকে অর্ভ্যথনা জানিয়েছিল যখন আমি বেরুটের বিমান বন্দরে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জেনারেল যে বাড়ীতে থাকতেন, সেখানে থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাদা রঙের দেওয়াল এবং বাড়ির চারিধারে বাগান। ঢোকার মুখে প্রতিটি মোড়েই দারোয়ান জানালো সম্মান। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দীর্ঘ আলোচনা করলাম জেনারেলের নিজস্ব কক্ষে বসে। ঘরের চতুর্দিকে দেখলাম নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্ত্তি, খোদাই করা মূর্ত্তি প্রতিটি কোণে, দেওয়ালে ঝুলছে ছবি। নৈশাহার সারলাম সেখানে। চমৎকার নক্ষত্র আলোকিত লনে বসে মাঝরাত কেটে গেল আলোচনায় মধ্যে দিয়ে।

তিনি বারবার নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করছিলেন সিরিয়া ও লেবানন কার শাসনে থাকবে। এই নিয়ে সেই সময়ের তার সঙ্গে ব্রিটিশের কথা কাটাকাটির বর্ণণায় আমি আমার রীতিগুলিকে ত্যাগ করতে পারি না বা সমঝতা করতে পারি না। 'জন আর্কের মত' তার সঙ্গী যোগ করতো। ফাইটিং ফ্রেন্ট আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহের উল্লেখ যখন আমি করলাম তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভুল শুধরে দিলেন। ফাইটিং ফ্রেন্ট কোন স্বতন্ত্র আন্দোলন নয়। সমস্ত ফ্রান্সের এবং তার সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের উত্তরাধিকারী হলাম আমরা। আমি তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম যে সিরিয়া হল লীগ অব ন্যাশনের মধ্যে পরদেশ

শাসিত অঞ্চল। তিনি জানালেন, "হ্যাঁ, আমি জানি। এটার ওপর ভরসা রাখা যায়। কিন্তু আমি সেই পরদেশী শাসনের বাঁধন অটুট রাখতে চাই. সবাইকে তাই রাখতে বলি। এই পৃথিবীর কি কোন অঞ্চলেই আমি একটাও ফরাসী অধিকার পেতে পারি। তবে আমি সম্পূর্ণভাবে সম্মত আছি উইলস্টন চার্চিল এবং ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে বৈঠক করতে। একই সঙ্গে আলোচনা করতে চাই কাজ সফল হওয়ার বিভিন্ন পন্থা এবং উপকরণ সমূহ সম্বন্ধে, যা কিনা ফরাসী অধিকার এবং ফরাসী অঞ্চলগুলিতে সামরিকভাবে জার্মান এবং তাদের লোকদের ফরাসীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে হটিয়ে দিয়ে সাহায্যের জন্য কাজে লাগানো যায়।

"মি. উইকি'—তিনি শুরু করলেন, কিছু লোক মনে রাখে না যে ফরাসীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করি আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীরা। ফরাসীর গৌরব যা ইতিহাস সে কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তারা সবসময় তাদের রাহুগ্রস্থ দুর্দশার কথা ভাবতে ব্যস্ত।"

সরকারী উচ্চপদস্থ এক অফিসারের সঙ্গে লেবাননে পরে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সিরিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের শাসন নিজের মুঠোয় রাখা নিয়ে যে বিবাদ সেই সময় ফরাসী এবং বৃটিশদের মধ্যে চালু ছিল সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কোনখানটায় তার সহানুভূতি কাজ করছে, এটাই ছিল আমার জিজ্ঞাসা। জবাব পেয়েছিলাম. উভয়ের বাড়িতেই প্লেগ। মধ্যপ্রাচ্যের বুদ্ধিজীবিদের একটা ব্যবস্থায় অথবা পরদেশী শাসন উপনিবেশে সে যে কোন শক্তি নিয়ন্ত্রক হোক খুবই কম বিশ্বাস ছিল।

এসে পৌঁছলাম বেরুট থেকে জেরুজালেম। প্রাচীন এবং নবীনের মধ্যে তারতম্যের কোন নাটকীয়তা ছিল না। আমাদের আধুনিক মসৃণভাবে ফুঁয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের জানলাগুলি ঘিরে আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা নীচের পাহাড়ের দিকে স্পষ্টভাবে তাকিয়ে ছিলাম। একসময় লেবাননের চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি ঐসব পাহাড়ের ওপর সারে সারে দাঁড়িয়ে থাকতো। দেখলাম অনেক কিছু—ডেসী, জর্ডন নদী, মাউন্ট অব আলিভস এবং গার্ডেন অব গেথসমেন।

স্যার হ্যারেলড ম্যাক মাইকেলের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম জেরুজালেমে। প্যালেস্টাইন আর ট্রান্স জর্ডনের প্রেসিডেন্ট হাই কমিশনার ছিলেন তিনি। একজন অ্যাথিলিট ছিলেন, ধূমপান করতেন পাইপে. খুবই সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার সঙ্গে আমি পুরোনো শহরটি ঘুরে দেখলাম। খুঁজে পেলাম অসীম ধৈর্য্য এবং সুন্দর কৌতুকে একজন আমেরিকানের উপনিবেশ এবং পরদেশী শাসনের তফাৎগুলি। প্যালেস্টাইনের সমস্যাগুলির জটিলতা আমার শেখার জন্য ব্যবস্থা

করা হয়েছিল। আমেরিকান কাউন্সিল জেনারেল লোয়েল সি পিঙ্কারটনই ব্যবস্থায় ছিলেন। আমি ঘরে বসেই কাজটি করেছিলাম। সেইঘরে তিনি ডেকে পাঠালেন ইহুদি এবং আরবদের সমস্ত সংঘাতমুখী বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিদের। ঘর লোকে ভরে গেছে, এমনই একটি দিনে জো বানর্স, মাইক কাউলস এবং আমি তাদের মুখোমুখি হলাম। ব্রিটিশ শক্তির নায়ক মেজর জেনারেল ডি. এফ. ম্যাককনেল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এলেন স্যার এ্যানোল্ড প্রকাশনের কার্যকরী প্রধান সেক্রেটারী রবার্ট স্কট, সক্ষম এবং জ্ঞানী, জিউস এজেন্সির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানও ছিলেন। সেদিন আরো অনেকেই যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন যথাক্রমে স্যার জ্যারল্ড সেক্রেটারিয়েটের আরব সদস্য রুহিবে আবদুল ফাদি জৈনবাদের সংশোধণকারী দলের প্রধান ড. অমর অ্যান্টম্যান। (এই জৈনরা ইহুদিদের জন্য সমস্ত দেশটি দাবি করে।) অরনি বে আবদুল ফাদি ছিলেন আরব আইন নীতি এবং জাতীয়তাবাদী নেতা। সমস্ত দেশটিই তিনি আরবদের জন্য দখলে রাখতে চান। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই তাদের কথা আমাকে বলেছিলেন।

দিনান্তে সিদ্ধান্ত নেবার সময়। তখন প্রলোভনে জড়িয়ে ধরেছিল আমায়। এই ত্রিকোণ সমস্যার সমাধান অবশ্যই সলমনের মতই জটিল হবে তা উপলব্ধি করেছিলাম। এরপর কুমারী হেনরিটা জোল্ডের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে আমি গেলাম। তিনি ছিলেন বাদশার প্রতিষ্ঠাতা। সেদিনে আমার সাক্ষাৎকার নেবার কথা এবং স্যার হ্যারল্ড ম্যাককনেলের সঙ্গে আলোচনার কথা তাকে জানালাম। তার কাছে আমি একটি প্রশ্ন রাখলাম সেই যে, নির্দিষ্ট কোন শক্তি তাদের কবজায় রাখতে সাফল্যের জন্য ইহুর্দি এবং আরবদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত এই.বাগড়া বাধিয়ে রেখেছে বলে সে মনে করে কিনা।

উত্তর দিলেন তিনি, 'বলতে কষ্ট হয়, তবু আমি বলছি, এটা সত্যি।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "মি. উইকি এ সমস্যা নতুন নয়, বহু বছরের পুরনো। আমেরিকায় আমার বাস করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না এর সমাধান হয়। রাজনৈতিক ভাবে নির্যাতিত ইহুদীরা পৃথিবীর যত্রতত্র সহজেই যেতে পারে। এটা কোন ব্যাপার নয় যে আমরা সেটা কতখানি আশা করি। আপনার বা আমার কারোরই জীবনকালের মধ্যে সেই লাঞ্ছনা শেষ হবে না। একটা স্বদেশ ভূমি অবশ্যই ইহুদীদের থাকা প্রয়োজন। আমি নিজে একজন অত্যুৎসাহী জৈনাবলম্বী। তবে আমি মনে করি না যে ইহুদীদের আশা এবং আরবদের অধিকারের মধ্যে প্রভেদ রাখার দরকার আছে। কুসংস্কার ভাঙতে মানুষের মধ্যে বিভেদ কাটাবার সরল কাজগুলি দূর করতে আমি আমার

জেরুজালেমের বন্ধু ইহুদিদের বলেছি। আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছি, তারা যেন কয়েকজন আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারা যেমন জয়ী নয় আবার পরাজিতও নয়, এটা তাদের জীবনযাত্রা দেখিয়ে দেয়। তারা দেশেরই এক ঐতিহ্যবাহী জীবনের অঙ্গ, তারা যেন বুঝতে পারে। যে দেশ আমাদের একটি সামাজিক এবং ধর্মীর স্বদেশভূমি।

শিক্ষার সম্ভাবনাগুলিতে তার যে আস্থা তাও আমি তার কাছে জানলাম। তিনি বললেন যে তিনি একজন আশি বছরের বৃদ্ধা মহিলা। তবু অনেক ইহুদি জৈনবাদীদের অধীনে ফার্ম কলোনিগুলিতে এবং শিল্পে অবদান রয়েছে।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে প্রাচীন ইতিহাসে এবং ধর্মে এই আরব ইহুদিরে মত একটা সম্পূর্ণ সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন উচ্চ আন্তজার্তিক নীতি এবং রাজনীতিকে বর্তমানের মত প্রভাবিত করেছে। অত্যন্ত সাধাসিধে ভাবে, সৎ ভাবনা-চিন্তায় এবং সততার সঙ্গে যে সমস্যাটি সহজেই সমাধান করা সম্ভব। সূর্যাস্তের আলো জানলা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে। আমি বসে রইলাম। বৃদ্ধার সংবেদনশীল মুখে সূর্যের লাল আভার স্পর্শ লাগল। অন্ততঃ সেই ক্ষণে আমি বিস্মিত হলাম এই মনে করে যে উচ্চাকাঙ্খী রাজনীতিবিদের থেকেও এই পরিণত স্বার্থহীন মহিলা অনেক কিছু জানে কিনা।

শিক্ষার সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র তো ছিলই। এছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সমস্যাবলি আমার কাঁটার মত বিঁধেছিল। সেখানে কোন জায়গাতেই অসুখবিসুখ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাদের মধ্যে এমন কোন লক্ষণ দেখলাম না যে ভবিষ্যতের জন্য সেখানকার জনসাধারণরা উন্নতির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি দেখেছিলাম ইউনাইটেড স্টেটস্ আর্মির ম্যালেরিয়ার রেকর্ড। যা পাঠানো হয়েছিল ইজিপ্ট প্যালেস্টাইন অথবা ইরান থেকে। দেখে মনে হয়েছিল যুদ্ধের পরবর্তীকালে এটিকে একটি উত্তেজক আবিষ্কার বললে ভুল হবে না। এটা আমার বিশ্বাস, পর্দাওলা জানালাগুলি, ডবল দরজা, চাকরবাকরদের সতর্ক নজর এবং জল নিকাশের নালা, নর্দমা, মশা বুট, মশারি সমস্তই একটা ছাপ ফেলে রেখে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারনের কল্পনার ওপর। আসলে ম্যালেরিয়া সবার অপছন্দ। ঐসব দেশগুলিকে জনস্বাস্থ্যের সচেতনতা হলে মশার যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হলো মশার কোন ডাক্তারি বই পাওয়া যাবে না। আন্তজার্তিক ভাবেই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করতে হবে। অসুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা অর্থহীন।

ভ্রমণকারী বিদেশীদের বিছানাপত্রের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের দলের মত

বিশেষ রকমের নয়। আমি স্যার হ্যারল্ড ম্যাককর্নেলের অতিথি ছিলাম বলে জেরুজালেমে খাটের চারপাশে মশারী, টাঙানোর কোন ব্যবস্থা নজরে পড়লো না। তবে সবুজ রঙের সাপের মত পাকানো একটা ওষুধ দেখলাম টেবিলের ওপর যেটি মশা তাড়াবার ওষুধ। সেইভাবেই আমারটা রেখেছিলাম। কিন্তু আমার দলের একজন তার নিজেরটা জ্বালিয়ে দিলেন। "মশা তাড়াবার ধূপটি ধীরে ধীরে জ্বলে ধোঁয়ার সৃষ্টি করবে," তিনি বললেন। কমরেড আমার আরামে ব্যাঘাত ঘটবে না, ধোঁয়া জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। বিলাতের (Bilat) সিলিং পাখা ঝোলানো থাকে বাগদাদে বিশেষ অতিথিদের রাজপ্রাসাদে। আমরা সেখানেই সারারাত কাটিয়েছিলাম।

বস্তুতঃ পক্ষে, দারিদ্র্যতা হলো জনস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ। প্রচুর লোক ইজিপ্টে মারা গেছে বিটার মিয়ামিস অসুখে। এই অসুখের জীবাণু বহণকারী হলো নীলনদ বা তার শাখানদীগুলিতে বসবাসকারী শামুকেরদল। হাজার হাজার মানুষ এইসব জল পান করতো এবং রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতো। কেবল যে শামুক তাড়িয়ে নদীর জল বিশুদ্ধ করলে চলবে তা নয়, ইজিপ্ট বাসীদের পরিশোধিত জলও পরিবেশন করতে হবে।

বাগদাদের কায়রোর বা জেরুজালেমের পথে ঘাটে আমি দেখেছি যে ট্যাচমা সমস্ত দেশের ছোট ছেলেদের চোখ নষ্ট করে দেয়। এইসব নোংরা রোগ থেকে সেখানকার জনসাধারণ যতক্ষণ না মুক্তির জন্য উদ্যোগী হবে ততক্ষণ ডাক্তারি যত্ন এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থায় কোন সুফল হবে না। তাদের জীবনযাত্রায় মাছির প্রকোপও আছে। মাছিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা সচেতন না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু করার নেই। এর মূলে হলো যথেষ্ট ঝাড়পোছ, রেফ্রিজারেসন এবং পর্দার ব্যবস্থা।

যতদূর মনে পড়ে, তেহরানে দেখেছিলাম জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সব থেকে বিশ্রী জঘন্য উদাহরণ। ইরানের রাজধানীতে দেখলাম খোলা নালাগুলির মাধ্যমে রাস্তার দুপাশ দিয়ে শহরের জল ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ জলেই লোকজন তাদের জামাকাপড় কাচাকাচি করে। পাম্প বসিয়ে ওখান থেকে জল তারা নিয়ে যায় বাড়ীর ওপর তলায়, খায় আবার রান্না করে। সাতবার একই জলকে ব্যবহার করেও সেটাকে পবিত্র রাখা যায়—এমন একটি পুরনো প্রবাদ বাক্য শুনেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই জলে আছে হাজার রকম রোগের জীবাণু—আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মত রোগের হাত থেকে তারা দূরে থাকতে পারে না। তেহরানে জন্মানো পাঁচজন বাচ্চার মধ্যে প্রতি একজন ছ বছরের মধ্যেই মারা যায়।

প্রসঙ্গতঃ বলি, কিছু লোকের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে জনসাধারণ একই কাঠামোয় থাকতে চায়, বলে কিছু তারা চায় নয়। তর্কের বিষয় হলো সেটাই সুবিধাবাদীদের উন্নতির বিরুদ্ধে শতাব্দী ধরে সর্বত্র চালু আছে। যাদের অবস্থা সুবিধাপূর্ণ তাদের সন্তুষ্ট করেছে মাথা তুলে। যাদের অল্প কিছু আছে বা যাদের মোটেও কিছু নেই তাদের অধীনে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন হতে পারে তা সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে। গাণিতিক ভাবে সেটা সম্ভব হয়েছে। বিভাজন প্রক্রিয়ায় নয়। সমাজের মঙ্গলের উন্নতি হয় এটির দ্বারা। আমার ধারনা, উচ্চমানের জীবনযাত্রার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য নির্ভরশীল। আর সেইজন্য দ্রব্য উৎপন্নের আধুনিক প্রক্রিয়া এবং শিল্প পদ্ধতিগুলি প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে পৃথিবীর বাজার বৃদ্ধি ঘটাবে জীবনযাত্রার মানের এই ধরনের অগ্রগতি, কিছু শিল্পে খুব ভালো ভাবেই উন্নতির লক্ষণ আছে মধ্যপ্রাচ্যে। জীবনযাত্রায় যাতে আরো উন্নতির জন্য আনা যায় সেদিকে উৎসাহ প্রদান করা দরকার। কিন্তু সহজে এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রয়েছে একটা শক্তিশালী ও জরুরী কারণ। পৃথিবীতে এবং এইসব মানুষজনের মধ্যে একটা সমাজশক্তির বৈরীতা যা আড়ালে থাকে, এটিই হলো নিজেদের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ।

অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এই অঞ্চলের জলপাইক্ষেত্র কুলারক্ষেত্র এবং তৈলকূপগুলি আমরা যদি ছেড়ে দিতাম আমাদের মধ্যে যে শত্রুতা রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের সবকিছু মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছি, যেমন আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের আদর্শ, আমাদের চালচিত্র, আমাদের রেডিও প্রোগ্রাম, এমনকি আমাদের সৈন্যদল। সেই বিষযুক্ত ফলের হাত থেকে এখন আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি না।

পরিণতি যা হবার হচ্ছে। এতে পুরোনো গোষ্ঠের জীবন প্রণালীকে প্রাচীন ও প্রতিক্রিয়াহীন করে রেখেছে। আমি একটি দশ বছরের ছেলেকে দেখেছিলাম কায়রো থেকে কয়েক মাইল দূরে। সেই আবিষ্কারের প্রথম চাকার মত জমিতে জলসেচ করছে আদিম পাম্পের সাহায্যে। মনে হল বাচ্চা ছেলেগুলো কথা অমান্য করে না। কিন্তু এই থাকাটা ওদের দীর্ঘস্থায়ী নয়। সমস্ত ইজিপ্টই এখন ব্রিটেনের সঙ্গে অযুদ্ধবিরতি জোট-এর একটা কৌতুহলদ্দীপক পর্যায়ে রয়েছে। এটা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোন দল জিতবে সে ব্যাপারে একটা জাতি ভিত্তিগত নিরপেক্ষতা রাখতে পাবে। এটা ব্রিটেনের পুরোপুরি শেষ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে, আমার ধারনা, একটা অন্তরঙ্গতা রয়েছে ব্রিটিশ এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে।

আমার ধারণা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষজনকে কৌশলগত ও শিল্পজগত ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছে এই সমস্যাটি, যা একের পর এক চক্রাকারে রাজনৈতিক স্বশাসিত সরকারের প্রশ্নটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। অনেক পশ্চিমীদের সঙ্গে মিশেছি যারা এইসব দেশে বাস করে। অনেকগুলি কারণের কথা তাদের থেকে জেনেছি যা তাদের বেজেছে। আরবদের চূড়ান্ত আদিম পশ্চাদাভিমুখীতার কথাও জেনেছিলাম। বেশীর ভাগ আরব তার মধ্যেই বাস করে। এই কারণগুলি আরবদের এই সময় থেকে মুক্তি দেয় যে তারা প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলতো যুবক বয়সেই মরতে চায় যে মূলধন সংগ্রহ করার ব্যাপারে ধর্ম তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনধারার মান উন্নত করার কাজে তারা ঐ মূলধন লাগাতে চায়। এই কারণগুলি আমার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হয় না। যে কোন আরবকে অনুভব করার এই সুযোগ যদি দেওয়া যায় যে তারা নিজের উন্নতি করতে পারে তাহলে তাদের বসবাসের পৃথিবীটাই পাল্টে যাবে।

আমার ভালো লাগলো ঐসব ব্যক্তিদের যাদের সঙ্গে দেখা হলো ইরাকে। আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই রাজকীয় নৈশাহারের কথা যা ব্যবস্থা করেছিলেন যুবরাজ আব্দুল খোলা আকাশের নীচে। যেসব অতিথি আসছিলেন তাদের তিনি বিস্তৃত সুন্দর একটা কার্পেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তার প্রধানেরা তারই নিকটবর্তী অন্য একটি কার্পেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের অনেকের পরনে ছিল ঢোলাঢালা জামা, মাথায় পাগড়ি, অর্থদপ্তরের মন্ত্রী এবং সেনেটের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তার খোলা জামা ও দাড়ির জন্য তিনি স্থানীয় ভাবে সাধারণ বিদেশীদের কাছে ভগবান হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। অন্যান্যদের পরনে ছিল পাশ্চাত্যের পোশাক। প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীই শুনলাম কোন না কোন সময় সরকারের প্রায় প্রতিটি দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়েছিলন।

একজন ইরাকী বন্ধু "ছোট এক গুচ্ছ তাস নিয়ে" আমাকে বললো, অবশ্যই আপনাকে ঐগুলি ফাটাতে (Shuffle) হবে।

আর একটা ডিনারের ব্যবস্থা হলো কয়েক রাত পরে। এবারের ব্যবস্থাপক ছিলেন প্রিমিয়ার অব ইরানে নুরি মেড পাশা। একজন ছোট খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। অনুসন্ধানী এবং আগ্রহী ভাব ছিল তার মুখের অভিব্যক্তিতে এর আগে আমি এরকম চালাক লোকের পাল্লায় পড়িনি। তার পূর্বসুরী রসিদ আলি আল গ্যারলানিকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্যে তাড়িয়ে দেবার পরে 1941 সালে তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তাই জার্মানিরা এই রশিদ আলিকে শাসন ক্ষমতা দিয়েছিল। নুরি ব্রিটেনের সঙ্গে অযুদ্ধ বিরতির জোট হিসাবে ইরাক শাসন করছিলেন। লড়াইতে যোগ দেওয়ার তার ভীষণ উৎসাহ ছিল। সেই চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছিলেন। স্যার কিমহান কর্ন ওয়ালিশ বাগদাদের ব্রিটিশ মন্ত্রী, এবং অন্য আর একজন দীর্ঘকায় পাইপে ধূমপায়ী, সক্ষম শান্ত এবং একজন সাম্রাজ্য গঠনকারী যাকে আমি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দেখেছিলাম। কোনরকম সন্দেহ না রেখে বলা যায় যে সেই তিনি হলেন একজন বিশেষ ব্যক্তি যার কথা নুরি মন দিয়ে শুনতো। নুরি একজন বাস্তববাদী ছিলেন বলে মনে হয় আমার। কেতাবী ভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতার বিষয়ে কোনরকম বিতর্ক করে অবস্থার অবনতি ঘটানোটা তিনি অপছন্দ করতেন। সময় এখন তার পক্ষে রয়েছে, এটা তিনি জানতেন, প্রথম এবং প্রকৃত আধুনিক ও স্বাধীন আরব তৈরী যুদ্ধ করার জন্য।

মধ্য প্রাচ্যের একটা আরব্য রজনীর ছবির মত ছিল নুরির ডিনার। আমরা বাগদাদের চমকপ্রদ দৃশ্য দেখে দিনটা অতিবাহিত করলাম।

ডিনারের নিয়ম অনুসারে কয়েকটি ভাষণ হলো। তারপর শুরু হলো ঐক্যতানের আসর। ধীরে ধীরে ঐ ঐক্যতান আরব মেয়েদের নাচের আসরে পরিণত হলো। তারপর পাশ্চাত্ত্যের বল নাচ। কি ইংরেজ কি আমেরিকান কিংবা ইরাকি অফিসার, আরবের নীল আকাশের তলায় সবাই একসঙ্গে নাচতে লাগলো। কেউ বসে থাকতে পারলো না সেই সন্ধ্যাতে। কিংবা এমন একটা ধারণা পোষণ করে থাকতে পারলো না যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আর কখনো দেখা যাবে না অথবা এই যে আল্লা আরবদের একটি মরু প্রজাতি করে রাখতে এবং সমুদ্র পারের বিদেশীদের শাসনে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

গত দিনের রাতের কথা ভাবছিলাম বাগদাদ থেকে তেহরানে বিমানে উড়ে যাবার সময়। আর একটা নির্দিষ্ট ভদ্র চোরাস্রোত নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। তিনি সে ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রছাত্রী, সাংবাদিক এবং সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ঐ একই রকমের চোরাস্রোত আমি লক্ষ্য করেছি। সমস্ত মধ্য প্রাচ্য জুড়ে এমন একটা সোরগোল উঠেছে যে এই নবচেতনা সম্পন্ন জনসাধারণ যদি প্রাচীন ধর্মীয় এবং সরকারী ব্যবস্থা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা এবং সুযোগ তাদের দেশের শাসক এবং সেই শাসকদের বিদেশী প্রভুদের কাছ থেকে না জেনে তবে তারা সন্ত্রাসবাদী নেতাদের অনুসরণ করবে। তাদের মন প্রাণ তিক্ত বিরক্ত করে তুলেছে তাদের বোরখা, টুপী, রুগ্নতা, নোংরা আর শিক্ষা এবং আধুনিক শিল্পের অভাববোধ। বিদেশী আধিপাত্যের সুস্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের চেতনার উন্মেষ ধরিয়েছে সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির।

আমার কাছে বারংবার জানতে চাওয়া হলো আমেরিকার এমন একটি ব্যবস্থাকে সমর্থনের উদ্দেশ্য আছে কি যে ব্যবস্থায় আমাদের রাজনীতি বিদেশীরা নিয়ন্ত্রণ

করবে, সে যতই সুন্দর হোক না কেন অথবা যত অপ্রত্যক্ষই হোক। কারণ মিলিটারী, রোড এবং ব্যবসায় আমরা রুটের স্ট্রাটেজিকে পয়েন্টস হয়ে উঠেছিলাম। অক্ষরেখা অথবা পৃথিবীর প্রধান মিলিটারী রোডগুলি এবং ব্যবসায়ের রুটগুলি বন্ধ করতে আমাদের স্ট্র্যাটিজিক পয়েন্টগুলি অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। আমাদের খালগুলি সমুদ্রগুলি এবং আমাদের দেশগুলির পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এশিয়া যাওয়ায় পথ নির্মাণ করাও প্রয়োজন।

এই বক্তব্যে সমস্যাটিকে সুর সহজ করা হয়েছে তা আমি জানি। চটলদি কোন জবাব পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। আমি অনিবার্য ভাবেই বুঝি যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং এশিয়া মাইনরের মধ্যে দিয়ে পূর্বে যাওয়ার রাস্তাগুলির মত ব্যাপারগুলি কসুর রাখার কারণ। যদি শত্রুর দৃঢ়তায় আমাদের পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র বিপদের মুখোমুখি না হয় তাহলে সকলেই মিলিতভাবে স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে।

এধরণের আরো অনেক কিছু আমি জানি ও বলতে পারি। কিন্তু আমি কেবল রিপোর্ট করছি যেসব প্রধাণমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে প্রতিটি শহরে দেখতে পাওয়া নব-চেতনার সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, এমন কি অশিক্ষিত মানুষের মনে কি আছে সেইসব। কোনভাবে অবশ্যই এর উত্তর দিতে পারে কোন নতুন দরজা এবং একটা সহিষ্ণু জ্ঞান। কিংবা কোন উন্মত্ত গোঁড়ামী থেকে সৃষ্টি হবে কোন নেতা। হয়তো সেই নেতা এই অসন্তোষগুলি জড়ো করবে এক জায়গায়। শহরেই তার পরিণতি হবে। হয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রভাব হারিয়ে বাইরের শক্তিকে অবশ্যম্ভাবী ভাবে সম্পূর্ণ করে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে হবে নতুবা সেইসব বিদেশী শক্তি মিলিটারী দিয়ে দেশগুলিকে শাসনে রাখতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

এক নতুন জাতি

একটা নতুন প্রজাতান্ত্রিক দেশ হলো তুর্কী, তার কিছু ইউরোপীয় প্রতিবেশীর থেকে দেশটি ছিল দুর্বল। আমি সেখানে ছিলাম। ঐ সময় যে সব তুর্কীবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে ছিলাম তারা সকলেই একটা বিষয়ে সজাগ ছিল যে, যে কোন মুহূর্তে তাদের দেশে শত্রু হানা দিতে পারে। আগের তুলনায় এর আয়তন এখন অনেক কম। একটা ছড়ানো সাম্রাজ্য নীরেট সুসঙ্গতপূর্ণ একটা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তুর্কি দেশটা আমার ভালো লেগেছিল যদিও বয়সে যুবক এবং তুলনামূলক ভাবে দুর্বল ও ছোট। এর মূলে ছিল একটি কারণ। লক্ষ্য করেছিলাম দেশটি তার প্রতিটি সম্পদ কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরপেক্ষতাকে বজায় রাখতে স্পষ্ট ভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। দেশটিকে ভালো লাগার যথেষ্ট কারণ ছিল। কঠিন পরিশ্রমে এবং দ্রুত লয়ে দেশটি আধুনিকতার অভিমুখে হাঁটিছে লক্ষ্য করেছিলাম। এছাড়াও ভালো লাগার আরো কারণ হলো, বেশ কয়েকজন মহান সৎ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার, তাদের কারো পরনে পোশাক পরা ছিল। ভবিষ্যতে তাদের অনিবার্যভাবে লড়াই করতে হবে। সর্বশেষে জানাই যে আর একটি কারণে দেশটিকে ভালো লাগতো তা হলো, আমি দেখেছিলাম একটা জাতি হিসাবে তুর্কি দেশটিতে নিজে থেকে বিভিন্ন উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। সেইসব লক্ষণগুলি হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের উন্নতি সাধনের কৌশল। নতুনতম কোন দেশের মত এই প্রাচীন দেশটিতে গণতন্ত্র যথেষ্ট মূল্য পেতে শুরু করেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আঙ্কারা পৃথিবীর বড় বড় রাজধানীর অন্তর্গত নয়। এটি আধুনিক ভাবে গড়ে উঠেছে একটি প্রাচীন গ্রামের অংশ নিয়ে। পাহাড়ে গ্রামটি পড়ে রয়েছে। যেন সেটি মনে করিয়ে দেয় তুর্কীরা ইতিমধ্যেই আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। নতুন গণতন্ত্রের জনৈক অ্যাটাবার্ক তার নিজের দেশ গঠন করেছে অন্য একটি পাহাড়ে। রাস্তাগুলি দিয়ে আপনি অনায়াসে বৃক্ষ-ছায়ায় হেঁটে যেতে পারেন চওড়া ফুটপাথ ধরে শহরের মধ্যস্থলে। রাস্তাগুলি গাড়ীতে ছয়লাপ। মানুষজন ব্যস্ত এবং ভালো পোশাক পরনে। নতুন নতুন বাড়িগুলি দেখতে সুন্দর।

গাড়ি চালিয়ে একদিন আমি আঙ্কারা থেকে বেরোলাম। দেশের পূর্ব দিক ধরে চল্লিশ মাইল এগিয়ে গেলাম। আপনি লক্ষ্য করবেন শহরের সীমার বাইরে প্রাচীন

অ্যামাটোনিয়া। গ্রামীণ অঞ্চলটি কঠিনও মজবুত যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কেন অ্যাবার্ক দৃঢ়ভাবে কনস্ট্যান্টিনেপলের যুগ থেকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। বর্তমানে যেটিকে ইস্তাম্বুল বলা হয় সেটি ছিল ঐতিহ্যবাহী ওটম্যান রাজধানী। তিনি তার শহর রাজনৈতিক অ্যামাটেনিয়াম সমভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লড়াইয়ের পক্ষে এটি একটি শক্ত দেশ সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। রয়েছে ছোট একটি সৈন্যবাহিনী, ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সাজানো। এই রকমের একটা অঞ্চলকে আক্রমণের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে নিরাপদে রাখা যায়।

একটা গ্রাম আমি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। তার একটি মুখ্য কারণ ছিল, শিক্ষকদের ট্রেনিং নেবার বিদ্যালয়কে দেখার। গ্রামের কাছেই একটি ঝর্না, সেখানে তারা বাড়িটি বানিয়েছিল কংক্রিট ও কাঠ দিয়ে। গ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে বাড়িটি ছিল। পোশাক কাচাকাচির জন্য একদিকে ব্যবস্থা। অন্যদিকে রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। একটা নদী গ্রামে রয়েছে ছোট ছেলে মেয়েদের খেলার জন্য। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর লক্ষ্য করছিলাম এইসব উন্নতি। হঠাৎ একটা বাড়ীর ছাদে বোরখা পরা এক মহিলাকে দেখলাম। ঐতিহ্যবাহী ভঙ্গীতে চুপচাপ বসে রয়েছে। এছাড়া লক্ষ্য করলাম আমার মতই ছেলেমেয়েরা ঝর্নার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দৃষ্টি নতুন, ভালো এবং আলোড়ন সৃষ্টি করা কিছু একটার দিকে।

খুব অল্প দিনই সেখানে আমি ছিলাম। তুর্কিদের শিল্প দেখার সুযোগ আমি ঐ সময়ের মধ্যে অবসর করে নিয়ে ছিলাম। তবে বলা যায় তুলনামূলকভাবে জার্মানদের শিল্পের মত বড় মাপের নয়, তারা আশ্রমের আভাস পেয়েছিল এই জার্মানদের কাছ থেকে। তবে মনে দাগ কাটার মত ছিল ঐ শিল্প, আকার আয়তনে না হলেও গুণের দিক থেকে উন্নত ছিল। ফলে বুঝেছিলাম, এটি ভবিষ্যতের পক্ষে উজ্জ্বলময়।

ওদের বিমানক্ষেত্রেগুলিও আমি পরিদর্শন করেছিলাম। দেখেছিলাম সৈন্যদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, রেলপথ আর বেশ উন্নত মানের বড় বিমান। এসব দেখে দেখে বেশ অনুমান করতে পেয়েছি যে শিল্পবিপ্লব কোন জাতি বা কোন দেশের একার নয় মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে কম্বাশন ইঞ্জিন আলোড়ন তুলেছে, জাগিয়ে তুলেছে এবং তাদের বিব্রত করেছে। ইতিমধ্যেই তুর্কিদের মধ্যে নতুন নিপুণতাও খিদে এনে দিয়েছে। আধুনিক পৃথিবী দেখার জন্য তারা আগ্রহী। তারা যন্ত্রকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা শিখতে চাইছে। তাদের গতি রোধ করা কষ্টকর।

শিল্প এবং অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য তাদের সামাজিক এবং শিক্ষায় বিপ্লব

শুরু হয়েছে। মনে ছাপ রাখে। সেখানে এসব ঘটে চলেছে। পরিদর্শনের চোখে যে কোন দেশের পরিবর্তন সম্পর্কে মনোভঙ্গীর প্রকাশ হলো তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। বাগদাদে আমি অনেক সরকারী লোকের দেখা পেয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরণে প্রাশ্চাতের উন্নতমানের পোশাক পরিহিত, অপর কেউ পরেন মুসলমানদের ঢোলা পোশাক, তুর্কিদের লক্ষ্য করেছি যে সরকারী প্রধানরা পাশ্চাত্যের পোশাক পরনে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করে। পরিবর্তনের চিহ্ন হিসাবে আইনসম্মত ভাবে "যেজ" (Zez) কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। অ্যাটাবার্কের এবং তার অনুগামীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নেতৃত্বে তুর্কিরা সর্বতো ভাবে প্রাচীনপূর্ব বোরখা প্রথার বিলুপ্ত করেছে।

কোনরকম ব্যক্তি বা পোশাক পরে এই যুগপ্রাচীন প্রথার এই বিপ্লব আনা হয় নি। অথবা গণউন্মাদনাও এই বিপ্লব আনেনি।

আমেরিকা এই ব্যাপারে কিছু গর্ব করতে পারে এবং তার কারণ আছে। রবার্ট কলেজ ছিল ইস্তাম্বুলের বাইরে, আমি ঐ স্থানে যেতে পারিনি আমার কপাল মন্দ বলে। শিক্ষার আন্তর্জাতিকতাবাদের চর্চা এখানেই হয়ে এসেছে। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ন হয়ে স্নাতক হয়েছে এমন অনেক তুর্কী রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়েছে। আমেরিকান শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পৃথিবীর একটি অংশে বজায় থাকা কুসংস্কার এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র পৃথিবীকে সম্পদবান করে তোলা ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে খোদ আমেরিকানদেরই মনে সংশয় ছিল যে সমস্ত এশিয়া জুড়ে শিক্ষার এই প্রশ্ন কতখানি গভীরভাবে ছাপ ফেলবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলি ও বইপত্রগুলি আমরা অনুমোদন করিয়েছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের বিস্ময়ের কেন এবং কিভাবে শিক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রী হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে পরিষ্কার ধারণা নেই সেটা ঐ দেশের গ্রাম অঞ্চল ঘুরে বুঝেছি। ছোট একটি বিদ্যালয়ে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম, ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের দ্বারাই স্কুলটি গঠিত। আমি ছোট ছেলেদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত শুনেছিলাম। প্রাচীন নাচের মুদ্রাগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের জাতীয় পল্লী নাচ নাচতে আমি দেখেছিলাম। এই জাতীয় নাচ এককালে অ্যামাটোলিয়াতে প্রচলন ছিল।

আধুনিক তুর্কী বয়সে নবীন এবং এর জনসাধারনের স্বাধীনতা এবং স্বশাসনের কোন অভিজ্ঞতা নেই। এমনই একটি দেশ হলো তুর্কী। কিন্তু যা দিয়ে লড়াই করতে পারে, এমন কিছু তার ছিল, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। যত লোকের সঙ্গে আপনি আলাপ করবেন তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সেই ইঙ্গিত লক্ষ্য করবেন

তাদের কথাবার্তাতেও তার ছোঁয়া পাবেন।

কিন্তু তুর্কীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ করতে চায় না। এটা তারা চায় না এই কারণে যে তারা জানে, তাদের নতুনভাবে জয় করা আধুনিকতা জার্মানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের ফ্রন্টিয়ারের বাইরে যে অসংখ্য মানুষজন রয়েছে, তাদের মনে কোন উচ্চাঙ্খা নেই। তারা খুব ভালো ভাবেই জানে যে এই বিশ্বে যুদ্ধে তারা ভারসাম্য দুলিয়ে দিতে পারে। সুতরাং, তারা সশস্ত্র নিরপেক্ষতার রীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি মিলিটারী ব্যবস্থা তারা গঠন করেছে। যেসব অভাব আধুনিক মিলিটারী ব্যবস্থায় তাদের রয়েছে তা তারা পরিপূরণ করে আরো উন্নত করার জন্য সচেষ্ট। আমি তুর্কি সৈন্যবাহিনীর সরকারী চীফ অব স্টাফের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেশের সবর্ত্রই তার সৈন্যকে লক্ষ্য করেছিলাম। কোথাও সান্ত্রী হিসেবে, কোথাও মিলিটারী বিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য আরো অনেক প্রধান প্রধান জায়গায় কর্তব্যরত অবস্থায় দেখেছি।

তুর্কির সৈন্য সামন্ত ছাড়া বেশ কিছু দেশের সরকারের নেতার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। এর মাধ্যমে অনুমান করেছিলাম যে তারা সব সময় আতঙ্কিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ইউরোপের দিকে নজর রাখছে এই কারণে যে তারা জানে না যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে লোকেদের রক্ষা করতে তাদের কখন না কখন যুদ্ধে নামতে হয়।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভাবে জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে তুর্কির মানুষদের সঙ্গে কথা বলে এমন কোন আভাস পেলাম না যে তিক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যে কোন আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কিছু পরিকল্পনা করছে বা ভাবছে। এমনকি যখন তাদের দেশের শান্তি এবং সুরক্ষা বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাকাকগলু নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। বর্তমানে তিনি তুর্কির প্রধানমন্ত্রী। দক্ষতাসম্পন্ন এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তি। আমি বিদ্বান এবং কূটনীতিবিদ এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলাম যিনি হলেন নোওমেল। তিনি হলেন মিঃ সাকাকগলুর বিদেশমন্ত্রী। এছাড়াও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছিলাম যারা সরকারের উচ্চপদে আছেন। সাংবাদিক, সৈন্য, শ্রমিক এবং চাষীরাও আমার সাক্ষাৎকার থেকে বাদ যায় নি। তবে প্রত্যেকের কাছে একই কথা শুনেছিলাম। তা প্রায় এইরকম—আমরা যুদ্ধ চাই না, বা তার সঙ্গে জড়াতে চাই না। কিন্তু যে প্রথম সৈন্যটি আমাদের দেশের সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে তাকে অবশ্যই গুলিতে মরতে হবে এবং আমাদের পাহাড়গুলিতে, রাস্তা এবং বনগুলিতে আমাদের গুলি ছোঁড়া বন্ধ করার আগে অনেক বিদেশীকে মরতে হবে।

ওদের মুখে সবসময় বিদেশীদের কথা শোনা যায়। দৃঢ়তার সঙ্গে তারা বলে যে, যে দেশ তাদের আক্রমণ করবে তারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। শত্রুরা যে দিক থেকেই আক্রমণ করুক না কেন। তবে এটা স্পষ্ট যে এই মুহূর্তে একটা বিশেষ দিককেই ওরা ভয় পাচ্ছে। বর্তমানে তারা আমাদের ইংরাজ দেশকে ভয় করে না। কারণ তারা তুর্কীদের বন্ধু। রাশিয়াকেও ভয় করে না। অবশ্য রাশিয়ার সর্বশেষ পরিকল্পনা তাদের বিপত্তির কারণ। এই মুহূর্তে পশ্চিমকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, ক্ষমতাশালীদের নিয়ে। ইউরোপে এই শক্তি গঠিত হয়েছে শেষ কয়েক বছরে। তাদের দেশ ডিঙিয়ে যে শক্তি এশিয়ার মাথা ঢোকবার ব্যবস্থা করছে। তবে এই যুদ্ধ তারা অনায়াসে করতে পারে, কোন আতঙ্ক নেই মনে। তাদের রাজধানীতে জার্মানরা, দুবার এক বড় মাপের পীস অফেন্সিভ' করতে কসুর করে নি। কিন্তু দু'বারই বিফল হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখতে তারা পছন্দ করে। দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবসা করতে তারা তৈরী। পৃথিবীর সরবরাহের এক তৃতীয়াংশ ক্রোম (chrome) তারা তুর্কীতে তৈরী করে। ওদের দেশের তামাক ও তুলার কদর অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। এই সম্পদ নিয়ে তারা কোন একসময় তাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারে। তাদের প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে গম উৎপাদন দরকার এবং যন্ত্রপাতি। আমাদের ফেরার পর থেকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পাঠাচ্ছিলাম, সেটা দেখে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করলাম। বর্তমানে ওদের প্রচুর পরিমাণে খাবার সরবরাহ করে আসছে আমাদের দেশ, অন্য কোন দেশ নয়। আমাদের কার্য সিদ্ধির জন্য আমরা এটা করি তা আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি। অন্ততঃ আমরা যতদিন পারবো ততদিন এই কাজ করে চলব। এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। আমাদের শত্রুদের কাছে ওদের দেশের সম্পদ পৌঁছোয়, এটা আমরা চাই না।

এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় দশ বছর ধরে মি. গ্যোবলস এবং তার নাজি বাহিনীর ভারি আঘাত ধীর স্থিরতার কোন বদল হয়নি কিন্তু বিশ্বের আরো আরো, প্রজাতান্ত্রিকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যেতে তাদের আগ্রহকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। আমাদের সঙ্গী হলো তুর্কীরা। আমাদের তারা প্রশংসা করে এবং পছন্দ করে।

সমাধান ওদের নিরপেক্ষতা সৎভাবেই বজায় রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি। ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি বিমানে চড়ে ওরা তাদের দেশে যাওয়ার অনুমতি না দিলে মাঝপথে কায়রোর বিমান পাল্টাতে হলো। পরিবর্তে একটা প্যান অ্যাসেরিয়াম

এয়ার ওয়েজ''-এর বিমানে করে ঘুর পথে আঙ্কারা গিয়েছিলাম। আমরা নামলাম একটি বিমান ক্ষেত্রে। সেখানে দেখলাম তিনটি লিবারেটর বম্বার সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। রোমানিয়ার প্লোয়েমাটিতে তৈলক্ষেত্রগুলি রেড করে ফেরার পথে আমেরিকার বিমানগুলিকে ফের নামাবার পর তুর্কীর বম্বারগুলিকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল। সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না যে এই নিরপেক্ষ ভুল সংশোধনের অন্তরালে একটা আন্তরিকতা ছিল। আমার ভ্রমণকালীন অ্যাক্সিস রেডিও তুর্কিতে আমার উপস্থিতির অভিযোগ করলো। তখন আমি সাংবাদিদের জানালাম যে এর উত্তর কঠিন নয়। হিটলারকে তুর্কিতে পাঠিয়ে দিতে আমন্ত্রণ কর (এমন তুর্কি যে তার বিরোধী পক্ষ) জার্মানীর প্রতিনিধি হিসাবে। আমার মন্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরে লক্ষ্য করেছিলাম, তুর্কীরা সরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের মহলে এই নিয়ে হৈ হৈ করছে।

যদিও তুর্কিদের জাতীয়তাবাদ একটা শ্লোগান ছিল, তবুও এটা হাসির খোরাক ছিল। (এত কিছু করা হয়েছে যে শ্লোগানকে সামনে রেখে) তবু তুর্কি এবং তাদের সরকারের, আমার ভ্রমণ করা যে কোন দেশের থেকেও তাদের নিজেদের তাৎক্ষনিক প্রয়োজন, এবং প্রয়োজনের বাইরে আন্তজার্তিক সহযোগীতার জন্য বেশী প্রতিনিধি ছিল। আমার কাছে এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছিল। আমি প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এমন কি প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম।

আঙ্কারার বাইরে এক রাতে বিদেশ মন্ত্রী নোয়ন বে একটা ডিনারের ব্যবস্থা করলেন। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল তার খামার বাড়ীতে, যেটি শহরের সীমানার বাইরে, অ্যাটার্টিকের গ্রামের বাড়ীতে। তাদের থেকে জেনেছিলাম যে এটি একটি মডেল খামার বাড়ী। সেখানে দেখলাম ফুলের বাগান। এছাড়া রয়েছে একটা রাজপ্রাসাদ যা পাহাড়ের ওপর। সেই ফুলবাগানের আঙিনা ধীরে ধীরে আঙ্কারার আলোর দিকে এগিয়ে গেছে।

সরকারী আমোদ প্রমোদের জন্য বিদেশমন্ত্রী এই বাড়ির একটা ঘর ব্যবহার করেন। নিরেট সোনার তৈরী একটা টেলিফোন সেখানে দেখলাম। অ্যাটাটিটার্ক সেটি ব্যবহার করতো। ''শিক-কাবাব'' বানানোর জন্য একটা পুরোনো ধাঁচের তুর্কি ধরনের মেশিন দেখলাম অন্য একটি ঘরে, কাঠকয়লার আগুন জ্বলছে। একজন পাচক বিরাট ভেড়ার মাংসের গোল গোল টুকরো ধীরে ধীরে আঁচের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকছে।

নোয়মেল আসল বলরুমটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বিদেশী কূটনীতিবিদ, অন্ততঃ তার সময়কালে। তবে তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী

ছিলেন না। কিন্তু তার শারীরিক দুর্বলতাই খুব সম্ভব জেদ করে তাকে দক্ষ করে তুলেছে। যা দিয়ে তিনি ইউরোপ ও পৃথিবীকে সামনে দেখেন। তার মুখে যে অভিব্যক্তি, মনেও সেই ছাপ পরিস্ফুট। তিনি ছিলেন খুব শক্তিশালী এবং কৌশলী, কিন্তু একটু বিষন্ন ও উদাসীন।

আমাদের পক্ষের সমস্ত দেশের কূটনীতিবিদরা তাকে মাঝখানে রেখে নাচ করলো, গান করলো আবার কথা বললো। আঙ্কারায় আমার ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাক্সিস অনুপ্রাণিত সাংবাদিকরাও এসেছিল। কিন্তু অ্যাক্সিস তুর্কি কূটনীতিবিদরা ইউনাইটেড স্টেট্সের কূটনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলে নি। তখন সেখানে বিভিন্নতা ছিল যথেষ্ট। একবার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মস্কোয় ছিলেন। কিন্তু তার চার্জ ডী অ্যাফেয়ার্স ছিল পার্টিতে। পার্টিতে একজন মহিলাকেও দেখেছিল, যার পরনে ছিল সঠিক সান্ধ্যকালীন পোশাক। বিশেষ পাল্লকে তৈরী। সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে ঐ পোশাকের একটা পার্থক্য ছিল, লক্ষ্য করার মত। পরে শুনেছিলাম ঐ মহিলার স্বামী ক্রীটে লড়াই করেছিলেন। সেখানে এসেছিলেন গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিরাও। পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুজনে আমার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউরোপের কনফেডারেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করলো। আর একজনের নাম আমি কখনোই জানতে পারিনি তিনি হলেন অন্য এক কূটনীতিবিদ। আমাকে ভুল খবর দিয়ে বিস্মিত করে দিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে তিনি জানালেন যে তিনি নাকি শুনেছেন যে কল নামে একজন আমেরিকান বক্সার জো লুইসকে হারিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্থানের কূটনীতিবিদ দেখতে সুদর্শন। তিনি আমাকে অভিযোগ করলেন যে কেবল শিকারের দায়িত্ব নিয়েই তিনি আঙ্কারাতে এসেছিলেন। কিন্তু এখন তার শখ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। বাধা পাচ্ছেন তিনি। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা যা আমাদের বাস করা পৃথিবীকে বেশ ভালো ভাবে প্রতিফলিত করলো। আমার নিমন্ত্রণকারী নোয়মেল বেব., ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিদেশমন্ত্রকে তার পুর্বসুরীর মত এবং বর্তমানের প্রধান সাকাক্কালুর মত কোন অভিজাত জন্ম অথবা মতবাদ থেকে তিনি তার ক্ষমতা অর্জন করেন নি। এরজন্য তিনি দীর্ঘদিন লড়াই করেছেন। পূর্বে ঐ লড়াই অ্যাটলার্ড-এর সঙ্গে চালিয়েছে এখন তুর্কীর জনসাধারণের সঙ্গে। সেদিন নৈশাহারে লক্ষ্য করেছিলাম একটা জিনিস। আমরা ইংরাজী হুইস্কি পান করছিলাম। রাশিয়ায় খাবার খাচ্ছিলাম'' আর পৃথিবীর কূটনৈতিক কৌতুহলদ্দীপক আন্তর্জাতিকবাদ জুড়ে আমেরিকানদের সঙ্গে নাচছিলাম। তুর্কীর জনসাধারণ তার চ্যালেঞ্জ রেখেছে যুদ্ধ থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন দুনিয়ায়, এটা আমি আগের থেকে

ভালো করে বুঝেছিলাম।

বিস্মিত হয়েছে আমার সঙ্গে দেখা হলে, লালচে ও নীল চোখ বাচ্চাদের মত। অথবা কঠিন মুখের সৈন্যদের মত, বলা যেতে পারে শিক্ষকদের মত যারা রবার্ট কলেজ থেকে ইংরাজী শিখেছিল তাদের মত। নোয়েমেল বেকে দিয়ে মনে হল ভীষণভাবে একটা সত্তাকে বোঝানো যায় যেটি মানব-সম্প্রদায়ের অর্ধেকের মধ্যে দারুণ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। বর্তমানে তিনি একটা আমূল পরিবর্তনের মধ্যে বাস করছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাচীন মানুষদের কাছে একটি ফসল এবং গর্বের ঐতিহ্য।

গতবারের যুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে ছিল তুর্কীরা। এই নতুন গণতন্ত্রী জন্ম নিয়েছে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে। পৃথিবীতে এর কোথাও কদর নেই। এছাড়া 'টর্কি' শব্দটিও শুভ নয়।

এত দ্রুত গতিতে পরিবর্তন এগিয়েছে যে অনেকেরই বোধগম্য হয়নি। দুদশকের খুব অল্প সময়ের মধ্যে অ্যাটাটাক এবং নোয়ম্যান বে এবং সাকাকগলুর মত তার বন্ধুরা তাদের জনসাধারনের শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্খা একটা নতুন জীবন ধারার দিকে এগিয়ে নিয়েছেন।

এমন কি এক প্রজন্ম আগে পর্যন্ত তাদের নিজেদের স্বশাসনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না পাশাপাশি বসবাসকারী মধ্য প্রাচ্যের আরবদের বা চীনের সীমান্তের জনসাধারণের মত। কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দ্বীপগুলিতে বাস করা বা ভারতের জনসাধারণের মত। তাদের বেশীর ভাগের মধ্যে ছিল শিক্ষার অভাব। স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মনীতি বা জনস্বাস্থ্য উন্নত ছিল না। শোষণের, দারিদ্রতার এবং ভোগান্তির এক ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঙ্গে ছিল। সম্পূর্ণভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তারা তাদের হালচাল বদলে ফেলেছে। তাদের পুরোনো নিয়ম নীতির পরিবর্তন এনেছে, তাদের চিন্তা ভাবনাও নতুন হয়েছে।

তুর্কিতে থাকার সময় একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আকস্মিকভাবে এই পরিবর্তনের কথা আমি তার মুখ থেকে শুনেছিলাম। সে ছিল বিশুদ্ধ তুর্কি। মধ্যবয়স্কা এবং নজর কাড়ার মত চেহারা ছিল। ইংরাজীতে পটু ছিলো। তার কথাবার্তায় ছিল আধুনিক মহিলাদের কথার ভঙ্গী। সে ইস্তাম্বুলে থাকতো। কিন্তু আঙ্কারাতে বাস করতো। তুর্কির আদালতে আসা এক গাদা কেস নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। নামকরা আইনজীবি ছিল সে। বহুদিন এই পেশায় জড়িত। কোনরকম বিশেষ মন্তব্য করতে আমার প্রয়োজন মনে হলো না এই কারণে যে সে একধারে মহিলা, অপর দিকে আইনজীবি। সত্যি বলতে কি, আমি এমন

অনেক মহিলার সংস্পর্শে এসেছি যারা আইন নিয়ে পড়াশুনা করছে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অনেকের মেয়ে এই বিষয়ে পড়াশুনা করেছে। তাদের চোখে মুখে একই ভাব লক্ষ্য করেছি।

এই হলো তুর্কি কাহিনী। মাত্র চল্লিশ বছর আগে মধ্যভারতে যাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হতো সেই ছিল আমার বেসরকারী ব্যাপারে জয়ের আইন নিয়ে সক্রিয় কাজ এবং উৎসাহ। সেইসব দিনগুলি আমার কাছে আর স্মরণীয়, নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের মিত্র রাশিয়া

১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিমানের করে গেলাম ক্যাসপেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে। আমি রাশিয়া ছেড়ে চলে এর দশ দিন পর। সেখানে থেকে মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ পার হয়ে চীনে পৌঁছলাম। রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ায় আমরা তিনবার মোট নীচে নেমেছিলাম চীন থেকে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়।

সর্বমোট দু সপ্তাহ ছিলাম আমি রাশিয়ায়। সেখানে এই প্রথম আমার ভ্রমণ। আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিল একজন আমেরিকান দোভাষী। তাই একবারও রাশিয়ায় শব্দ মুখে আনি নি। বেশ ভালো ভাবেই জ্ঞান ছিল সোভিয়েত সম্পর্কে। ঐ মস্তবড় দেশে কি হচ্ছে বা হচ্ছে না তা-ও জানা ছিল না। এমন কোন বই আমাকে পড়তে দেওয়া হয়নি যা থেকে কোন স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার পৌঁছবার আগে এবং সেখানে থাকার সময় খুব ভালো ভাবেই বুঝেছিলাম। যে দেশটি মস্ত বড় এবং এর পরিবর্তনগুলি এতই জগাখিচুড়ি যে তা আমার বুঝতে একটা দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে। এছাড়া বলতে দ্বিধা নেই যে সোভিয়েটের সমস্ত সত্যকাহিনী বলতে গেলে এক শেলফ বই লিখে ফেলতে হবে।

আমি যখনই যা কিছু জানার জন্য আকুল হয়েছি তখনই সোভিয়েত সরকার আমাকে তা জানার সুযোগ করে দিয়েছে, এটা আমায় স্বীকার করতে হবে। আমি ঐ সরকারের সাহায্যে ঐ দেশের শিল্প এবং যুদ্ধ শিল্পগুলি, সমবায় খামার, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, হাসপাতাল এবং ফ্রন্ট সবই নিজের মনের মত করে পরীক্ষা করে দেখার সুবিধা পেয়েছি। 'ইউনাইটেড স্টেটস'-এ যেমন আমার অবাধ আচরণ থাকে তেমনি ভাবেই আমি রাশিয়ায় যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে আমার প্রয়োজন মত ঘুরে বেড়িয়েছি, জানতে চেয়েছি, অপ্রত্যাশিত মানুষজনের কাছে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করেছি। এ ব্যাপারে কোন বাধা আসেনি। আমার আমেরিকান দোভাষীর সামনেই এই সব কথা বলেছে।

যে কোন একজন ভ্রমণকারীদের অনিবার্যভাবে ঐ দেশের অতীত সম্পর্কে প্রভাবিত করে। রাশিয়ায় প্রথম এসে আমারও ঐরকম হাল হয়েছিল। তখন আমি

"কুইবিশেভ'-এ থাকি। আমি নিজে প্রাক বিপ্লবের সময়কার কথা একদিন বিকেলে ভেবে চলেছি। ভল্গার পশ্চিমদিকে খাড়া তীরের ধার ধরে আমি একাই হেঁটে এগিয়ে গেলাম। পার্কের একটি বেঞ্চে বসে নদী লক্ষ্য করলাম। নদীর ধারে আমরা একটা রেড আর্মি রেস্টহাউস পেয়ে ছিলাম, সরকার দিয়েছিলেন। কনকনে ঠাণ্ডায় বাতাস ভরপুর। তবে গাছের পাতা ডালে ঝুলে আছে, এখনও ঝরেনি। নদীর তীর ধরে রয়েছে গ্রামীন বাংলোর সারি—এগুলি ছোট সাধারণ "ডাচাস" এই ডাচাসগুলি রাশিয়ানদের অত্যন্ত প্রিয়। পাইন বৃক্ষের সারি দেখলাম। নীচে বিরাট নদীর মতই গভীর শান্ত এবং ঘন বাতাস। নদীর পার ধরে গম ক্ষেত স্টালিনগ্রাফ পর্যন্ত বিস্তৃত পেছনে পাইন বৃক্ষের সারি। সেখানে নামি ট্যাঙ্ক আর বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যরা পাথর টুকরো স্তুপ তৈরী করেছে।

নদীর ধারে যেখানে আমি বসেছিলাম, সেখান থেকে লক্ষ্য করলাম যে একটা নৌকা মাল খালাস করছে। বেশ কয়েক মাইল জুড়ে স্তুপ হয়ে পড়ে আছে কাঠের ফালি। ফলে আড়ালের সৃষ্টি হয়েছে। ডন বোসন হারাহার সঙ্গে. যুদ্ধ কেন্দ্রিক শিল্পগুলির কয়লা সুফল প্রাপ্তির সঙ্গে এগুলি রাশিয়ায় একমাত্র জ্বালানি। আগামী শীতে পোড়ানোর কাজে লাগবে। লক্ষ্য করলাম, একজন রাখাল ভেড়ার পাল চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীর ধার দিয়ে। একটা মালভর্তি ট্যাঙ্কার নদীর মাঝখানে দেখলাম। সেটা ক্রমশঃ উজানের দিকে যাচ্ছে। একজন সৈন্য ভেড়ার পালের পেছন পেছন হেঁটে আসছিল এবং পায়ের আঘাতের নুড়ি, পাথর তুলে নদীতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সৈনকিটি তার মাথা থেকে টুপী খুলে ফেললো। বাতাসের ধাক্কা লাগলো তার চুলে। এলোমেলো হয়ে গেল তার চুল, রাগ কমিয়ে দিল। তখনই দৃষ্টি পড়লো টুপীতে। দেখলাম তার টুপীতে লেখা এন. কে. ভি ভি মুগুমান শব্দটি। তার মানে গোয়েন্দা পুলিশ।

আমি ভাবছিলাম 1917 সালের আগের জাহাজ নির্মাতার কথা। আমার পেছনের আরাম কক্ষটি তিনি সামার হার্ডস হিসাবে তৈরী করেছিলেন। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে শুনেছিলাম যে জিমতে তার একটা ক্ষমতা ছিল। তার শস্যের কারবার ছিল এবং জাহাজের মালিক ছিলেন। যখন শহরটিকে সামারা বলে ডাকা হত তখন তিনি ভল্গার বানিয়ে উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু শহরটির নামকরণ হলো কুইবেশিড, তখন বন্ধ করে দেওয়া হলো। সামারা [illegible]দের জন্য সেটা করা হল। ওরাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছিল। কিছুটা কর্ম জীর্ন প্রতিবেশী গুলির মত বাড়িটি রয়ে গিয়েছিল। কারণ সেটির ব্যবহারের যোগত্য রেড আর্মি খুঁজে পেয়েছিল।

বিপ্লবের দোহাই দিয়ে সমগ্র প্রজাতির নারী পুরুষ ধ্বংস হতে দেখলাম আমি। পরিবারগুলি ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মনের বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল বিপ্লবের জন্য। হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল না খেতে পেয়ে এবং যুদ্ধে গণ হত্যায়।

হয়তো কোন দিনই এইসব সত্যকাহিনী সবিস্তারের প্রকাশ হবে না। তবে এর ব্যতিক্রম ছিল। একদল মানুষ অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য তারা ছিল সংখ্যায় কম। রাশিয়ার সমগ্র ধনী সম্প্রদায় এবং মধ্যশ্রেণীর লোকেরা বাস্তবিক ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এসব কতটা সত্যি, তা রাশিয়ায় আসার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। কারণ অনেক কিছুই আমার ভাবনাচিন্তার বাইরে ছিল। আধুনিক রাশিয়ার মূল্যায়ণ করলে দেখা যায় এটি সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণবেষ্টিত শাসিত। যে মানুষের মধ্যে চাষীদের কোন সম্পত্তি ছিল না, শিক্ষা ছিল না, তারা কেবলমাত্র একটা উত্তরাধিকারী জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত ছিল। আজকের দিনে তাদের জন্য রাশিয়ায় কোন আশ্রয় আছে কিনা সন্দেহ। বিপ্লবের আগে বা পরে তাদের অবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় নি। কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত ব্যক্তির মানুষের মত একটা ব্যবস্থাকে পছন্দ করে। যে ব্যবস্থা তার পারিবারিক সবকিছুর বিকাশ ঘটাবে। যার দ্বারা সেই ব্যবস্থাটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই নিষ্ঠুর মাধ্যমটির কথা তারা মনে রাখে না। এটা পছন্দ করা বা বিশ্বাস করা কোন আমেরিকানের পক্ষে কঠিন। কিন্তু এখানকার প্রত্যেক জায়গার জনসাধারনের এই হল সরলতম ব্যাখ্যা। আমি তখন মস্কোয় ছিলাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে এই অভিব্যক্তিরই প্রকাশ ঘটলো। আমি একদল রাশিয়ায় আধুনিক ব্যক্তিকে তাদের ব্যবস্থার পক্ষে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিলাম। রাশিয়ার অতীত দেখার জন্য আমি কিন্তু সেদেশে যাইনি। প্রেসিডেন্টের বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে সেদেশে আমার আগমন সোভিয়েট ইউনিয়নে যেসব সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলি আমাদের ভালো লাগুক বা না-ই লাগুক সেই অসুবিধাগুলি আমাদের আমেরিকার প্রজাতি ভোগ করছে। স্রেফ এর একটা জবাব খুঁজতে আমি রাশিয়ায় দৃঢ়সংকল্প নিয়ে গিয়েছিলাম।

এর মধ্যে কিছু প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছিলাম সেগুলো আমার বোধগম্য হয়েছে এবং বিশ্বাস করেছিলাম অন্ততঃ পক্ষে আমি খুশিও হয়েছিলাম। কয়েকটি বাক্যের মধ্যে আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারি।

প্রথমতঃ রাশিয়া হল একটি সক্রিয় দেশ। এটি কাজ করে এবং এর উর্ধ্বতন মূল্য রয়েছে। আমাদের অধিকাংশ লোকের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে হিটলারের

বিরুদ্ধে সোভিয়েট দেশের প্রতিরোধের রেকর্ড। কিন্তু আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে রাশিয়ার পদাপর্ণের আগে তাদের মহিলাপুরুষদের চলতি সংগঠনের শক্তি সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা মেনে নেওয়ার জন্য তৈরী ছিল না।

দ্বিতীয় কথা হলো, রাশিয়া আমাদের বন্ধু দেশ। হিটলারের বিরুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। সম্ভবতঃ তা বৃটিশদের থেকে বেশী হতে পারে। তাদের ফ্যাসিজম এবং নাজি ব্যবস্থার প্রতিভাদের একটা প্রকৃত, গভীর ও তিক্ত ঘৃণা আছে।

তিন নম্বর হলো যুদ্ধের পর আমরা নিশ্চয়ই রাশিয়ায় সঙ্গে কাজ করবো। নিদেন পক্ষে আমার একটা ধারণা ছিল যে আমরা যতক্ষণ না শান্তি জিনিসটার সংজ্ঞা জানতে পারছি ততক্ষণ শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

সোভিয়েতইউনিয়নের সর্বত্র আমি ঘুরেছিলাম। দেখেছিলাম এবং জেনেছিলাম যে সোভিয়েতরা এই পরিকল্পনাগুলিতেআরো ক্ষমতাশালী হয়েছিল। রাশিয়ায় ফ্রন্টের একটা অংশ দেখেছিলাম যেখানে রেড আর্মির কাজ কর্ম দেখার প্রথম সুযোগ হয়েছিল। অনেকগুলি কারখানা দেখে ছিলাম ফ্রন্টের পেছনে। সেসব কারখানার কর্মচারীরা যুদ্ধে সৈনদের যে রীতিমত পাঠায় তা গোপন রেখে আমাদের অভিজ্ঞ পদস্থ অফিসারদের বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। কারখানাগুলি এবং খামারগুলির আড়ালে আমি সাংবাদিক ও লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। লক্ষ্য করলাম তারা ধর্মযুদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েছে যুদ্ধটাকে। ঐ যুদ্ধে ওরা অংশ নিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। সাংবাদিক ছাড়া আমি ক্রেমলিন দেখলাম। মোট দুবার দেখা করেছিলাম মি. ক্যাসালিনের সঙ্গে। ঐ সময় আমার একটা শিক্ষা হয়েছিল যে সর্বসাধারণের পরিচালনায় কিভাবে ক্ষমতা প্রকৃতই অনুশীলিত হয়। শেষে রাশিয়ার এক দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরেছিলাম। কথা বলেছিলাম রাশিয়ায় মানুষজনের সঙ্গে অবশ্য নমুনা করার পক্ষে ২০০০০০০ জন মানুষের দলটি আমার কাছে যথেষ্ট নয় তবুও সম্পূর্ণভাবে বেছে নেওয়ার কদাচিৎ একটা সুযোগ ছিল।

আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সেগুলো যেমন চরম তেমনি উজ্জ্বল। এদের মধ্যে একটি হলো রাজেবে যুদ্ধ চলা ফ্রন্টে সফর। একটি আরামদায়ক গাড়িতে বসে আমরা রওনা দিয়েছিলাম। চলতে চলতে সারারাত কাটালো স্ট্যাবিটসায়। আমরা সকালে ওটা থেকে নেমে একটা আমেরিকান জীপে উঠে বসেছিলাম। সেই সময়ে আমার সঙ্গী ছিলেন আরো কয়েকজন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল ফিলিপ ফেমনভাইল. মেজর জেনারেল ফোনেট ব্রাভেলী, কর্নেল মোসেপ মিকেলা রাশিয়ার আমেরিকার মিলিটারী অ্যাটাসে। এছাড়া ছিলেন আমাদের দলের চারজন সদস্য এবং কয়েকজন রাশিয়ার গাইড।

জীপ হল একটা বড় আবিষ্কার, এটা বলা যেতে পারে। এ কথা ভেবে একজন আমেরিকান হিসাবে আমি গর্বিত। সেটিকে নিখুঁত ভাবে জেনে নিতে আমার খুব বেশি সময় লাগলো না। দীর্ঘ পথ আমরা হাঁটলাম। তাতে মনে হল হাঁটার শেষ নেই এমন যাত্রা শুরু করেছি। জীপে বসেই রাস্তাঘাটের হালচাল বুঝতে পারছিলাম। স্মরণে এলো সেইসব কথা ভারতের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বা যেসব ব্যবহার করতো।

রাজেবের উত্তরে প্রধান অফিসে এসে আমরা একসময় থামলাম। সেটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডিমিত্রি ডি লেনিসেঙ্কের। আমার সঙ্গে অনেক প্রভাবশালী লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। পৃথিবীর একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে যুদ্ধরত সৈন্যদের ষোলটি ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট জেনারেল তিনি ছিলেন।

খুব বেশী লম্বা ছিলেন না তিনি। দেহের বাঁধন ছিল শক্ত। তার জন্ম কসাক পরিবারে। ধনুকের মত পা দুটি জন্ম থেকে। তার ঐ পা দুটি কসাক অরিজিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি ছিলেন রুক্ষ এবং দানবীয় শক্তির অধিকারী, এবং সজাগ। আমরা তার সঙ্গে তার ভূগর্ভের কার্যালয়ে হাজির হলাম, যুদ্ধের মানচিত্রগুলি সম্বন্ধে তার কাছ থেকে বিস্তৃতভাবে জানলাম। তার সৈন্য সাজানোর কায়দা তার আক্রমণের কৌশল সম্পর্কেও অবগত হলাম।

আমি তার সহকারীদের সচেতনতা দেখে বিস্মিত হলাম। জেনারেল মুখ দিয়ে কথা একটা বলেছেন কি বলেন নি, সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন সহকারী সেনাপতি তার আদেশের অপেক্ষায় তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। নির্দিষ্ট পোশাক পরা নারী এবং সঙ্গীদের সংখ্যা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। যোগাযোগকেন্দ্রগুলি ব্যতীত, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরিবহনের কাজে তারা পর্যবেক্ষণের পদগুলিতে পাহারায় আছে। সেগুলি জেনারেলের প্রধান কার্যালয়ের চারিধারের গাছগুলির মধ্যে লক্ষ্য করলাম। ভূগর্ভেও এর ব্যতিক্রম নেই। সেখানে উচ্চপদস্থ কর্মী কাজ করছিল।

প্রধান কার্যালয় থেকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলাম। ঘুরে বেড়ালাম জার্মানদের একটা এলাকা। কিছুকালের মধ্যে সেটি রাশিয়ার সৈন্যরা হস্তগত করেছে। এক সময় যে পাহাড়ের ওপর ছোট একটা গ্রাম ছিল বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে। এখনোও মৃতদেহগুলির সৎকার করা হয়নি। একটা কৌটো, ট্রেনের তলায় দেখতে পেলাম। যেটি এখনও খোলা হয়নি। ইংরাজীতে কৌটোর গায়ে লেখা রয়েছে 'লাঞ্চন হসস'।

জেনারেলের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তাদের সৈন্যরা কিছু জার্মান

বন্দীকে এই মাত্র নিয়ে এসেছে। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই কিনা সেটা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি তার উত্তরে সম্মতি জানালাম। সেই সঙ্গে এটাও জানাতে ভুললাম না যে আমি তাদের সঙ্গে কেবল দেখা করবো না, কথাও বলবো। উত্তরে জেনারেল বললেন, "আপনি যেমন বলবেন, তেমন ভাবে আপনাকে সাহায্য করার নির্দেশ আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।"

জার্মান বন্দীদের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। বন্দী করা জার্মান বন্দীদের দিকে আমি তাকালাম। চৌদ্দজন বন্দী চুপচাপ একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করে বললাম, এই পাতলা পোশাক পরা, দুর্বল অবসন্নগ্রস্ত লোকগুলোই কি সেই বীভৎস, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদল, যাদের কথা আমি অনেকবার শুনেছি।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। দোভাষী এ ব্যাপারে সাহায্য করলো। আমি জানতে চাইলাম যে জার্মানে কোথায় তারা থাকে। তাদের বাড়ী থেকে কোন চিঠিপত্র আসে কিনা তা-ও জানতে চাইলাম। এছাড়া আরো অনেক প্রশ্ন রেখেছিলাম আমি। লক্ষ্য করলাম এইসব সৈন্যদের অবস্থা সহ্যের বাইরে। এরা স্বদেশ দ্বারা পীড়িত, তাদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স চল্লিশ, আবার কেউ কেউ সতের বছরের।

আমি জেনারেলের দিকে দৃষ্টি ফেলে আমার ভাবনার প্রশ্নটা রাখলাম।

"ঠিক কথা, মি. উইস্কি"। তিনি বললেন। এটা তুমি অন্যভাবে ভেবো না। জার্মানদের সাজসজ্জা দেখবার মত। এছাড়া জার্মান অফিসাররা ভীষণ চালাক এবং নিজেদের পেশা সম্পর্কে সচেতন। এদের সৈন্য সংগঠনের তুলনা হয় না। এখন এই মুহূর্তে যে কয়েকজন সৈন্যকে এখানে দেখছো এদের নিয়েই, বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিলিটারী সংগঠন, জার্মানদের "জার্মান আর্মি" গঠিত। কিন্তু যদি আমাদের দরকারী জিনিস পত্র তোমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হয় তাহলে আমাদের রেড আর্মি ককেশাস থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত অজেয় দল হয়ে উঠবে। কারণ তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের লোকেরা যেমন ভদ্র তেমনি নিজের দেশের জন্য সংগ্রাম করছে।

আমার মনেও সেই ধারণা হয়েছিল যে এখানকার লোকেদের কোন তুলনা নেই। এটা ঐ দিন এবং পরের দিনে আরো স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠলো আমার কাছে যে তারা তাদের দেশের জন্য লড়াই করছে। ফ্রন্ট থেকে কয়েক মাইল পেছনে রাশিয়ায় চাষীদের দেখলাম। খামার ওয়াগনে স্তূপ করে বোঝাই করা তাদের খাদ্য সামগ্রী নজরে পড়লো। একটা করে গরু প্রতিটি ওয়াগনের পেছনে বাঁধা। ধীরে

ধীরে সেগুলি বড় রাস্তা ধরে হাঁটছে। দেখার মত বিষয় হলো যে এরা ফ্রন্টের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, কখনো ফ্রন্ট থেকে দূরে চলে যাচ্ছে না। জমির প্রতি অদম্য টানেই এটা সম্ভব। এইসব জমি রেড আর্মি শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।'

কয়েক ফোঁটা কনকনে বৃষ্টি পড়লো। এটা হলো একমাস কি দু-মাস পর কি হতে চলেছে তার পূর্বাভাস। আমাদের ফিরতে দেরী হলো বৃষ্টির জন্য, দুপুরে তার সঙ্গে আহার করার জন্য জেনারেল আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা প্রায় জনা চৌদ্দজন, সোভিয়েত অফিসার এবং সৈন্য এবং তাদের সাক্ষাৎকারী সবাই কোনরকমে তার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে অন্যান্য খাবার তো ছিলই, এছাড়া ভদকা পান করলাম।

আমি কোনরকম কিছু না ভেবেই দোভাষীর মাধ্যমে জেনারেলকে প্রশ্ন করলাম যে তিনি রাশিয়ার দু হাজার মাইল ফ্রন্টের মধ্যে ঠিক কতবার বিভাগ প্রতিরোধ করেছেন। জেনারেল আমার দিকে তাকালেন, মুখে আপত্তির ছোঁয়া। দোভাষী আবার প্রশ্ন করলো, "স্যার আমি প্রতিরোধ করছি না, আক্রমণ করছি।"

রাজেভ ফ্রন্ট ভ্রমণ করার শেষে আমি আরো ভালো ভাবে বুঝলাম যে রাশিয়ার চলতি কথা "এটি হল জনযুদ্ধ" কথাটির স্পষ্ট মানে। রাশিয়ার মানুষ সম্পূর্ণ সচেতনতাপ্রাপ্ত। বুঝলাম হিটলারবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আগামী মাসগুলিতে তাদের কি অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে বা কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তা নিয়ে কোন আমেরিকাবাসীদের চিন্তায় ফেলতে পারে না। ফ্রন্টে ঘুরতে যাবার আগে স্ট্যালিনের কাছে জেনেছিলাম যে রাশিয়াবাসীর নির্দিষ্ট কিছু মহান ত্যাগের কথা এবং বিশেষ প্রয়োজনের কথা। আমি এসবই সরাসরি ভাবে নিজের চোখে দেখলাম।

এরমধ্যে রাশিয়ার লোক পাঁচ মিলিয়ন মারা গিয়েছিল। আহত হয়েছিল এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দক্ষিণ পশ্চিমে রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় উর্বর জমি নাজিদের দখলে চলে গেছে। শত্রুরা সেইসব জমিতে যে ফসল জন্মাচ্ছে তা খাচ্ছে এবং তাদের পুরুষ মহিলাদের ক্ষমতার জোরে নিজেদের চাকর বানিয়েছে। রাশিয়ায় অসংখ্য গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িঘর হারিয়ে সেইসব গ্রামের লোকেরা নিঃস্ব। দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় বোঝা বেড়ে চলেছে। কারখানাগুলিতে যা উৎপাদন হচ্ছে তা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নয়। প্রয়োজন মত চাহিদা মেটাতে পারছে না তৈলক্ষেত্রগুলি ও কয়লাখনিগুলি।

রাশিয়ার খাদ্যদ্রব্য ভীষণ দামী। বলা যেতে পারে তার থেকেও জঘন্য। রাশিয়ার বাড়িগুলিতে খুব কম জ্বালানি মজুত আছে তা আগামী শীতের জন্য।

এমন কি আমি মস্কোতে দেখেছি, অনেক স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায় পনেরো মাইল দূর থেকে কাঠ বয়ে এনেছে, আগামী শীতে একটু আগুনের তাপ পাওয়ার জন্য। কেবলমাত্র সৈন্যসামন্ত এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ কর্মীরা ব্যতীত পোশাক আশাক পরিধান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে।

যুদ্ধরত রাশিয়ায় একটি ছবি আমি পেলাম। তবু কোন রাশিয়াবাসীর মুখে শান্ত হওয়ার কথা শুনলাম না। নাজি অধ্যুষিত এলাকায় কি ঘটছে তা তাদের অজানা নয়। রাশিয়ার মানুষজন কেবলমাত্র তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নয়, তারা চায় হয় জয় নতুবা মৃত্যু। কেবল ওদের মুখে জয়ের কথাই শুনলাম।

সোভিয়েতের বিমান তৈরীর শিল্প দেখে আমি সারাদিন কাটালাম। রাশিয়ার অন্যান্য কারখানাগুলিও দেখলাম। বর্তমানে এই বিমান তৈরীর শিল্প মস্কোর শহরে অবস্থিত। এই শিল্পের স্মৃতি জ্বল জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন।

তিনটি শিল্পে প্রায় তিরিশ হাজার কর্মচারী চালাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। মস্ত বড় জায়গা এটা। সংখ্যায় অনেক বিমান প্রতিদিন তারা বানাচ্ছে, এইসব নির্মিত বিমানের মধ্যে স্টরমোভিক শ্রেষ্ঠ। এটি একটি ইঞ্জিনের পুরোপুরি সশস্ত্র লড়াকু মডেল। যুদ্ধের জন্য এটি একটি মোক্ষম অস্ত্র। এই হিসাবে রাশিয়ানরা এটি তৈরী করছে। আকাশের অনেক নীচ দিয়ে এই বিমান ওড়ে এবং আস্তে আস্তে। সেইকারণে একটা লড়াকু এসকর্টের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এটি একটি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত দ্রুত এর গতি এবং নীচ দিয়ে যায়। বেশী পরিমানে গোলাগুলি বইতে পারে। এটি রেড আর্মির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্র।

বিমান তৈরী শিল্পের বিশেষজ্ঞরা ঐ সফরে আমার সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত বিমান বসরা তা তারা মেনে নিলেন, সেই সঙ্গে তারা আরো জানালেন যে বিমান চালকের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করা আছে তা নজিরবিহীন। বিশ্বে এমন কোন বিমান নেই, তাদের জানার মধ্যে যার মধ্যে এরকম ব্যবস্থা আছে। বিমান তৈরীর ব্যাপারে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু জীবনে অনেক কলকারখানা দেখেছি, ঘুরেছি। চোখ খুলে সব নিরীক্ষণ করেছি, আমার রিপোর্টে সততার কথা মাথায় রাখলাম।

ট্রেটায়কভ ছিলেন প্ল্যান্টের ডাইরেকটর। তিরিশ বছর বয়স। মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ। তিনি তাঁর অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ বারান্দা ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। একটা মাত্র অল্প আলোর বাতি জ্বলছে অতবড় বারান্দায়। একটা সাধারণ ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। এটাই তার কাজের ঘর।

একেবার অন্ধকার ঘর। কনফারেন্স টেবিলে ছিল স্যাণ্ডউইচ, গরম চা-কেক, এছাড়া অন্যান্য খাবারও আছে। ভদকার বোতলও দেখলাম। দুটি পতাকা ঘরের একটি কোণে দাঁড় করানো ছিল। ক্রেমলিন তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্ল্যানটি ঐ দুটি পতাকা পুরস্কার হিসাবে পেয়েছে।

আমার প্রশ্নের জবাব ট্রেটায়কভ দিতে রাজী ছিলেন। টেবিলের মাথায় তিনি বসেছিলেন। তার পরনে ছিল কর্তব্যরত কালো পোশাক। একটা ছোট্ট রূপার নক্ষত্র আঁকা ছিল। পরে আমি জেনেছিলাম যে তিনি হলেন মাত্র সাতজন সোভিয়েত নাগরিকের মধ্যে একজন। এই নক্ষত্র এই সাতজন ব্যক্তি পেয়েছে। এটি হলো একটি প্রতীক "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" উপাধি।

একঘন্টা ধরে একের পর এক প্রশ্ন হলো। বিস্তারিতভাবে সব জানা হলো। আমার কাছে কিছু অস্পষ্ট ছিল না। বুঝলাম, তিনি সমাজের গুণী ব্যক্তি। এইরকম নেতার কথা আমি পূর্বে কোন দিন শুনিনি। তিনি ছিলেন শান্ত, কিন্তু কথাবার্তায় গম্ভীর ভাব। নিজের কাজের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা বোধ ছিল তার কথার মধ্যে। তার জ্ঞানের পরিচয়ও মিললো যা তার বিরাট প্ল্যান্টের প্রতিটি কোনে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি তার কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন রেখেছিলাম, যেমন, প্রতিদিন কত বিমান তৈরী হয়, কত কর্মচারী কাজ করে, "স্টরমোভিক-এর সঠিক সর্বাধিক গতি ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। আমি বার বার ঐ একই প্রশ্নের জবাব জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। তখন তার চোখে দেখলাম উজ্জ্বল আলো। কিন্তু মিলিটারীক্ষেত্রে তিনি এমন কোন গোপন তথ্য দেবেন না যা বিপদ ডেকে আনে। ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকার দায়ীত্বশীল কারখানার ম্যানেজার যেমনটি হয়।

1941 সালের অক্টোবর মাস। সোভিয়েত রাজধানীতে যখন নাজিদের কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে তখন মস্কোতে এটি তৈরীর শুরু। এরপর এটিকে প্রায় হাজার মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই নতুন স্থাপিত কারখানায় এর দুমাস পরে বিমান তৈরী শুরু হয়।

তার কাছ থেকে জেনেছিলাম, 1941/1942 সালে প্ল্যান্টটিতে উত্তাপের অভাব ছিল। বরফের হাত থেকে যন্ত্রপাতিগুলিকে রক্ষা করার জন্য কর্মচারীরা আগুনের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে বসবাসের জন্য কর্মীদের কোন জায়গা ছিল না। অনেকে তাদের মধ্যে মেশিনের পাশে শুয়ে নিদ্রা যেতো। ব্যাপারগুলি আরো ভালোভাবে সাজানো হলো 1942 সালে। উদাহরণস্বরূপ, কারখানার রেঁস্তোরাগুলি কর্মীদের প্রচুর এবং উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করতো। কিন্তু আমি জানতাম যে

ঐ একই জায়গায় যে খাবার মিলতো তা হলো কালো রুটি (Black bread) এবং আলু। অতিরিক্ত বেশী দামে তা কিনতে হতো।

ভোজের ব্যাপার সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমি এমন একজন যুবককে প্রশ্ন করলাম যে সে যেমন উচ্চতায় খাটো তেমনি রোগা। উৎপাদনের সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে যুবকটির সঙ্গে ডায়রেক্টর আমার সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিল। লোকটির পরনে শ্রমিকদের পোষাক। মাথায় মিস্ত্রীদের টুপী যা রাশিয়ার কলকারখানার কর্মীদের ব্যাজ। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার। কর্মদীপ্ত চেহারা, মেধাবী এবং নিজের কাজ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান ছিল তার। অনেক মানুষের মধ্যে এমন কোন লোক থাকে যে আমেরিকায় শিল্প জীবনে দ্রুত উন্নতি করতো, যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠতো, তার সহকর্মীদের মধ্যে নায়ক হয়ে উঠতো, ঠিক এই ধরনের হলো যুবকটি। সত্যি বলতে কি যুবকটির কাছ থেকে বারংবার শুনেছি প্রতিশ্রুতিময় আমেরিকার কোন শ্রমিকের কথা। ফলে আমি ভাবনা চিন্তা করেছিলাম তার থেকে মানুষ, যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় কিসের তাগিদে এবং প্রলোভনে তাকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। জ্ঞানী করে তুলেছে। 30,000 লোককে করায়ত্ত করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে। শিক্ষা লাভ করেছে। যা তাকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে গেছে।

যুবকটি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে খুশী হবে আমাকে সেটা জানিয়েছিল। তার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে সে বত্রিশ বছরের যুবক। বিয়ে করেছে এবং দুই সন্তানের জনক হয়েছে। শান্তির সময় তার একটা গাড়ি ছিল। সে একটি বিলাসপ্রিয় বাড়িতে বসবাস করে।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। ফ্রন্টের একজন অভিজ্ঞ শ্রমিক যেমন মজুরি পায়, একজন সুপারিনটেডেন্ট হিসাবে আপনার পারিশ্রমিক কেমন।

প্রায় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর যুবকটি বললো, 'প্রায় দশগুণ বেশী''। বছরে পঁচিশ অথবা তিরিশ হাজার ডলার, আমেরিকাতেও ঐ একই অনুপাতে পায় একই দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই আমি বললাম, ''কমিউনিস্ট মানে পুরস্কারের সাম্য আমি ভেবেছিলাম।''

সাম্যতা আজকার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের ধারণা নয়, সে আমাকে জানালো, স্ট্যালিনবাদ সমাজতন্ত্রের শ্লোগান হলো, ''তার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিটি থেকে তার কাজ অনুযায়ী প্রতিটি। এবং তখনই শ্লোগানের কথা পাল্টে যাবে যখন তারা তাদের এগোনোর পথে সাম্যবাদের স্তর অর্জন করবে। তখন কাজটি কথাটি খেলো হয়ে যাবে, পরিবর্তে আসবে সাম্য শব্দটি। যুবকটি বিস্তারিতভাবে

সব বললো। এমন কি একথাও বললো যে সম্পূর্ণ সাম্য সরকারও নেই আর কাম্য নয়।

আমি বলে চললাম, "এরকম মোটা অঙ্ক যখন উপার্জন কর তখন নিশ্চয় জমাতে পারবে। কিছু সঞ্চয় কর না কি।

তার ঠোঁটে হাসি ফুটলো। বললো, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী যদি বুঝে খরচ করে।"

"তোমার জমানো টাকা দিয়ে তুমি কি করেছো? কিভাবে সেই টাকা খরচ করেছো?"

"প্রথমে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটা চমৎকার বাড়ি আমি কিনেছি।" সে আমাকে বললো।

"আর তারপর?"

"এছাড়া দেশে একটা জমি কিনেছি আমরা। সেখানে আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। কিংবা শিকার করতে যেতে পারি। অথবা কারখানা থেকে ছুটি পাওয়ার পর মাছ ধরতে যেতে পারি।

"অবশিষ্ট যা আছে, তা দিয়ে তুমি কি করবে?"

"হয় নগদ টাকা রেখে দেবো নতুবা সরকারী বণ্ডে জমা রাখবো"।

এছাড়া আরো একটা প্রশ্নের জবাব চাইলাম তার কাছে। প্রশ্নের উত্তরটি কি হতে পারে সেটাই ছিল আমার কৌতূহল। "তোমার সঞ্চিত অর্থ তুমি সুদে খাটাও না কেন?"

লক্ষ্য করলাম প্রশ্ন শুনে যুবকটি অবাক। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বললো, "মিঃ উইলকি, আপনি কি বলতে চাইছেন যে মূলধনের ওপর সুদ নেওয়া, এটা রাশিয়ায় অসম্ভব। তাছাড়া যে কোন রকমেই হোক আমার ভরসা হয় না।

কেন ভরসা নেই তার কারণ আমি জানতে চাইলাম। দশ মিনিট ধরে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের ওপর তার বক্তৃতা শুনতে হলো, এটাই হলো উত্তর। কথার মাঝখানে আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ভালো কথা, তুমি এত কঠোর পরিশ্রম করো কিসের তাগিদে"।

সে বললো, "এই কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব আমার। কোনদিন আমি এই কারখানার সর্বেসর্বা হবো। সে তার জামায় পিন দিয়ে ঝুলানো একটা ব্যাজকে ইঙ্গিত করে বললেন," এই ব্যাজ কোনদিন আপনি দেখেছেন। পার্টি এবং সরকারের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। এটা পাওয়ার যোগ্যতা আছে বলেই আমাকে দেওয়া হয়েছে। ও স্পষ্টভাবে জানালো, "ভবিষ্যতে যদি আরো গুণ প্রকাশ হয় তাহলে পার্টি সরকার পরিচালনার জন্য আমাকে কিছু দেবে।"

"কিন্তু তোমার যখন বয়স হবে তখন তোমাকে কে দেখাশোনা করবে।"

"আমি অর্থের কিছুটা অংশ সরিয়ে রাখবো। যদি সরিয়ে রাখার মত যথেষ্ট টাকা না থাকে তাহলে সরকার আমাকে দেবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি কখনো ইচ্ছে হয় না একটা শিল্প গড়ার।"

জবাব পেলাম আমি। আরো একবার মার্কসবাদের অর্থনীতি এবং সমাজ দর্শনের ওপর একটা ভাষণ দিল। বুঝলাম সে তার কাজের মত এইগুলির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত।

"ভালো কথা, তোমার কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের কি হবে? আমি স্পষ্ট করে বললাম, তোমার শৈশবকাল তো ভালো কাটেনি। কিন্তু তোমার কি ইচ্ছে হয় না তোমার সন্তানের জীবনের সূচনা ভালো করে হোক। মনে করো, তুমি তোমার স্ত্রী-র আগেই মারা গেলে। সেইজন্য তুমি কি তোমার স্ত্রীর নিরাপত্তা চাওনা।

"এসব ধনতান্ত্রিক কথাবার্তা, মি. উইলকি'। কথায় ফুটে উঠলো অধৈর্যের ইঙ্গিত। একজন কর্মচারী হিসাবে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। আমার শিশুর জীবনের শুরুটা আমার মতন একইরকম হবে। বর্তমানে আমার স্ত্রী কাজ করে। যতদিন সে সুস্থ থাকবে ততদিন সে পরিশ্রম করে যাবে। যখন সে দুর্বল হয়ে পড়বে, কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না তখন তাকে আমাদের সরকার দেখাশোনা করবে।

"বেশ, ঘটনাক্রমে তোমার চাকরীটা যদি ভালো না হয়?"

যুবকটি ঠোঁটে কঠিন হাসি ফুটিয়ে বললো, "আমি ভিখারী হবো।"

আমি কথাটার অন্যরকম অর্থ করলাম। মনে করলাম এর মানে হয়তো মৃত্যু। কিন্তু অনিবার্যভাবে সে ছোট বিপদের কথা ভেবেছিল এই যে তার ক্ষতি হবে।

আমি তখন কৌশলের আশ্রয় নিলাম। তাকে অন্য ভাবে আনার চেষ্টা করলাম।

"মনে করো, যুদ্ধের সময় নয় একটা সাধারণ সময়, মনে করো এই জীবিকা তোমার ভালো লাগলো না। তখন তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে অন্য কোন কারখানায় নিযুক্ত হতে এই চাকরী ছেড়ে।

"পার্টির একজন সদস্য হিসাবে বেশীর ভাগ কর্মীর পক্ষেই তা সম্ভব। পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী আমি যত্রতত্র যেতে রাজী। সব থেকে ভালো জিনিসটা আমি করবো।

"কিন্তু ধরো, তুমি অন্য কোন ধরনের চাকরী করা পছন্দ করলে, তখন কি

চাকরী বদলাতে পারবে?

"আমি বুঝতে পারছি যে তুমি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছো। কিন্তু তোমার যদি ঘটনাক্রমে অন্য ভাবনা থাকে। তাহলে তুমি কি সেটা জানাতে পারবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে।

"সে কথা কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বললো না যুবকটি। তারপর শ্রাগ করলো। এবার আমার ধৈয্যচ্যুতি ঘটলো। আমি খুব জোরালো সুরে বললাম, "তবে তোমার কোন স্বাধীনতা নেই, এটাই ধরে নিতে হবে, তাই তো।" পারলে এখনই যুদ্ধ শুরু করেএমনই ভঙ্গ ী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। তারপর বললো, মি. উইলকি, আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছি, তুলনামূলক ভাবে আমার বাবা বা ঠাকুরদা তার থেকে অনেক কম স্বাধীন ছিলেন। তাদের পেশা ছিল চাষ করা। লেখাপড়ার সুযোগ তারা কখনোই পায় নি। তারা ছিল মাটির মত। অসুস্থ হয়ে পড়লে ভালো করার জন্য কোন ডাক্তারের কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো না। কোন সেবা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমাদের বংশের আমিই প্রথম একজন যে নিজেকে শিক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছে। তার আগে যেতে দিতনা। এবিষয়ে আমরা অর্থাৎ আমেরিকানরা নিশ্চিত অর্থ দিয়ে যা কেনা যায় তা পছন্দ করে। এবং আরো একটু এগোতে চায়। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে আমরা কাজ করি না। আমার কাঁধে পোশাকের ওপর সরকারী উপাধিটাই আমাকে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। "ডিস্টিংগুইজড ফ্লাইং-ক্রস"-এর ফিতেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম ঐ একই সময়ে আমি ঐ ফিতের টুকরোটাও পেয়েছি। "আর ওটা আমাকে একটি কানাকড়িও এনে দেয় না।" তুমি ওকে বল যে আমি তাকে এই পদ দিয়ে দেবো আর বেতনের হার কমবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ডলার দিলেও আমি ফিতেটা হাতছাড়া করবো না।

রাশিয়ায় কারখানাগুলির মত রাশিয়ায় খামারগুলি পুরোপুরি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এবং যুদ্ধ চলাকালীন একটা জাতিকে সাহায্য করতে তাদের সামর্থ্যটুকু ব্যয় করা হয়েছে এবং এটাই ছিল হিটলারের মস্ত বড় ভুল বা বিশ্বের বিস্ময়।

এইসব খামারগুলি আমরা দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। রাজেভে সংগঠন থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া এবং সাইবেরিয়ার দূরতম কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত। নিজের জীবন উন্নতি করতে পেরেছি। আরো অনেক কিছুই করার সুবিধা আমি পেয়েছি। এইসব আমার কাছে স্বাধীনতা স্বরূপ। আপনি এটাকে স্বাধীনতা হিসাবে নাও গণ্য

করতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন আমাদের ব্যবস্থার ফলে আমরা বর্তমানে উন্নয়নশীল আসনে আছি। একদিন আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও থাকবে।

আমি তর্কের সুরে তাকে বললাম, সবকিছু যেখানে সেনা নিয়ে নিয়েছে সেখানে কিভাবে তুমি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আশা করো।

একই উত্তর বলে গেল সে। তত্ত্বের ভাষণ শুনলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিতে নারাজ। মার্ক্সিমেয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আর সেই মূল প্রশ্নটির উত্তর মার্ক্সিমমের নিজেরই জানা নেই।

আমি ফেরার জন্য তৈরী হলাম। এমন সময় আমার কানে এলো কিছু কথা। মেজর ফাইট, যিনি একজন মেধাবী অভিজ্ঞ উড়ান চালক। সে বার্নসকে বলছে, "শোন, তোমার ঐ লোকটিকে বলতে যে মি. উইলকি তাকে কথা বলাবার শুধু চেষ্টা করছিল। ফ্রন্ট থেকে প্রায় ছয় হাজার মাইল বিস্তৃত রাশিয়ায় কৃষিক্ষেত্র। এই কৃষিক্ষেত্রের বিশালত্বের ধারণা করা কেবলমাত্র বিমানে চড়ে করা সম্ভব নয়, এটা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিংবা তার অসীম বিভিন্নতাও আকাশ থেকে চিন্তা করা সম্ভব নয়। আমাদের বিমান চালক স্বদেশ পীড়িত হয়ে পড়লো এর আকাশ ছোঁয়া সবুজ শস্যে ঢাকা, কিছুটা অংশ লক্ষ্য করে। ক্যালিফোর্নিয়ার মত দেখতে জলসেচ করা অন্য একটি অংশ দেখলাম তাসখন্দের কাছে।

এই কৃষিজমির কিছু অংশ একবার দেখার ফাঁক পেয়েছিলাম আমি। খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম কুইবিশেভের কাছে ভল্গার ওপরে। আমরা নদীতে ভেসেছিলাম আধুনিক রিভার বোটে চেপে। তীর ধরে আমরা যাচ্ছিলাম। গাছের সারির মধ্যে দিয়ে উঁচু বাড়ির ছাদ উঁকি দিচ্ছিল। এগুলি এককালে মস্কো আর পীটাসবর্গের গ্রামীণ এস্টেট ছিল। বর্তমানে ওগুলি শ্রমিকদের বিশ্রাম করার জন্য এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে, ব্যবহৃত হয়। সেইসব অভিজাতপূর্ণ বাড়িগুলোর কথা স্মরণে এলো যেগুলি কোন সময় হাডসন রিভার বোট থেকে দেখা যেতো। কিন্তু ভল্গা হাডসনের থেকে বেশী জঘন্য। আমাদের চালক যখন তার আসনে একবার বসার অনুমতি দিল তখন ব্যাপারটা নিজেরই বোধগম্য হলো। হঠাৎ আমরা একটা ঘূর্ণি পাকে পড়ে গেলাম। সেই স্রোতের দাপটে আমরা তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম। নৌকার মাঝি হেসে উঠেছিল।

আমি কারো মুখে শুনেছিলাম বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরী করার কথা। ভল্গা নদী বাঁক কুইবিশাভে বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনার কথা। সেই প্রস্তাবিত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকল্পের ওপর দিয়ে আমাদের যেতে হলো। ওটা দেখে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় নি যে

এই প্রকল্পটি যদি পুরো হয় তাহলে টি. ভি.-এ গ্রাণ্ড কোলি এবং বোনেভিল প্রকল্প মিলিয়ে মোট যে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয় এই পরিকল্পনা তার দ্বিগুণ শক্তি তৈরী করবে। রাশিয়ার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা একরকমভাবে বিস্তীর্ন বনভূমি এবং সমতলের ব্যাপারে মিলেমিশে যাবে, এটা বুঝতেও দেরী হলো না।

ভল্গার বাঁক পেছনে ফেলে আমরা ভূখণ্ডের সমবায় খামারের দিকে এগোলাম। অতীতে এটা মধ্যশ্রেণীর বনেদী পরিবারের এক জনের শিকার করার এস্টেট ছিল। এটি প্রায় 8000 একর এলাকা। পঞ্চাশটি পরিবারের বাসোপযোগী জায়গা। তার মানে পরিবার পিছু-প্রায় 140 একর করে জমি ধার্য, যা কিনা রাশ কাউন্টি ইণ্ডিয়ানার একটা গড় কৃষিজমির আয়তন।

মাটি খুব উর্বর। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমান অত্যন্ত কম। মাত্র তিরিশ ইঞ্চির কাছাকাছি বাৎসরিক বৃষ্টিপাত। চাষের জন্য সারের প্রয়োজন হয় না। সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে চাষ-আবাদ হয়। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে গম ও সরিষার চাষ বেশী।

এই পঞ্চান্ন জন পরিবারের প্রত্যেকে একটা করে গরু রাখতে পারবে। হাড় বের করা ভেড়ার পাল থাকতো। ঐসব গৃহপালিত পশুগুলো একসঙ্গে কয়েকটি বাড়ীর কাছে সাধারণ একটা জায়গায় চরে বেড়াতো। পরিবারগুলো ঐ বাড়িতেই থাকতো। তবে যৌথ খামারগুলির নিজস্ব 800 গবাদি পশু ছিল। 250 টি ছিল গরু। এইসব গরুগুলো ভালোভাবেই দেখাশোনা করা হতো। গাভীগুলিকে বিশেষ নজরে রাখা হতো। বেশ বড় ইঁটের তৈরী গোয়াল, কংক্রীটের মেঝে। গরুগুলোকে সবসময় পরিষ্কার রাখা হতো। যেসব মহিলারা এই গরুগুলো পরিচর্যা করার দায়িত্বে ছিল সেইসব স্ত্রী লোকদের কাছ থেকে বিস্তারিত ভাবে জেনেছিলাম, পশুদের বাচ্চা প্রসব করানো সম্পর্কে এবং ওদের পরিচর্যার কথা।

খামারে একজন পুরুষকে আমি দেখেছিলাম। শক্ত সামর্থ্য চেহারার সম্পূর্ণ তদারকির কাজ ছিল তার। সেখানকার কর্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল নারী এবং শিশু। এছাড়া ছিল কয়েকজন বৃদ্ধ লোক। বিরাট ভাণ্ডার ছিল রাশিয়ার খামারগুলি। যেখান থেকে রেড আর্মিদের নিযুক্ত করা হতো। আর রেড আর্মির সৈন্যদের স্ত্রীরা এবং বাচ্চাকাচ্চারা আজকের দিনে দেশকে খাওয়াচ্ছে।

ম্যানেজার ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃতি ট্রেনিং প্রাপ্ত। সতর্ক এবং বিশ্বস্ত। তিনিই ছিলের খামারের সব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি চাষ করতেন। খামারের প্রত্যেক পুরুষ বা নারী এমন কি শিশুরা পর্যন্ত তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতো। অপরপক্ষে পরিকল্পনা সফলতার দায়ীত্বে থাকতো সে। যুদ্ধ অর্থনীতিতে খামারের কোটার উৎপন্নের জন্য তাকে ওয়াকিবহাল থাকতে হতো। যদি পরিকল্পনা সফল

হতো তাহলে তার জীবনে পরিবর্তন আসতো. ক্ষমতা বেড়ে যেতো, কিন্তু অসফল হলে বিনিময়ে পাওনা ছিল কঠিন শাস্তি।

এই খামারগুলির একটি অর্থনীতি সম্পর্কে কৌতূহল ছিল এবং বহু প্রশ্ন করার ছিল। কত শ্রমিক কাজ করে তার একটা হিসাব সযত্নে রাখা হতো। খামারের অফিসে বসে সেটা আমি জানলাম। ইউনিট ছিল একটা ''কাজের দিন''। কিন্তু বিশেষ নিপুণতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। তাই সেই কারণে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ একর জমি যে ট্রাক্টর ড্রাইভার একদিনে চালাবে সেটাকে দুটি ''কাজের দিন'' হিসাবে গণ্য করা হতো। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কাস্তে এবং গরুকে একইরকম ভাবে একটি অতিরিক্ত কাজের দিন হিসাবে মেনে নেওয়া হতো। নগদ কিছু দেওয়া হতো না। খামারের কাছ থেকে ট্যাক্সও নেওয়া হতো। সরকারকে দেয় ভাড়ার পাওনা ছিল এটা। খামারের শ্রমিক অনুযায়ী প্রতিটি চাষের ফসল তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। এটা নির্ভর করতো কতগুলি ''কাজের দিন'' হয়েছে তার ওপরে। হিসেবে যার যেমন পাওনা যে তেমন পেতো।

বন্টনের পর প্রতিটি কর্মী যে ফসল ভাগে পেতো খামারের সম্পত্তির ওপর একটা ছোট বিপননে দ্রব্য তৈরীর জন্য তা দিয়ে ব্যবসা করা যেতো অথবা বিক্রী করা যেতো। যৌথখামারগুলিকে সরকার ভীষণভাবে জোর দিতো যে তাদের উৎপন্ন ফসলগুলি প্রত্যক্ষভাবে সরকারের কাছে বিক্রী করতে। কিন্তু কাগজে কলমে এটাই প্রমাণিত যে এইসব খামার তাদের উৎপন্ন ফসল যেখানে খুশী বেচতে পারে, এ ব্যাপারে কোন বাধা নেই, কারণ তারা সরকারকে ট্যাক্স সমেত যাবতীয় পাওনা মেটাও। এব্যাপারে অনেক কৃষকের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। ফলে স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে তাদের হাতে অনেক নগদ অর্থ রয়েছে। কোনভাবেই তারা তা ব্যয় করতো না। দোকানগুলিতে খাদ্যবস্তুর অভাব হতো। প্রায় সময়ই সে সব জিনিস যুদ্ধ এবং রেড আর্মিদের দরকারে পাঠানো হতো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার জন্য আমরা ম্যানেজারের বাড়ি গেলাম। বছর সাঁইত্রিশের বিবাহিত পুরুষ দুটি ছেলেমেয়ের বাবা। তার বাড়িটি পাথরের নির্মিত। যে পরিবেশে তিনি বসবাস করতেন তা ইউনাইটেড স্টেটস্-এ বিত্তশালী খামারগুলির থেকে কোন অংশে কম নয়। খুব তার আতিথেয়তায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। হাসি তামাশায় মধ্যে সময় কাটলো। প্রচুর পরিমানে খাবার ছিল। সরল অথচ ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী আমাকে খাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলো। ঠিক এমনটি দেখে ছিলাম ইণ্ডিয়ানার খামার গুলিতে। ম্যানেজারের স্ত্রী নিজেই খাবার তৈরী করেছিল। সে বললো, ''মি. উইলকি. আর একটু খান। আপনি তো

কিছুই খাচ্ছেন না।" তারপর যথারীতি নিয়মানুসারে এলো ভদকার বোতল।

ম্যানেজারের স্ত্রী-র সঙ্গে কথা বললাম। খামারের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গেও আলাপ করলাম। আমি প্রায় বাধ্য করা উপায়ে জানতে চাইলাম যে নিজের এক খণ্ড জমি পাওয়ায় বাসনার আকুলতা থেকে তারা কিভাবে মুক্তি পেলো। জবাব যা পেলাম, তার মধ্যে কোন কোন উত্তর অদ্ভুত মনে হলো। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে তিনি নিজে এবং বাকি চাষী একশো বছরেও হয়নি বেগার চাষের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। কেবল তারা নয়, তাদের পূর্ব পুরুষদেরও একখণ্ড নিজের জমি ছিল না। পরের জমিতে কাজ করতো। তবে বর্তমানে সেই ব্যবস্থার অনেক উন্নত হয়েছে।

কারখানাগুলি রাশিয়ার ফ্রন্টের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে খামারগুলি। সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর জন্য এগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। খুব সম্ভব, পৃথিবীতে কেবল জার্মানি ব্যতীত, সর্বত্রই এই ব্যবস্থা চালু আছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য রয়েছে "মেসিন" কারখানাগুলি ও খামারগুলির পেছনে রাখা আছে।

খবরের কাগজ হলো এই মেশিনের সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক এবং জরুরী অংশ, আমার যতদূর ধারনা এবং অন্যান্য এলাকার মত এটি সরকারী পরিচালনায় প্রকাশিত হয়।

জীবনে এই প্রথম একটা জিনিস দেখলাম, খবর কাগজ কেনার জন্য মস্কোতে নারী-পুরুষ লাইন দিয়েছে। আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশক আমার সঙ্গে ছিলেন। এই অভিনব ব্যাপার তিনিও এই প্রথম দেখলেন। তার নাম গার্ডেন কাভলস। এটি একটি দৈনিক সংবাদপত্র। প্রায় সাত অঙ্কের সংখ্যাতে কাগজ রোজ ছাপা হয় তবুও এর চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি।

সমগ্র রাশিয়ায় ছোট ছোট শহরগুলিতে রাস্তার ধারে ধারে কাঁচের বাক্স বসানো আছে। এগুলির চারধারে মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাক্সগুলিতে আছে "প্রাভদা" বা "ইজভেস্তার" কোন মুদ্রিত সংস্করণ। এই দুটি এক নম্বর সংবাদপত্র এবং কাগজ হল দেশের। তাদের পড়তে অসুবিধা হচ্ছে, তবুও ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কারো পিঠের বা কাঁধের ফাঁক দিয়ে কাগজ পড়ছে।

যখন আমরা তাসখন্দের দিকে রওনা হলাম তখন আমাদের বিমানের গতি খুব বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এই গতি নিয়মমাফিক নয়। সাধারণতঃ সোভিয়েতে বানিজ্যিক পরিষেবায় এটা ব্যবহার করা হয় না। প্রথম আমেরিকাবাসী হিসাবে আমাদের জানার আগ্রহ ছিল অদম্য। সব কিছুতেই অসীম কৌতুহল। মস্কোয়

প্রকাশিত হয় এমন অনেক খবরের কাগজের সাম্প্রতিক কপি আমরা হাতে পেয়েছিলাম এবং পরে জেনেছিলাম যে তাসখন্দবাসীরা এর আগে বিভিন্ন রকমের কাগজ দেখে নি। এইরকম একটা সময় এমন কি আমাদের সরকারী পরিষেবীরাও চলে গিয়ে আমাদের কাগজ পড়ার সুযোগ করে দিলো।

এই বিষয়ে আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। যেখানে গিয়েছি সেখানেই এব্যাপরে জানতে চেষ্টা করেছি। আমি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে রাশিয়ায় সংবাদ সংস্থা হল অল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যে সরকারের অধীনে শক্তিশালী একক প্রতিনিধি। এর পাশাপাশি এটাও জানি যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হলো সরকারের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী প্রতিনিধি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই বিদ্যালয়গুলি ও সংবাদপত্রের সংস্থাকে রাশিয়ার সরকার নিজের অধীনে রেখে দিয়েছে। সরকারের এই নিয়ন্ত্রনকে বিদেশীরা ছোট করে এখনো দেখে। কিন্তু রাশিয়ানবাসীরা গোপনে জানালো যে তারা এব্যাপারে অন্যরকম দাবি করে।

সোভিয়েত সংবাদ সংস্থায় যে ধরনের ভাবনা চিন্তা হচ্ছে এবং উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে তা নিজের চোখে দেখার জন্য এক রাতে সুযোগ মিললো। কিছু আমেরিকান সাংবাদিক মস্কোয় ছিলেন। এটা আসার আগে অজানা ছিল। যেমন নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের ওয়ান্টারকায়। সেটা দ্য চিকাগো ডেইলি নিউজের লেল্যান্ড। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের মরিস হিন্দাস, দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের র‍্যালফ পার্কার, ইউনাইটেড প্রেসের হেনরি সাপরো, অ্যাকোসিয়েটিভ প্রেসের এডি গিলমর এবং হেনরি ক্যাশিডি। এছাড়াও ছিলেন, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর রবার্ট ম্যাগিডফ, কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের ল্যারি লেসার, টাইম অব লাইফের ওয়ালি গ্রেবনার ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বের অন্য কোন শহরে এত বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধিদের একসঙ্গে দেখি নি। তারা যেমন সৎ, প্রাণবন্ত তেমনি কঠিন পরিশ্রমী। একরাতে তারা সেভিয়েতের সমকালীন লেখকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। সেই কারণে একটা হলঘর আমাদের দেওয়া হলো। খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা হলো। ছিল দোভাষীর দল। কিন্তু কোন সরকারী কর্মচারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কোনরকম বাধা না পেয়ে আমি আমার প্রয়োজনমত প্রশ্ন করতে পারলাম।

সোভিয়েতের সমবেত দলটি দারুণ চমৎকার ছিল। সোভিয়েত সাংবাদিকের মধ্যে ছিলেন ইল্যা এথবাণ বার্গ। তিনি কেবল সংবাদ প্রতিনিধি ছিলেন না। একজন লেখক ও ছিলেন। তিনি তার জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় ফ্রান্সে কাটিয়ে ছিলেন। আর পাঁচজন বিদেশী সাংবাদিকের মত তিনি পাশ্চাত্য ইউরোপকে

খুব ভালো ভাবেই জানতেন। আর ছিলেন বরিস ভয়টকভ। ইনি অল্প বয়েসী এক সাংবাদিক ও নাট্যকার, পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেভাস্টপুলের প্রতিরোধের ওপর গল্প লিখেছিলেন। ঐ সময় সাবমেরিনে করে কোন রকমে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। ঐ দলে ছিলেন ভ্যালেনটিনা জেন। ওর বয়স কম। আর ছিলেন দিশভ। ঐ দিনই তিনি স্টালিনগ্রাফ থেকে "রাশিয়ান পিপল্" নাটকটি লিখেছিলেন। আমার যতদূর ধারণা, বর্তমানে রাশিয়ায় জনপ্রিয় সাংবাদিক হিসেবে তিনি খ্যাত। সেখানে জেনারেল অ্যালোক্স ইরানেটিভ উপস্থিত ছিলেন। সবল চেহারার ষাট বছরের বৃদ্ধ তিনি। রুশ বিপ্লবের আগে 1917 সালে বিদেশে মিলিটারীতে কাজ করেছেন। "অ্যাটাসে" পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি রেড স্টারের প্রতি সারির প্রতিযোগী। এটি রেড আর্মির সংবাদপত্র।

খানাপিনা এবং কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে আমাদের সারারাত কেটে গিয়েছিল। দুটি বিষয়ে কথাবার্তা এগোচ্ছিল। ইউরোপে দ্বিতীয় সংগঠনের ব্যাপারে ওরা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমেরিকার প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সরবরাহ এবং বস্তু সামগ্রীর জন্য রাশিয়াবাসীদের ওপর রাওলফ দেশে যা ঘটেছিল সেই ব্যাপারে। এই বিষয়ে তাদের অনেক ধারনা ছিল। এছাড়া আরো অনেক কিছু আমার মুখ থেকে শুনতে চায়। তারা ছিল এ ব্যাপারে উৎসাহী। ব্যাপারটি জটিল হলেও তাদের মানসিকতায় শত্রুর আভাস ছিল না। আর শুনেছিলাম যে মোটামুটি এক দশকের মধ্যে সোভিয়েত সাংবাদিকদের সঙ্গে সফররত বিদেশীদের এই স্পষ্ট আলোচনা নাকি এই প্রথম হয়েছিল।

ঐ সন্ধ্যার বৈঠকে কোন পেশাদার লেখকই ঐ সাক্ষাৎকারের নিয়মনীতির শর্ত লঙ্ঘন করেনি। আমরা উভয়পক্ষ ঐ সাক্ষাৎকারে মত আদান প্রদান করে ছিলাম এবং আমিও তা করবো না। তবে সাংবাদিকদের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলাম সে বিষয়ে যদি একবার অন্ততঃ লিখি তাহলে তারা আমাকে ভুল বুঝবে না, এটা আমি নিশ্চিত জানি।

লেখার বিষয় রয়েছে দুটি। প্রথম বিষয় হলো সেটি, যেটিকে আমরা আপোস বিমুখতার গুণ বলতে পারি মাত্র। কোনরকম সমঝোতা বা আপোসের মধ্যে যেতো না সোভিয়েতের ঐসব সাংবাদিক বা লেখকের দল। একজন ব্যক্তি যদি সর্বেসর্বা ভাবে রাজ্য শাসননীতির ব্যবস্থার মধ্যে বড় হয় তখন সে কেবল সব কিছু সমান ভাববে। এটা বলছি এই কারণে ওদের কাছে প্রশ্ন রেখে যা উত্তর পেয়েছিলাম তাকে ভিত্তি করেই আমার এই ধারণা।

আমার প্রশ্ন করতে অসুবিধা হয় নি। কারণ সঙ্গে দোভাষী ছিল কিন্তু ফল

বিশেষ হলো না। তাই একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করতে হলো। কিন্তু মনের মত জবাব পেলাম না। তাই পুরো আলোচনাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। শেষে ঐ একই প্রশ্ন তৃতীয়বারেও করলাম। জার্মানি বন্দীদের বিষয়ে আমার প্রশ্ন ছিল। উত্তর দেওয়ার কথা সিমানভকের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইগস্টোভ জবাব দিলেন। তিনি শহরে বাস করেন এবং ইংরাজীতে কথা বলতে পারেন। তিনি জানালেন।

মি. উইলকি, এই ব্যাপারটা যে আপনার বোধগম্য হবে না এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাদের আমরা যুদ্ধে বন্দী করেছিলাম এবং জেরাও করেছিলাম। আমাদের দেশ কেন তারা আক্রমণ করলো সেটা ছিল আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। জার্মানদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। নাজিরা তাদের কি করেছে সেটাও ওরা বলেছে।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা অন্যরকম। এই আক্রমণ শীতকাল পর্যন্ত চলবে। তারপর আমরা জার্মানদের ফিরে যেতে বাধ্য করবো। যেগুলো আমাদের কাছ থেকে ওরা কেড়ে নিয়েছিল সেইসব গ্রাম শহর আমরা আবার নিজেদের দখলে নিয়ে আসবো। অবস্থাটা অন্যরকম থাকার ফলে আমাদের ভাবনা চিন্তাও অন্যরকমের হতে হবে। একজন জার্মান সৈন্য আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে তা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। সোভিয়েতের কোন ভদ্র সাংবাদিক জার্মানদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পাবে না। এমনকি বন্দীশালার ভেতরেও ঢুকতে পারবে না।

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এখানে সম্ভব মত কুশলতার সঙ্গে আমি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম যে সোভিয়েতের পক্ষে এটা ভালো কাজ হয় যদি তারা তাদের দেশের একজন ভালো সুরকার ডিমিত্রি সমটাকোভিচকে 'ইউনাইটেড স্টেটস্-এ একবার ভ্রমণে পাঠানো যায়। থেইকোভস্কি হলে আগের দিন রাতে একটি অনুষ্ঠানে আমি তার একটা সুর শুনেছিলাম ''সেভেন্থ সিম্ফনি''। যতই শুনেছি এই সুর তত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

আমি বলেছিলাম, ''আমাদের এদের সঙ্গে এক আপোস করতে হবে। ''আমাদের দুই দেশকে একে অপরকে জানতে হবে। যুদ্ধে আমরা শত্রু ছিলাম না। তাই আমেরিকার জনসাধারণ যতক্ষণ না হিটলার পরাজিত হচ্ছে ততক্ষণ আপনাদের বিপদে ফেলবে না। কিন্তু আমি পছন্দ করি, এই দুটি দেশ একসঙ্গে কাজ করুক। কেবল বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও চাই। ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা রয়েছে এর মূলে। এছাড়া উভয় দেশের মধ্যে রীতিমত সমঝোতারও প্রয়োজন। এই জন্যই বলছি যে তাহলে কেন সস্টাকোভিচকে 'ইউনাইটেড স্টেটস-এ পাঠানো যায় না।

বিশেষ করে যে দেশে তার ভক্তরা রয়েছে, যারা তার সুর শুনতে ভালোবাসে। এই ব্যাপারে যে দেশ তাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করবে। তাহলে কেন এটা করা সম্ভব নয়।

এবার উত্তর এলো সিমাভোর পক্ষ থেকে।

সে জানালো, "মি. উইলকি, সমঝোতা উভয়ভাবে কাজ করে। আমরা সবসময়ে আমেরিকা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। প্রচুর ধার আমরা করেছি আপনাদের কাছ থেকে। আমাদের জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিদের পাঠিয়েছি আপনাদের দেশে গবেষণার কাজ করার জন্য। অবশ্য আপনাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের অল্প কিছু ধারনা আছে। মনে হয় যতটা আমরা জানতে চাই ততটা জানি না। কিন্তু যথেষ্ট বোঝাপড়া আছে। তাহলে সস্টাকোভিচকে কেনই বা আপনাদের দেশে পাঠানো যাবে না।

"আমাদের সম্পর্কে জানার জন্য আপনাদের কিছু ভালো প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠানো উচিত। আর তখনই আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কেন আমরা উষ্ণভাবে আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারি না। হয়তো জানেন, আমরা জীবন-মরণ লড়াইতে ব্যস্ত থাকি। কেবল আমাদের বাঁচাটা বড় কথা নয়। আমাদের আদর্শও আজ স্ট্র্যালিনগ্রাদে দাঁড়ি পাল্লায় ঝুলছে। এই আদর্শ আমাদের একটা প্রজন্মে রূপান্তরিত হয়েছে এটা বলতে পারেন। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে একদল সংগীতকার পাঠানোর এই যে প্রস্তাব, আমাদের কাছে একটা প্রহসনের মত। কারণ এই যুদ্ধে আপনাদের দেশও জড়িয়ে আছে আর ওখানকার মানুষের বেঁচে থাকাটাও অনিশ্চিতভাবে ঝুলছে। দয়া করে আমাদের যেন ভুল বুঝবেন না। আমি তাকে ভুল বুঝিনি।

প্রথমটি শেষ করে এখন দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলছি। সেটি ছিল শান্ত, সভ্য। বিষয়টিতে ছিল আস্থাবান গর্ব এবং দেশপ্রেমবাদ। এই ব্যাপারটা আমাদের অর্থাৎ আমেরিকানদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। বছরের পর বছর ধরে আমেরিকানবাসীরা কেবল হরর গল্প পড়েছে। পড়তে পড়তে বইয়ের স্তুপ বানিয়েছে। অথচ সেই রাশিয়ার. লেখকগুলোই কিনা একটা প্রজন্ম নিজের শক্তিতে দেশকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা অর্থাৎ আমেরিকাবাসীরা কিছুতেই মানতে চাই না। পরে মধ্য এশিয়া এবং সাইবেরিয়ায় আমি একই জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। এই সৎ গুণ আমি আমেরিকায় প্রায়ই দেখেছি, বিশেষ করে পশ্চিমে।

মস্কোতে আমি অনেকক্ষণ ধরে বৈঠক করেছিলাম জোসেফ স্টালিনের সঙ্গে। তার কাছে থেকে অনেক তথ্য জেনেছিলাম। কিন্তু বেশীর ভাগটাই আমার লেখার এক্তিয়ারে ছিল না। বর্তমানকালে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল প্রতিভা। কিন্তু

তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে সচেতন হবার কোন কারণ ছিল না।

আমি তার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য এক সন্ধ্যায় তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। লক্ষ্য করেছি, তিনি তার সব আলোচনার সময় স্থির করতেন রাত্রে। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা এবং পাঁচ ফুট চওড়ার মস্ত বড় ঘরটি ছিল তার অফিস। দেখলাম ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে মার্কস এঙ্গেলস-এর ছবি। লেনিন আর স্টালিনের একত্রে মুখায়বের ছবিও ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ায় এই ধরনের ছবি টাঙিয়ে রাখতে দেখা যেত। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বেসরকারী কারখানার বাড়িতে, হোটেলে, হাসপাতালে। কখনো কখনো ঐ সব ছবির পাশে মলটভের ছবিও দেখা যেতো।

স্ট্যালিন এবং মলটভ ওককাঠের মস্ত বড় টেবিলের শেষ প্রান্তে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার অর্ভ্যথনায় কোন ফাঁক ছিল না। প্রায় একটানা তিনঘন্টা আমরা বৈঠক করলাম। অনেক রকম বিষয় নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছিল। যেমন, যুদ্ধ সম্বন্ধে, যুদ্ধের, পরে কি হবে, স্ট্যালিন গ্রাদ সম্পর্কে, ফ্রন্ট এবং আমেরিকার অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা হল। এছাড়া ছিল গ্রেট ব্রিটেন, ইউনাইটেড স্টেস্ট এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়। বলা যেতে পারে ভীষণ প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কথাবার্তা হলো।

এর পাঁচদিন পর আমি স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে ছিলাম প্রায় ঘন্টা পাঁচেক। রাষ্ট্রীয় ডিনারের অগুনতি ধারার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হলো। আমাকে লক্ষ্য করেই এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্য একটি ঘরে আমরা কফি পান করতে করতে একটি ছায়াছবি দেখলাম। বিষয়টি ছিল মস্কোর দখল এবং প্রতিরোধের ওপর।

ডিনার করাকালীন আমরা কদাচিৎ দোভাষীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলাম। আমরা আমাদের মর্যাদাপূর্ণ দেশগুলি এবং তাদের নেতাদের স্বাস্থ্য কামনা করেছিলাম। রাশিয়ার এবং আমেরিকার মানুষজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভেবেছিলাম। আমরা উভয়ে উভয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভেবেছিলাম। আচমকা মনে পড়লো দোভাষীদের কথা। তারা তো আমাদের জন্য যথেষ্ট করে। তাই আমি তাকে দোভাষীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। পরে আমি স্ট্যালিনকে বলেছিলাম "আশা করি দোভাষীদের স্বাস্থ্য কামনার প্রস্তাব দিয়ে আমি সৌজন্যের বাইরে যাইনি।"

তিনি বলেছিলেন, "বিন্দুমাত্র তা করেনি মি. উইলকি । আমরা হলাম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক।"

আমার যতদূর মনে হয়, স্ট্যালিন লম্বায় পাঁচফুট চার ইঞ্চি কি তার একটু বেশি হবেন। তার দেহের উচ্চতা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু ওর কঠিন

মুখের চোখদুটো বড় বড়। ওর পেশীগুলি এবং মাথা বড়। তিনি অসুস্থ ছিলেন না বটে, কিন্তু ঐ সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে কেমন ক্লান্ত দেখেছিলাম। তার কণ্ঠস্বরে নম্রতার ভাব। যে কোন প্রশ্নের জবাব ঝটপট দেন যেন ওঁর জিভের ডগায় উত্তর লেগে থাকে। তিনি নাটকীয় ভঙ্গীতে জানালেন আমাকে অনেক কিছু। যেমন রাশিয়ার জ্বালানি পরিবহন, মিলিটারী মানসম্মান, মনুষ্যশক্তি ইত্যাদির শোচনীয় অবস্থার কথা।

তিনি অনমনীয় স্বভাবের ছিলেন এটা আমি বলবো। কিছু অনুসন্ধানী প্রশ্ন তিনি আমার কাছে রেখেছিলেন। সেগুলির প্রত্যেকটি যেন বুলেট ভরা রিভলবারের মত ছিল। সেগুলি প্রতিটির পরিকল্পনা করা হতো তার অনুসন্ধিৎসু বিষয়টির ভেতরে কেটে ঢুকে যাওয়ার মত করে। তিনি খুশীর এবং সৌজন্যের বিষয়গুলি আলোচনা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

তিনি আমার কাছে অস্বাভাবিক ভাবে জানতে চেয়েছিলেন আমার বিভিন্ন কল-কারখানায় ভ্রমণ সম্পর্কে। বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি চেয়েছিলেন। তাদের প্রতিটি বিভাগের কাজের পদ্ধতি এবং দক্ষতার ব্যাপারে আমার কাছে তথ্য চেয়েছিলেন। স্ট্যালিনগ্রাদ সম্পর্কে আমি তার কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তরে তিনি কেবল মিলিটারী এবং ভৌগলিক সম্পর্কে বলেন নি। সফল বা অসফল প্রতিরোধের রাশিয়া, জার্মানি এবং মধ্যপ্রাচ্যের নৈতিক প্রতিক্রিয়া যুক্তি দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঐ একই সঙ্গে। তিনি রাশিয়ার সেটি ধরে রাখার ব্যাপারে আগে ভাগে কিছু বলেন নি। তার দৃঢ় সম্পন্ন কথায় বুঝলাম যে তিনি স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা কিংবা নির্ভেজাল সাহসিকতা কোনটাই বাঁচাতে পারবে না বলে নিশ্চিত ছিলেন। তার মতে, দক্ষতায়, সংখ্যায়, এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতায় যুদ্ধ জয়ী হওয়া যায়।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তার প্রচার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তাদের জন সাধারণের মনে নাজিদের প্রতি ঘৃণায় মানসিকতা তৈরী করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিকই যে তার নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি একটা নির্দিষ্ট তিক্ত মুগ্ধতা ছিল। তার ফলে, হিটলার অধিকৃত রাশিয়ার অঞ্চল থেকে চুরানব্বই শতাংশ কর্মচারী তার দ্বারা জার্মানী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। আর হিটলার "জার্মানি আর্মির পেশাদারী প্রশিক্ষণকে পুরোপুরি সম্মান করতেন।

এছাড়া স্ট্যালিন সেদিন আরো অনেক প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন। হিটলার সক্ষমতর ব্যক্তিদের হাতের পুতুল, এটা তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বছর দুয়েক আগে ইংলণ্ডে একই কথা শুনেছিলাম উইন্সটন চার্চিলের কাছে। খুব শীগ্গির

জার্মানীর ভেতরটা পচে যাবে এটা তিনি কখনো কল্পনা করেন নি। তিনি বলেছিলেন, জার্মানীদের সৈন্যদের মেরে ফেলা হলো ওদের হারিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায়। আর তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপ জুড়ে হিটলারের মধ্যে অজেয় হওয়ার বিশ্বাসটাকে ধ্বংস করে দেবার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো, ক্রমাগত জার্মানি শহর গুলিতে, জার্মানি সফলকৃত এলাকাগুলিতে এবং বিজয়ী দেশের কলকারখানাগুলির ওপর লাগাতার বোম ফেলা।

আমরা বহুক্ষণ বসে আলোচনা করলাম এই প্রসঙ্গে যে যুদ্ধের কারণ এবং এর পরে পৃথিবীকে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তা নিয়ে। এ ব্যাপারে তার মধ্যে উদারতা লক্ষ্য করলাম। তার খবর সঠিক এবং তার চিন্তার নিরুত্তাপ বাস্তবতা পরিষ্কার। একজন কঠিন মনের মানুষ ছিলেন স্ট্যালিন। একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি বললেও ভুল হয় না। কিন্তু ছিলেন খুব সক্ষম। কোন কিছু তাকে মুগ্ধ করতে পারতো না।

আমেরিকার উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার একটা দুর্বলতা ছিল। তার ধারণা এটিই উৎপাদকদের "ন্যাশানাল অ্যাসোশিয়েশন-এর থেকে বেশী সন্তোষজনক ছিল। যেমন তিনি যুদ্ধ পরিচালনার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জটিলতার কিছু প্রতিবন্ধকতায় অবাক হতেন। আবার তিনি মুগ্ধ হতেন এই ভেবে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছু ভিত্তির ওপর কেন গণতন্ত্রীদের জোর দেওয়া হবে না যেগুলি তাদের কাছে অত্যন্ত দামী।

সাধারণ রিপোর্টের ঠিক উল্টো দিকে স্ট্যালিনের উইন্সটন চার্চিলের প্রতি একটা বিরাট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আমাকে প্রায় বলেছিলেন—আর একজনের জন্য একজন মহান বাস্তববাদী হয়।

স্ট্যালিনের মধ্যে ছিল এক সহজ সরল ব্যক্তিত্ব। কোনরকম ঠুনকো ব্যবহারে কখনোই তিনি মুগ্ধ হতেন না। তার মধ্যে ছিল রসিক প্রিয় এক মানুষ । অত্যন্ত সাধারণ তামাসাতেও তিনি মজা পেতেন। একদিন আমার দেখা সোভিয়েতের বিদ্যালয় এবং লাইব্রেরীগুলির কথা আমি বলেছিলাম। সেগুলি আমাকে কতখানি মুগ্ধ করেছে সেটাও জানিয়েছিলাম। এর সঙ্গে আরো বলেছিলাম, "কিন্তু আপনি যদি একটানা রাশিয়ার জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব বহন করেন, মিঃ স্ট্যালিন তাহলে যেটা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন যে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা।"

তিনি আমার কথা শুনলেন। তারপর পেছন দিকে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে খুব জোরে হেসে উঠলেন। খুব সম্ভবতঃ আমি যেরকম·ভাবে বলেছিলাম, পূর্বে তিনি কারো কাছ থেকে এমনটি শোনেন নি। মনে হয়েছিল আমার কথাগুলি তার কাছে

উপভোগ্য হয়েছে।

ফিরে আসার সময় তিনি আমাকে সেকথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া আরো অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন ভিয়ামেচলভ মলটভ অ্যাণ্ডি ভিসিমিস্কি, সলমন লমোভাস্ক মার্শাল ভরশিলভ অ্যানাসটেসিয়া মিকারণ। শেষের জন ছিলেন সোভিয়েট বিদেশ বাণিজ্যের প্রধান এবং সরবরাহের কমিশনার। উল্লেখিত প্রতিটি ব্যক্তিই ছিলেন জ্ঞানী। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে আলাদা ছিলেন, বৈদেশিক পৃথিবীর প্রতি উৎসাহী-আচরণে অভিব্যক্তিতে এবং কথাবার্তায়।

কইবিশেভে মি. ভিসিনিস্কি আমার জন্য একটা পার্টি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চীফ স্টেট প্রসিকিউটর। তার প্রফেসারোচিত মুখটি দেখে আমার মনে হল ইনি কি সেই একই লোক হতে পারেন যে ব্যক্তি খুনের এবং দেশের সঙ্গে বেইমানী করার পরে অভিযুক্ত প্রাচীন কিছু বীরেদের ধ্বংস করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো যে এইসব ব্যক্তিদের কথাবার্তা, শান্তির ব্যাপারে অর্থাৎ যুদ্ধের পরে পৃথিবীর কি হাল হবে। একসময় ঐসব আলোচনা শেষ হলে তারা রাষ্ট্রের দায়িত্বের এবং প্রকৃত আপোসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতো।

হয়তো আমাদের মধ্যে যারা পিতৃভূমিকে বাঁচাতে গিয়ে এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে, সেই রকম লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান এবং যারা নাজিদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল এরকম প্রায় ষাট লক্ষ রাশিয়াবাসী তাদের আলোকে স্ট্যালিনের বিকৃতির বিশ্বাসকে আমরা পরিমাপ করতে পারি।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি ভয় এবং অবিশ্বাস গণতন্ত্রীদের মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। তাদের নিজেদের ধ্বংস করার মূলে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। দুর্বলতা থেকে এই ধরনের ভয়ের সৃষ্টি। রাশিয়া আমাদের ওপর অত্যাচার করছে না বা খেতেও আসছে না। বেঁচে থাকা হলো সাম্যবাদের মোক্ষম জবাব। স্পন্দন, নির্ভীক গণতন্ত্র—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। বড় কথা হলো, আমাদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তাহলে এই আদর্শকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

রাশিয়াকে দেখে ভীত হবার কোন কারণ আমাদের নেই। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের তাদের সঙ্গে কাজ করা শিখতে হবে। যুদ্ধের পরেও ওদের সঙ্গে কাজ করা চালিয়ে যেতে হবে। প্রচুর কর্মশক্তি সম্পন্ন দেশ হলো রাশিয়া, একটি শক্তি, একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সমাজ যা যে কোন ভবিষ্যত পৃথিবীতে সম্ভব নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সকুতস্কের প্রজাতন্ত্র

ইউনাইটেড স্টেট, কানাডা এবং মধ্য আমেরিকা মিলিয়ে যে আয়তন তার থেকেও বড় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক। এখনকার মানুষজন ছিল বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং রকমফের ভাষাভাষীর।

সকুতস্ক নামে সাইবেরিয়ান প্রজাতন্ত্রে আমি পেয়েছিলাম আমার না জানা কিছু প্রশ্নের জবাব যা হলো রাশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর কয়েকটি জিজ্ঞাসা।

এমন অনেক জিনিস সকুতস্কে আমি দেখেছি যা রাশিয়ার পক্ষে ঠিক ছিল না। যে সমস্ত তথ্য সমগ্র রাশিয়া ঘুরে পাওয়া মুশকিল ছিল তা হলো ফ্রন্টিয়ারের অবস্থা, শীতল জলবায়ু এবং জনসাধারণের মধ্যে দারুণ মানসিক শক্তি ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলি থাকা সত্বেও, সকুতস্কের অতীতের এবং বর্তমানের ঘটনাগুলি আমাকে রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে নতুন করে শিক্ষা দিয়েছে।

একটি বৃহৎ দেশ হলো সকুতস্ক। আসাস্কার দ্বিগুণ হলো এর আয়তন। এখানকার লোকসংখ্যা কম। বর্তমানে এর লোকসংখ্যা প্রায় 40,00000 জন। কিন্তু বিশাল ধনী এই দেশ। সোভিয়েট এই দেশটির উন্নতি করতে শুরু করেছে। তাদের উৎসাহ দেখে আমি বুঝলাম যে পৃথিবী এবং আমেরিকার থেকেও রাজনৈতিক বির্তক তাদের কাছে বেশী বড়। এই বিতর্ক উভয় দেশের মস্কো এবং নিউইয়র্কে পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রথমে আমরা সকুতস্কের ইতিহাসের দিকে নজর দিই। এরা হলো মোঙ্গল জনসাধারণ। যখন চেঙ্গিস খাঁ পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হন তখন তারা দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মাথার চুল ছিল কালো, চোখগুলো কোটরাগত। তারা কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। ঘরের মেঝে ছিল নোংরা এবং নীচু ছাদের। ফলে ভালো ভাবে ঘরে আগুন জ্বালানোর জন্য ধোঁয়ায় ভরে যেতো। একই ছাদের তলায় গৃহপালিত পশু বাস করতো। মাছ ঝলসে খাওয়ার সময় ছিল শীতকাল। অসুখ বিসুখ এবং মহামারীর বারবার আক্রমনে তারা দিশেহারা হয়ে উঠে ছিল। জায়েসের রাজত্বকালে সিফিলিস, টিউবারকুলাসিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগ সকুতস্কে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্রমে ক্রমে রাশিয়ানরা এই দেশে ঢুকে পড়ে। অবশ্য সংখ্যায় এরা কম। অনেক আসামী এবং বন্দীদের পীটাসবার্গ সরকার (এখন লেনিনগ্রাদ) এই দেশে

পাঠায়। ঐ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অনেক লেখক তাদের নির্যাতিত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাদের লেখায় প্রকাশ করেছেন। ঐ একটি কারণে বন্দীশালার জনসাধারণ হিসাবে চিহ্নিত ছিল সকুতস্কের মানুষজন।

ওখানে থাকার সময় একটা অভিযুক্ত দলকে দেখেছিলাম যাদের দৈবাৎ রাশিয়ায় সাম্প্রতিক কালে পাঠানো হয়েছে। আমাদের দেখাশোনা করার জন্য একদল লোক ছিল যারা ঐ একই পর্যায়ভুক্ত। একজন পোলিশ মহিলা আমাকে বিশেষভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিল যা সরকারী প্রচারের সঙ্গে মিল খায় কি না সন্দেহ।

যখন আমাদের লিবারেটর বম্বার এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সকুতস্কে শহরের মাটি স্পর্শ করলো তখন প্রথম সেপ্টেম্বর। সমস্ত বিমানক্ষেত্রটি বরফে আবৃত। আমরা বিমানে চড়ে তৈগা অথবা বনভূমির ওপর দিয়ে ঘন্টার পরে ঘন্টা অতিবাহিত করেছিলাম। এই অঞ্চলটির বিস্তৃত হলো সাইবেরিয়ার উত্তর দিকের অংশ থেকে আর্কটিভ সার্কেল পর্যন্ত। ওপর থেকে জায়গাটাকে দেখতে বড় লাগছিল এবং ফাঁকা, বাতাস ভিজে। কয়েকটা বড় রাস্তা নজরে পড়লো। মাইলের পর মাইল এলাকা এবং গাছের সারি দেখলাম যেগুলো বরফে আচ্ছাদিত।

আমাদের বিমানটি যেখানে দাঁড়ালো সেখানের শেষ সীমায় একটা দল অপেক্ষা করছিল। আমাদের লক্ষ্য করে ঐ দল থেকে একজন এগিয়ে এলো।

সে তার পরিচয় দিলো। "আমার নাম ম্যুরেটভ। সকুতস্কে আটোনমাস সোভিয়েট সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিকের আমি কাউন্সিল অব পিপলস এর কর্নধার।" আরো জানালো যে মস্কো থেকে কমরেড স্ট্যালিনের নির্দেশ পেয়েছি আপনারা যা দেখতে চাইবেন তাই যেন আপনাদের দেখানো হয় এবং যা জানতে চাইবেন তার উত্তর যেন আমরা দিই। আসুন আপনারা।"

এটা ছিল একটা ছোটখাটো বক্তৃতা। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি তাঁর কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন। বিমানবন্দরে কয়েকজন অপেক্ষা করছিলো, তা সত্বেও তিনি নিজেই বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, অল্প কয়েকদিনের জন্য আমরা সেখানে থাকবো। কারণ ঐ দিন আরো হাজার মাইল বিমানে যেতে হবে এরকম সময় আমাদের হাতে ছিলো।

"মি. উইলকি, আপনারা আজ এখানেই থাকবেন। লোকটি উত্তর দিলেন, মনে হয় কালও আপনাদের যাওয়া হবে না। আবহাওয়া মোটামুটি খারাপ। এছাড়া আমার ওপর আর একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে। পরের স্টপে আপনাদের

নিরাপত্তা দেওয়ার কথা আমার। তা না হলে আমাকে চাকরী থেকে সাসপেন্ড করা হবে।

আমরা ঐ লোকটির সঙ্গে একটা লাইমসাইন গাড়ী করে যাত্রা শুরু করলাম। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা সকুতস্কে শহরে পৌঁছলাম। পথে আসতে আসতে ম্যরেটয়ভ্যস্ক সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জানতে পারলাম।

"মি. উইলকি, আপনি কি এই শহর ঘুরে দেখতে চান? শহরের কাছাকাছি পৌঁছতেই ও আমার কাছে জানতে চাইলো।

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনাদের কোন লাইব্রেরী আছে?

নিশ্চয়, আমাদের লাইব্রেরী আছে।

"আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে প্রথমে লাইব্রেরীতে গেলাম। মুরেটভকে সঙ্গে নিয়ে আগে রীডিং রুমে গেলাম। কোট অথবা টুপী কিছুই খুললাম না, ঐ ঘরের দরজার গোড়ায় ছিল একজন মধ্যবয়স্কা রমনী। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। সে নম্র সুরে অথচ কঠিন ভাবে জিজ্ঞাসা করলো, "আমরা এখানে জনসাধারণ কেবল পড়ার অভ্যাস তৈরী করার শিক্ষাই দিচ্ছি না। সকলে যেন পরস্পরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে সে শিক্ষাও দিচ্ছি। আপনারা অনুগ্রহ করে নীচে যান। সেখানে রুমে ঢুকে কোট এবং টুপী খুলে রেখে আসুন।

মহিলার এই আচরণে মুরেটভ চমকে উঠলো। তার সঙ্গে তর্ক শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সে মহিলাটিকে দিয়ে একটি শর্ত করিয়ে নিলো যদি মহিলাটির অফিসে আমার কোট এবং টুপী খুলে রাখার অনুমতি পাই তবেই আমি টুপী কোট খুলবো।

আমি প্রায় খুব জোরে হেসে উঠলাম। খুব সম্ভব রাশিয়ায় এই প্রথম এধরনের ঘটনা ঘটলো। রাশিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্তব্যব্যক্তি তার চলার পথে বাধা পেলেন। লাইব্রেরীটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার হিসাবে দাবী করতে পারে। কারণ এর পরিবেশ, বইয়ের সংখ্যা, আধুনিক সাজসজ্জা সবই চমৎকৃত করার মত মোট কথায় বলা যায়, সুন্দর এই লাইব্রেরীটি, স্বীকার করতে বাধা নেই যে শহরে এরকম একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার গর্ব করার মত জিনিস।

সকুতস্কের একমাত্র হোটেল যেটি সেটাতেই আমরা উঠেছিলাম। হোটেলটি নতুন কাঠ দিয়ে তৈরী। রাশিয়ার নির্মিত একটি করে স্টোভ প্রত্যেকটি ঘরে রয়েছে। দেখলাম গম্ভীর প্রকৃতির কর্মীদের ভিড়। চামড়ার কোট এবং পায়ে বুট যা বল্গা-হরিণের ফার থেকে তৈরী পোশাকে কর্মীরা সজ্জিত। মেয়েদের মাথার আঁটসাট করে রুমাল বাঁধা, গালদুটো লালচে। তারা আমাদের সরাসরি তাকিয়েছিল কৌতুক ভরা চোখে। আমাদের মত বিদেশীদের দেখে হাসছিলও তারা।

এই দেশের এই শহরটি বিভিন্নভাবে পাশ্চাত্যের শহরের মত দেখতে ছিল এক প্রজন্ম আগে। আসলে এগুলো আমাকে আমাদের প্রাথমিক এবং বর্দ্ধিত হওয়ার সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। বড় বড় রাস্তার দুধারে ফুটপাথ। পায়ে চলা পথগুলি চওড়া। আমার ছোটবেলাকার কথা, সেই এলউডের কথা মনে করিয়ে দেয়। উত্তরের শহরগুলির বাড়িগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও ঝলমলে। জানালাগুলি দিয়ে আলো ও ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

চারপাশের এমন অনেক কিছু দেখছিলাম যা দেখে মনে হচ্ছিল যে এটা সাইবেরিয়া, সিনেসোট্রা ব উইন্‌কনাসিন নয়। অধিকাংশ বাড়ি কাঠের। এছাড়া বাড়িগুলি কিছুটা সাইবেরিয়ার সঙ্গে মিল আছে।

খাবার হিসেবে সাইবেরিয়ায় আমরা পেয়েছি শূয়োরের মাংস, এটা প্রাতঃরাশের জন্য।এছাড়া ছিল সসেজ, ডিম, চীজ কোল প্রভৃতি। পানীয় হিসেবে ছিল ভদকা। সারাদিনে যখন খুশী গরম জলে স্নান করার ব্যবস্থা ছিল। এটি একটি ঠাণ্ডা দেশ। এছাড়া হোটেলের বাইরে এই শহরের যাই খাবার গ্রহণ করুক না কেন সেটা পরিমাণে খুব বেশি হওয়া চাই।

সাধারণ মানুষের আমোদ প্রমোদের ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করে দিলো।

"এখানে কোন থিয়েটার আছে?" মুরেটভের কথা আমি জানতে চাওয়ায় সে জবাবে সম্মতি জানালো।

পরে সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা থিয়েটারে গেলাম। আমি তার থেকে জেনেছিলাম যে নটার সময় থিয়েটার আরম্ভ হয়। ডিনার খাবার পর ভদকা পান করতে করতে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। কোন একঁসময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে নটা এর মধ্যে বেজে গেছে।

"আপনি যেন কখন বললেন থিয়েটার আরম্ভ হবে। আমি ফের তার কাছে জানতে চাইলাম।

"মি. উইলকি, আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন। ও উত্তর দিলো।

আর সেটাই হয়েছিল। এই বারে কিন্তু কেউ তাকে আটকাতে পারলো না। আধঘন্টা বাদে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। আমরা জেনেছিলাম এটি একটি জিপসি অপেরা। একটা লেনিনগ্রাদ কোম্পানী তাদের ট্যুরে এসে এটি দেখাচ্ছে। মঞ্চটি ভালো, নাচও সুন্দর। গানও বাহবা দেওয়ার মত। দর্শকদের মুখ চোখ দেখে বোঝা গেল যে প্রোগ্রামটি তাদের মজা দিচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহের কিছু কিছু আসন ফাঁকা ছিল। ঐ একই দল শহরে এটি নতুন প্রদর্শিত করছে।

সে রাত্রে দর্শকদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে নি যুদ্ধের আঁচ। সাম্যবাদের

আদর্শকেও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ভালোবাসা, হিংসা আর জিপসিদের নাচ পূর্ণ করে দিয়েছিল আসর। আর অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে, যেমনটি ঠিক রাশিয়ান দর্শকরা করে থাকে ঠিক তেমনভাবে মহিলা-পুরুষ হাতে হাত মিলিয়ে রঙ্গ মঞ্চের চার পাশে ঘুরছিল।

সন্ধ্যা সবে শুরু হয়েছে, এমন সময়ে নতুন করে তুষার পড়তে লাগলো, বরফ পায়ের নীচে রেখে আমরা গিয়েছিলাম যাদুঘরে। ওখানে আমরা যুদ্ধের জীবন্ত স্মৃতি দেখতে পেলাম। দেওয়ালের গায়ে গ্রাফগুলি টাঙানো আছে, তাতে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গৃহপালিত পশু এবং পাইকারী ব্যবসার বৃদ্ধির ছবি দেখতে পেলাম। ঐ ছবি গুলির তারিখ ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত রয়েছে। মনে হয়েছে জীবন নামে বস্তুটি ঐ নির্দিষ্ট তারিখে এসে থমকে গেছে। আর আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একটি ব্যাখ্যাতে পাওয়া গেল। তা হলো এর জন্য জার্মানরাই দোষী।

যাদুঘরে আসল সোনার তৈরী যেসব সংগ্রহে আছে সেগুলো মুরেটিভ আমাকে দেখালেন। বর্তমানে সোনা হলো সকুতস্কের সবচেয়ে দামী সম্পদ। এছাড়া 'নরম সোনা' মানে চামড়া। এটি হলো সোনার পরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আর মেরু প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নরম হলো শূকরের এবং শৃগালের চামড়া এবং উত্তর মেরুর খরগোস এবং সাদা সজারুর চামড়াও নরম। এইসব ছোট প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলা হয় চোখে গুলি করে। ফলে চামড়ার কোন ক্ষতি হয় না। আমি যে পেশায় তাদের অবশ্যই সজারুদের চোখগুলি গুলি করে মারতে হয়, সেই পেশার আর্থিক সম্ভাবনাগুলির একটা নৈরাশ্য সুলভ অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম। মুরেটিভ সহজে কথাটা মেনে নিলো না। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলো। সে জানালো যখন এই শহরের লোকগুলোকে রেড আর্মিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন থেকেই তারা শিকারী হয়ে ওঠে। এরা খুব ভালো। তাই এদের আর এক নাম 'স্লিপার"।

সেদিন কিন্তু আমাদের মনে যুদ্ধ বারে বারে উঁকি দিচ্ছিল। ঐ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলাম। যদিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সকুতস্ক তিন হাজার মাইল ভেতরে তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করলাম যে সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বেঁচে থাকাকালীন একজন জার্মানকেও দেখেনি।

মুরেটভের কাছে আমি জানতে চাইলাম যে সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের শিক্ষা ব্যাপারে তিনি কি ভাবছেন।

"মি. উইলকি, তিনি বলতে থাকলেন, "অত্যন্ত সাদাসিধে আপনার প্রশ্নের উত্তর। ১৯১৭ সালের কথা ধরুন। ঐ সময় এই শহরের মানুষদের মধ্যে দুই শতাংশ লোক ছিল শিক্ষিত। নিরানব্বই শতাংশ লোক ছিল নিরক্ষর। কিন্তু বর্তমানে

শিক্ষিতের হার বেড়ে গিয়ে সংখ্যাটি ঠিক উল্টো হয়ে গেছে।"

একটুক্ষণ তিনি চুপ করলেন। তারপর শুরু করলেন স্মিত হাসি হেসে, "আগামী বছরের মধ্যে বাকি দুই শতাংশ লোককে লেখাপড়া শেখাতে হবে। আমার ওপর মস্কোর এই নির্দেশ।"

আবার সেই "শেষ করা" শব্দ দুটি ব্যবহৃত হলো। লক্ষ্য করেছি, এই শব্দদুটি রাশিয়াতে হরদম ব্যবহৃত হয়। এখন এর দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ বিশেষ একটা কাজের দায়িত্ব শেষ করা বোঝাতে এবং অন্যটি হলো এটির (liquidate /শেষে করা) বন্দী হওয়া, নির্বাসন বা অক্ষমতার জন্য মৃত্যু কিংবা হতাশা ইত্যাদিও হতে পারে। আমার মনে পড়লো যে বার্নস প্রাভদা থেকে একটা খবর পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম। বিষয়টি ছিল একটি সমবেত খামারের একজন ম্যানেজারের মৃত্যু। তার খামারে একশো গরু মারা গিয়েছিল তাই শাস্তি হিসেবে হয়েছিল কুড়ি বছরের জেল। গরুগুলিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো ম্যানেজারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। তার পরিবর্তে সকোর অন্য একজন ম্যানেজার ঐ খামারে নিযুক্ত করেছিল।

সকুতস্কের, নবীনতম প্রদর্শন গৃহটির জন্য মুরেটভ গর্বিত। তিনি আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। কংক্রিটের তৈরী এটি। তবে এ ব্যাপারে তার একটি মান্ধাতার আমলের ধারণা আছে যে এই শহরের মাটিতে কাঠের তৈরী বাড়িই উপযুক্ত। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি যে তিন মিলিয়ন কম্যুনিস্ট দেশের দুশো মিলিয়ন সাধারণ মানুষের ওপর তাদের আদর্শ কিভাবে চাপিয়ে দেয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে। হিসাবে দেখা গেছে যে মোট জনসংখ্যার দেড় শতাংশ হলো কম্যুনিস্ট। আমি এই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হলাম সকুতস্ক শহরে এসে।

অন্য কোন সংগঠিত দল এই শহরে ছিল না। কোন পার্টিতে, কোন লজে বা চার্চে, সকুতস্কের মোট লোক সংখ্যা মাত্র ৭৫০ জন। অর্থাৎ মোট লোক সংখ্যার মধ্যে মাত্র দেড় শতাংশ। লোক এই আদর্শে বিশ্বাসী। তবে এই ৭৫০ জনের মধ্যে রয়েছে যারা তারা হলো কারখানাগুলির ডাক্তার, যৌথ খামারগুলির ম্যানেজার, বেশী সংখ্যায় ডাক্তার, বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট, বুদ্ধিজীবি, লেখক গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকেরা। আবার অপর দিকে বলা যায় এই কম্যুনিস্ট দলটিতে দেশের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সতর্ক এবং সক্ষম জাতির লোক রয়েছে। রাশিয়ায় সর্বত্রই কম্যুনিস্টদের ক্লাব রয়েছে। এই ক্লাবগুলি দেশ ব্যাপী জাতীয় সংগঠনের অংশ। এই সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন স্ট্যালিন। তিনি কেন উপাধি ধারণ করেন সেটা যে কেউ বুঝতে পারে, কারণ তিনি যে কোন অন্য কিছুতে পছন্দ

করেন। পার্টি ক্ষমতায় থাকার মূলে রয়েছে এই সংগঠন। এই পার্টির সদস্যরা ভীষণ স্বার্থপর এবং এটাই সঠিক জবাব।

এই এক পার্টি ব্যবস্থা আমেরিকানবাসীদের কাছে অপছন্দ। কিন্তু আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান কৃতিত্ব সকুতস্কে দেখলাম এবং এটিই শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া অধিকাংশ প্রগতিশীল আমেরিকাবাসী অবশ্যই বাহবা দেবে এদের জাতীয় এবং জাতপাতের সমস্যার ব্যাপারে কাজকর্মে।

বর্তমানে এই শহরের লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সকুতস্কেরাই। প্রজাতন্ত্রের জোট জনসংখ্যার এরাই সর্বাধিক। এর মাত্রা বিরাশি শতাংশ। আমার দৃষ্টিতে যতটা ধরা পড়েছে তা থেকে বলতে পারি যে এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে রাশিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক সাদৃশ্য আছে। তাদের নিজেদের প্রশাসিনক কার্যালয় আছে। তারা কবিতা লিখতে জানে। আবার প্রমোদের জন্য তাদের নিজেদের প্রদর্শন কক্ষ আছে। সরকারী অফিসগুলিতে ব্যক্তি নিযুক্ত করার ব্যাপারটি মস্কো থেকে করে থাকে। আর অতিরিক্ত অফিসগুলিতে সকুতস্করাই নিযুক্ত হয়। এরকম কথাই আমি শুনেছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে যুদ্ধের পোস্টার ঝুলছে। দেখলাম সেগুলো উভয় ভাষাতেই লেখা অর্থাৎ রাশিয়া এবং সকুতস্ক ভাষা।

এই সমাধান কতটা স্থায়ী সেটা ধারণা করা সহজ নয়। এর শক্তির কিছুটা রীতিমত বড় প্রজাতন্ত্রের বিরাট খোলা অঞ্চলে নিহিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মস্ত বড় এর আয়তন। ফলে অধিকাংশ জায়গারই মানচিত্র করা সম্ভব হয় নি। এখানে বিভিন্ন ধরনের হ্রদ ও নদী রয়েছে। সংখ্যায় এগুলো লাখখানেক হবে। কথা প্রসঙ্গে মুরেটভের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে গত কয়েক বছরের মধ্যে এগুলির খোঁজ পাওয়া গেছে এবং প্রত্যেকটির নামও দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সাইবেরিয়ান ফাঁড়িতে কিছু ব্যাপার দেখেছিলাম যা আমাকে উৎসাহী করেছিল। মুরেটভের থেকেও। আমার বহু প্রশ্নের জবাব আমি সকুতস্ক শহর থেকে পেয়েছিলাম, এটা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া আমার আরো অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলাম মুরেটভের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই তিনি রাশিয়া পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তার চরিত্রে অনেক লক্ষণীয় জিনিস এবং তার লাভের অনেকটাই আমার জানা অনেক আমেরিকানদের মতই।

লোকটির উচ্চতা বেশী নয়। গোলাকৃতি মুখ। ঠোঁটে হাসির রেখা। দাড়ি গোঁফ কামানো ঝকঝকে মুখ। তার জন্মস্থান ভল্গার স্টারাটভ। তার বাবা ছিলেন একজন চাষী। অল্প জমি জায়গার মালিক। বিশেষ ভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি

স্ট্যালিনগ্রাদে একটি মেশিন শপে ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন উৎসাহী, কাজ করতেন। তিনি তার নিজস্ব ধারায় পড়াশোনা করেছিলেন বিদ্যালয়, ইউনিভারসিটি এবং ইনস্টিটিউট অভ রেড প্রফেসার-এর মাধ্যমে। শেষের শিক্ষা সংস্থাটি ছিল মস্কোর প্রথম সারির বিদ্যালয়। এখানে সমাজবিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের পড়াশুনা হতো। সকুতস্কের কাউন্সিল অব পীপল কমিশনারের প্রধানের দায়িত্ব তিনি পান। সেই সময় মানে দুবছর আগে তিনি এখানে আসেন।

বর্তমানে তার বয়স সাঁইত্রিশ বছর। তিনি পড়াশুনা শেষ করেন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর। ইউ. এস. এস. আর-এ যে কোন প্রজাতন্ত্রের থেকে বড় একটা প্রজাতন্ত্র তার পরিচালনায় চলে। তিনি এমন একজন লোক যার পক্ষে আমেরিকায় শুভ কিছু করা সম্ভভ। তার ভালো কয়েকটি জিনিস দেখতে আমার কয়েকদিন সময় লেগেছিল।

তার শাসন প্রণালী ছিল সাইবেরিয়ায় সোভিয়েতের শাসনের মত। তার কাজে রূঢ়তা এবং কাঠিন্য ধরা পড়তো। এমন কি কখনো কখনো তার ব্যবহারে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেতো। মাঝে মাঝে ভুল ত্রুটি যে হতো না তা নয়। আমি তাকে সকুতস্কের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য পীড়াপীড়ি করলাম। তিনি আগ্রহ দমন করে বলতে শুরু করলেন। তার কথার গতি শুনে মনে হলো এ যেন ক্যালিফোর্নিয়ার রিয়েল এস্টেটের সেলসম্যান। এই দেশের সেই উন্নতির দিনগুলির কথা আমার স্মরণে এলো। সেটা এই শতকের শুরুতেই যখন আমাদের নেতারা কাজ করাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল।

"কেন, মি. উইলকি। মনে করুন, 1922 সালে আমরা সকুতস্ক অটোনমাস সোভিয়েত সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিক গড়ে তুলেছি। যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলাম। সেই সময় মাইনর ন্যাশানালিটিদের কমিশনার ছিলেন স্ট্যালিন। সেই সময় থেকে আমাদের এই প্রজাতন্ত্রের বাজেট বর্দ্ধিত হয়। প্রায় আটগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এ তথ্য নতুন কিছু নয়। এখানে বসবাসকারী প্রত্যেকটি লোক এই ব্যাপারটি জানে।

"মানচিত্রে কেনই-বা একটা কেবল সাদা দাগ হিসাবে সকুতস্ককে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সালে আমাদের স্বর্ন খনি তৃতীয় স্থানে রয়েছে। রাশিয়ার যত সোনার খনি আছে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল, এটা তার ফল।

তার কাছ থেকে আরো জানলাম যে প্রতিযোগিতায় তাদের বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রথম হয়েছে। আর প্রতি কিলোওয়াটে 6.27 কোপেক মূল্যের সমান উৎপাদন খরচ কমিয়েছে। তাই পুরস্কার স্বরূপ পার্টি থেকে লাল পতাকা পেয়েছে।

একনাগাড়ে তিনি বলতে থাকলেন, আমরা মোট কুড়ি বছরে এই শহরকে অনেক অনেক টাকা দিয়েছি। 1911 সালে কাঠ কাটা হয়েছিল 35000 ঘন মিটার। বর্তমান বছরে এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 4000000 ঘন মিটার। অবশ্য বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমাদের অনুমান, বার্ষিক লক্ষ্য মাত্রা হবে ৪৪000000 ঘনমিটার।

একথাও তিনি আমাকে জানাতে ভুললেন না যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা ইচ্ছে তার আছে।

তিনি বললেন, যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন আমেরিকায় কাঠে এবং কাঠের মণ্ডের চাহিদা হবে। আবার অপরপক্ষে আমাদের যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হবে, তাই সুমেরু সমুদ্রের রাস্তা যখন আমরা খোলা পাবো তখন আমরা আর আপনাদের থেকে পিছিয়ে থাকবো না।

আমি জ্ঞানতঃ বুঝলাম যে তার সব কথাই একজন বিক্রেতার মত নয়। হাজার মাইল দূরত্ব ছিল রেলপথ ও সকুতস্কের মধ্যে। তাই ব্যবস্থা হয়েছে পাকা সড়কের। এই বছরে সেটির প্রাথমিক কাজ চালু হয়েছে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ এবং মস্কোর সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের সড়কপথের যোগাযোগের জন্য। একমাত্র নির্ভরশীল পথ রয়েছে আকাশ। লেনা নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে। যোগাযোগের জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই। গ্রীষ্মকালে স্টীমার আর বাজারগুলি বস্তুসামগ্রী টিকসি বে থেকে সকুতস্কে নিয়ে আসা হয়। শীতকালে এই উপায় বন্ধ থাকতো। কারণ জল জমে বরফ হয়ে থাকতো। ফলে যোগাযোগের জন্য ঐ একটি পথ অবলম্বন ছিল।

মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে ছিল স্বর্ণ এবং চর্ম। ইতিহাসের গোড়া থেকেই সড়কগুলি ছাড়াই সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোভিয়েত গবেষকরা গবেষণা করেছেন এবং অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীও সকুতস্কে আছে। যেমন, রূপা, তামা, সীসা, তৈলখনিরও সন্ধান মিলেছে। অবশ্য এগুলি মিলিটারী এক্তিয়ারে আছে। মুরেটভ আমাকে জানালেন যে 1943 সালের আগেই তারা তৈল বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করবে। সেই সঙ্গে চালু করা হয়েছে মাছ, লবণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন। একটি হাতির দাঁতের তৈরী বস্তুর শিল্পও শুরু করা হয়েছে। সেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক জন্তুটির ওপর এটা নির্ভরশীল।

এমন কি কৃষি হলো সকুতস্কের প্রধান বিষয়। এতে ওদের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। যাদুঘরে আমি একটা ক্রসব্রেড গমের নমুনা দেখেছিলাম। কিন্তু ফসল ফলানোর উপযুক্ত সময় কম। কারণ জলে ভরা মাটি। তাছাড়া সারাদিনই আকাশে

সূর্য অবস্থান করে, এমনকি গ্রীষ্মকালে প্রায় সমস্ত রাত্রে থাকে।

সেপ্টেম্বরে প্রায় সাতানব্বই শতাংশ, বলা যায় বেশীর ভাগ খামার যৌথকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রজাতন্ত্রটির মুখ্য গতিদায়ক শক্তি হলো বল্গা হরিণ। দেশে বেশ কয়েক শো ট্রাক্টর রয়েছে। যেগুলি পরিচালনা করার দায়িত্ব ট্রাক্টর স্টেশনের। তারাই খামারগুলিকে বহু বছরের জন্য ভাড়া নেয়। এমনকি 160টি কম্বাইন প্রজাতন্ত্রের রয়েছে।

"মি. উইলকি, এই কথাটা একবার ভেবে দেখুন। সুমেরু অঞ্চলে 160টি কম্বাইন আর অতি ছোট কিন্তু একদল বেড়ে ওঠা বিশেষজ্ঞ সৈন্য দক্ষিণের তুন্দ্রা অঞ্চলকে হিমায়িত করতে এবং সেখানে ফসল উৎপন্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।"

রাশিয়ার প্রতি একই কৌতুহল দেখেছিলাম জনসাধারণের মনে এবং আচার ব্যবহারে যখন আমি বাড়ি ফিরলাম।

বর্তমানে রাশিয়ার চিন্তাধারা কি সেটাই হলো ব্যাপার। সে কি শান্তির নতুন বিতর্ক হতে চলেছে? নাকি শর্তের দাবি করতে চলেছে যে যুদ্ধের অন্তিমকালে তা একটা সুন্দর শান্তি কেন্দ্র করে ইউরোপকে প্রতিষ্ঠা করার কাজটা অসম্ভব করে তুলবে? আবার ভাবনা করা যায় যে সে, অন্যান্য দেশকে তার অর্থনীতি ও সমাজ দর্শনে অনুপ্রবেশ করার জন্য প্রলোভিত করছে?

বলতে দ্বিধা নেই যে এইসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর কারোরই জানা নেই। এমন কি এই সব প্রশ্নের জবাব স্ট্যালিনের কাছে আছে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য রাশিয়ার ভবিষ্যত চিন্তা কি সেটা আমার পক্ষে বঁলার চেষ্টা করাটা যুক্তিসম্মত নয়। তবে আমি জানি এগুলি সত্য। তাদের ইউ. এস. এস. আর এর 200000000 সংখ্যায় বিষয় রয়েছে। পৃথিবীর একটি বিশাল ভূখণ্ড একটি সরকারের অধীনে তারা পরিচালনা করে। তাদের প্রচুর কাঠ, লোহা কয়লা তেল ইত্যাদির সরবরাহ রয়েছে যা অনিঃশেষ যোগ্য। রাশিয়ার জনসাধারণ স্বাস্থ্যবান জনসাধারণ হিসেবে পৃথিবীর সেরা। হাসপাতালগুলির ব্যাপক ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা এই খ্যাতির মূলে রয়েছে। তারা এমন একটা জলবায়ুতে বাস করে তা যেমন বিশ্রী তেমনি উদ্দীপক। দেশের মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ লেখাপড়া শিখে উন্নত হয়েছে গত কুড়ি বছরের মধ্যে। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা এর কারণ। এছাড়া দশ হাজার মানুষ ঐ একই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এছাড়া সরকারের পদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে অনুল্লেখ্য খামার বা কলকারখানার কৃষক মজুররা উন্নতভাবে রাশিয়ার প্রতি মাথা নামিয়েছে। অনুগত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে তাদের উন্নতির প্রসারতা যাতে বাড়ে সেই স্বপ্ন দেখছে।

One World

রাশিয়ার ব্যাপারে এসব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে অজানা। তবে একটা বিষয় আমার জানা আছে। সেটা হলো, রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা সক্ষমতা আছে যা কখনও অগ্রাহ্য করা যায় না। কোন মহিলা বিক্রেতার এ অ্যাণ্ড পি দোকানেঅনেক দ্রব্যসামগ্রী সাজানো আছে। আমি আমার পছন্দমত কোন একটা জিনিস সেখান থেকে তুলে নিতে পারি না। এমন কি নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। এক কথায় বলা যায় যে বিষয়ের মধ্যে আমাদের পছন্দ আটানো চলবে না। রাশিয়াকে হিসাবের বাইরে রাখলে চলবে না। তাই আমি আমেরিকা বন্ধুদের উপদেশ দিই—কাজকর্মের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা কর। আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার সাধারণ উদ্দেশ্যে অফিসের যুক্ত হতে হবে। সম্ভব মত তাদেরকে আমাদের বুঝতে হবে এবং তারাও যাতে আমাদের বোঝে সে সুযোগ দিতে হবে।

আর একটা বিষয় আমার জানা আছে। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সাদৃশ্যে, ভৌগলিক দিক দিয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকা যৌথ হওয়া প্রয়োজন। রাশিয়ার শিল্প উন্নত করার জন্য প্রয়োজন আমেরিকার প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্য। অপরপক্ষে রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমাদের দরকার। রাশিয়াবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মন পরিষ্কার ঠিক আমরা যেমন। একমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি ছাড়া আমেরিকাদের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে একটা মুগ্ধতার ছাপ থাকে। আবার তুলনামূলক ভাবে রাশিয়ার এমন অনেক বিষয় আছে যা আমার পছন্দমাফিক। মনে হয় আমার মত আর কেউই কম্যুনিস্ট প্রতিবাদের বিরোধিতা করে না। যেসব ব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায় সেগুলির বিপক্ষে আমি যাই। তবে একটা জিনিস আমার কিছুতেই বোধগম্য হয় না যে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রকে কেনই বা উপেক্ষা করা উচিত।

তাই আর একবার ঐ একই কথা বলতে হয় যে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বের মধ্যে হয়তো সবথেকে শক্তিশালী দুটি দেশ রাশিয়া এবং আমেরিকা। এই দুটি দেশ পৃথিবীর শান্তির জন্য। অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে। এই দুটি দেশ, যতদিন না যৌথ ভাবে কাজকর্ম করবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অর্থনৈতিক স্থায়ীত্বও মিলবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চীন পাঁচ বছর ধরে লড়াই করছে

যে বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আমরা মেতে আছি, সেই যুদ্ধে শত্রুকে হারাতে হলে আমাদের জানতে হবে সুদূর প্রাচ্যকে। সেখানকার লোকমনের ভাব-ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। যদি আমরা ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাই তাহলে আগে আমাদের একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হবে যে পৃথিবীর এই বিশাল অঞ্চলে যুদ্ধের আড়ালে কি কাজ করছে। প্রথম বছরের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আমেরিকানরা বুঝতে পেরেছে যে এশিয়ার যুদ্ধ ইউরোপের যুদ্ধের পার্শ্বপ্রকাশ নয়। আমাদের সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক আছে তাদেরকে আগে বুঝতে হবে। তাদের যেমন সাহায্য প্রয়োজন তেমনটি আমাদের করতে হবে। ফলে পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের যেসব সংস্কার বহু বছর ধরে রয়েছে তার কিছু ক্ষতি হবে না।

এই কারণে আমার ধারণা, সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আমার চীনে যাবার মূলতঃ কারণ হলো এটি। সফরে যাবার কয়েকদিন পর প্রথম বৈঠক হয়েছিল ওয়াশিংটনে। সফরের ব্যাপারে যানবাহনের ব্যবস্থা আমাদের একটু অসুবিধায় ফেলেছিল। ভারতে গেলে আমার কষ্ট হবে সেই ভেবে প্রেসিডেন্ট আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু নিউইর্য়ক ছাড়ার আগে সেটা মঞ্জুর হয়ে গেল।

ভ্রমণে বেরোনোর আগে আমি চীনের বিদেশমন্ত্রী, টি. ভি. সুঙের সঙ্গে ওয়াশিংটনে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করলাম। তিনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে তাদের দেশের অসুবিধার কথা জানিয়ে ছিলেন। অর্থনৈতিক এবং সামরিক—দুটো ব্যাপারেই বলেছিলেন। এছাড়া আরো বলেছিলেন যে ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর প্রকৃত জোটের কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করেছেন। তার ধারণা এরকম একটা যৌথ প্রয়াস চীনের সাহায্যকারী হিসেবে উপযুক্ত। আরো বলেছিলেন যে এই যৌথ ক্ষমতা যেরকম একটা বর্ধিত মাত্রার ওপর গণতন্ত্রের ভারিক্কী ভীষণভাবে কার্যকরী হতে পারে যেমন কিনা এই গণতন্ত্রের ওপরই হিটলার এবং জেনারেল তোজো তাদের পরিকল্পনার ছক করেছিলেন।

তার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার মিল ছিল। প্রকৃত জোটের কৌশল গঠন করার চেষ্টার খাতিরে আমার চীন সফর। কিন্তু আশাপ্রদ ফল হল না। আমরা চেয়েছিলাম, চীন এবং রাশিয়াকে ব্রিটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে একটা অর্থপূর্ণ

জোটের মধ্যে আনতে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, যুদ্ধকে শ্রেণী বিভক্ত করার প্রবণতা অনেক নেতার মধ্যে রয়েছে। প্রথম স্তরের যুদ্ধ, দ্বিতীয় স্তরের যুদ্ধ এইরকম। এই ধরনের প্রবণতাকে আমি ভয় পাই। এ ব্যাপারে আমার দূর প্রাচ্যের ভ্রমণ আমার মনে কোন সন্দেহ রাখেনি। যেমনটি ইউরোপে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার এবং অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে যে ফল পেয়েছে আমরাও তাই চাই। হয় আমরা চীনদের রাশিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জিতবো নতুবা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হবো।

এমন অনেকে আছেন যাদের আমি জানি, এরা বিশ্বাস করেন যে অ্যাংলো আমেরিকান শাসনের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে ব্যাপক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা প্রত্যাশা করে যে, জার্মানি যখন রুগ্ন হয়ে পড়বে সেই সুযোগে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ইউরোপকে দখল করবে। তাদের মিলিত প্রচেষ্টার শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে দখলদারি আসবে। এইভাবে তারা ভাবনা চিন্তা করে যে আমাদের পশ্চিম ইউরোপে খবরদারির ফলেই রাশিয়ার অগ্রসর হওয়া এবং ভবিষ্যতে শাসনকার্লের ইতি হবে। হিটলারেব পর ইউনাইটেড স্টেটস এবং গ্রেট ব্রিটেনকে এক জোট করে মানস চোখে প্রকাশিত করে চীনেব থেকে কিছু সাহায্য সমেত জাপানকে ধ্বংস করে তাবা সম্ভবত বিন্যস্ত হবে। যুদ্ধের পর তাবা এক নতুন চীনকে দেখবে। অমায়িক ব্যবহার পাবে। প্রাচ্যের শুভ কামনা করে এশিয়ার শক্তিসমূহ পাশ্চাত্যের ক্ষমতার দ্বারা এই চীন নির্দেশিত হবে পিতৃতান্ত্রিক ভাবে। যে পথ ভবিষ্যত পৃথিবীর পক্ষে শান্তি এবং নিরাপদ বলে মনে হবে সেই ভাবেই এটা করা হবে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের একজন অ্যাংলো-আমেরিকান ন্যায় রক্ষক হিসাবে বিশ্বের সামরিক কৌশল এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণের চিন্তা তারা একই রকম ভাবে করে। সেই ব্যাপার কতখানি জোরালো হবে তা ঐ ওপরওলা অ্যাংলো-আমেরিকান শক্তি থেকে জানা যাবে। এইভাবে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হবে। শান্তি ফিরে আসবে। অর্থনীতির দিক থেকে পাওয়া যাবে নিরাপত্তা. ঐ সঙ্গে আমাদের গণতন্ত্র এবং মঙ্গলের পক্ষে সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে আসা হবে।

এই ব্যাপারটি শুনতে ভালো লাগে। কারণ বিষয়টি বিতর্কের। "অ্যাটলান্টিক সমুদ্র"-এর মহান অভিব্যক্তিকে এটি গ্রাহ্য করে না। প্রধামন্ত্রী চার্চিল নয়, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেটিকে প্রশান্ত মহাসাগরীর জনসাধরণের কাছে বিস্তৃত করেছিলেন। অস্বীকার করেছিলেন সেই 'চার স্বাধীনতা সমূহ" বা 'ফোর ফ্রীডমস'টির প্রচারকে। আমরা পৃথিবীকে ক্রুটি দিয়ে মতবাদ হীন করে দিতে চেষ্টা করেছি। এটি আপনাদের

ভুলিয়ে দিয়েছে প্রায় দুমিলিয়ন মানুষের কথা।

জাপানের উচ্চাকাঙ্খাগুলি আসলে কেমন এবং সক্ষমতাগুলি কি ধরনের সেটা আমরা অনেক বছর লক্ষ্য করিনি। আর এই নীল আকাশের নীচে প্রাচ্যের একটা জায়গা করে নেবার জাপানের বর্ধনশীল বাসনার আবেদনটিকেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করিনি। আসল কথা হলো, আমরা জাপানকে হিসাবের বাইরে রাখি। ফলে তাদের আমরা মূল্য কিনি প্রাচ্যের বর্ধনশীল শক্তি হিসাবে। জাপানীরা একটা সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা করছে, এ ধারণা আমাদের কাছে অস্পষ্ট, আমরা এই সবে বুঝতে পারছি যে যদি সত্যিই তারা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তাহলে সেটা কি বিরাট ধরণের হবে।

একটু একটু করে জাপানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। সেটা স্বচক্ষে আমরা দেখেছি। কারণ আমরা দেখলাম পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপান কিভাবে জায়গা করে নিয়েছে, পৃথিবীর একটা মস্ত বড় অংশ জয় করে নিলো। কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া ছাড়াও তারা চীনের পুরো মূল অঞ্চলটিই দখল করে নিয়েছিল। তারা বার্মা রোড কেটে বর্মার অর্ধেক নিজেদের এক্তিয়ারে নিয়ে নিয়েছিল। তারা অন্ততঃ ভারত মহাসাগরের পূর্ব অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাপারটা এই মূহুর্তে এমন জায়গায় এসেছে যে বলা যায়, ওরা কলকাতার প্রায় মুখের সামনে এসে পড়েছে।

আসলে তারা অনেক দূর এগিয়েছে। এ থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে তাদের এই অগ্রসরতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের গন্তব্যস্থল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ভারতের পতন হবে—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। ধরা যায়, চীন সমস্ত সাহায্য থেকে বাদ হয়ে যাবে। শেষে দম বন্ধ অবস্থায় জাপানের শরণাপন্ন হবে। অবশ্য এইসব ব্যাপারে ঘটতে পারে বলে আমি মনে করি না। তবে সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে এগুলি একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না। তাহলে আমাদের সেই অতীতের ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করা হবে।

এ পর্যন্ত যেসব কথা বললাম তা যদি সত্যি ঘটে তাহলে আমাদের একটা বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টির নিছক সাক্ষী হতে হবে। হয়তো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য সেটাই হবে। যা হয়ে উঠবে প্রায় পনেরো মিলিয়ন বর্গ বিস্তৃত জায়গা। যেখানে প্রায় মিলিয়ন লোক বাস করতে পারবে। সেটি হবে পৃথিবীর অর্ধেক লোক সংখ্যা অধ্যুষিত এক তৃতীয়াংশের সাম্রাজ্য। আর জাপানীদের এটাই হলো আশা, স্বপ্ন।

এছাড়া ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ সাম্রাজ্যে সমস্ত সম্পদই থাকবে। শান্তির সময়ে শিল্পের ক্ষেত্রে হোক অথবা যুদ্ধের ক্ষেত্রে হোক—সাম্রাজ্যটি হবে স্বনিয়ন্ত্রনাধীন। তখন ফিলিপাইনস থেকে লোহা, ফিলিপাইনস এবং বার্মা থেকে

তামা, মস্কো থেকে টিন, এছাড়া অন্যান্য দ্বীপগুলো থেকে তোলা সংগ্রহ করবে জাপান। এছাড়া তাদের প্রয়োজন হবে ক্রোমোনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যান্টিমনি, অ্যালুমিনিয়মের জন্য বক্সাইট। তারা আগে যে পরিমাণ রবার ব্যবহার করেছে তার থেকে অনেক বেশী রবার তারা সংগ্রহ করবে। তখন ইউনাইটেড স্টেটসকে অতি সাবলীল দেশ হিসাবে কেউ চিনবে না। তথাকথিত মহত্বর ইস্ট এশিয়া কোপ্রসপারিটি স্ফীয়ার হবে।

আমেরিকার জনসাধারনের সাহস এবং উৎসাহকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি মনে করি যদি এরকম বিত্তশালী এবং ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমেরিকাকে এরপর সামনাসামনি হতে হয় তাহলে একটা সশস্ত্র শিবিরের থেকে একটু উঁচু পর্যায়ের হবে আমাদের জীবন যাত্রা। আমাদের স্বাধীনতার ঘাটতি পড়বে। আমাদের সবসময় সচেতন হয়ে থাকতে হবে। আমাদের বাঁচতে হবে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে যা হবে এক অসীম যুদ্ধ। যে যুদ্ধোপকরণের বৃদ্ধি করার আমরা ক্রমশঃ চেষ্টা করছি। এই রকম শেষ পরিণতি হলে লড়াইরত অবস্থায় শান্তি উন্নতি, স্বাধীনতা বা ন্যায় কোনটি-ই ঠিকমত বিকশিত হবার পথ থাকবে না। এই ব্যাপারে প্রশান্ত মহাসাগরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কোন বিষয় হবে না।

এই বিপদের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে চলেছি বলে আমার ধারণা, অতিরিক্ত দেরী হওয়ার আগে বার বার আঘাত দিয়ে আমরা এটা এড়াবার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। প্রাচ্যের মানুষ কি করছে সে ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিতে হবে। সেখানকার মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পর্কে জানতে হবে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্য তাদের ওপর তাদের বিশ্বাস হারানোর চিন্তাভাবনার পথ ধরে কি ধরনের পরিবর্তন আনছে সেটা জানতে হবে। সেই সঙ্গে কাজ এবং আদর্শানুযায়ী শ্বেতাঙ্গদের অগ্রাধিকারের কথা স্বাধীনতা বাসনার কথা ভাবতে হবে। আমাদের মতে এটি একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, "মানুষের মনের জন্য যুদ্ধ"। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা এবং প্রাচ্যে প্রায়ই আমরা ক্ষমতার রাজনীতি এবং নিখাদ সামরিক অভিযানে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে সামিল হতে দেখেছি। যুদ্ধ এতবার কেন হয়, তার উত্তর আমরা ভুলে গেছি। আমাদের আদর্শকে আমাদের মনে নেই। জাপানের ব্যাপারে আমরা কিছুটা ছিলাম উদাসীন। এখন রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে জাপানের মত মস্ত বড় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করাটা বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে একথা আমরা মনেও স্থান দিই নি। গত কঠিন পাঁচ বছরের চীনের মানুষের মরিয়া প্রতিরোধের ব্যাপারটি আমরা মাথায় রাখিনি।

চীনা প্রতিরোধের সম্পূর্ণ সভ্যতার গুরুত্ব, গত পাঁচ বছরের মধ্যে, খুব অল্প মানুষই অনুধাবন করেছিল। সেই সব বছরের অতীতের দিনগুলোর কথা ভাবতে আমেরিকাবাসীর কাছে সুখকর হবে না। চীনে থাকাকালীন আমার পক্ষে এই ব্যাপারটি সুখের ছিল না। যেসব মানুষ ঐ প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে কথা বলাও আমার কাছে ভালো লাগে নি। আমরা আমাদের বিবাদ নিয়ে মত্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী মোহে ডুবে আছি। আমরা একবারও স্মরণ করি না যে চীনেরা বীরত্বের ভূমিকা পালন করে চলেছে, তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমরা সরবরাহ করি না। ঐ যুদ্ধের মধ্যে থেকে আমরা আবার একই ভুল করে চলেছি।

চীনেদের ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গী জাপানীদের ঠিক উল্টো। সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের মোহ নেই। তারা তাদের নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে চায় এবং উন্নতি করতে চায়। প্রাচ্যে আলোড়ন তুলেছে যে শক্তি সেই শক্তিকে তারা দেখতে চায়। তাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য এবং অন্যান্য মানুষের স্বাধীনতার জন্য যে শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঐ একই কাজে জাপানীরা ঐ একই শক্তিকে তাদের সাম্রাজ্যের জন্য ব্যবহার করতে চাইছে।

ইউনাইটিড স্টেট্সের থেকে আয়তনে অনেক বড় হলো চীন। অনেক মূল্যবান সম্পদ দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে। অন্যদিকে তারা আমাদের মত স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এই ব্যাপারটি তাদের পৃথিবী জয় করতে প্রলোভিত করেনি। টোটালেটারিয়ানদের একটা মোহ হলো স্বয়ং সম্পূর্ণতা। একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে, একটা জাতীয় নিউইয়র্কের থেকে বেশী স্বয়ং সম্পূর্ণতার দরকার হয় না।

চীনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ এবং আমাদের মত গণতান্ত্রিক সরকারের আশা আমরা অবশ্যই করি না। আমাদের কাছে তাদের অনেক ধ্যান ধারণা বেশী প্রগতিশীল বলে মনে হয়। যেখানে অন্যান্যগুলিকে খারাপ বলে মনে হয় না। আমাদের কিছু সংস্কার ওদের চোখে অদ্ভুত ঠেকতে পারে নতুবা বিস্বাদ লাগতেও পারে এটা আমাদের ভুললে চলবে না। চীন স্বাধীন হতে চায় এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়টির ওপর আমাদের দৃষ্টি আটকে যাবে। তারা তাদের নিজেদের জনসাধারণের সুখ এবং উপকারের জন্য নিজেদের মত করে জীবন চালনার স্বাধীনতা চায়। এশিয়া চায় তার একটা স্বাধীনতা।

সাম্প্রতিক কালের ইউনাইটেড স্টেট্স এবং চীনের আর গ্রেট ব্রিটেন এবং চীনের মধ্যে সন্ধিগুলি হলো চীনের স্বাধীনতা চাওয়ার দৃঢ় মানসিকতার প্রতি স্বীকৃতি। যখন কোন ইংরাজ এবং আমেরিকান চীনের আইন এবং আদালতের হাত থেকে মুক্তি পাবে তখনই ইউনাইটেড স্টেট্সের আমেরিকার আইন প্রণালীর হাত

থেকে চীনেরাও মুক্তি পাবে। তবে এতে যে সমস্যা সমাধান হবে তা কখনই ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মধ্যে একটি হলো হংকং। ব্রিটিশরা এটিকে এখনো দখলে রাখতে চায়। চীনেরা পৃথিবীর সর্বত্র এই বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য করে। আবার অপরপক্ষে এই হংকঙের মত আমেরিকানদের, এবং অন্যান্য দেশের দাবি সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক বন্দোবস্তের ব্যাপারে রয়েছে। চীনের বিদেশী অধিকারের একটি প্রতীক হল হংকং। এটি তাদের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে এটাও সুবিধার ব্যাপার।

কিন্তু ভাবলে দুঃখ হয় যে এখনোও পর্যন্ত চীনদেশের মানুষজনকে জড় বস্তু হিসেবে আমেরিকানরা মনে করে। তারা যে রক্তমাংস দিয়ে গড়া মানুষ এটা কখনোই তাদের চিন্তায় আসে না। এখনো ওরা চীনের পাঁচ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুকে পাশ্চাত্যের পাঁচ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু থেকে হেয় চোখে দেখতে ভালোবাসে। প্রাচ্যে মানুষের মনে নতুন করে চেতনা আসছে, এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই যুদ্ধে আমরা সাময়িকভাবে বিজয়ী হলেও এই চেতনাকে আমাদের হিসাবের বাইরে রাখলে চলবে না। পৃথিবীর শান্তির উদ্যোগে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের শক্তিকে স্বীকৃতি দিতেই হবে যদি আমরা বোকামি না করি। আর যদি ইচ্ছা করে এই শক্তিকে মূল্য না দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই এক নাগাড়ে পৃথিবীতে বিপন্নতা সৃষ্টি হবে।

সপ্তম অধ্যায়

চীনের পশ্চিমী উদ্বোধন

আমি চীনে গিয়েছিলাম, এটা ভেবে আমার ভালো লাগে। আমি ওদেশে গিয়েছিলাম পেছনের দরজা দিয়ে "সন্ধি বন্দর" দিয়ে যাই নি। উত্তর-পশ্চিম চীনে পশ্চাৎ প্রবেশ দ্বার আছে। জাপানীরা এখনো "সন্ধি বন্দর" দখল করে আছে। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর অবস্থিত। এটি প্রজন্মগুলির আধুনিক চীনেদের কাছে একটি প্রতীক। যে প্রজন্মগুলি চীনকে প্রকাশ্য জাতির মর্যাদা দিয়েছে একটি বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশ হিসাবে। যে দেশটি ক্রিয়া রূপান্তরিত, শোষিত এবং হাসির খোরাক যুগিয়েছে। সুন্দর সুন্দর শহর, যেমন সাংহাই, হংকং ক্যান্টন ইত্যাদি হতে পারে কিন্তু চীনেদের কাছে এমন কি তাদের নামগুলি সেইসব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সময় চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সান ইয়েত সান কথাটা বলেছিলেন ঠিক এইভাবে—

"আমরা হলাম মাছ আর মাংস। বাকি মানবজাতি হলো বাঁকানো ছুরি এবং পরিবেশিত ডিস।

সিংকিয়াং অথবা চাইনীজ ইস্টার্ন তুর্কীস্তান প্রদেশের শহর রাজধানী তিহোয়ায় যেটিকে আমার প্রথম আশা ছিল। রাশিয়ার উরুমচি এটিকে এই নামে ডাকতো, একদিনের মধ্যে তাসখন্দ থেকে সাইবেরিয়ায় বিমানে করে গিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ইলি নদীর উপত্যকায় বেশীর ভাগ উড়ানের অবতরণ ঘটেছিল। সেই উপত্যকাটি পৃথিবীর কিছু উচ্চতম পর্বতের মাঝে ছিল। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলাম। সেগুলি মনোমুগ্ধকর ছিল। এরকম ভূপৃষ্ঠ আমি এই প্রথম দেখলাম। উর্বর জমিতে অবতরণ না করা পর্যন্ত আমরা বিমানে উড়ে পাক খাচ্ছিলাম। সিংকিয়াং চীনেদের কাছে এটি "নিউ ডোমিয়ন" হিসেবে পরিচিত।

সিংকিয়াং-এর আয়তন ফ্রান্সের দ্বিগুণ। লোকসংখ্যা প্রায় 5000000। চীনের সব থেকে বৃহৎ এবং সম্পদশালী প্রদেশ হিসেবে এটি স্বীকৃত। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এটি যে কেবল মধ্য এশিয়ার গা ঘেঁষে ছিল তা নয়, রাজনৈতিক কেন্দ্রেরও এটি ঘনিষ্ঠ ছিল। এখানেই রাশিয়া এবং চীনের আলোচনা সভা বসেছিল। লম্বা টানা হ্যাঁচড়ার পর এই অদ্ভুত অঞ্চলে যা ঘটেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি ছাপ ফেলতে পারে। এই ঘটনাটি এখনো অনেক আমেরিকানের কাছে অপ্রকাশিত।

গত প্রজন্মের খুব কম বিদেশী ব্যক্তি সেখানে গিয়েছিলেন। আমি যখন টিহোয়ায় আমার চীনে হোসট হিসাবে দিয়েছিলেন যে মাত্র কয়েক ডজন আমেরিকান এবং ইংরাজ ভ্রমণকারী চীন-এশিয়ার বাণিজ্যিক আকাশ পথে সিংকিয়াং দিয়ে উড়ে গেছে। চীন এবং মস্কোর মধ্যে মাত্র এক বছর আগে এটি পরিচালিত হতো। এমন কি এই অল্প কয়েকজন 'হামি'র অনেক কিছু দেখেছে। এটি একটি ভালো বন্দর সমেত ছোট শহর। সেটি রাজধানী টিহোয়ার থেকেও ভালো ছিল।

একটু গর্ব করার মত বিষয় শহরটির ছিল। এটি ছিল ছোট্ট পিছল এবং অবিশ্বাস্য গোছের কাদাময়। রাশিয়ার ভাষায় রাস্তার নামকরণ ছিল। সরকারটি ছিল চীনের, কিন্তু মানুষজনেরা ছিলো তুর্কি। এদের মধ্যে প্রায় 20.00.000.000 জন ছিলেন মুসলমান। চীনের ফ্রন্টিয়ারে এরা বাস করতো। এখানে এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী তরমুজ উংপন্ন হয়। ছোট ছোট আঙুরের চাষ হয় যাতে বীজ নেই। এরকম ফল, পূর্বে আমি খাইনি। শহরের চতুর্দিকে পর্বত। এগুলি ধাতুতে পরিপূর্ণ। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি দ্রব্য হলো উল। রেড আর্মি-ব্লু পোশাক বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উল খরচ হচ্ছে।

পৃথিবীর মধ্যে বিস্ময়কর জায়গা হলো সিংকিয়াং। এক ধরণের বিস্ফোরক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী করতে এখানে রাজনীতি ও ভূগোলের মিলন ঘটেছে। পৃথিবীতে কি ঘটতে চলেছে সে ব্যাপারে যারা কৌতূহলী তাদের কাছেই শহরটি অর্থপূর্ণ। সোভিয়েত টার্ক-সিব রেলপথ ফ্রন্টিয়ার থেকে কয়েক মাইল বিস্তৃত। ভূগোল রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে আছে। আমরা যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী টিহোয়াতে পেয়েছি সেগুলি রাশিয়া থেকে সরবরাহ করা হয়। রাশিয়ায় তৈরী গাড়ি চড়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাশিয়ার তৈরী ট্যাঙ্ক চালায় আমাদের দেখা সৈন্যবাহিনী। কিন্তু চীনের দিকে রাজনীতির পাল্লা। থান বংশের রাজত্বকাল থেকে চীনেরা সিংকিয়াং নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। বর্তমান রাজ্যপাল হলেন একজন চীনা। এই বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর এই জায়গাও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। সিংকিয়াঙের ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব। সোভিয়েত সরকার মেনে নিয়েছে। দুটি দেশের মধ্যে আজো কোন বিবাদ হয় নি, এমন কি সীমানা সংঘর্ষও নয়। কিন্তু রেলপথগুলি বাজার, কমার্শিয়াল ক্রেডিট সাম্যবাদী আদর্শ ইত্যাদির চাপে প্রদেশটিকে দৃঢ়ভাবে রাশিয়ার চার পাশে ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য করেছে। শেষ দশ বছর ধরে কিন্তু শিল্পায়ন এবং তাদের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির উন্নতির সাহায্যে চীনারা যদি একটা বিপরীত চাপ সৃষ্টি করে তাহলে তখন দুটি ক্ষমতাশালী নাগরিকদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার একটা সুযোগ এসে যাবে।

সিংকিয়াং-এর রাজনৈতিক সমস্যাগুলির কথা আমি মস্কো এবং চাঙকিয়াং-এ বসে শুনেছি। 1932 সালে কাঙসুর প্রতিবেশী প্রদেশ থেকে একজন চীনা মুসলিম নেতা, নাম মা চাঙ ইয়াং আক্রমণ চালিয়ে ছিল একজন রবীন হুডের খ্যাতি নিয়ে। 1934 সালে তার এক অনুগামী মুসলিম ফ্রন্টিয়ার দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। সে নাকি মস্কোয় ছিল এরকমই রটনা রটেছিল। বর্তমানে তার ফিরে যাবার অপেক্ষা। সেঙ-সি-জাই ছিলেন, অন্য আর একজন চীনা নেতা। বর্তমানে তিনি সিংকিয়াঙের রাজ্যপাল। তিনি চীনের মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে বাস করতেন। তাই তিনি মনে-প্রাণে জাপানীদের বিরোধিতা করতেন। 1931 সাল থেকে এই মাঞ্চুরিয়া জাপানীরা দখল করেছিল। রাজ্যপাল বাসভবনে গত জুনে তার বিছানায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই খুনের রটনা সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমি জানতে পারি নি যে আসলে ব্যাপারটির মধ্যে কি সত্য ছিল। কোন সত্য ছিল না এমনও হতে পারে। আমি অস্বীকার করেছিলাম টিহোয়ায় রাজ্যপাল সেঙের কাছে আবার সোভিয়েত কাউন্সেল জেনারেল আমাদের কাছে গোপন করেছিল। ফলে একটার সঙ্গে আর একটা জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তিনটি দেশ কোন কিছুর আভাস দিলো না যেগুলি থেকে রাশিয়ার ভদকা এবং চীনের ভাত থেকে তৈরী মদ পাওয়া যায়। সেদিন ছিল শুধু রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তবে পরের দিন চীনা রাজ্যপালের সঙ্গে একান্তে প্রাতঃরাশ করলাম এবং তারই পরামর্শে। কোন একসময় এই চীনা রাজ্যপালটি কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার মনের পরিবর্তন ঘটে। খুন সম্পর্কে তার কাছ থেকে যে গল্পটি শুনেছিলাম সেটি ছিল কোন ক্রাইম থ্রিলার গল্পের মত, আর এটি কোন আমেরিকার কাছে অবিশ্বাস্য কারণ, এই গল্পের আড়ালে কোন প্রমাণ নেই। সন্দেহ আর রহস্যে ঘেরা ছিল সবটা। যুদ্ধ শেষে একটা সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে অনিবার্যভাবে। সেটি তুর্কিস্থানে মুখোমুখি হওয়া সাধারণ সমস্যাটির জন্য সহযোগীতার ভিত্তিতে এগোনোর ব্যাপারে চীন এবং রাশিয়াকে সাহায্য করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই তুর্কিস্থান হলো এশিয়ায় পৃথিবীর ছাদের কাছাকাছি।

চীন এবং রাশিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস এবং গ্রেট ব্রিটেনকে একটা আলোচনা টেবিলে এই কারণে বসবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছি। কারণ এইভাবেই বর্তমানে তাদের লড়তে লড়তে পরস্পরকে জানতে এবং শিখতে পারবে। কেন না এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর আবার পৃথিবীর ঢাকনা উড়িয়ে দেবার মত যদি যথেষ্ট পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য না থাকে।

নৈশাহারের ব্যবস্থাটি ছিল খুব চমৎকার। রাজ্যপাল সেন ছিলেন এর ব্যাবস্থাপক। এর থেকে একটা জিনিষ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পৃথিবীর মধ্যে এরাই হলো সবচেয়ে বেশী অতিথি পরায়ণ। তাছাড়া এটি উৎসাহব্যঞ্জকও ছিল বটে। একটি লম্বা এবং খিলান আচ্ছাদিত ঘরে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হল ঘরের দুপ্রান্ত ধরে একটা লম্বা টেবিল। আমরা টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি হয়ে বসেছিলাম। ঘরের দেওয়াল জুড়ে সতেরোটি ভাষায় বিভিন্ন লেখা। যেমন. আমেরিকা থেকে আশা কোন অতিথিকে স্বাগত, আমাদের সাধারণ শত্রুকে চ্যালেঞ্জ. আমাদের জয়ে আস্থা ইত্যাদি। এশিয়ার সেইসব অঞ্চলে এগুলি প্রচলিত যেখানে পৃথিবীর একটা প্রাচীন ক্যারাভামরুট ইউরোপ এবং এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ ছিলেন রাজ্যপাল। সুদর্শন চেহারা। তার গোঁফ আছে। মাঞ্চুরিয়ায় তিনি বাস করতেন। চীনের বংশোদ্ভব। জাপানে লেখা পড়া করেছেন। সিংকিয়াংএর রাজ্যপাল হিসেবে তিনি প্রায় দশ বছরের ওপর ধরে রয়েছেন। দেশটিকে তিনি তার পরস্পর শক্তিগুলি সমেত ভালোভাবেই জানেন। তার অফিসে বসে আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখন ছিল বিকেল। একটা প্রদেশ শাসন করতে গেলে যেসব সমস্যাবলীর মুখোমুখি হতে হয় সে সম্পর্কে তিনি আমাকে বলেছিলেন যেটি ছিল তার দেশের রাজধানী থেকে ছেচল্লিশ দিনের পরিভ্রমণ।

চীনের অন্যান্য নগর গুলিতে ভ্রমণ করা কালে তাদের মধ্যে শুভ ইচ্ছার প্রকৃত সক্রিয় প্রমাণ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। টিহোয়াতেও এর ব্যতিক্রম হলো না। পৃথিবীর সর্বত্রই আমেরিকাবাসীরা যা পেয়ে থাকে। ডিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন সরকার এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মীরা। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে লক্ষ্য করছিলো, তাদের দৃষ্টিতে ছিল কৌতূহল। তাদের ঐভাবে তাকাতে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে ওরা যেন এই প্রথম কোন আমেরিকানকে দেখছে। তবু আমার অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি দেখলাম না। সেটি উষ্ণ এবং বন্ধুত্বসুলভ ছিল। ফলে তাদের না বলা আশা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। তা হলো আগামী বছরগুলিতে ইউনাইটেড স্টেটস চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবে।

টিহোয়ার সব কিছুই প্রাণবন্ত করে অনেক কিছু মনে করিয়ে দিল। এক্ষেত্রে তাসখন্দ. বাগদাদ বা তেহরানও হার মেনে যায়। এশিয়ার প্রকৃত গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দিলো। পরের দিন রাজ্যপাল একটি সামরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন আমেরিকাবাসী পরিদর্শকদের জন্য। একটা বড় প্যারেড গ্রাউণ্ডে এটা মঞ্চস্থ হয়েছিল। আমরা সেইসব দেখলাম। সিংকিয়াঙের সৈন্যবাহিনী কিংবা যা তাদের একটা বিরাট

অংশ হতে পারে দেখলাম ড্রেস প্যারেডে তারা ফাইল পাস্ট করলো।

এটা একটা চমৎকার প্রদর্শনী। দেখলাম সৈন্যরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সুঠাম দেহ। তাদের সাজসরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে ছিল না। ওদের সঙ্গে ছিল অনেক কিছু—ভ্রাম্যমান গোলন্দাজ বাহিনী, কিছু হাল্কা অথচ দ্রুতগতি সম্পন্ন ট্যাঙ্ক, সাইকেলে চড়ানো মেশিন গান, সশস্ত্র স্কাউটগাড়ি ইত্যাদি। ওদের একটি সামরিক মহড়ার সময় পরিষ্কার বোঝা গেল যে সাজসরঞ্জামগুলি রাশিয়ার তৈরী।

একটি নিয়মমাফিক স্বাগতবার্তা পেয়েছিলাম টিহোয়ার চিয়াং কাইসেকের কাছ থেকে। তার দুজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু এবং সহকারীরা সেটি আমাকে এনে দিয়েছিল। এরপর চীনে থাকাকালীন ওরা সবসময় আমার সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তথ্য বিভাগের সহমন্ত্রী, ডঃ হলিনটন কে টঙ। অন্য জন ছিলেন জেনারেল চু সাউ পিয়াং। ইনি উত্তর পশ্চিমের যুদ্ধাঞ্চলের দায়ীত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। ওদের দুজনের প্রতি আমার গভীর স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। চীন দেশ ত্যাগ করার আগেও সেটা অনুভব করেছিলাম।

চীনে ফেরার পথে একজন বিদেশী আমাকে "হলি টঙ" সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন। এই দেশটির সম্পর্কে জ্ঞান এবং ভালোবাসা আমার কাছে মনে হয়েছিল সেদেশের যে কোন মানুষের থেকেও বেশী। তিনি ছিলেন মুসৌরিতে পার্ক কলেজের স্নাতক। নিউইয়র্কের কলোম্বিয়া "স্কুল অব জার্নালিজম" থেকে ট্রেনিং নিয়ে ছিলেন তিনি। তাই চীনের সংবাদপত্রের প্রকাশক হিসাবে একটা বাড়তি ব্যক্তিত্ব ছিলো তার। এরপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সভা চালনায় সাহায্য করার জন্য চিয়াংকাই সেকের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হন। ঐ একই সঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে প্রধানের অনুবাদক, অন্য দিকে ছিলেন সেক্রেটারী পরামর্শদাতা। ওকে আমি ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম এটা আমার মনে হয়েছিল।

কিন্তু জেনারেল চু ছিলেন অন্য ধরনের। হলিটঙের মত নয়। ইংরাজীতে কথা বলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। হলিটঙের একটা কথাও আমার বোধগম্য হতো না। এটাই তার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব গঠনের মূলে ছিল। জীবনে এই প্রথম আমি এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক দেখলাম। চীনে আমি কখনো কোন ভোজসভায় থাকি নি কিংবা কোন বক্তৃতা শেষ করিনি অথবা আমার দিকে তাকিয়ে তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিতে দেখা ব্যতীত আমি কোন সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসিনি। আমরা সীমিত কথা বলেছি। একজন বিশিষ্ট সৈন্য তার মর্যাদা সম্পর্কে যেমন আশাবাদী তেমন আসনেই তাকে বসিয়েছিলাম। তিনি তার দায়ীত্বে থেকেই চীনকে ঐক্যবদ্ধ করতে

চেয়েছিলেন। কঠিনতম এবং প্রাথমিকতম প্রচারের মাধ্যমে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। চীন কোন বিচ্ছিন্ন দেশ নয়, একথা অনুভব করার শক্তি আমি তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম যে এই দেশ অদ্ভুত প্রথাময় নয়। এখানে আছে হৃদয়ের উষ্ণতা আতিথ্য পরায়ণতা। আমেরিকার বন্ধুরা এই দেশ ভরে আছে।

এমন একজন চীনা ব্যক্তির কথা বলবো যাকে জীবনে আমি কখনো ভুলতে পারবো না। মস্কো থেকে সমস্ত রাস্তা যিনি আমাদের সঙ্গ দিয়েছিলেন। তিনি হলেন মেজর সু হুয়াং সেঙ। তিনি ছিলেন কৈভিকোভে চীনা অ্যামবাসির সহকারী অ্যাটাসে।

কিছু যুদ্ধে চীনের ভেতরে বিমান চালিয়েছিলেন। ইউনাইটেড স্টেটসের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বছর তিনেক আগের কথা। সালটা 1938। তিনি আকাশে উড়ন্ত বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন। ফলে বিমান চালনায় তিনি সর্বপ্রথম চীনে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তার যাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও গিয়েছিল। এটা আমার সৌভাগ্য ভেবে পুলকিত হয়েছিলাম। এটি সিরানের কাছে ফ্রন্টে যাবার পথে হয়েছিল। নিজের কাজে যোগ দেবার জন্য যখন ও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইবেরিয়ার দিকে রওনা হলো তখন আমার মনটা বিষন্নতায় ভরে উঠেছিল।

পরের দিন সকালে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বিমানে আমাদের সঙ্গে এইসব ব্যক্তি ছিলেন। আমরা যাচ্ছিলাম কান্স্কু প্রদেশের রাজধানী শহর লাঞ্চাওতে। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, ঊনত্রিশ তারিখ।

লাঞ্চাও-এর কাছাকাছি হতে নজরে পড়লো লাল দোয়াশ মাটির পাহাড়। যেখান থেকে নদীর স্রোত এবং বাতাস মাটি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে এই ধরনের মাটি উত্তর চীনের বেশীর ভাগ অঞ্চলে দেখা যায়। আকাশের উঁচু থেকে এই পাহাড়গুলি দেখতে অতীব সুন্দর লাগে। কিন্তু সেগুলি কি সম্পদ হিসাবে একটা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে যা কিনা পাশ্চাত্যের পক্ষে সহায়ক এই ভাবনা ছাড়া পাহাড়গুলির সৌন্দর্য দেখতে রাজী হতে পারি না। এই অঞ্চলে সমস্ত প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন, জলসেচ প্রকল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্প উর্বর কৃষিক্ষেত্র এবং চারণভূমি। কিন্তু আমার মনে হল যে দেশব্যাপী এইসব গড়ে তোলার চেষ্টার আড়ালে সেই মানুষের অভাব রয়ে গেছে।

চীনে থাকাকালীন ঐসব দিনগুলিতে আমি বিশ্বের উড়ানটি নিয়ে অনেকবার ভেবেছি। প্রথম কথা হলো, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের এই শূন্যতা, দক্ষিণ চীনের জনাকীর্ণতা এবং প্রাচুর্যে ভরা এই জমির সঙ্গে একটা অমিল তৈরী করেছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই উত্তর পশ্চিম এবং পরিবহণ সহযোগিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান সমেত সমস্ত ধন সম্পদ মুক্ত করতে জাপানের বর্তমান লড়াই-এর কথা বলেছে। আর সেইসঙ্গে একটা ক্ষমতাশালী আধুনিক দেশ যা কিনা শান্তির অনুসারী হবে।

টিহোয়ায়, লাঞ্চাও-এ এবং ঐ শহরগুলির মাঝের দেশগুলি যখন প্রথম খোলামেলা হচ্ছিল আমাদের আমেরিকান ওয়েকটের কাছে তা এক কৌতূহলদ্দীপক ছিল ধরা পড়েছে। মনে হয়েছিল মানুষকে লম্বা এবং সম্পদশালী এবং বেশীরকম রূঢ়। এই ব্যাপারটি চেন্টগু অথবা চাঙাফিঙে দেখা মানুষের চেয়েও বেশী বলে মনে হয়েছিল আমার। চীনের উপত্যকা অঞ্চলের অর্ধেক জাপান নিজের দখলে রেখেছিল। সেই অঞ্চলে ছিল হরেক রকমের বড় বড় শিল্প, শহর এবং বন্দর। এছাড়া ছিল বেশীর ভাগ উর্বর কৃষিক্ষেত্র। চীনের কাছে পশ্চিমের দরজা খুলে দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দ্রাক্ষ ক্ষেতের চীনের মধ্যে আমি কোন রকম তিক্ততা লক্ষ্য করিনি, এইসব চীনা অধিবাসীরাই এই অঞ্চলের পায়োনীয়ার ছিল, এতে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। তাদের কথাবার্তায় অহঙ্কারের প্রকাশ ছিল। ঐসব কথার সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেট্‌সের আমার বাবার প্রজন্মের মানুষদের ভালো রকম সাদৃশ্য ছিল।

আমি কিছু শিল্পের "কোঅপারেটিভ" লাঞ্চাও-তে ঘুরে দেখেছিলাম। সেরকম একটা কোঅপারেটিভে একজন সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নিউজিল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সই অ্যালি ছিল ভদ্রলোকের নাম। তিনি "ইনডাসকো" তৈরী করেছিলেন। এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক শব্দ এবং একটি প্রতীক। আমার সঙ্গে অ্যালির যখন দেখা হয়েছিল তখন তার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি ঐ অসুবিধাগুলি এক নাগাড়ে ভোগ করে যাবেন বলে আমার ধারণা। (যে আন্দোলন আমি চীনের পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে লক্ষ্য করেছিলাম) তিনি এবং চীনের ইণ্ডাসট্রিয়াল কো-অপারেটিভ আন্দোলনে বিশ্বের অর্থনৈতিক ভূগোলকে বিপুল ভাবে বদলে দিয়েছিল এশিয়ার কেন্দ্র খুলে, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

অর্থনৈতিক লড়াই নিয়ে চীন যে ব্যস্ত আছে সেসব সম্পর্কে আমেরিকায় খুব বেশী লেখালেখি হয়নি। তুলনামূলকভাবে বেশী প্রকাশিত হয়েছে জাপানীদের আগমনের বিরুদ্ধে চীনের সামরিক লড়াই-এর কথা। কিন্তু সব কিছু দেখে যা আমার বিশ্বাস হয়েছে যে এটা বীরত্বের থেকে কিছু কম নয়। যদি আমরা আমেরিকাবাসীরা একটা ঘাতক শক্তিতে সমুদ্র উপকূলগুলিতে বিস্ফোরিত হতাম তাহলে আমরা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢুকতে পারতাম। লড়াই চালিয়ে যাবার

জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ শ্রমিক পেয়ে যেতাম। কিন্তু এরকম কোন সুযোগ বা সুবিধা ছিল না চীনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে। চীনাদের তাদের দিয়ে কলকারখানাগুলি নিজভূমে চালিয়ে নিয়ে যেতে হতো। পরিবহনের জন্য কোন ভাড়া করা গাড়ি বা কোন ট্রাক অথবা গরুর গাড়ি ছিল না। মানুষের পিঠে বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে কাজটি শেষে করতে হতো। বড় বড় নদী কিংবা পর্বত শ্রেণী পার হয়ে তাদের যেতে হতো।

কোন প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে সেগুলি তারা নামিয়ে স্তূপ করে রাখতো। যেখানে কলকারখানার যন্ত্রে আওয়াজ শোনা যেতো না, তুলনামূলক ভাবে কিছু কলকারখানা থেকে তা পরিবাহিত হতো। হাজারের ও বেশী শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ অঞ্চলে তাদের উৎপাদনের সুযোগ ছিল সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের প্রতিটি ক্ষুদ্র অবদান নতুন চীনের ভিত বিশেষ।

আমরা আমেরিকাবাসীরা দেওয়ালে হাতের লেখা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারি। আধুনিক ইতিহাসে একমাত্র আমাদের নিজেদের পাশ্চাত্যের উন্মোচনের সঙ্গে চীনের এই নতুন উন্মোচন তুলনা করা যেতে পারে। সেইসব মানুষের লড়াই সম্পর্কে আমরা জানি, আশা পোষণ করতে পারি এবং পূর্ণতা কি হতে পারে এটাও লক্ষ্যণীয় পরিমাণে আমরা জানি। আধুনিক চীনের নেতাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হলো, আমরা আমাদের দেশে যেমনটি করেছি ঠিক তেমন ভাবে তাদের দেশকে বেশী বেশী করে উন্নত করা। তারা শিল্প ভিত এমন করে তৈরী করতে চায় যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারে। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত যে চীনের শিল্পায়ণ একবার শুরু হলে তা এমনকি আমাদের যেমনটি হয়েছিল তার থেকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। উন্নত প্রযুক্তিগুলি নিয়ে নতুন চীন কাজ শুরু করেছে। আমাদের যানবাহনের গতি ছিল মন্থর। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু তারা ঘন্টায় তিনশো মাইল গতিতে বিমান উড়ান দিয়ে কাজ শুরু করতে পারে।

এতদিন তাদের ছিল না যানবাহন, ছিল না কোন বিমান। রাশিয়ার হাইওয়ের টার্মিনাস আমি লাঞ্চাওতে দেখেছি। আধুনিক চীনের একটি "ওয়ান ল্যাণ্ডরুট" হলো এটি। প্রতিটি আমেরিকাবাসী যেন এটি দেখতে পারে যারা কিছু গল্পে খুব বেশী সেলসম্যানশিপ আছে কিনা ভেবে অবাক হবে। যে গল্পগুলি বীরত্বের চীন থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যুদ্ধের পাঁচ বছরের বেশী ধরে বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা নিয়ে চীনের জনসাধারণ মানুষ পাল্টা লড়াই করছে জাপানের বীরত্বের সঙ্গে।

পূর্বের আলমা-আভা অর্থাৎ সোভিয়েত সীমানা পার হওয়া থেকে আমরা এই

হাইওয়ের বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলাম। একটি বড় শহর হলো আলমা-আতা। এটি রেলপথ এবং বিমানপথগুলির সাহায্যে সাইবেরিয়ার শিল্পগুলি এবং কাঁচামালের অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। এছাড়া এই শহরের সাহায্যে সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া এবং রাশিয়ার নিজস্ব শিল্প এবং কাঁচামালের অঞ্চলগুলির সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। বড় বড় ট্রাক আলমা-আতা থেকে সড়ক পথের কঠিন উপরিভাগ দিয়ে পূর্ব দিকে টিহোয়ার এবং হানি এবং কানফু প্রদেশের পশ্চিম ফ্রন্টিয়া পর্যন্ত যায়। এইসব ট্রাকগুলোর ওপর দিয়ে আমরা বিমানে করে উড়ে গিয়েছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে প্রাচীন ভঙ্গুর সড়কটির ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই। সম্ভবত ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন সড়ক পথ হলো এটি। এই সড়ক পথ ধরে মার্কোপোলো ক্যাথে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। চীনের শেষ প্রান্তে সড়কটির কোন উদ্বায়ী দাহ্য পদার্থ, ট্রাক ইত্যাদি কিছুই ছিল না। রীতিমত হাইওয়ের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মানিয়ে যায়। চীনারা ট্রাক ব্যাবহার করতো না। পরিবর্তে গরুর গাড়ি, উট বা ঢুলি ছিল পরিবহন। ফ্রন্টিয়ার থেকে কাঙফুতে পৌঁছতে সোভিয়েট যানের সময় লাগে তিন দিন, তুলনামূলকভাবে সাত দিন সময় লাগবে লাঞ্চাও-এতে পৌঁছতে। তখনও পর্যন্ত তারা রেলপথের কথা ভাবে না। তারা দিনের পর দিন ঐ একঘেয়ে ঐতিহাসিক যান ব্যবহার করছে। চীনে যে সমস্ত অঞ্চলে লোক বসতি ঘন সেখানে অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন যানবাহন প্রয়োজন।

লাঞ্চাও-এর বাইরে একটা চীনে ক্যারাভান দেখেছিলাম। সেটি ছিল বিমানবন্দর এবং শহরের মধ্যবর্তী স্থানে। সেগুলি তৈরী হয়েছিল লম্বা রাস্তা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ গাড়ির বাহক হলো খচ্চর। দুই চাকার ছোট গাড়ি, রবারের টায়ার। একটা লাইনে খচ্চরগুলি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো ঐ দীর্ঘ রাস্তাটা ওদের টেনে নিয়ে যেতে হবে। আছে কুলির দল। আদেশের অপেক্ষায় তারা রয়েছে। তাদের দুমাসেরও বেশী সময় ধরে পশ্চিমাভিমুখী হয়ে কষ্ট করে হাঁটতে হবে। আমাদের এরকমটাই বলা হয়েছিল। তারপর তারা উদ্বায়ী দাহ্য পদার্থ, বিমানের বিভিন্ন অংশ, ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি বিনিময় করতে পারে। সোভিয়েত চীনেতে এগুলি এখনো জাহাজে করে পাঠায়। নগদে বেশী হতো না। এই ধারের পরিমাণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রীতিমত ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ভারি ভারি বোঝা নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তাগুলোকে কঠিন ও মজবুত করে তৈরী করা হয়েছে। যদি রাস্তা মেরামতের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের অর্থ দণ্ড দিতে হয়। যেসব যানবাহন এখন সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে সেই অনুপাতে সরকারী আর্থিক সাহায্য পায় না। কিন্তু লাঞ্চাও-এর আমেরিকানরা পরিসংখ্যান করে দেখেছেন যে ১৮০০ মাইল দৈর্ঘের হাইওয়েতে প্রতিমাসে 2000

টনের থেকে কমই চীনে পৌঁছোয়। এর ক্ষমতার থেকে বার্মারোডের ক্ষমতা অনেক বেশী। জাপানীরা এই রাস্তা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। যে সব বিমান হিমালয়ের ওপর দিয়ে ভারত থেকে উড়ান দেয়, আমেরিকার বিমান গুলি ছাড়া এবং চোরাকারবার যা জাপানীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্রন্টের মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে চলে। বাইরের জগতের সঙ্গে একমাত্র চীনের যোগাযোগ রয়েছে।

হলুদ নদীর উপত্যকায় লাঞ্চাও শহর। টাঙ্কামের থেকেও এটি নদীর উৎসের থেকে বেশী কাছে। স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় যে এখানে আধ মিলিয়ান লোক বাস করে। রেলপথের ব্যবস্থা নেই। এক একটি কারখানার বয়ঃসীমা ছয় বৎসর। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। কামফুর রাজধানী হলো এটি। জমির উর্বরতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাই সম্ভাবনা রয়েছে অনেক।

লাঞ্চাও-এ তে আমি জেনারেল চু-র সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এর পর আমরা শহরের একটা পাহাড়ে উঠলাম। নীচের শহরটি সুন্দরভাবে দেখা যায়। দূরের বহমান নদীটি নজরে পড়ে। একটা চীনা মন্দির পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এখান থেকে সেনসি কামফু, নিঙসিয়া চিঙহাই এবং সিংস্লিকিয়াঙ এই পাঁচটি প্রদেশের সামরিক প্রধানের প্রধান কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে বসে আমরা চা ও কেক খেলাম। সঙ্গী হিসাবে ছিল জেনারেল চু এবং তার স্ত্রী। জেনারেলের অফিসের বাইরে একটি বারান্দা থেকে মন্দিরের ছাদ দেখা যাচ্ছিল। টালির ছাদ। দেখতে পাচ্ছিলাম আড়াআড়ি ভাবে শহরটিকে নদীতে জলসেচের কাজ চলছে ধরে কানফুর জমি উর্বরা হয়ে আছে।

আমাদের আর একটি খাওয়ার আয়োজন ছিল ঐ রাতে। কাঙফুর রাজ্যপাল কু-চেঙ-লাঙ দিয়েছিলেন অফিসারর্স মোরাল এনডিভার অ্যাসোসিয়েশনের হোস্টেলে। আমরা ওখানে রাত কাটিয়ে ছিলাম। আমরা ছাড়া সেখানে অনেক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এদের মধ্যে ছিলেন পরিবহন ও সরবরাহ মন্ত্রী ইউ-ফেই-পেঙ। আর ছিলের প্রদেশের কৃষিমন্ত্রী অ্যাডমিরাল সেঙ-হাঙ লোই। তারা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছিলেন। যেমন—প্রদেশের বন সংক্রান্ত ব্যাপারে, জল সংরক্ষণ শিল্পের ব্যাপারে। অবশ্য সেই সঙ্গে কম্বল কারখানাগুলিও আলোচনার বিষয় ছিল। আমি সেগুলি সকালে দেখেছিলাম। তৎকালীন যুদ্ধ সময়ের রাজধানী চাঙচিঙ থেকে আমি কিছুদিন দূরে ছিলাম। যে শক্তি থেকে এই দেশটি তার ক্ষমতা সংগ্রহ করে জাপানীদের বিরুদ্ধে পাল্টা মার শুরু করেছিল সেই শক্তিটা ইতিমধ্যে আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

চীনের লড়াই

লাঞ্চাও ত্যাগ করে আমরা দক্ষিণে চেন্টিগুতে বিমানে উড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পর্বতশ্রেণী পার হয়ে রাজধানীতে পৌঁছে ছিলাম। চীন থেকে স্বদেশে ফেরার সময় আমরা দিয়ানে উড়ে গেলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম চেন্টিগুতে। উত্তর চীন এবং গোবি হয়ে সাইবেরিয়া যাওয়ার দীর্ঘ রাস্তা উড়ান দিতে শুরু করার জন্য। আমেরিকার প্রধান কার্যালয় কেকওয়ান অথবা ইউনানের সৈন্য শিবির পরিদর্শনের অল্প সময়ের মধ্যে আমরা প্রদেশগুলির বেশীর ভাগ অঞ্চল ঘুরে ফেললাম। একমাত্র বোমা ফেলা জাপানীদের দ্বারা চীন তখন অস্পৃশ্য ছিল।

এই ধরনের দশটি প্রদেশ সেখানে ছিল। উত্তর পশ্চিমে পাঁচটি আর দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল পাঁচটি। আমরা চীনের ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম উত্তর পশ্চিমে। আর দক্ষিণ পশ্চিমে. বিশেষ করে বেকওয়ানে, চেন্টগু এবং চাঙকিঙকে সব থেকে ভালো অবস্থায় দেখেছিলাম।

এখানকার জনসাধারণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই দেশের অসংখ্য মানব জাতিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যে কারো পক্ষে অসম্ভব। চীনকে যারা বেশী জানে সেই সব লোকেরা 1917 সালের পর এখানে বাস করে নি। (যে সময় কিনা জাপান চীনকে জয় করার চেষ্টা শুরু করেছিল)। তাদের উপায় কি উদ্ভাবনের দক্ষতা। তাদের সাহসিকতা অনুগত প্রাণ এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁদের স্বার্থত্যাগ যা কিনা চীনের মানুষদের অন্যতম করে তুলে ছিল তা তাদের কাছে একটানা বিষয় ছিল।

আমি পরিদর্শন করেছিলাম চীনের সুতোকল, যুদ্ধের সরঞ্জামের কারখানা, মাটির জিনিসপত্র তৈরীর কারখানা এবং সিমেন্ট শিল্প। তারপর ঐসব কারখানার ম্যানেজার ও প্রায় শখানেক কর্মচারীর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলেছিলাম। ফলে বর্তমান শিল্প ব্যবস্থায় চীনের মৌলিকতা এবং তাদের অভিজ্ঞতার যোগকে প্রকৃতই মেনে নিতে শুরু করলাম। সাধারণভাবে চীনের নবজাগরণ হিসেবে যা বলা হতো তা আমার কাছে প্রকৃতই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো। ঐ সময় কলেজ প্রফেসার এবং স্নাতক স্তরের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। অতীতকে নিয়ে নাচানাচি করার একটা অদমিত ইচ্ছা তাদের মধ্যে জেগেছে তা আমি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম। শিক্ষাগত দিক থেকে কয়েক বছরের মধ্যে এটাই চীনকে অনেক বদলে দিয়েছে। বর্তমানে চীনের লোক সংখ্যা 100,000000 জন।

চীনের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এখন আধুনিক সমস্যাবলী নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। তারা এখন তাদের সমাজ এবং দেশের উন্নতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আমি চেন্টগুতে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। জাপানীদের দখলিকৃত অঞ্চল থেকে ছটি ফ্যাকালটি থেকে স্বাধীন হয়েছে। সেগুলি দুটি রেসিডেন্ট ইউনিভারসিটি দিক অনুযায়ী সুবিধাগুলি কাজে লাগাচ্ছে। তারা সব সময় লাইব্রেরী এবং ল্যাবেরটরীগুলি ব্যবহার করছে।

সকালের দিকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলা বক্তৃতা এবং স্বাধীনতার প্রতিটি উল্লেখে তাদের পাগলকরা চীৎকারের দৃশ্যটি আমার আজীবন মনে থাকবে। সমগ্র চীনের অনেক মানুষের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। তাদের ওপর দায়ীত্ব ছিল ছোট ছোট স্কুলবাড়ীগুলি দেখা শোনা করা যেখানে চীনের কৃষক সম্প্রদায়ের এবং কুলি মজুরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য আসতো। মনে হয়, ইতিহাসে তাদের মত নিম্নশ্রেণীর বাচ্চাদের পড়াশোনা শেখার সুযোগ পাওয়াটা ছিল এই প্রথম।

শখানেক সংবাদপত্র সেখানে দশ বছর আগে ছিল। বর্তমানে চীন স্বাধীন। সংবাদপত্রের সংখ্যা হয়েছে হাজার। প্রতিটি যোগ্য আয়োজনের সঙ্গে অনেক অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। আমি অনুবাদ হিসেবে পেয়েছিলাম সেই সব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলি। সেগুলি যেমন শক্তিশালী ছিল তেমনি ছিল তীব্র। আমাদের সংবাদ মাধ্যম এবং ব্রিটিশ রয়টারের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছিল দ্য চাইনীজ সেন্ট্রাল নিউজ সার্ভিস তার খবর সংগ্রহ করার এবং বিশ্লেষণ করার পেশাদারী পদ্ধতি।

সন্ধ্যের একটু আগে আমি চাঙকিঙ-এ এসে পৌঁছলাম শহর থেকে কিছু মাইল দূরে এক বন্দরে। রাস্তার দুধারে মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের শহরে ঢোকার অনেক আগে থেকে। শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছবার আগে সমবেত মানুষ বিশাল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সমবেত মানুষের ভীড়ে দেখলাম বয়স্ক প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক যুবতী, দাড়িওলা বৃদ্ধ মানুষ সমেত কুলি পোর্টার ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় এগারো মাইল রাস্তা ছড়িয়ে তারা অপেক্ষা করছে। অতএব ঐ মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। গতি অত্যন্ত কমিয়ে ধীরে ধীরে আমরা গেস্ট হাউসের দিকে এগোতে লাগলাম। সেই গেস্ট হাউসে আমাদের থাকার কথা। ইয়াংসি নদীর অপরপারেও তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। অবশ্য সবচেয়ে বেশী পাহাড় ঘেরা অঞ্চল হলো চাঙকিঙ। প্রায় সমস্ত পাহাড়ে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাদের হাতে চীন এবং আমেরিকার পতাকা।

সেগুলো নাড়িয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

লাঞ্চাও-তে সেই রকমের আর একটা ভিড় আমি দেখেছিলাম। তবে তুলনামূলক ভাবে সেখানে মানুষের সংখ্যা কম ছিল। দূরের উত্তর পশ্চিমে এটা হয়েছিল। সিয়ানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত আর একটা ভিড়ও আমি দেখে, ছিলাম। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছতে পারিনি।

যেসব চীনা মানুষদের আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম ভালোভাবে তারা ছিলেন অবশ্যম্ভাবী ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতা। এদের মধ্যে কিছু লোকের সম্পর্কে আমি পরে বর্ণনা করবো। কিন্তু চীনে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে কোন উচ্চ প্রশ্ন বা সেরকম কিছুই নেই।

চীনে থাকাকালীন আমি একটি চিঠি পেয়েছিলাম। ওদের মধ্যে কেউ. একজন চিঠিটি লিখেছিল। সেই চিঠির নীচে তিনি তার নিজের ছবিটি আটকে দিয়ে ছিলেন। তার ইংরাজী হাতের লেখাটির ধরণ অনেকটা একটি ছাত্রের মত। তিনি নিজের ওপর এবং অভিধানের ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিলেন।

''প্রিয় মি. ওয়েন্ডন উইলকি তিনি শুরু করেছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করতে দিন যে যতগুলি বন্ধু দেশ আছে তার মধ্যে চীন হলো সব থেকে সাহসী এবং নির্ভরশীল দেশ। অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মানসিকতার এক বিন্দু পরিবর্তন হয় নি। কারণ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে আমরা সততা এবং স্বাধীনতার পবিত্র কারণে লড়াই করাই ও করছি। আমাদের সামনে রয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সেটা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমরা যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য আকুল হয়ে আছি। ঈশ্বর আমাদের সেই ঈপ্সিত ইচ্ছা পূরণ করবেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের পরে সে একটা খসড়া করেছিল। সেটাও সে চিঠির সঙ্গে যুক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেটা দেখে বুঝেছিলাম খুব উৎসাহব্যঞ্জক পরিকল্পনা ছিল। এর অন্তরালে পরোক্ষভাবে যে মানসিক শক্তি কাজ করেছিল তা আমাদের উত্তেজিত করে ছিল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল চীন পরিদর্শনকালীন সর্বত্র সমবেত জনতাকে দেখে। কতগুলি শহীদস্তম্ভ তৈরী করার পরামর্শ দিয়েছিল ছাত্রটি যেগুলো দেখলে মানুষের মনে যুদ্ধ সম্পর্কে ঘৃণা আসে, প্রশংসা নয়। এইযুদ্ধের অন্তিম দিনটি বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাবও আমি তার কাছ থেকে পেয়ে ছিলাম। সেটি হবে—''শান্তি, মুক্তি. আনন্দের দিন।''

এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে চীনের মত সম্ভবত আর কোন দেশ ছিল না। যেখানে একটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের সাহায্যে অনেক অনেক রকমে মানুষকে

প্রভাবিত করে। চীনের সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটির নাম চিয়াং-কাই-সেক। যদিও তিনি পৃথিবীতে জেনারেল মিসিমেব হিসাবে হিসাবে চিহ্নিত। মাঝে মাঝে এই শব্দটিকে ছোট করে বলা হয় "মিসিমো"।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমি চিয়াং কাই সেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এছাড়া তার স্ত্রী, শ্রীমতী চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে বসে একসঙ্গে সকালের জল খাবার এবং দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরেছি।

এক গোধূলি লগ্নে আমরা গাড়ি নিয়ে চিয়াঙ-এ গিয়েছিলাম। ইয়াসী নদীর খাড়াই ধরে এটি অবস্থিত। আমাদের সঙ্গে ছিলেন "হলি টঙ", আমরা বাড়ীর সময়ে বড় একটা পোর্টে বসেছিলাম। সেখান থেকে চাঙকিঙের পর্বতমালা চোখে পড়ছিল। নীচে নদীতে কাকটা নৌকা দ্রুত স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। চাষীরা ছিল নৌকার যাত্রী। তারা বাজারে যাচ্ছিল তাদের চাষকরা ফসল নিয়ে। এই দিন চাঙকিয়াঙ-এ গরম ছিল। তবে চমৎকার মিষ্টি বাতাস হালকা ভাবে উড়ছিল। আমাদের চা পরিবেশন করে ছিলেন শ্রীমতী চিয়াং কাই সেক। ইতিমধ্যে চিয়াং কাই সেকের সঙ্গে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম। মাঝে মধ্যে শ্রীমতী চিয়াং কাই সেক আলোচনার অংশ নিচ্ছিলেন, হলিটঙও পালা করে কথা বলছিলেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল চীনের অতীত। আলোচনা করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে কৃষি চীনকে একটা আধুনিক শিল্প চীনে পরিবর্তন করার জন্য তার প্রশাসনিক লক্ষ্য নিয়েও। সেই পরিবর্তনে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলিকে ধরে রাখার ব্যাপারে বড় ধরনের পাশ্চাত্য শিল্পোন্নতির সামাজিক স্থান পাল্টে এগোনোর ব্যাপারে তিনি আশা রাখেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রজাতন্ত্রের নায়ক ডঃ সামের কৃষি এবং শিল্প সমাজের সমন্বিত শিক্ষায় তিনি একটা উপায় অবশ্যই খুঁজে পাবেন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি আগ্রহী ছিলেন পাশ্চাত্যের কারো সঙ্গে। সেইজন্যই তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তাকে ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করেছিলাম। বলেছিলাম যে আমেরিকার গণ উৎপাদনই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তবে তিনি এটা গুরুত্ব নিতে চাইছিলেন না। যেটা তিনি আশা করেছিলেন সেই বৃহৎ সমন্বয় এখনও আসেনি বলে আমার মনে হয়। এর মূল কারণ ছিল ব্যক্তিগত ভাগ্য পড়ার ক্ষমতার আকাঙ্খা, যদিও এই ব্যাপারগুলি কাজের ছিল। অন্ততপক্ষে অর্থনৈতিক তাগিদে সেগুলি কিছুটা বসেছিল। গণ উৎপাদনের মান ছিল অত্যন্ত খেলো।

যানবাহনের একটা ছবি আমি তাকে দিয়েছিলাম। চীনের রাস্তাগুলি ভরিয়ে দিতে তিনি যেগুলি কম খরচে উৎপাদন করার কথা ভেবেছিলেন। আমি তাকে

হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে একটা গাড়ী তৈরী করতে একটি ছোট কারখানার যা খরচ হয় তার পাঁচগুণ কম খরচ হয় বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেন্টের অধীনে পরিচালিত একটি বড় কারখানায়। ফলে উন্নত জীবনযাত্রার যে কোন রকম দ্রব্য ক্রয় করার মত সামর্থ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকবে না যদি তারা ছোট কারখানায় সেগুলি উৎপন্ন করে।

প্রতিটি আমেরিকান চিন্তাবিদ জানেন যে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বড় মাপের শিল্প সমন্বয় গড়ে তুলে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুখ সুবিধার কথা মনে রেখে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে প্রবল ভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠতে হবে। আবার আমাদের জীবন যাত্রার মান অটুট রাখতে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে বড় মাপের উৎপাদন দরকার পড়বে। হাজার হাজার মজুর একই ছাদের তলায় কাজ করে। তাদের অগণতান্ত্রিক বোঝা পড়া হীনতা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আর ঐসব অসংখ্য অবুঝ মজুরদের আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি। আমাদের লোকসংখ্যার বেশ বড় একটা দল স্থায়ী শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী করা যায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ইতিহাসকে। নিজেদের ব্যবসার মালিক হতে তারা ব্যক্তি মানুষের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর চিয়াং কাই সেকের অজানা। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। তবে আমরা জানতাম যে সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রয়োজনীয় বড় ইউনিটগুলি ভাঙা সম্ভব নয় বা ভেঙে অকার্যকরী ছোট ছোট ইউনিট গড়ে তোলা যাবে না।

তার খুব কাছেই একটা পরীক্ষা চলছে যা পাশ্চাত্ত্যে দুনিয়ায় নেই, একথাটা আমি তাকে স্মরণে এনে দিলাম। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এবং তাদের সফলতার একটা অংশের কারণ হলো একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বড় গোছের দল ব্যবহার করে গণ উৎপাদনের কায়দা।

তিনি বললেন যে আংশিক সরকারী এবং কিছু ব্যক্তি মালিকানায় বড় ইউনিট গুলির প্রয়োজন থাকার মধ্যেই তিনি তার সমস্যার উত্তর খুঁজে পেতে পারেন।

বেশ কয়েকঘন্টা ধরে আমাদের আলোচনা চললো। একসময় শ্রীমতী চিয়াং মহিলা দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, তোমাদের এখনো কিছু খাওয়া হয়নি। দশটা বাজে, চলে এসো। মুখে কিছু খাবার না দিলে অন্য আর একটি শহরে যাবো কি করে? এসব আলোচনা আবার পরে তোমরা করবে।

পরে আমরা এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম। ভারত নিয়ে, সমগ্র প্রাচ্য নিয়ে, তার কামনা, উদ্দেশ্য কেমনভাবে তা দুনিয়াব্যাপী শৃঙ্খলার সঙ্গে সাদৃশ্য হবে,

সামাজিক কায়দা জাপান সম্পর্কে এবং তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বহু রকম বিষয় নিজে আমরা আলোচনা করেছিলাম।

আমার একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে চিয়াং কাই সেক সম্পর্কে। এটা বাদ দিলে চীন সম্পর্কে আমার লেখা সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। ভদ্রলোক এমনই একজন নেতা এবং মানুষ ছিলেন যে তিনি তার কিংবদন্তির থেকেও বড় মাপের হয়ে উঠেছিলেন। প্রয়োজনে তিনি সৈন্যদের পোশাক, নতুবা সব সময় চীনের পোশাক ব্যবহার করেন। তখন তাকে একজন রাজনৈতিক নেতার থেকেও পণ্ডিত বলে মনে হয়। তিনি একজন শিক্ষিত শ্রোতা নিঃসন্দেহে। কোন ব্যাপারে যখন কারো সঙ্গে তার কথার মধ্যে মিল পেয়ে যান তখন তিনি সার্থক হিসাবে মাথা নাড়বেন আর একনাগাড়ে নরম সুরে ছোট্ট করে ইয়া ইয়া উচ্চারণ করবেন। এটি সৌজন্য প্রকাশের একটা কুশলী ধরণ। আর তাতে তিনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে অস্ত্রহীন করে দিতে পারেন এবং চিয়াং পক্ষে তাকে কিছুটা জয় করে নিতে পারেন।

চিয়াঙ কাই সেক সর্ম্পকে বলা হয় যে প্রতিদিন তিনি একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করেন এবং বাইবেল পড়ার জন্য কিছুটা সময় খরচ করেন। এ থেকে কিন্তু তার ছোটবেলার কোন প্রভাব থেকে তিনি চিন্তাশীল আচরণটিকে আয়ত্তে এনেছিলেন। তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তার চরিত্রে মর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিগত অবিচলিত ভাব ভীষণ ভাবে ছিল।

ক্ষমতায় আসার জন্য তাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তাই তিনি নিজে গর্ব বোধ করেন। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নিরীক্ষণ করেছিলেন এক জাতির জন্মের কঠিনতম সমস্যাগুলি সম্পর্কে, সম্ভবতঃ এর ফলেই তার বিশ্বাসে কোন ফাটল ধরেনি। দুটি জিনিস তার সফলতার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছে; এক অসাধারণ পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করা এবং তার প্রাথমিক জীবনের লড়াই-এর সঙ্গী সাথীরা. এসবের পক্ষে আমি কোন তথ্যাদি দিতে পারি না। তবে কম বয়েস হলেও যদি কোন ব্যক্তি বুঝতে না পারেন যে এটি নিজে থেকে ইতিমধ্যেই এক ধরনের "পুরান স্কুল জোট" উন্নত করেছে এবং যা স্বয়ংক্রিয় ভাবে কিছু ব্যক্তিকে উচ্চ স্থানে রেখেছে তাহলে তার পক্ষে চাঙকিয়াঙ-এ থাকা এমন কি কম সময়ের জন্যও সম্ভব নয়। সেইসব বছর গুলিতে এই পুরাণ স্কুল জোট-এর প্রধান ব্যক্তিবর্গ চিয়াং কাই সেকের সহযোগী ছিল যখন তিনি যুদ্ধবাজদের সঙ্গে লড়াই করছেন। আর চীনের কাছে লাভজনক ছিল কারণ ঐ সময়ে কেউই তখনও বৃদ্ধ ছিল না।

একথা বলা ঠিক নয় তবু বলছি যে যেসব নেতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাদের কারোরই বিবেচনা যোগ্যতা ছিল না। তারা যোগ্য ব্যক্তিই ছিলেন। তারা

কেউই কিন্তু প্রতিনিধিসুলভ মানুষ ছিলেন না পাশ্চাত্য ধারণায়। আমাদের গণতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে চীনের ধারণায় আলাদা গোছের নির্দিষ্ট একটা মূল্য ছিল। এর একটা আঁচড় পড়েছিল নেতাদের জীবনে। কুওমিংটাঙ যে পার্টি চীনকে শাসন করতো চীনের স্বশাসনকে বৃদ্ধির জন্য এর পরিকল্পনাকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। সেইসময় জনসাধারণকে এক নতুন অভ্যাসে শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া চলেছে তাদের জীবন ধারায় এবং ভাবনাচিন্তায়, একটা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের জনগণ হিসাবে তাদের তৈরীর জন্যই এটা করা হয়েছিল। পরে এর সঙ্গে নির্বাচনের অধিকারের ব্যাপারটি যুক্ত করা হয়েছিল।

চীনা নেতাদের অনিবার্য ভাবেই ভীষণভাবে ট্রেনিং দেওয়ার দরকার ছিল এই মন্থর স্তরে। জনসাধারণ দ্বারা বাছাই করা ব্যক্তিরাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করতো সে বৈদেশিক রাজনীতিতেই হোক কিংবা যুদ্ধে রাজনীতিতেই হোক। এটা হলো একটা কারণ, মনে হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বলতে হয় গুরুত্বপূর্ণের অনুভাবিত, এটা চীনে আমি বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম। বৈদেশিক বৃত্তে যেটি বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায় তাতে চীন সহানুভূতিশীল ছিল না। চৈনিক জীবনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ চাঙকিয়াঙে অনুশীলিত হতো। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে এবং তাদের যুদ্ধের উদ্যোগ দেখাতে চীনের থেকে কিছু প্রতিনিধি এসেছিলেন যারা সেখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। তাদের সবার পরিচয় আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তারা আমার কাছে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের মন্ত্রী ছিলেন জেনারেল হো ইয়াঙ চিঙ। তার আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি তার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। চাঙকিঙ-এ পাহাড়ের ওপরে তার বাসস্থান। ওখানে থেকে নীচের নদীটা স্পষ্ট নজরে পড়ে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল যোসেপ ডাবলিউ স্টিলওয়েলের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিলো। কথা বলেছিলাম অ্যাডমিরাল চেন-সাও-কাভের সঙ্গে। এছাড়া ছিলেন চীনের অনেক আর্মি অফিসার। শেষে জেনারেল পাই-চাঙ-সি-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ বৈঠক করেছি।

নিয়মমাফিক অফিসে বাড়ীতে খাতির পেলাম প্রেসিডেন্ট লিন সেন-এর কাছ থেকে। একজকিউটিভ ইয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. এইচ. এইচ. কাং তার বাড়ীর লনে একটা চমৎকার ডিনারের ব্যবসা করেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. চেন-লি-ফু, অর্থমন্ত্রী ডঃ ওঙ ওয়েন হো এবং তখনকার তথ্যমন্ত্রী ডঃ ওয়াঙ শি-চী, এরা সবাই আমার সঙ্গে অমায়িক ভাবে কথা বললেন এবং আলোচনা করলেন। ফলে চীন কিভাবে তার সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম।

চাঙকিঙ-এর কেন্দ্রে একটা বড় সভা কক্ষ ন্যাশানাল মিলিটারী কাউন্সিল।

সেখানে একটা ডিনার পার্টি পরিচালনা করলেন চিয়াং কাই সেক। গত বছরে এখানে বোমা ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে সেখানে আবার সব কিছু গড়ে উঠেছে। পৃথিবী সফরকালে যেসব ডিনারে আমি আপ্যায়িত হয়েছি সেগুলির মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে বেশী আবেদনময়ী। কারণ কোন জাঁকজমকের ব্যবস্থা ছিল না। সেই বছরগুলিতে এই রকমের ত্যাগের প্রয়োজন আছে সেটা অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন। যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ ছিল না। আমোদের জন্য আনা হয়েছিল সঙ্গীত শিল্পীদের যারা চীনের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শুনিয়েছিল। অধিকাংশ বাদ্য যন্ত্র ছিল একতারের। সেগুলির গঠন এবং আকৃতি অদ্ভুত। তবে গানগুলি শুনেছিলাম চীনের প্রাচীন পল্লীগীতি।

একটা ঘটনা এই নৈশাহারে ঘটলো, ফলে এই ভোজটি আমাদের মনে ভীষণভাবে গেঁথে গিয়েছিল। মাইক কার্ডলস ডিনারের আগের দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। পরীক্ষা হিসাবে মাখন লাগানো একটা তিমিরের ঠোঁট খাওয়ার পর ডিনারের শেষে অত সুন্দর ভেনিলা আইসক্রীমের ব্যবস্থা সেইজন্য দেখে তিনি খুব উল্লসিত মনোভাব প্রকাশ করলেন চাঙ-কিঙ-এর মেয়রের কাছে। সেই মেয়র বলেছিলেন যে এপ্রিল মাসে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ আশিঙ্কত ছিল যে একটা কলেরা মড়কে চীন একোবরে নিঃশেষ হয়ে যাবে যেহেতু তাদের কলেরা বিরোধী সিরাম ছিল না। তাই কোন খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানে আইসক্রীম পরিবেশন করা অপরাধ সাব্যস্ত করেন এবং একটা পৌর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিলেন।

"কিন্তু", তিনি তার কথার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু গতকাল আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আইসক্রীম একটি সুন্দর স্বাদের জিনিস। তাছাড়া মি. উইলকির চাঙকিঙে আসায় আমরা আহ্লাদিত। তাই একদিনের জন্য ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য আবেদন করেছিলাম। যাতে আপনাদের আমরা আইসক্রিম পরিবেশন করতে পারি।

আমাদের কলেরা নাশক টীকাগুলি সত্যিই কাজের কিনা সেটা পরখ করার জন্য আমরা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করেছিলাম।

এর মাঝে মাঝে চীনেতে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তারা আমাকে আপ্যায়ণ করেছে। আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। আমাদের আলোচনা স্থল ছিল ডঃ সুঙসের বাড়িটি এটি আলোচনা করার উপযুক্ত জায়গা। আমার কৌতুহল কিছু কম ছিল না। আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবণতা এবং সাক্ষাৎকার নেবার উৎসাহ তাদের মধ্যে ছিল অপরিসীম।

বাধাহীন ভাবে সেখানেই আমি কথা বলেছিলাম চৌ এন লাই-এর সঙ্গে।

তিনি ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা। মনে মনে ভদ্রলোকের ওপর আমার শ্রদ্ধা জেগেছিল। তার চেহারা ছিল চমৎকার, সৌম্য এবং অকৃত্রিম ব্যক্তিত্ব। চাঙকিঙে তিনি বাস করতেন। সেখানে একটি সাম্যবাদী সংবাদ পত্রে সম্পাদনায় সহযোগিতা করতেন। পিপলস পলিটিক্যাল্ কাউন্সিলের আলোচনা সভায় তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। এটি চীনের সবথেকে ঘনিষ্ঠ একটি সংস্থা। বর্তমানে আইন পষিদকে প্রতিনিধিত্ব করা কাউন্সিলের কাজ।

আবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জেনারেল চার্ড-এর। চিয়াঙ কাই সেকের বিরুদ্ধে লড়াই গৃহযুদ্ধে তিনি জেনারেল পদটি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কমিউনিস্টদের পক্ষে। তার সঙ্গে ফের এই দেখা হওয়া ঘটেছিল ডঃ সাঙের ডিনার পার্টিতে। পরে আমি জেনেছিলাম যে আমিই প্রথম চীনের সরকারী পরিবার দ্বারা খাতির পেয়েছিলাম। তার স্ত্রী-ও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাকে অভিনন্দিত হতে দেখাটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। যাদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন তারা কিন্তু আবার ব্যবহারে কিছুটা হুঁশিয়ার ছিলেন। যে জেনারেল স্টিলওয়েল তাকে সম্মান জানিয়েছিলেন তিনি ওঁর সঙ্গে দশ বছর আগে হংকঙে পরিচয় লাভ করেছিলেন।

চীনের ঐতিহ্য অনুযায়ী জেনারেল চাউ-এর পরণে ছিল একটা ডেনিস স্যুট। ফলে তাকে দেখতে লাগছিল একজন দক্ষ শ্রমিকের মত। তিনি ইংরাজীতে কথা বলছিলেন তবে ধীরে ধীরে। তিনি উভয় পক্ষের আপোসের প্রকৃতির সংজ্ঞা দিচ্ছিলেন। চীনের যুদ্ধকালীন ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল এই দুই পক্ষের ওপর ভিত্তি করে। চীনের ঘরোয়া সংস্কারের যে শামুক গতি তাতে তিনি খুশী নন এটা নিজেই স্বীকার করলেন। তবে আমাকে একটা আশ্বস্ত বানী শোনালন যে জাপান যতক্ষণ না পরাজয় মেনে নিচ্ছে ততদিন ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট বেঁচে থাকবে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যুদ্ধের পরেও কুতমিংচাঙ কমিউনিস্ট বিরোধীদের মাথা উঁচিয়ে ওঠার চিন্তা তিনি করছেন কিনা। তিনি জবাবে বলেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতে রাজী নন। তবে চিয়াঙ এবং বিশ্বাসের জন্য তিনি তাকে নিঃসন্দেহে সম্মান করবেন। চীনের সমস্ত কমিউনিস্ট যদি তাঁর মত হতেন তাহলে তাদের আন্দোলন একটা আন্তর্জাতিক অথবা প্রলোভনতাড়িত ষড়যন্ত্রের থেকে বেশী বেশী করে জাতীয় কৃষি জাগরণ ঘটতো—এটা তিনি আমাকে অনুভব করানোর চেষ্টা করলেন।

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো তিনি হলেন চাঙ-পো-লিঙ। তার কথাবার্তা আমাকে প্রভাবিত করেছিল। নানান গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন নানকাই-এর প্রধান। চীনের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এটি ছিলো একটি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া তিনি ছিলেন পিপলস

পলিটিক্যাল কাউন্সিলের একজন সদস্য। আমরা ভারত বা যুদ্ধ কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালগুলি, যে বিষয়েই কথা বলেছি তিনি একটা প্রেক্ষাপট এবং একটা যুক্তি দিয়ে বলতেন। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে এটির সমান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

চাঙকিঙ-এ আরো দুজন ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। চীনের ঐতিহ্যবাহী জীবন নিয়ে যে সব বই লেখা তার কোনটিতে আমি এরকমটি পাইনি যে ছবিটি নতুন চীন সম্পর্কে তার কাছ থেকে শুনেছিলাম। তাদের একজন হলেন শী-ওয়ে-কুঙ। ইনি হলেন চিয়াং কাই সেকের ব্যক্তিগত সচিব। অন্যজন হলেন জে এন হুকাঙ। তিনি ছিলেন অফিসারস মরাল এনডীভার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল। একজন ব্যাতিক্রমী হোস্ট এবং ম্যানেজার হিসাবে শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে বর্ণনা করা সহজ। হোস্টেলগুলি সংগঠিত করা তার একটি কাজ ছিল। বিমানে আসা আমেরিকার মানুষজন চীনের যে হোস্টেলগুলিতে থাকতো সেই কাজটি তিনি অত্যন্ত পারদর্শিতায় সম্পূর্ণ করতেন। তার হাসিখুশী ব্যবহার এবং সামাজিক তৎপরতার অন্তরালে ছিলো অন্য এক ব্যক্তিত্ব যা আমাকে অন্য ভাবে ভাবিয়েছিল। আমি তার মধ্যে আবিষ্কার করেছিলাম একজন চিন্তাশীল, ধৈর্য্যশীল এবং চীনের জয়ের জন্য এবং বিশ্বের মঙ্গলের জন্য একজন লড়াকু মানুষকে।

চাঙকিঙ-এ ওপর তলার কাজের জন্য চীনে কালো লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু কত উচ্চ মানে তারা খাপ খাওয়ায় সেটা কোন ব্যাপার নয়। সুঙ পরিবার চীনের জীবনযাত্রাই অতিবাহিত করতেন। তারা ছিলেন তিন ভাই ও তিন বোন। প্রত্যেকে মেফেডিস্ট মিশনারীতে এবং আমেরিকার কলেজগুলিতে ট্রেনিং নিয়ে অভিজাত্য পূর্ণ প্রতিভা লাভ করেছিলেন। এছাড়া রাজনৈতিক দক্ষতা, বিরাট সম্পদ এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যও তারা লাভ করেছিলেন। একটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবার তারা পৃথিবীর মধ্যে তৈরী করেছিলেন।

টি.ভি. সুঙের সঙ্গে আমার ওয়াশিংটনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। চীনের বিদেশ মন্ত্রী এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর একজন মহান মুখপাত্র ছিলেন তিনি। চীনে ওর তিন বোনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। চিয়াঙ কাই সেকের স্ত্রী হলেন তিন বোনের মধ্যে একজন। এইচ এইচ কাঙের স্ত্রী ছিলেন অন্য আর একটি বোন। চীনের অর্থ দপ্তর পরিচালনা করতেন এই কাঙ। বাকি বোনটি ছিল ডঃ সান-ইয়েতসানের সহধর্মিনী। যিনি ছিলেন চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ কাঙের বাড়ীর লনে ডিনার পার্টি বসেছিল। টেবিলের মাথায় একটা চেয়ারে আমি বসেছিলাম। শ্রীমতী সান আমার একপাশে বসেছিলেন এবং অন্য পাশে বসে ছিলেন শ্রী সিয়াঙ। কথাবার্তা ছিল চাঞ্চল্যকর। তাছাড়া আমার হাতে অপর্যাপ্ত

সময় ছিল। দুজন মহিলাই অনর্গল ইংরাজীতে কথা বলছিলেন সেগুলি যেমন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি তথ্যে ভরা।

ডিনার শেষ হওয়ার পরেই শ্রীমতী চিয়াঙ আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার একজন বোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। এই পার্টিতে সে যোগ দিতে পারে নি। কারণ সে বায়ু রোগে ভুগছে। তারপর তার সঙ্গে আমি ভেতরে গেলাম। শ্রীমতী কাঙের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার জন্য তিনি আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নাকি ছোট বয়সে আমেরিকায় ছিলেন। তিনজনে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কথায় এত মশগুল হয়ে ছিলাম যে সময় সম্পর্কে চেতন হারিয়ে ফেললাম। তাছাড়া বাইরে যে আমাদের জন্য অন্যান্য অতিথিরা অপেক্ষা করছে সেটাও বেমালুম ভুলে গেলাম।

প্রায় এগারোটার সময় ডঃ কাঙ ভেতরে এলেন। শ্রীমতী কাঙ এবং আমাকে তিনি ভদ্রভাবে তিরস্কার করলেন। সময়মত আমরা ভোজে ফিরে যাই নি কেন, সেটাই ছিল ভৎর্সনার কারণ। আমার জন্য আমাদের তিনজনের কথাবার্তা সমাপ্তি টানতে হলো। তারপর তিনি বসে আমাদের বৈঠকে যোগ দিলেন। আমরা চারজনে বিশ্বের সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

বিপ্লবী আদর্শও আমাদের আলোচনার মধ্যে একটি বিষয় ছিল। এটা প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে প্রত্যেকটি আলোচনা সভায় এই বিষয়টি ছিল অন্যতম সেটা নেহেরুর ভারত হোক অথবা চিয়াঙের চীন হোক। এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার জন্য আকুল বাসনা লক্ষ্য করেছি। ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষার জন্য দাবিও শুনেছি। নিজের সরকার, পাশ্চাত্ত্য থেকে স্বাধীনতা তারা সরাসরি ভাবে চেয়েছে।

ঘটনাগুলি সম্পর্কে ওরা তিনজনেই ওয়াকিবহাল। তিনজনের মতামতে ছিল দৃঢ়তা। আমি এসব দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে শ্রীমতী চিয়াঙ। আমরা যখন চলে আমার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন তিনি ডঃ কাঙকে এবং শ্রীমতী কাঙকে বললেন, "গতরাত্রে মি. উইলকি বলেছিলেন যে একটা শুভেচ্ছা সফরে আমার আমেরিকা যাওয়া উচিত।" কথাটি শুনে কাঙ আমার দিকে তাকালেন। যেন প্রশ্ন করছে এইভাবে। "ঠিকই। আর আমি ঠিকই বলেছি।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তখন ডঃ কাঙ বললেন, "মি. উইলকি. আপনি সেটাই বলতে চাইছেন। যদি তাই বলেন, তবে কেন?

আমি তাকে বললাম, "ডঃ কাঙ আমাদের কথাবার্তা শুনে আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন আমি কত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এশিয়ার সমস্যাগুলি বোধগম্য হওয়া

আমাদের দেশের লোকের পক্ষে জরুরী। সেই সঙ্গে দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গী জানা প্রয়োজন। আমি খুব ভালো ভাবেই নিশ্চিন্ত যে পৃথিবীর শান্তি সম্ভবতঃ যুদ্ধের পরে "ওরিয়েন্ট" এর সমস্যাগুলির সমাধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

আমাদের এই বিভাগ থেকে বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে অবশ্যই আমাদের চীন ভারত এবং সেইসব দেশের লোকের সম্পর্কে শিক্ষিত করতে সাহায্য করবে। একজন ভালো রাষ্ট্রদূত হওয়া শ্রীমতীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তার বিরাট সক্ষমতা, চীনের প্রতি আনুগত্য ইউনাইটেড স্টেট্‌সে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত ভাবে এটা বলা আমার পক্ষে ঠিক নয়, আমি মনে করি। এরজন্য মাফ চাইছি। তিনি যে কেবল সকলের প্রিয় হয়ে উঠবেন তা নয়, তিনি সেখানে বিস্তৃত ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তিনি তার বুদ্ধি, আকর্ষণ, আন্তরিকতা, বোঝবার হৃদয় এবং চমৎকার ব্যবহার দিয়ে এমনটি করবেন যা আমরা একজন পরিদর্শকের কাছ থেকে আশা করতে পারি।

বর্তমানে তিনি আমেরিকায় এসে সেখানকার মানুষের মন দখল করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে যারা নিজেদের সাহায্য করে ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন। ভয়হীন চিত্তে এ ধরনের কথা বলার জন্য আমেরিকা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস্‌স্ আর্মি এয়ার ফোর্সের চীনা এয়ার টাস্ক ফোর্সের সৈনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্লেয়ার এল চেনালটর সঙ্গে প্রথম কথা বলে বুঝেছিলাম যে তিনি এমন গোছের মানুষ যে যাকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। লম্বা ছিপছিপে গড়ন ভদ্রলোকের। তার চোয়াল এবং চোখ দুটি ছিল কঠিন যা কৌতূহলদ্দীপক ভাবে তার লুইসিয়ানা কথা বলার ঢঙের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। তিনি চীনে গিয়ে ছিলেন এমন ব্যক্তিগত লড়াকু এবং আকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন কুশলী হিসাবে চীনের বিমান শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করতে। পরে তিনি আমেরিকান ভলেন্টিয়ার গ্রুপ সংগঠন করেন। চীন এবং বর্মায় সেটি গৌরব লাভ করে। বর্তমানে তিনি আর্মিতে আছেন। তার সঙ্গে আলাপ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম।

তিনি এবং তার সঙ্গী সাথীরা কি করেছেন তা এখন গল্পের আকারে লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। যুদ্ধে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে জাপানী বিমানগুলিকে গুলি করে তারা নামিয়েছে। অনুপাতটি ছিল বারো এক এবং কুড়ি এক। চাঙকিঙে থাকার সময় আমি চীনের রেকর্ড দেখেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম, জাপানীদের বিরুদ্ধে পরপর সত্তরটি যুদ্ধে তাদের সৈন্যবাহিনী জিতেছিল একটাও না হেরে। যদিও সেসব যুদ্ধে অধিক সংখ্যায় আমেরিকার সৈন্য বাহিনী ছিল। চীফ অব স্টাফ

হিসাবে ছিলেন কর্নেল মেরিয়ান সি কুপার। আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিতে তিনি একদিন চাঙকিঙে এসেছিলেন। তার কথা অনুযায়ী তার কমাণ্ডার আকাশে সাধারণ সমন্বয়ের গোঁড়া কৌশলের যা কিনা উদ্ভট কাল্পনিক গোঁড়া কৌশল কথা শুনলে বিব্রত হতেন, দেখা গেছে জাপানীরা সেই কৌশল পছন্দ করেনি। আমাদের নিজেদের বিমান চালক মেজর ফাইট আমাকে বলেছিলেন যে আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্যাদির জেনারেল চেনাল্টের পদ্ধতি। চূড়ান্তভাবে বিস্ময়কর ছিল। শুধু তাই নয়, আকাশ তার শর্তগুলি ভূগোল ইত্যাদি ক্ষেত্রে, তার থাকা সুবিধা গুলি ছিল বিস্ময়কর। কেননা বিমান মাটিতে নামার জন্য সরকারী তথ্যাদি চীনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ তাদের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আবহবিদ্যার কোন স্টেশন ছিল না। চীনের ক্যুরিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচার করা তথ্যাবল্লীর ওপর জেনারেল চেনাল্টের লোকেদের নির্ভর করতে হতো। এ ব্যাপারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রুটিটিও তাদের সাহায্য করে।

চীনা মানুষদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন প্রতিযোগী ছিল না সেটা আমি জেনেছিলাম। চেন্টগুর এক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কোন রকম ইতস্তত: না করে চটপট প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন ছিল যে আমেরিকার কে সবচেয়ে সুপরিচিত এবং তার ছাত্রছাত্রীরা সব থেকে বেশী পছন্দ করে। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন, ''জেনারেল চেনাল্ট''। আমি তার মুখে চীনের নেতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুনেছি রীতিমত। তার সেই কতাবার্তায় ভীষণ শ্রদ্ধা এবং স্নেহ মিশ্রিত থাকতো।

জেনারেল চেনাল্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি অনেকগুলো দিন ও সময় ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু একবারও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। অবশেষে গেলাম চাঙকিঙে, সুরাহার জন্য। তার প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে হাজির হয়ে ছিলাম। তার নির্দিষ্ট বিমানক্ষেত্রে আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম। শেষে দেখি পি ৪০ লড়াকু বিমানগুলির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বিমানগুলি দেখতে দৈত্যাকার হাঙরের মত। রঙ করা হয়েছে। তখনই বুঝেছিলাম কেন তাকে চাঙকিঙে তার সঙ্গে দেখা করার সময় ঠিক করাটা এত কষ্টকর হয়েছিল।

এরকম ''বেস'' আমি এই প্রথম দেখলাম। এরকমই একটি বেস তিনি সরাসরি এবং মেজাজী আদেশে চালাচ্ছিলেন। শুধু মাত্র যে চাঙকিঙ এবং কুন্তামিং এবং ইয়েনানের আকাশ পথই প্রতিরক্ষা করতেই তার চুক্তি ছিল তা নয় সেই সঙ্গে বর্মা থেকে ভারত পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আকাশপথ প্রতিরক্ষা করার ব্যাপারেও তার দায়ীত্ব ছিল। এর সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত দায়ীত্ব তার ওপর ছিল। সেটি

হলো, ক্যানটন, হংকং এবং উত্তর চীনের মহাপ্রাচীরের কাছে কিলানে জাপানীদের বোমা ফেলার ব্যাপারটিও প্রতিরোধ করতেন। মৌলিক এবং কার্যকরী ছিল তার এয়ার রোডের ডিটেকশন সার্ভিসটি এরকম আমি আগে কখনোও শুনিনি। তার কর্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল টেক্সাসের এবং বাকি সব ছিল উত্তরের। তারা তাদের জেনারেলের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। তার জন্য তারা এমন কাজ করতো যা কল্পনার বাইরে ছিল।

একটা জিনিস দেখে আমি মর্মাহিত হয়েছিলাম। যেসব জিনিসপত্র নিয়ে তিনি কাজ করতেন তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তিনি যা করতেন তা দেখে যে কেউ অবিশ্বাস করতে পারতো বিশেষ করে তা যখন সেই সঙ্গে তার অধীনে সীমিত শক্তি লক্ষ্য করতো। আমেরিকার লড়াকু মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন জেনারেল চেনাল্ট। তিনি এক মহান ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন। তার চাহিদা ছিল বিস্ময়কর রকমের কম। আমরা তার থেকে আরো কম পাঠাতাম। জাপানীদের কিভাবে বিব্রত করে তোলা যেতে পারে সেটা জেনারেল চেনাল্ট শান্তভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতেন। চীনা সমুদ্রের মাধ্যমে তাদের সরবরাহের রাস্তাটি কেটে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। যদি তাদের কোন আকাশের আবরণের প্রয়োজন হয় তাহলে পূর্ব চীনের সমভূমি দিয়ে যাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য সাহায্য করার কথাও বলেছিলেন। হিমালয়ের প্রতিস্থাপনের সাহায্যে গ্যামোলিন, তেল, যন্ত্রাংশাদি পাঠিয়ে এবং বর্তমান বিমান শক্তির সাহায্যে চীনের সীমিত একটা আক্রমণকারী বায়ুসেনা রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, একথাও আমি তার কাছে শুনেছিলাম।

চীনে থাকাকালীন একটা ব্যাপারে আমি সবসময় সচেতন ছিলাম। সেটি হলো যে দেশটি জাপানের সঙ্গে পাঁচবছরেরও দীর্ঘ সময়ের বেশীদিন ধরে যুদ্ধে রপ্ত আছে। চাঙকিঙের পাহাড়গুলিতে আমি অবিশ্বাস্য গুহা খুঁজতে দেখেছি। শহরেরর সমস্ত উদ্বাস্তু সেখানে আস্তানা নিয়েছে যখন জাপানীদের বোমারু বিমানগুলি শহরে উড়ে এসেছে। বিমান আক্রমণ শেষ হলে সেইসব ভিটে যারা মানুষেরা কিভাবে বারবার গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটা লক্ষ্য করেছি। দেখেছি তাদের বীরত্ব, দক্ষতা এবং সহিষ্ণুতা।

ঘুরতে ঘুরতে যদিও পায়ে ক্ষত দেখা দিয়েছিল তবু চাঙকিঙে থাকার সময় দেখে ছিলাম তুর্কী ইংরাজ এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনী সাঙহাই, হঙকঙ এবং পিকিং প্রভৃতি জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে থেকে তখনও যাচ্ছিল, জাপানী অঞ্চলের ভেতরে চীনের সমস্ত কৃষক প্রতিদিনই স্বাধীনতার জন্য এবং লড়াই করার জন্য

আগ্রহ দেখাচ্ছিল। বীরত্বসূচক কাজকর্ম করে দেখাচ্ছিল।

চীনের একটা সামরিক সংগঠনে চীন বহুদিন ধরে লড়াই করে আসছিল, এটাও আমার নজর এড়ায়নি। ওটা আমার কাছে ছিল খবর। পরে জেনেছিলাম ওটা বেশীর ভাগ চীনাদের কাছেও খবর। সামরিক চীন ঐক্যবদ্ধ। তাদের নেতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সক্ষম জেনারেল তারা। এদের নতুন সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী। তাদের লড়াকু সংগঠনের লড়াকু মানুষেরা জানে যে তারা কেন লড়াই করছে এবং লড়াই করার পদ্ধতি কি। যদি যে কোন আধুনিক লড়াই-এর সাজসরঞ্জামের তুলনায় তাদের ছিল অনেক কম। রাশিয়ার মত এটি চীনেও ছিল জনযুদ্ধ।

একদিন চেন্টগুর বাইরে কাদায় ভরা কিন্তু খরস্রোতের একটি নদী দেখেছিলাম। নদীর ওপর যে সেতুটি ছিল তার ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম। গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল আমার সামনে দিয়ে। অন্ধ দেওয়াল নদীর তীর ধরে চলে গেছে। মেশিনগান চালানোর ঝলসানো আলো তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। মর্টার চালাবার আওয়াজ আমার পেছন দিক থেকে শুনতে পেলাম। সংখ্যায় সংখ্যায় চীনা যুবক নদীর জলে ভাসছে। তারা নদীর তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটছিল। কারো মাথার ওপর আবার রাইফেল উঁচিয়ে ধরা। সেতুর ফাঁপা নলে আটকানো ছিলো যে দড়ি সেটা অনেকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

নদী পার হয়ে তারা সেতুতে এলো। যদিও একটা সময় যখন তীব্র স্রোত ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তখন আমি ভেবেই নিয়েছিলাম যে ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এরকম সময়ে হঠাৎ আমার পেছনের মাঠ থেকে প্রায় শখানেক অন্য সৈন্য উঠে এলো। তাদের হেলমেট এবং পোশাক এমন চালাকির সঙ্গে চোখে ধূলো দেওয়া হয়েছে যে আমার মনে হলো, বোধ হয় ওদের এই প্রথম দেখলাম। সেতুটি নিয়ে দৌড়ে তারা নদীর অন্যতীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে হয়, তাদের আক্রমনের লক্ষ্যস্থল হবে আরো মাইল খানেক দূরের কোন গ্রাম।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে চর্তুদিক ঘেরা। গ্রামে ঢোকার জন্য তাদের বেড়া কাটতে হলো। কোন আবরণ ছাড়াই মাইন পোঁতা খোলা মাঠের ওপর দিয়ে তারা যেতে লাগলো। যখনই কোন মাইনে স্পর্শ লাগছিল তখনই ধোঁয়ার ভারি কুণ্ডলী বাতাসে উঠছিল। অবশেষে তারা এঁকে বেঁকে তাদের রাস্তা করে নিয়ে গ্রামে ঢুকলো। তাদের সঙ্গে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ছিল। মাঠে কিভাবে একটা জটিল অপারেশন চালালো তাদের সেই নতুন অর্জিত অভিজ্ঞতায় তারা যেমন উত্তেজিত এবং ক্লান্ত, আবার নোংরা হয়ে উঠেছিল।

এটি ছিল চীনের সবথেকে বড় চেন্টগু মিলিটারী একাডেমি'র ট্রেনিং অনুশীলনী।

এটি সংগঠিত করেছিলেন ওয়েস্ট পয়েন্টের একজন চীনা স্নাতক। আমার পাশে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনুশীলন চলার সময় তিনি তার বিধিনিষেধ আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন। নিয়মিত এখানে কম করেও 10.000 ছাত্র যোগ দেয় চীনা সৈন্যদলের অফিসার হওয়ার জন্য। পৃথিবীর যে কোন অংশের ট্রেনিং-এর মতই এটি পেশাদারী। এটি একটি উত্তেজনাময় প্রদর্শনী ছিল।

হলিটঙকে আমি বলেছিলাম যে, যে কোন সেক্টরে আমি চীনের সংগঠন দেখার আশা রাখি। প্রথমে এটা আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। পরে জেনেছিলাম যে চিয়াঙ কাই সেকের নির্দেশে চীনের থাকার সময় আমার নিরাপত্তার ওপর নজর রাখা হয়েছিল। সেই ব্যাপারটি পার হতে হলো এবং বুঝলাম যে আমার কথা রাখতে হলে হলিটঙকে কিছু সময় খরচ করতে হবে।

সেইমত একটি ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলো। আর আমাদের প্রত্যাশার থেকে দেখলাম দৈহিক বিপদের আশঙ্কা কম। তাই আমরা অন্য কিছু জানতে চাইলাম। পাঁচবছরের যুদ্ধে চীনারা কতটা দক্ষ হয়ে উঠেছে সেটাই ছিল প্রশ্ন।

চীনের একটি প্রাচীন রাজধানী হলো সিয়ান। আমরা সেখানে উড়ে গেলাম। হলুদ নদীর বাঁকেই এই জায়গাটা। যেখান থেকে নদীটি পূর্বে সমুদ্রের দিকে বইতে শুরু করেছে। মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে আমরা শহরের বাইরে এগোতে লাগলাম। পাহাড়ী পথে দেখলাম চীনের লণ্ঠন লাগানো রয়েছে। ঐ পথ ধরে আমরা অন্য একটা মিলিটারী এ্যাকাডেমিতে এসে পৌঁছলাম। 1936 সালে এটি ছিল সিয়াঙে তার বিখ্যাত অপহরণের ঠিক আগেই যেখানে চিয়াং কাই সেক বাস করতেন সেই বিদ্যালয়। আমরা ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে ঐ দিন সন্ধ্যাবেলাতেই যাত্রা করলাম। সঙ্গে ছিল একটি বিলাসী ঘুম গাড়ী। আমাদের যাত্রাপথ ছিল স্বাধীন চীনের পরিত্যক্ত একটা রেলপথ।

পরের দিন ভোরে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। সেখান থেকে আরো পনেরো মাইল আমাদের যেতে হলো। এই সেক্টরের ফ্রন্টটি ছিল নদী থেকে কয়েক মাইল দূরে।

চারপাশে খোঁড়া ট্রেঞ্চ ঘেরা একটা গ্রামের মত দেখতে হয়েছে ফ্রন্টটিকে। এখান থেকে নদীটি 1200 গজ দূরে নিয়ে গেছে। আমরা গোলন্দাজ বাহিনীর টেলিস্কোপে চোখ রেখে দূরের জিনিস লক্ষ্য করলাম। দেখলাম জাপানীরা বন্দুকের নল উঁচিয়ে তৈরী হয়ে আছে আমাদের লক্ষ্য করে' জাপানী সৈন্যদের তাদের শিবিরে দেখতে পেলাম। আমরা যখন সেখানে ছিলাম তখন ছিল শান্ত চারিদিক। সাধারণতঃ এখানকার পরিবেশ এমন শান্ত থাকে না। আসলে আমরা সেখানে

হাজির হওয়ার আগে একপ্রস্থ গুলিগোলা হয়ে গেছে।

এই ফ্রন্টে ক্যাপ্টেন চিয়াঙ ওয়েকাড-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। ইনি হলেন চিয়াঙ কাই সেকের ছেলে। ইনি ভালো ইংরাজী বলতে পারেন। সমস্ত দিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত জিনিস বিস্তৃত ভাবে বোঝালেন জার্মানীদের কেন নদী পেরিয়ে এখানে আসা অসম্ভব। পর্বতের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। দক্ষিণ চীনের ঐতিহ্যবাহী একটি রাস্তা হলো এটি। ওখানে থাকাকালীন আমরা সমস্ত সময় ঘোরার জন্য ব্যয় করলাম। নানারকম প্রশ্ন করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাবও পেলাম।

গোলন্দাজ বাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং অস্ত্র সজ্জিত গাড়ী গুলো এমন জোরালো ভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে জাপানীদের পক্ষে তাদের উড়িয়ে দিয়েই বের করে আনা সম্ভব। আমরা ২০৪তম ডিভিশন পরিদর্শন করলাম। এটি ছিল চিয়াঙ কাই সেকের ক্র্যাক ইউনিট। ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ভালো উর্দি পরিহিত এবং উন্নত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। আমি ঐসব সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করলাম। উত্তপ্ত রোদের মধ্যে প্রায় 9000 জন সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল একটি ছোট কাঠের মঞ্চের দিকে। আমাকে সেটার ওপর উঠে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। আমি অবশ্য ইংরাজীতে কথা বলছিলাম তবু ওদের কাউকে হাত নাড়িয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো না অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার কথা বলা চালিয়ে গেলাম। আমার ইংরাজীতে বলা কথাগুলি যখন অনুবাদ করে দেওয়া হলো তখন তারা এত জোরে চীৎকার করে উৎফুল্ল প্রকাশ করলো যে তা জাপানীদের কানে গিয়ে পৌঁছোলো। উত্তেজনাবু কারণ তাদের কিছুই বোধগম্য হলো না।

ট্রেনে ফেরার আগে আমরা ডিনারে বসলাম। ক্যাপ্টেন চিয়াঙ-এর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, যে ফ্রন্টটি আমরা পরিদর্শন করে এলাম সেটি একটি প্রদর্শনী স্থানের থেকে আলাদা। তার হাতে দেখলাম অনেকগুলি জাপানীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের তলোয়ার। সেগুলো নিয়ে তিনি খাওয়ার ঘরে ঢুকে ছিলেন। সেগুলি ছিল আমার পার্টির উপহার স্বরূপ। আর ছিল ফরাসী মদ। যারা আক্রমণ করেছিল তারা এই দুটো জিনিস অধিকার করেছে। রাত্রে পেছন দিক থেকে তারা হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। কেড়ে এনেছিল ঐ জিনিসগুলি। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি এবং বন্দীদের এবং মিলিটারীদের ছক নিয়ে ফিরে এসেছিল। ক্যাপ্টেন চিয়াঙ কোন একসময় আমাকে বললেন যে আক্রমনকারীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ শত্রু সারির মধ্যে মিশে থাকে। নদীর পশ্চিম তীরে প্রধান কার্যালয়ে তাদের ফিরে আসার আগে যোগাযোগ কেটে দেয় এবং অন্তর্ঘাত সংগঠন করে।

নবম অধ্যায়

চীনের মুদ্রাস্ফীতির কিছু টীকা

অর্থনৈতিক ও মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা অনিবার্যভাবে চীনের বহুদিনের। সেই সমস্যা জর্জরিত চীন ত্যাগ করলাম।

যুদ্ধ পূর্ববর্ত্তী স্তর থেকে খুচরো মূল্য অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল এটা আমাকে চাঙকিঙে জানানো হয়েছিল। পাইকারী মূল্য পূর্বের দাম বেড়ে অন্ততঃ ষাট গুণ বেশী হয়েছিল। আমার পৌঁছবার মাস কয়েক আগে অর্থাৎ অক্টোবরে বৃদ্ধির হার ছিল মাসে প্রায় দশ শতাংশ। জনসাধারণের মধ্যে সমস্ত শ্রেণী এবং বিশেষ করে যাদের আয় নির্দিষ্ট ছিল তাদের পক্ষে সেইসব দ্রব্যগুলি কেন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যে জিনিসগুলি তাদের পক্ষে কেনা সম্ভব ছিল।

চেন্টুগুর একটি ব্যস্ত দিনে আমি দুজন যুবতী মহিলা শিক্ষিকার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছিলাম। ওরা দুজনেই ইংরাজীতে কথা বলতে পারতেন এবং তারা শিক্ষিত। একটি নবীন প্রজাতন্ত্রে তারা নিশ্চিতভাবেই ছিল সবথেকে শ্রেষ্ঠ নাগরিক। তাদের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে রোজকার খরচ এতই বেড়ে গেছে যে একটু ভালো ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন ও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মালবহনকারী কুলিদের কথা নিয়ে আমাকে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইসব মজুরদের নির্দিষ্ট আয় নেই। তাদের রোজের মজুরীর ওপর খাওয়া-পরা নির্ভর করে। এটি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিফলিত করেছে।

ঐ একই সমস্যার জবাব খুঁজতে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করলাম। চীনের শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমি দেখেছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর অনেক ক্ষেত্রে একই রয়েছে, কোথাও বেড়ে গিয়েছে। ইউনাইটেড চীনা রিলিফ ভীষণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করেছিল তাদের বাজেট যুদ্ধের আগের সংখ্যায় রাখতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেগুলি বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ গুণ। আমেরিকার মুদ্রামূল্য যেখানে চীনের অর্থহিসাবে মাত্র তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমনটি তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক সংকট ভোগ করতে হচ্ছে।

এই মুদ্রাস্ফীতির অন্তরালে অনেক কারণ আছে, আমি সেটা বুঝেছি। প্রথমতঃ কাগজের টাকা নিয়ে যুদ্ধে অর্থ লগ্নী করতে চীনকে বাধ্য করা। 1942 সালে

ট্যাক্সের মাধ্যমে সরকারী খরচের এক চতুর্থাংশ পূরণ করা হয়েছিল। নতুন সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়, যেগুলিতে লবন. চিনি, দেশলাই, তামাক চা এবং মদ রয়েছে সেগুলি কর বাড়াতে সাহায্য করেছে। তবে যথেষ্টর কাছাকাছি নয়। সরকারী ঋণ নিবিষ্ট করার মত চীনেতে গণ সঞ্চয় প্রায় ছিল না। তাই সরকার মরীয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একচেটিয়া কাগজের নোট ছেপে যেতো। হিমালয়ের ওপর দিয়ে বেশীর ভাগ যে জিনিসটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো তা হলো কাগজের নোট। বিমান চালকদের কাছ থেকে এই তথ্য আমি জেনেছিলাম। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য এই ব্যবস্থা করতে হতো।

এর জন্য কিছুটা দায়ী সরকার নিজে। একটা শক্তিশালী রাজকোষ সংক্রান্ত পলিসি তৈরী করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এটি একটি অর্থকরী এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রচুর আয় এবং অন্যান্য ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়া। এতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কিছু মানুষের বৃদ্ধি পাওয়া লাভ আয়ের পথ বন্ধ হতো।

মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হলো, স্বাধীন চীনে মালপত্রের অভাব ছিল। এটি কিছুটা আমাদের নিজেদের দ্বারা সৃষ্টি। চীনে মালপত্র পাঠানোর ব্যর্থতার কারণে। অন্যদিকে কিছুটা দায়ী জাপানীরা। তারা চীনের শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলি দখল করে রেখেছে। বর্হিবিশ্বে আসার চীনের রাস্তাগুলি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল রাশিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ খোলা ছিল। মুক্ত চীনে সীসার মধ্যে বড় ধরনের উৎপাদনের জন্য সরকার কাঁচামাল এবং নির্দিষ্ট কিছু দরকারী যন্ত্রপাতি ছিল। বর্তমানে এই দুটি পাওয়া চূড়ান্তভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি স্বচক্ষে যা দেখলাম তা বিচার করে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে চীন তার সমস্যা সমাধান করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টাও একটি মাপকাঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডঃ ওঙ ওয়েন থাঙ, চীনের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। একটি ব্যস্ত দিনে তিনি আমাকে একটা সুতো কল দেখালেন। বোমান প্রদেশ থেকে এই সুতো কলটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সেকোয়াঙে। ঐ সময় একটি কাগজের কলও দেখেছিলাম যেটি 1938 সালে সাঙহাইতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সব মিলিয়ে সরকার এক লাখ কুড়ি হাজার টনের কাছাকাছি দ্রব্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করতে পেরেছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগটাই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল লোহা, ইস্পাত, স্পিনিং এবং বোনাই শিল্পগুলি।

দুটি কলই ছিলো ভালো আকারের কার্যকরী শিল্প। সবেমাত্র ব্যাঙের কাগজের নোট তৈরী করতে শুরু করেছে কাগজকলটি। এই ধরনের কাগজের নোট একদিনে

পাঁচ থেকে নয় টন উৎপাদন হয়। ডঃ ওঙ-এর কাছ থেকে এখবর পেয়েছিলাম।

মুক্তচীনে জনসংখ্যা প্রায় 100000000 জন। এই জনসংখ্যা চীনের সমস্যা তৈরী করেছে। এই বিপুল সংখ্যার মানুষের চাহিদা মেটাতে একটা যুদ্ধের মাঝখানেই একটা নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরী করতে চীন চেষ্টা করছে।

একটা চাইনীজ ইনডাসট্রিয়াল কো-অপারেটিভ লাঞ্চাও-তে দেখেছিলাম। এর সাহায্যে তাদের অনেক সমস্যা সমাধান হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কে পরিচালনা করবে এই বিতর্ক থেকেই অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলিকে যারা চালনা করে তাদের বিশ্বাস যে চীনের কিছু নির্দিষ্ট আর্থিক এবং শিল্পশক্তি রয়েছে যা এগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি নিয়ে এক দৃঢ় এবং ঋজু চেহারার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। বুঝে দেখেছি, বনিয়াদ ছাড়া যে কোন ভাবেই হোক একটা বড় শিল্প তাদের অতি নিকট ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমানে ব্যবস্থার সমস্যা সমাধান করতে হবে। কিছু কম হাজার মাইলের রেলপথ মুক্ত চীনায় পড়ে আছে। এই রাশিয়ার হাইওয়ের কথা আমি আগে বলেছিলাম। এর সম্বন্ধে আবার উল্লেখ করছি। রপ্তানী এবং আমদানী করার পক্ষে এটাই হলো একমাত্র খোলা সড়ক পথ। আর হিমালয়ের আকাশ পথ জাপান লাইনের গুপ্ত পথে ভীষণ ভাবে সীমাবদ্ধ।

এই হলো মহাসংকট চীনের, সে দেশেরই হোক বা বিদেশীই হোক পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটা সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সমস্যাগুলিকে পুরোপুরি ভাবে অনুধাবন না করলে সমাধান করা সহজ হবে না। কিন্তু আমি স্থির জানি যে এই সমস্যার প্রধান বৈশিষ্ঠগুলি অবশ্যই হবে চীনের অর্থনৈতিক জীবনের আটোসাটো নিয়ন্ত্রনের আলগা ভাবটা এবং একটি বংশগত সম্পত্তি এবং দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেশের ব্যাপক মানব সম্পদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকরণ এবং এমন কাজকর্ম যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী বড় ধরনের হবে।

অনেক আমেরিকানদের থেকে সরকারের সদস্যারা ভীষণ হালকা দৃষ্টিভঙ্গীতে মুদ্রাস্ফীতিকে দেখেছে বলে আমার মনে হয়। একমাত্র চীনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নির্দিষ্ট আয়গুলি এতই নিম্নতর যে তাদের জীবনযাত্রার মান মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা বিপন্ন এটা তারা জানিয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তারা দাবি করে যে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাস্ফীতি লাভবান হচ্ছে তারাই যারা উৎপাদনের জন্য অনেক বেশী মূল্য পায়। কিন্তু যে কুলি সাধারণভাবে শারীরিক পরিশ্রম করে এবং অসংখ্য কৃষক যাদের কোন নির্দিষ্ট আয় নেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যে চীনের মুদ্রাস্ফীতির

সমস্যাগুলি একটা অর্থ নীতির একই সমস্যার আলোকে পরিমাপ করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে একটা মারাত্মক ভ্রান্তিজনক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থনীতির একজন ভাল ছাত্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। হিসাব করে সে আমাকে দেখিয়েছিল যে চীন জনসাধারনের আশি শতাংশ মানুষ তাদের নিজেদের খুব কমই অর্থের প্রয়োজন থাকে। তাদের অর্থ কেনার ক্ষমতাটি প্রায় সর্বদাই কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়।

কিন্তু এই বির্তক বেশী দূর অগ্রসর হয় না। যদিও এটি বর্তমান অবস্থাটির সংকটকে একটু হালকাভাবে দেখা হয় কিন্তু এটি ভবিষ্যতের জন্য সামান্য আশাব্যঞ্জক। চ্যাঙ চাঙ ছিলেন সেকোয়াম প্রদেশের রাজ্যপাল। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি আমায় বলেছিলেন যে জনগনের সত্তর শতাংশ মানুষ তার প্রদেশে প্রকৃত শস্য উৎপাদন করে। দেখা গেছে যে জমিতে তারা চাষ করেছে তারা সেই জমির আংশিক অথবা পূর্ণ ভাড়াটে কৃষক। এইসব মানুষ তাদের দ্রব্যের মাধ্যমে ভাড়া দেয় তবে নগদে নয়। আর এই কারণেই দ্রব্যমূল্যের যে কোন বৃদ্ধি তাদের উপকার করে। কিন্তু খরচে করেসপণ্ডিং (Corresponding) বৃদ্ধি এমনকি কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে সেগুলি তাদের কেনার দরকার পড়ে তা জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাতলা মাত্রা খেয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে যে সব সামগ্রীর ওপর চীনের কৃষকদের জীবনযাত্রা নির্ভর করে।

সবথেকে জঘন্যতম ব্যাপার হলো যে চীনের অর্থনীতির দারুণ শোচনীয় অবস্থা। বিশ্রীভাবে দুর্বল। দেশের অবশ্যই তার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক উৎপাদনশালী সংগঠন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কারোরই কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। তারা এইসব সম্পদ দেখেছে উভয়ত মানব এবং কাঁচা মালের এবং তারা চীনা মানুষদের এইসব সম্পর্ককে কার্যকরী করে তোলার গভীর এবং তাড়িত দৃঢ়সংকল্প অনুভব করতে পেরেছে।

সম্ভাব্য একটা সমাধান হলো বিপুল পরিমাণ দ্রব্য এবং কাজের গতি। চীনের মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রয়োজন। আমার এটাই ধারণা। কিভাবে সংগঠন গড়তে হবে এবং কিভাবে সেই বিপুল দ্রব্যের প্রবাহকে, উৎপাদনকে এবং কাজকে সংগঠিত করতে হবে তা একমাত্র চীনা জনসাধারনের ওপর নির্ভর করে। চীনের যে কোন জায়গায় আমি জমির ব্যাপক মালিকানা লক্ষ্য করেছি তা তাদের সাহায্য করবে। লাঞ্চাও-এ এবং সিয়ানে চীনের ব্যাঙ্কার এবং কলকারখানার ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে এটাই আমি বুঝেছি। অনিবার্য ভাবেই সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করবে। বৃহত্তর অংশের মানুষকে এনে এতে লাগাতে হবে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। তবে এসবই নির্ভর করছে চীনের নিজের সিদ্ধান্তের ওপর। আমার এটা মনে হয়েছে।

আমেরিকা তাদের ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করবে। আমি যেটা বুঝেছি তা হলো, প্রথমতঃ আমাদের অবশ্যই চীন জনসাধারনের জন্য বন্ধুত্ব করতে হবে। একটা কথা সত্যি ও বোঝার ব্যাপার যে তারা আমাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছে। রাশিয়ার সাহায্যে অথবা হিমালয়ের ওপর দিয়ে নতুবা বর্মাকে আবার অধিকার করে, নয়তো এই তিনটি পথ দিয়েই তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, বিমান এবং অস্ত্রশস্ত্র এবং কাঁচামাল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে এই জোট নিয়ে আমাদের নিজেদের অবশ্যই ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের কি করনীয়। অবশ্য পূর্ব এশিয়ায় চীনের পরিবর্তে অন্য কোন মিত্র খুঁজে নেবার সিদ্ধান্ত নেবো কি নেবো না। আর এর জবাবটি যদি না-বাচক হয় (এবং আমার পূর্বানুমান যে সেটাই হবে) তাহলে আমাদের অবশ্যই বন্ধুত্বের সমস্ত বাধ্য বাধকতা পূরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই নিয়ম কায়দার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সামরিক সাহায্যের বিষয়টি রয়েছে। তবে এই বাধ্য বাধকতার ব্যাপারটি এবং তাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওদেরও জনসাধারণকে বোঝাতে হবে।

দশম অধ্যায়

আমাদের শুভেচ্ছার ভাণ্ডার

আমরা চেন্টগু ত্যাগ করলাম অক্টোবর মাসের নয় তারিখে। চীনের প্রায় হাজার মাইল আমরা ঘুরলাম। গোবি মরুভূমির বিশাল প্রান্তর আমরা পার হলাম। মোঙ্গল প্রজাতন্ত্র একই ভাবে পেছনে ফেলে এলাম। হাজার হাজার মাইল হাঁটলাম সাইবেরিয়ার পথ ধরে। বারি, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে গেলাম। অবশেষে তেরোই অক্টোবর আমরা ইউনাইটেড স্টেট্‌সে এসে হাজির হলাম। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পেরোতে গিয়ে একটা দিন আমাদের লাভ হলো।

ব্রাজিলের নাটাল কিংবা বেলেমের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। অথবা ইজিপ্টে প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্টের, অথবা প্রাচীন বাগদাদের বোরখা পরা কোন মহিলার সঙ্গে অথবা পারসিয়ার কোন সাহর সঙ্গে বর্তমানে যেটা ইরান

নামে চিহ্নিত কিংবা যদি অ্যাটার্কের কোন অনুগামীর সাথে অ্যাঙ্কারার রাস্তায় যখনই আমি কথা বলেছি সেই সব রাস্তাগুলি আমাদের পাশ্চাত্যের রাস্তাগুলির সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। যে দেশের যেখানে গিয়েছি যার সঙ্গে কথা বলেছি সেই সমস্ত মানুষ একটা ব্যাপারে এক রকম মনে হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেট্সের জন্য তাদের মনে গভীর মিত্রতা লক্ষ্য করেছি। অন্ততঃ একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেশে ফিরে ছিলাম যেটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা যা হলো পৃথিবীতে আমাদের আমেরিকাবাসীদের জন্য একটা বিরাট শুভেচ্ছার ভাণ্ডার মজুত আছে।

অনেক কিছু ব্যাপার নিয়ে এই মস্ত বড় ভাণ্ডারটি গড়ে উঠেছে। সেইসব অনেক কিছুর মধ্যে সবার ওপরে রয়েছে হাসপাতাল, বিদ্যালয় ইত্যাদি। আপনি বিশ্বের যে কোন কোণে যান হাতের সামনে পেয়ে যাবেন হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কলেজগুলোতে পাবেন আমেরিকান মিশনারী। শিক্ষক এবং ডাক্তার। প্রাচীন দেশের নতুন নতুন নেতাদের অনেকেই—যারা বর্তমানে ইরাক, তুর্কি অথবা চীন দেশ শাসন করছে, তারা প্রত্যেকেই আমেরিকার শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা করেছে। আর সেইসব আমেরিকান শিক্ষকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান বিতরণ করা। আমাদের এই সংকট মুহূর্তে আমরা এইসব মহিলা পুরুষের কাছে ঋণী। তারাই আমাদের বন্ধু বানিয়েছে।

কোন একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্রেডিটের মত আমাদের জন্য শুভেচ্ছা সঞ্চিত রয়েছে। সেইসব আমেরিকাবাসী যারা নতুন রাস্তা নতুন বিমান পথ, নতুন জলপথ খুলে দিয়েছে সেইসব মহান ব্যক্তিই এই ক্রেডিটের ব্যবস্থা করেছে। পৃথিবীর মানুষ তাদের জন্যই আমাদের সেই রকম মানুষ হিসাবে ভাবে যারা মানুষের মঙ্গল করে, পরিকল্পনা দেয়, তাদের গতি বাড়াতে সাহায্য করে। আমাদের পছন্দ করা, আমাদের সম্মান করা এটাই হলো কারণ।

আমাদের চলচ্চিত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বন্ধুত্বের। এ ভাণ্ডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। ঐসব চিত্র পৃথিবীর সর্বত্র প্রদর্শিত হতো। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ তাদের নিজের চোখে আমাদের দেখতে পেতো, নিজের কানে আমাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেতো। নাটাল থেকে চাঙকিঙ পর্যন্ত সর্বত্র আমি আমাদের আমেরিকার চলচ্চিত্র তারকাদের সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেছি। সাকানের কোন স্ত্রীলোক কিংবা যারা আমাকে কফি পরিবেশন করেছিল সেইসব মেয়েরা কিংবা মন্ত্রীদের অথবা রাজাদের স্ত্রীরা নিছক কৌতুহলবশত সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আমাকে করেছে।

আমাদের প্রতি বিদেশে এই শুভেচ্ছার এখনও অন্যান্য কারণ রয়েছে।

আমেরিকার শ্রমিকদের ব্যাকুল বাসনা এবং কাজের ব্যাপারে বিদেশের প্রতিটি দেশের মানুষ মুগ্ধ। তারা তাদের সমান সমান হবার চেষ্টা করেছে। কেবল এটাই নয়, আমেরিকাবাসী যে প্রক্রিয়ায় ফসল ফলায়, ব্যবসা করে, শিল্প গড়ে তোলে সেসবও তাদের মনে রেখাপাত করেছে। যেসব দেশে আমি ভ্রমণ করেছি তার প্রত্যেক জায়গায় দেখেছি বড় বড় বাঁধ অথবা জলস্রোতের প্রকল্প রয়েছে। বন্দর এবং কলকারখানাও রয়েছে। এসবই আমেরিকানবাসীরা তৈরী করেছে। লোকে আমাদের কাজ পছন্দ করে, আমি দেখেছি। তবে তারা তাদের নিজেদের জীবনকে আরো স্বাভাবিকও সচ্ছল করার জন্যই আমাদের কাজ পছন্দ করে তা নয়। আমেরিকার ব্যবসার উদ্যোগে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হয় না সেটা আমরা দেখিয়েছি।

প্রত্যেকটি অঞ্চলেই এই বিদেশ নিয়ন্ত্রণের ভয়াবহতা আমি লক্ষ্য করেছি। ঘটনা হলো কি আমাদের মধ্যে সেটা নেই তা তাদের মনে ছাপ ফেলেছে এবং সেই কারণেই সবাই আমাদের স্বীকৃতি অনেকটা দূর অগ্রসর হয়েছে। যা আমাদের কল্পনার বাইরে। এটা বুঝতে পেরে আমি ভীষণভাবে অবাক হয়েছি যে পৃথিবী আজ একটা ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল এই যে তারা জেনেছে আমরা কোন জায়গা, কোন অঞ্চলে—অন্যদের ওপর আমাদের শাসন চাপিয়ে দিইনি বা বিশেষ সুবিধা আদায় করিনি।

বিশ্বের সমস্ত মানুষ জানে যে তাদের ওপরে আমাদের কোন বাজে পরিকল্পনা নেই। আমরা যুদ্ধের একজন অংশীদার তারা সেটা জানে। আমরা লড়াই করছি না কোন লাভের জন্য বা লুঠ করার জন্য অথবা কোন অঞ্চল দখল করার জন্য। আমাদের কর্তৃত্বব্যঞ্জক ক্ষমতা অন্যান্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা লড়াই করছি না। আমার মনে হয় এই একটা ব্যাপারেই পৃথিবীর চারদিকে আমাদের শুভেচ্ছার ভাণ্ডারের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানে ইউনাইটেড স্টেট্সের অফিসার এবং লোকেদের দেখেছি। কখনো তারা ছোট খাটো ইউনিটে, আবার অন্যান্য অনেক জায়গায় তারা সৈন্য শিবির গড়ে তুলেছে। যেকোন অবস্থাতেই তাদের দেখি না কেন তারা আমেরিকার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো আমাদের সি ৮৭ যুদ্ধবিমানের খালাসী এটির কোন অফিসার কিংবা তালিকাবদ্ধ ব্যক্তি একমাত্র লড়াই-এর চুক্তি ছাড়া কোন দিন বিদেশে যায় নি। তারা কোন প্রশিক্ষণ পাওয়া কূটনীতিবিদ নয়। তাদের অধিকাংশ বিদেশী ভাষার কথা বলতে অপটু। কিন্তু আমরা বিমান থেকে যেখানেই

পা রেখেছি সেখানেই আমরা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ পেয়েছি। ইরানের শাহ্‌কে আমরা কোন দিন ভুলবো না। তাকে আমরা বিমান দিয়েছিলাম জীবনে প্রথমে চড়ার জন্য। কিন্তু এইটুকুতেই ভদ্রলোক ভীষণ আহ্লাদিত। তিনি মেজর রিচার্ড কাইটের সঙ্গে এবং বিমান চালকের সঙ্গে কর মর্দন করেছিলেন। তারপর এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যাকে আমি একমাত্র মুগ্ধতা এবং পরশ্রীকাতরতা বলেও বর্ণনা করতে পারি।

আমেরিকার সৈন্যদের যেখানে দেখেছি সেখানেই ওদের দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা গর্বে ভরে গেছে। আমি বিশ্বাস করেছি যে আমাদের সৈন্যরা নিজেদের সুরক্ষিত করতে উৎসাহী নয়। তারা পেশাদার সৈন্যদের মত পরিখা খনন করতে চায় না। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমেরিকার প্রতি শুভেচ্ছার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। আমাদের প্রজন্ম উত্তরাধিকারী হলো এই শুভেচ্ছা।

এই ভাণ্ডারের অস্তিত্বকে আমি যে ভাবে উপলব্ধি করেছি সেটা আমাদের সময় একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনা। এরকম কোন ভাণ্ডার আর কোন পাশ্চাত্য দেশে নেই। মানবজাতির স্বাধীনতার এবং ন্যায়ের জন্য বাসনা মেটাতে আমাদের এই ভাণ্ডারটি অতি অবশ্যই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যবহার করা উচিত। এটি এমনভাবে তদারকি করতে হবে যে তারা যেন বিশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত বিরাট অমঙ্গল শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে পারে। সমাজের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আশা-আকাঙ্খা, ধ্বংস করার জন্য যে শক্তি উদগ্রীব হয়ে আছে।

একটা পবিত্র দায়িত্ব হলো এই শুভেচ্ছা ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা। এটা শুধু পৃথিবীর বাসনা ব্যাকুল মানবজাতির জন্যই শুধু নয়, আমাদের বংশধরদের জন্যও এর দরকার। প্রতিটি মহাদেশে তারা সংগ্রাম করছে। এই ভাণ্ডারের জল হলো পবিত্র, এই জল হলো স্বাধীনতার বল প্রদানকারী।

হিটলার মুসেলিনি কিংবা হিরো-হিটো কেউই তাদের প্রচারের দ্বারা কিংবা অস্ত্রবলের দ্বারা আমাদের ঐক্যবদ্ধ এই শুভেচ্ছা কেড়ে নিতে পারবে না। পৃথিবীতে এমনি আর কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি নেই। কিংবা কেউই আমাদের জোটের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারবে না। কারণ আমরা কোন রকম রসিকতা করি না আমাদের আদর্শের দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপারে। যে আদর্শের জন্য আমরা চীৎকার করে বলতে পারি. আমরা লড়াই করি। একটি উপযোগী কৌশলের নীতি অনুপোযোগী কৌশল প্রমাণ করবে। এই কারণে আমাদের খোয়াতে হবে আমাদের অন্যান্য আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব সম্পদগুলি যেগুলি বিশ্বের মানুষদের, আমাদের আদর্শ এবং পদ্ধতিগুলি উভয়তেই তিক্ততা সৃষ্টি করে।

"প্রাচীন পৃথিবী'র নানারকম সংকীর্ণ মানসিকতা যেমন, ধর্মীয় জাতীয়তা কিংবা জাতিগত ব্যাপারে আমরা যদি নিজেদের জড়িয়ে ফেলি তাহলে নিজেদের বস্তুত অপেশাদারী করে তুলবো। আমাদের মূল নীতিগুলি আমরা যদি আঁকড়ে ধরি তাহলে আমরা পৃথিবী যেরকম চায় সেরকম নিজেদের পেশাদারী করে তুলতে পারবো। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ সেটাই আকাঙ্খা করে।

একাদশ অধ্যায়

আমরা কিসের জন্য লড়াই করছি

যুদ্ধ একটা বিপ্লব, এই কথাটা বলা একঘেয়ে হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী মানুষের ভাবনা চিন্তার, তাদের জীবন যাত্রায় এর প্রভাব পড়েছে। এই দেখাটা একঘেয়ে নয় যে বিপ্লব হতে চলেছে আর সেটাই আমি দেখেছিলাম। এটা উত্তেজনাকর এবং একটু ভীতিকর। মানুষের মধ্যে নিহিত বিরাট ক্ষমতার টাটকা প্রমাণ তাদের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্যই এটা উত্তেজনাকর। এটাই যথেষ্ট নয়, প্রবৃত্তিগত ভাবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই এবং যা দিয়ে তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে সেই আস্থা জাগরণও এর প্রমাণ। ইউনাইটেড স্টেট্সের বিভিন্ন রকমের মানুষ যে কোন ভাবেই হোক একটা সাধারণ চুক্তিতে এসে পৌঁছেছে তারা কিসের জন্য লড়াই করছে এই ব্যাপারে তাই এটি ভীতিপ্রদ। তাছাড়া তারা একটা সাধারণ আদর্শ পেয়েছে যা আমাদের লড়াকু মানুষগুলিকে বলীয়ান করে তুলেছে।

যে যাই হোক, বন্দুক কিংবা তার বেয়নেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তো আছেই কিন্তু তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো আদর্শের ভূমিকা। ঐতিহাসিক দিনগুলিতে মানুষ কিন্তু নিছক পরস্পরকে মারার আনন্দ নিয়েই তৃপ্ত থেকেছে। একটা উদ্দেশ্যে খাড়া করে তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। তবে ঐতিহাসিক প্রতিটি যুদ্ধের অন্তরালে একটা বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য কাজ করেছে সেটা স্বীকার করতেই হবে। হয়তো তখনও সেই উদ্দেশ্যটি অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে ওঠে নি। কখনো কখনো দেখা গেছে সেই উদ্দেশ্যটি কেবল স্বার্থপর ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য ছাড়া কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়া বিজয় ছাড়াই একটা যুদ্ধে জেতার সামিল।

একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে একটা যুদ্ধে লড়াই করার সব থেকে উল্লেখযোগ্য নজির হলো আমাদের নিজেদের "আমেরিকান বিপ্লব"। আমরা বিপ্লব করেছিলাম ইংরাজদের আমরা ঘৃণা করেছি বলেই নয়। কিংবা আমরা বিপ্লব করিনি ইংরেজেদের

খুন করার জন্য। মূল কারণ হলো আমরা ছিলাম স্বাধীনতার কাঙাল এবং সেই স্বাধীনতাই আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে ছিলাম। আর এই কারণেই আমরা বিপ্লব বেছে নিয়েছিলাম। ইয়র্কটাউনে যে জয় এসেছিলো তা অস্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল। এটাই সবথেকে মহান জয় ছিল। এরই আলোকে বলা যেতে পারে পৃথিবীতে স্বাধীনতার কি অর্থ বহন করে আনে। এই জয় অবশ্যই এই কারণে হয়নি যে আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিল বড় এবং দারুণ দক্ষ। আসলে এই লড়াইয়ের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভীষণ পরিষ্কার, ভীষণ মহান এবং স্পষ্টভাবে অর্থ নিরুপিত।

1914-18 সালের যুদ্ধকে এরকম বলা যায় না এটা দুঃখের বিষয়। এটি প্রায় ঐতিহাসিক স্বতঃসিদ্ধ ছিল এবং বিজয়হীন যুদ্ধ ছিল। তবে একথা ঠিকই যে যখন আমরা এই যুদ্ধ নিয়ে মেতে আছি তখন আমরা ভেবেছিলাম বা আমাদের বলা হয়েছিল যে আমরা একটা মহান উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করছি। আমাদের কমাণ্ডার ইন চীফ উড্র উইলসনের কাছ থেকে আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে আমরা বিশ্বের জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এটি নিরাপদ করা। 'ফর্টীন পয়েন্টস' নামে পরিচিত একগুচ্ছ নীতি গ্রহণের দ্বারা এবং "লীগ অব ন্যাশন" নামে পরিচিত একটি পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক কাঠামো গঠনের দ্বারা এটিকে নিরাপদ করতে হবে। তবে এটা ঠিক একটা মহান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন একটা শান্তি চুক্তিতে এটি কার্যকরী করার সময় হলো তখন একটা সাংঘাতিক ফাটল সৃষ্টি হলো। আমরা এবং আমাদের বন্ধুরা সেই উদ্দেশ্যটির ব্যাপারে দ্বিমত, আমরা লক্ষ্য করলাম। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কিছু অংশ গোপন সন্ধি সমূহে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই সন্ধিগুলি মেনে চলার জন্য বড় বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতার কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছিল। নতুন এক পথের উন্মোচনের ব্যাপারে তারা মোটেই উৎসাহী ছিলেন না এটা মি. উইলসন বলতে বা করতে চেয়েছিলেন। একদিকে আমরা নিজেরা পৃথিবীকে বিশ্বাস করানোর জন্য যে উদ্দেশ্য, সেই ঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠতে পারি নি। ফলে লড়াই করার অন্তরালে আমাদের উদ্দেশ্য গুলি বাতিল হওয়ার ফলে যুদ্ধটা কেবল নিছক একটা খুনোখুনির ক্ষেত্র হিসেবে হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। তাতে কিন্তু ভাল ফল হয়নি। কোন আদর্শ, কোন নতুন লড়াই তাদের ত্যাগের ছাই থেকে উঠে আসেনি। অনিস্কৃতি যোগ্য একটা সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের এই বিবেচনা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার মনে হয় শান্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই জয় করা যায় না যে শান্তিকে ইতিমধ্যে যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়নি। আমি জোরালো কিছু বলবো না। অবশ্যই এটা সত্য এই যে শান্তির বৈঠকে অনেক কিছুই ব্যাখ্যাকারে করে

নেওয়া যায় যেটা যুদ্ধের চাপে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য আমরা এবং আমাদের মিত্রবাহিনীরা অবশ্যই জাপানীদের লড়াই বন্ধ করতে পারে না। বর্মার ব্যাপারে যে পরিকল্পনা কিনা রূপায়ীত করা আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধে জয় লাভ করলে। কিংবা এখনই হিটলারকে চাপ দিতে পারি না যে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

যুদ্ধের সময় আমাদের যেটা করা অবশ্যই প্রয়োজন তাহলো নীতিসমূহ। আমাদের সমাধানের উপায় কি হবে তা আমরা নিশ্চয় করে জানি। উদাহরণ হিসাবে আমাকে আবার আমেরিকার বিপ্লবের ব্যাপারটি উল্লেখ করতে হবে। যুদ্ধে লড়াকালীন আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্সের প্রকৃত কাঠামোর সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সংবিধানের কথাটি আগে কেউ কোন দিন শোনেনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, তিন কক্ষ বিশিষ্ট সরকার, ইত্যাদি এসবের দ্বারাই একটা ছোট রাজ্য ইউনিয়নের মধ্যে প্রলোভিত হয়। একমাত্র কিছু জ্ঞানী রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্দের মাথায় এইসব ভাবনা চিন্তা গজিয়ে উঠেছিল। এইসব পরিবর্তন তোলা ছিল ভবিষ্যতের জন্য। আর সেই স্থান রাজনৈতিক কাঠামোর মূলনীতিগুলি নিশ্চিৎভাবে "স্বাধীনতার ঘোষণা" ছিল। সেদিনের গানে, ভাষণে শোনা গেল। ডিনারের পর আলোচনার এবং অ্যাটলান্টিক উপকূলের সর্বত্র। এমনকি ম্যাসাচুসেট এবং ভার্জিনিয়ার মত বড় বড় রাজ্যগুলি খুব অস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক ঘোষণার দ্বারা মিলিত হলেও কি কারণে তারা লড়াই করছে এবং কোন লক্ষ্যে তারা পৌঁছতে ইচ্ছা করছে সেই ব্যাপারে তারা মোটা রকম একটা চুক্তিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল।

যদি যুদ্ধের সময় চুক্তি না হতো তাহলে নিশ্চিত ভাবেই শান্তি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে একমত হতে পারতো না ম্যাসাচুসেট এবং ভার্জিনিয়া। যুদ্ধে যা হয় তারা করেছিল ঠিক সেটাই তারা শান্তিতে জয় করেছিল। কমও নয়, বেশীও নয়। যদি এটা স্বতঃ প্রমাণিত না হয়, এই সত্য একটা চরম দুঃখজনক ব্যাপারকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে। নিগ্রোদের স্বাধীনতা অথবা দাসত্ব সম্পর্কিত ব্যাপারে একমত হতে ব্যর্থ হয়েছিল ঐ রাজ্যগুলির মানুষজনেরা। পরিণামে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিগ্রোদের কেন্দ্র করে দক্ষিণে সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল। এর কাঁধে হাত রেখে উত্তরেও গড়ে উঠেছিল। ফলও হয়েছিলো মারাত্মক। একটা ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত যুদ্ধে তারা জড়িয়ে পড়েছিল।

এই সরল পাঠ কি আমাদের কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না? আমাদের আজকের করণীয় কি? আমরা যা আজকের যুদ্ধে জিতছি তা যেন ভবিষ্যতে শান্তির মধ্যে তা যেন পেতে পারি, কমও নয় আবার বেশীও নয়, এটা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে।

আমরা কি চাই, সেই ব্যাপারে আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞ হতে হবে। স্পষ্টভাবে মিত্রদের সঙ্গে আমাদের একটা ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। যেমনটা আমাদের বিপ্লবে হয়েছিল, তেমনটা আমাদের বিস্তারিত চুক্তিতে প্রয়োজন নেই। আমরা আশাও করি না। তবে আমরা গত যুদ্ধের ইতিহাসকে না পুনরাবৃত্তি করতে চাই তবে নীতিগুলিতে ঐক্যমত অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া মিত্রপক্ষের নেতাদের কাছেই এর অস্তিত্ব শুধু থাকলে চলবে না। আমি যা করছি তা হলো এই মূল ঐক্যমতটি যেন মিত্রপক্ষের জনসাধারনের মধ্যে গড়ে ওঠে। আমরা সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই করছি, এটাই হবে আমাদের ভাবনাধারা।

এর অর্থ কি, সেটা জানা দরকার। আমাদের প্রত্যেকের বলার অধিকার থাকবে, খোলাখুলিভাবে ধারণা আদান-প্রদান করবে, সেখানে দূরত্বটা কোন ব্যাপার নয়, তা সাগর পারেই হোক বা নিজের দেশে হোক। এই হলো এর অর্থ।

আমরা আমেরিকাবাসীরা যতক্ষণ না বৃটিশের মানুষের ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে জানতে পারছি বা গ্রহণ না করতে পারছি অথবা ইংল্যাণ্ডে এবং কমনওয়েলথে মানুষের কি ভাবনা চিন্তা হচ্ছে তা না জানতে পারছি এবং গ্রহণ করতে না পারি তাহলে কোন ভাবেই ঐক্যমতে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। রাশিয়া এবং চীনের লক্ষ্য কি অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। তাছাড়া আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কেও ওদের জানানো প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নেতারা কোন নির্যাতনমূলক নীতি গ্রহণ করলে জনসাধারণ ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস করে না। এমন কি নেতাদের কোন নীতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ক্ষোভ দেখাতেও সাহস পায় না। এটা একধরনের আত্মহত্যার সামিল। এ ব্যাপার মোটেও ভালো নয়।

যেমন আমাদের বলা হয়েছিল যে বেসরকারী নাগরিকরা বিশেষ করে যারা সামরিকভাবে অনভিজ্ঞ কিংবা যারা দরকারের সঙ্গে যুক্ত নয় তাদের নাকি যুদ্ধের পরিচালনার ব্যাপারে কোন কিছু বলা বা করা থেকে দূরে থাকাই উচিত। কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয় তাদের দেশের অর্থনীতি শিল্প এবং রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও নাকি চুপ করে থাকা শোভনীয়। অবশ্যই আমাদের কোন কথা না বলে নেতাদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এইসব সমস্যার সমাধান নির্দ্বিধায় করতে দেওয়া উচিত এটা আমাদের বলা হয়ে থাকে।

এই অবস্থাটা একটা কঠিন প্রাচীর হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যে প্রাচীর সত্যকে গোপন রেখে ভুল প্রতিনিধিত্ব এবং নকল নিরাপত্তা বজায় রাখবে দেশের মধ্যে। আমি যখন ফিরেছিলাম তখন রিপোর্ট করেছিলাম যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা ভালো কাজ করতে পারছি না, যে যুদ্ধ জেতার পথে

আমরা চলেছি। কিন্তু ব্যাপারটি এই যে আমরা অসংখ্য মানুষদের এবং জিনিসপত্রের পেছনে অনেকটা দূর পর্যন্ত বেশী খরচ করা ঝুঁকি নিয়েছি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে সেই রিপোর্টটি লেখা হয়েছিল, এই ধরণের সত্যি ঘটনাগুলিকে সেন্সর করা হয়নি। তাদের উচিত ছিল আমাদের সব কিছু দেওয়া। আমরা আমাদের বন্ধুদের অর্ধেককে হারাবো যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এবং আমরা শান্তি খোয়াবো তখন যতক্ষণ না আমরা আমাদের ত্রুটিগুলি জানতে পারছি এবং শুধরে নিতে পারছি। এই যুদ্ধে জিততে হলে আমাদের সেটিকে রপ্ত করতে হবে এটা সহজ ব্যাপার। আমাদের সবার যুদ্ধ করে নিতে হবে। এটা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই যতদূর সম্ভব সামরিক নিরাপত্তার সবকারটি আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। একটা ভুল পরিকল্পনার সেন্সরসিপ এটা করতে পারে না।

ফ্রন্টে একজন সামরিক নেতা রয়েছে, নাম ম্যাগিনট। যখন কোন ফ্রান্সের দূরদর্শী নাগরিক মাঝে মাঝে বলে যে বর্তমান যুদ্ধের শর্তগুলি সম্ভবতঃ বিমান বাহিনী এবং ট্রাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে সচেষ্ট নয় তখন তিনি (ম্যাগিনট) এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে এটা তার কোন বিশেষজ্ঞের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বর্তমান যুদ্ধের রেকর্ড আমাদের রাজনৈতিক, সামরিক এবং নৌ-বিশেষজ্ঞদের অভ্রান্তপ্রায় যে কোন বিস্ময়কর বিশ্বাসে আমরা অনুপ্রাণিত হই। আমাদের নেতাদের মতই সামরিক বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই একঘেয়ে গণতন্ত্রের মহত্তর তাড়িত শক্তিকে প্রকাশ করবে—মুক্ত আলোচনা থেকে উদ্ভূত জনসাধারনের মতামতকে।

যেমন রোমেলের মহান বিজয়ের সময় উত্তর আফ্রিকায় লাগাতার ব্যর্থতার জন্য জনসাধারণের সমালোচনা। এই জয় সেখানে কর্তৃত্বের একটা রূপান্তর এনেছিল। আমি যখন ইজিপ্টে ছিলাম সেই নতুন কর্তৃত্ব রোমেলকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সেটি তাকে আফ্রিকার তিন চতুর্থাংশ তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তে ইউনাইটেড স্টেট্সের নাগরিক সঠিক যে জনমতের মত এবং প্রতিটি সরকারের চূড়ান্ত শাসনের কাঠামোর অধীনে দেশগুলিতে তার ক্ষমতা পরিচালনা করার মত আর কিছু নেই। ঘটনা হলো এই যে যেসব চূড়ান্ত শাসন কাঠামোর দেশগুলিতে আমি ঘুরেছি দেখেছি জনসাধারনের চিন্তাভাবনাকে দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করার পদ্ধতি সরকারের ছিল। এমনকি স্ট্যালিনের নিজের 'গ্যালপ পোল' ছিল। নেপোলিয়ান তার ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন সেটাও রেকর্ড করা আছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি তার সঙ্গে মস্কোর ধ্বংস স্তুপের মাঝখানে দাঁড়াতেন। দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতেন তার পরিষদবর্গের রিপোর্টের অপেক্ষায়। রিপোর্টের বিষয় ছিল, প্যারিসের জনসাধারণ কি ভাবছে?

সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি দেশে জনসাধারণকে উভয় ধরনের মতামত পোষণ করতে দেখেছি। যুদ্ধ চলার সময় মানুষের মতামত এবং শান্তির মধ্যে ধীরে ধীরে উঠে আসা ধারণাগুলির ওপর মানুষের মতামত, বাগদাদে প্রতিটি কফির দোকানে আমি ঢুকেছি। কথাবার্তা বলেছি অনেকের সঙ্গে। সবাই একসঙ্গে ভীড় করে বসে আমাকে তাদের কথা শুনিয়েছে। রাশিয়াতে বিরাট কারখানার শ্রমিকদের জনসভায়, কিংবা সর্বত্র রাশিয়াবাসীদের কথাবার্তায় শুনেছি। তারা স্বাধীন কণ্ঠে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান করতো। এমনও দেখেছি জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে চীনের খবরের কাগজগুলিতে। যদিও সেগুলি অবাধ স্বাধীনতা পেতো না আমাদের দেশের মত। চীনে আমি যারই সঙ্গে কথা বলেছি, সে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হোক, কিংবা কারখানার কোন মজুর অথবা কোন কলেজের প্রফেসার বা কোন সৈন্য হোক, লক্ষ্য করেছি তারা অবাধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করছে। তবে তার মধ্যে কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী সরকারের কিছু নীতির সঙ্গে অমিল ছিল।

যুদ্ধরত ফ্রন্টের বাইরে প্রতিটি দেশে মানুষের মনে এবং অন্তরে দুশ্চিন্তা ও সন্দেহের ছায়া লক্ষ্য করেছি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ। যুদ্ধের পরে আমেরিকা সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কিংবা ব্রিটেন সম্বন্ধে এবং আমি যখন চীনে ছিলাম সেখানকার মানুষদের রাশিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এসবই স্বাভাবিক, সমস্ত পৃথিবী ঘুরে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যে মানুষ সর্বত্রই আগ্রহী, ক্ষুধার্ত অবিশ্বাস্য ত্যাগ করার জন্য উচ্চাকাঙ্খীর মেজাজের বলে। তাদের ত্যাগ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তখনই যখন সরকার তাদের একটু আশার আলো দেখাবে।

খুব সম্ভবতঃ 1917 সালে ইউরোপ ঐ একই মেজাজে ছিল। সেটি ছিল অনিবার্য রক্তাক্ত যুদ্ধের পরিণতি। 1917 সালে লেনিনের কাছ থেকে অনেক উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। আর একটি পাওয়া গিয়েছিল উইলসনের কাছ থেকে এর কিছুদিন পরে। কোন উত্তরেই যুদ্ধের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু শান্তির বিভিন্ন শর্তকে এটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে কোন উত্তরেই যুদ্ধকে প্রমাণিত করতে পারেনি। কিংবা ক্ষমতা বহুলের জন্য খরচ বহুল যুদ্ধের চেয়ে অন্য বেশী কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে প্রকৃত শান্তি নয় যুদ্ধবিরতিতেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

এই যুদ্ধের পরিণতি এরকম হওয়াটা দরকার এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য। যুদ্ধের সময় এখন গ্রেট ব্রিটেন এবং ন্যাশনসের ফ্রী কমনওয়েলথ, আমেরিকা বা রাশিয়া এবং রাশিয়া সমস্ত দেশেরই জনসাধারনের মনে কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টভাবে বোধগম্য এবং প্রকৃত হতে হবে।

অবশ্যই জনসাধারণকে তাদের উদ্দেশ্যগুলির সংজ্ঞা দিতে হবে যুদ্ধ চলাকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যগুলি দিয়ে আলোচনা করতে আমি সাহস যুগিয়েছি। পৃথিবীর মানুষের তারা কেন যুদ্ধ করছে এবং শেষ হলে তা কি হবে তা বোঝার আগেই হয়তো যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে, এরকমই একটা আশঙ্কা আমার মনে সর্বদা পোষণ করে আসছিলাম। গতযুদ্ধে আমি একজন সৈনিক ছিলাম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বুঝলাম আমাদের উজ্জ্বল স্বপ্ন উধাও হয়ে গেছে। আর আমাদের উত্তেজনাময় শ্লোগানগুলি হয়ে উঠেছিল নিছক যাবতীয় ভালোর বিরাগ সম্পন্ন বিদ্রূপাত্মক। এসব হওয়ার কোন বিশেষ কারণ ছিল না। আমরা আমাদের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলিতে সক্ষম হইনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সময়। সেরকম ঘটনা যেন আবার না ঘটে তার দিকে আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে।

ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগে আরো হাজার হাজার প্রাণ হারাবে। যতক্ষণ না ব্রিটেন, কানাডা, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা এবং আমাদের অন্যান্য বন্ধু দেশের মানুষ যুদ্ধে একটা সাধারণ সহযোগীতায় না আসছে, যতক্ষণ না যুদ্ধের পর কার্যাদি সাধনে যন্ত্রতুল্য সাহায্য সহযোগী উদ্যোগের পদ্ধতিগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা জনসাধারণ কৃতকার্য হতে পারবে না।

আমাদের নেতারা, যৌথভাবে এবং এককভাবে আমাদের সাধারণ কিছু ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। চিয়াঙ কাই সেকের তরফ থেকে পাশচাত্ত্য দুনিয়ায় তাঁর চমৎকার বক্তব্যগুলির একটি এসে পৌঁছেছে। বিষয় ছিল সাম্প্রতিক ঘটনা সম্বন্ধে। নিউইর্য়ক সিটিতে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন ফোরামের মাধ্যমে গত নভেম্বরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

চীনের একটি ওরিয়েন্টাল সাম্রাজ্যবাদী কিংবা তার বিচ্ছিন্নতা সমেত এশিয়ার প্রতিস্থাপন করার কোনরকম আগ্রহ তার নেই। আমরা অবশ্যই মহান জোট এবং আঞ্চলিক সংঘগুলির সংকীর্ন আদর্শ থেকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এটা আমরা মনে করি। বিশ্বঐক্যের কার্যকরী সংগঠন গঠন করতে এটি শেষে আরো বৃহত্তর এবং উন্নততর যুদ্ধ সৃষ্টি করবে। যতক্ষণ না প্রকৃত বিশ্ব সহযোগিতা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দুটোই প্রতিস্থাপন করবে ততক্ষণ অন্য একটি ব্যবস্থার সাহায্য আপনার বা আমার কোন সিদ্ধান্তই বেশী দিন স্থায়ী হবে না। সে ব্যবস্থা মুক্ত জাতিগুলির নতুন স্বাধীন বিশ্বের যে কোন আকারেই হোক না কেন''।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্টালিনের বক্তব্য যেটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি সেটি

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের ছয় তারিখে অক্টোবর বিপ্লবের পাঁচিশতম বার্ষিকীর সময় তিনি দিয়েছিলেন। সেটি ছিল এরকম—

জাতিদাঙ্গার সমাপ্তি, জাতিগুলির সমানতা এবং তাদের অঞ্চলগুলির সংহতি, শাসনে আবদ্ধ জাতিগুলির স্বাধীনতা, তাদের সার্বভৌমিক অধিকার সংরক্ষণ, ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের বিষয়গুলির ব্যবস্থা করতে প্রতিটি দেশের অধিকার, যেসব দেশগুলি দারিদ্রতায় ভুগছে অন্যান্য বিষয়গুলিতে সাহায্য করা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং হিটলারের শাসনকালের সমাপ্তি করা।

''ফোর ফ্রীডমস্''-এ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং সেই সঙ্গে উইলস্টন চার্চিল ''অ্যাটলান্টিক চার্টার'' জোটে বিশ্বে ঘোষণা করেছিলেন।

একটা সাধারণ ভ্রান্তিমূলক বলে আমার মনে হয়েছিল মি. স্ট্যালিনের বিবৃতি এবং ''অ্যাটলান্টিক চার্টার''কে। তারা নিজেদের পুরোনো বিভাগগুলিতে পাশ্চাত্ত্য ইউরোপের আবার প্রতিষ্ঠার কথা ছোট ছোট দেশগুলি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রাজনীতি অর্থনীতি, সামরিক সার্বভৌমতা থাকবে ঐসব দেশগুলির নিজের নিজের। সেটি প্রথার বাইরে একটা ব্যবস্থা যা ইউরোপের লক্ষ লক্ষ মানুষ হিটলারের বন্দী হয়েছিল তার একটা প্রস্তাবিত আদেশে এমনকি হিটলারের স্বেচ্ছাচারী শাসনকে কেন্দ্র করে তাদের মনে একটা মস্ত বড় অঞ্চল সৃষ্টির আশা জেগেছিল। এর ফলে আধুনিক পৃথিবীর অর্থনীতিগুলি পরিপূর্ণ ভাবে কাজ করতে পারবে। তারা তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলো। বুঝতে পেরেছিল যে জাতীয়তাবাদী অসংখ্য ব্যক্তি মানুষের উঁচু দেয়াল বসানো ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলি শক্তি হারিয়ে যুদ্ধকে করে তুলেছে অনিবার্য। তাদের ক্ষমতা রাজনীতিকে নিজস্ব কাজে লাগানোর প্রতিক্রিয়া ছিল এই অনিবার্যতার অন্তরালে।

রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলির পূর্ণ সৃষ্টি— হ্যাঁ, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ইউনিট হিসাবে তাদের পুর্ণসৃষ্টি, না—পাশ্চাত্ত্য ইউরোপে যদি আমরা স্থায়ীত্ব আনতে সত্যিই আশা করি অর্থাৎ ইউরোপের নিজের উপকার এবং পৃথিবীর শান্তি ও অর্থনীতির নিরাপত্তার জন্য।

পৃথিবী জুড়ে বিরাট আশা সৃষ্টি করেছে চিয়াঙ কাই সেকের বিবৃতি, মি. স্ট্যালিনের ঘোষণা, অ্যাটলান্টিক চার্টার-এর প্রচার ব্যবস্থা অথবা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা ''ফোর ফ্রীডমস'' ইত্যাদি প্রতিটি হলো বিরাট উন্নত।

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হোক বা নাই হোক নেতারা যেসব নথিপত্র ঘোষণা করেছিল সেগুলি ঠিক ঠিক তারা কার্যকরী করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখছে।

আমার ভ্রমণ শুরু করার আগে ''অ্যাটলান্টিক চার্টার'' সম্পর্কে মি. উইনস্টন

চার্চিল্স দুটি বিবৃতি দিয়েছিল। প্রথমটি হলো যে এটির রচয়িতার 'সার্বভৌমিকতার সংরক্ষণ, স্বশাসন এবং রাজ্যের জাতীয় জীবন এবং এখন নাজি জোয়ালে বাঁধা ইউরোপের জাতি ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবে মনে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো, নীতির বিভিন্ন বিবৃতিগুলিকে যে কোন ভাবেই চার্টারের প্রতিবিধান মর্যাদা দেয়নি, যে নীতি ভারতে, বার্মায় অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন অঞ্চলের সংবিধানিক সরকারের উন্নতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সফরকরা কালীন আমি প্রতিটি দেশে ঘুরেছি। ঐসব দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী এবং সেইসব দেশের অসংখ্য জনসাধারণ আমাকে কেবল একই প্রশ্ন করেছে যে এর মানে কি অ্যাটলান্টিক চার্টার শুধুমাত্র প্রকাশ্যে ইউরোপে প্রযুক্ত রয়েছে। আমি তাদের জবাবে বলেছিলাম যে মিঃ চার্চিলের কি ভাবনা ধারা তা আমার অবশ্যই অজানার। কিন্তু মি. চার্চিল যখন একথা বলেছিলেন তখন রচয়ীতার মনে স্বাভাবিক ভাবে ইউরোপের দেশগুলির কথাই ছিল। অন্যান্য দেশের কথা তিনি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। তাই তিনি বাদ দিয়েছিলেন। আমার রচয়ীতার আইনজ্ঞ এবং মামুলিভাবে আমার উত্তর কোন দেরী না করেই অসহিষ্ণুতার সঙ্গে একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। আর এই কারণেই আমি হতাশ। যখন মি. চার্চিল বিব্রতকর এই মন্তব্য করেছিলেন মুক্ত কণ্ঠে, ''আমাদের কথাই আমি ভাবি। ব্রিটিশি সাম্রাজ্য উচ্ছন্নে যাক, এই কাজটি পরিচালনা করার জন্য আমি ব্রিটিশ সরকারের প্রথম মন্ত্রী হয়ে উঠতে চাইনি।'' এখন ব্রিটেনের যেসব মানুষ ইউনাইটেড স্টেট্‌সে বাস করে তাদের অধিকাংশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি উৎফুল্ল হয়েছি। ব্রিটেনের জনসাধারণের এই বিষয়ের ওপর মতামত এমনকি ইউনাইটেড স্টেট্‌সের থেকেও এক পা এগিয়ে রয়েছে, এটাই আমার খুশীর কারণ। এক্ষেত্রে বৃটিশ সংবাদ সংস্থা এবং ইংলণ্ডের জনগণ এবং সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মানুষদের তরফ থেকে পাঠানো চিঠিপত্র থেকেও ঐ একই মন্তব্য আমি নির্দ্বিধায় করতে পারি। আমার ক্ষমতায় যতটুকু বুঝেছি ব্রিটিশিদের একটু ক্ষোভ আছে এই যে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ স্বীকৃতি পাবে এবং এই যে 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব ন্যাশনস''-এর নীতিগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

নিজেদের দেওয়া বিবৃতির আলোকে, নেতাদের কাজকর্ম পরীক্ষনীয় ছিল যা উত্তর আফ্রিকায় আমাদের নীতি আমার কাছে একটা বিশ্রী মর্মান্তিক ব্যাপার বলে মনে হয়েছে, এটাও আর একটি কারণ। উত্তর আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের উল্লাসজনব প্রবেশের ঘোষণায় এটি শুরু হয়েছিল। সেখানে প্রবেশের একটা অকপট কারণ আমাদের দেখাবার পরিবর্তে সেই প্রাচীন বস্তাপচা কূটনৈতিক ছকের কারণ দেখিয়ে

ছিলেন যা কাউকেই বোকা বানাতে পারে নি। হিটলার যখন তাদের এলাকাগুলিতে প্রবেশ করেছিল এবং একই কারণ দেখিয়েছিল হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের মানুষদের। কিন্তু তাদেরকেও বোকা বানাতে পারেনি।

ডারলনের সঙ্গে এর পরের বার হয়েছে। সেইসব স্বাধীন মানুষদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল প্রতীকটিকেই ঘৃণা করার সামরিক কৌশলের কথা বলে। এটা ছিল একটা ব্যাখ্যা যা একজন চমৎকার সামরিক সৈন্যাধক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস না হারিয়ে সমালোচনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে সৈন্যাধক্ষ্য কিনা ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে একটা উজ্জ্বল সাংগঠনিক কৌশলে সমাপ্ত করেছিলেন। তাদের সেই ব্যাখ্যা দিয়ে কোন মানুষের মন ভরাতে পারেনি। সৈন্যদের মানসিকতা সেই ব্যাপারটি হরণ করতে পেরেছে যা তারা বিশ্বাস করেনি। কূটনীতির ভয়ঙ্কর সর্পিল গতিতে অগ্রসর হওয়া তারা আরো একবার দেখেছে। পৃথিবীর মানুষের কাছে যা আমরা চীৎকার করে বলেছিলাম সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে।

পেরুটনের পরবর্তীকালীন নিযুক্তি তাদের ভবিষ্যৎ বাণীকে মজবুত করেছিল। আমাদের মধ্যে আমি নিরাশ হয়ে পড়ে ছিলাম। কারণ যেটা অপরিষ্কার মনে হচ্ছে তা আরো ভালো ভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে তাই যদি হয় তাহলে এইটুকু নিশ্চিত যে সেসবের পেছনে আমেরিকার শুভেচ্ছা ভাণ্ডারের কোন ভূমিকা নেই। এটি এর ওপরে ভারি খসড়ার সঙ্গে একযোগে থাকতে পারে না। রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য বিজেতা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা এবং বোকা হওয়া অনুভব করেছিল। এমন কি দূরবর্তী চীনও তার বিশ্বাস হারিয়েছিল। ইন্দোচায়নাকে ফরাসী সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়ার ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্াওয়া গেছে। আমাদের দেওয়া অবাধ প্রতিশ্রুতি ফুৎকারে উড়ে গিয়েছিল। স্বদেশ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের দেশের জনগনের মনে গভীরভাবে একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে আমরা প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ করছি। বেঁচে থাকার একটা অনুভূতি যেটা এরকম যে একবার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে আমরা আবার আমাদের সীমানায় ফিরে আসবো।

উইলস্টন চার্চিল এবং ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট একমাত্র নেতা ছিলেন না যাদের বলা কথা এবং কাজকর্ম তাদের ঘোষণা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা নজর রাখা হতো। অন্যান্য নেতাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটানো হতো। বিব্রত বিশ্বকে মি. স্ট্যালিনের ব্যর্থতা ঘোষণা করলে পূর্ব ইউরোপের উল্লেখ সমেত রাশিয়ায় বিশেষ আশাগুলি নেতাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে আরো একবার স্বপক্ষ হয়েছিল। পৃথিবীর নেতাদের কিংবা জনগণের কারো মতামতই বোঝার মত নয়, কার্যে পরিণত

করাও সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমাদের পরিকল্পনাগুলি যে সত্যি তা প্রমাণ করছি।

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ইউনাইটেড স্টেট্স এবং ইউরোপের অমায়িক দেশগুলির জনসাধারণ, তাছাড়া জার্মানী এবং ইটালীর আনাচে কানাচের মানুষ ভেবেছিল যে তারা মানবজাতিকে স্বাধীন করার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে সাধারণ একটা যুদ্ধের অংশীদার হিসাবে ঐ জোটে যোগ দেওয়ার জাতিগুলির দস্তখত দেখলো তখন, যখন ইউনাইটেড ন্যাশনস''-এর জোট ঘোষিত হলো তাদের ধারণা ছিল যে যুদ্ধ চলার সময় ঐসব জাতিগুলি কৌশলের কমন কাউন্সিলে বলে অর্থনীতির মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবে। কারণ তারা জানতো এইভাবে খুব দ্রুতগতিতে যুদ্ধের সমাপ্তি টানা যাবে। তারা এটাও জানতো যে একসঙ্গে কাজ করতে দেখাটাই হল শ্রেষ্ঠ বীমা। ভবিষ্যতে জাতিগুলি যৌথভাবে বাঁচতে শিখবে।

একবছরেরও বেশী কেটে গেছে জোট-এ স্বাক্ষর করার পর। আজকের দিনে ইউনাইটেড স্টেট্স হলো একটা মহান প্রতীক এবং জোটের সঙ্গী। তবে আমাদের অবশ্যই এই ঘটনাগুলির মুখোমুখি হতে হবে যেমন যদি আশ্বান্বিত লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাশ না হয়, আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী যদি অর্জিত হয়, এমনকি সংঘাত আজকের দিনে, আগামী দিনে নয় ইউনাইটেড স্টেট্স যদি সাধারণ কাউন্সিল হয়, যুদ্ধ জয়ের জন্য নয় মানব জাতির মঙ্গলময় ভবিষ্যতের জন্য।

আমরা যখন লড়াই করি তখন আমাদের অবশ্যই একটা কার্যসাধনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে একজোট হয়ে লড়াই করার জন্য। যুদ্ধ শেষ হবার পরেও সেটি স্থায়ী থাকবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সফল সাজসরঞ্জামগুলি বৃদ্ধির মান একদিনে তৈরী করা সম্ভব নয়। কিংবা পুনর্জাগরিত জাতীয়বাদী স্পন্দনে, আত্মানুসন্ধানে, নৈতিক অধঃপতনে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ইত্যাদি যেগুলি সর্বদাই যুদ্ধের পরের যুগের ঘটনা সেগুলির মধ্যে সৃষ্টি করার ব্যাপারে খুব বেশী একটা আশা করা যায় না। সাধারণ বিপদের জমাটবাঁধা শক্তির অধীনে তাদের গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিনের ঘষামাজার উদ্যোগে সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানের মধ্যে কাজের যোগ্য এবং মসৃণ করে তুলতে হবে।

যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রতিবন্ধকতার এবং শান্তির পরিবেশকে উন্নত করার কার্য সাধারণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করার কথাটা বলা অহেতুক। অন্তত সেই কার্যসাধনের ব্যবস্থাটি শত্রুকে পরাজিত করার একটা সাধারণ উদ্দেশ্য সামনে রেখে উদ্যোগকে জোটবদ্ধ করে সমবেত না করা যায় ততক্ষণ তো নয়ই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এবং যুদ্ধের পর উন্নতির ওপর ভরসা

করে চাকরির ব্যাপারে পুরোপুরি নিয়োগের সমস্যা মেটানোর ভাবনাটা নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। একসঙ্গে লড়াই করতে পারলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা এবং বুঝে কাজ করা শিক্ষা দিতে পারবো। আমাদের কয়েকজন নেতা যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। একত্রে চীনের সঙ্গে আমরা একটা সামরিক কৌশলে উন্নত করতে পারছি না যতক্ষণ, ততক্ষণ কি আমরা চীনের সঙ্গে বিরাট বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নতি করতে পারছি। রাশিয়ায় সম্ভাবনাগুলি চমকপ্রদ হলেও আমরা কি ধরে নিতে পারি তাকে আগামীদিনের সমন্বয়মূলক অর্থনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনতে অন্তত যতক্ষণ না আমরা তার সামরিক কৌশলগুলি এবং তাদের রাজনৈতিক সাধারণ কাউন্সিলের সঙ্গে একজোটে কাজ করাটা না লিখে দিতে পারি?

বর্তমানে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এর একটা কাউন্সিলের প্রয়োজন কি? যে সাধারণ কাউন্সিলে কিনা সমস্ত পরিকল্পনা একসঙ্গে, কয়েকটি কাউন্সিল নয়, যারা নির্দেশ করে অথবা অন্যান্যদের সাহায্য করে যেমনটি তারা ভালো মনে করবে সেই ভাবে। অবশ্যই আমাদের ভালো সামরিক কৌশলের কাউন্সিলে থাকতে হবে। সমস্ত ধাক্কা খাওয়া দেশগুলি তার মাধ্যমেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এমন কি চীনও আমাদের কিছু শিক্ষা দিতে পারে। খুব কম সংখ্যায় তারা লড়াইতে আছে। রাশিয়ার সম্বন্ধেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। যুদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে তার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। 'ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এর মোট যুদ্ধের উৎপাদনের ব্যাপারে তাদের অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে একসঙ্গে মেলাতে আমাদের অবশ্যই একটা কাউন্সিল থাকা দরকার এটাই যথেষ্ট নয়। সহযোগীতায় ভবিষ্যৎ অর্থনীতির সম্ভাবনাসমূহ যৌথভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

আমাদের এখন কিছু নীতি সৃষ্টি করতে হবে 'ইউনাইটেড নেশনস''-এর মত। এটি একটি মহান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের কাজকে চালনা করতে এই নীতিগুলি সাহায্য করবে। তাছাড়া সমস্ত ভদ্র দেশগুলিকে মুক্তির কাজে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো। তার অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে আমরা একটা যৌথভাবে কার্যসাধনের ব্যবস্থা গড়ে তুলবো। সেটি আমাদের বিজয়ী সৈন্যদের প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গ দেবে। নতুবা আমাদের একটা পথ থেকে আর একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। আগামীদিনের অসন্তুষ্টির বীজ রোপন করে—জাতপাত, ধর্মীয় রাজনৈতিক—যেসব মানুষকে আমরা মুক্ত করতে চাইছি তাদের মধ্যে নয় এমন কি ''ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এর নিজেদের মধ্যে। যুগযুগ ধরে আমাদের শুভানুধ্যায়ী জনসাধারণের আকাঙ্খাগুলিকে এই অসন্তুষ্টি ধ্বংস করেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

এটা মুক্তি যুদ্ধ

. সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে যুদ্ধ চলছে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। এটি হলো মুক্তিযুদ্ধ এটি মি. স্ট্যালিনের কথা। এটি হলো নাজি অথবা জাপানীদের হাত থেকে কিছু দেশকে মুক্ত করা এবং সেইসব সৈন্যদের আশার হাত থেকে অন্যান্যদের মুক্ত করা। এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আমরা একমত। মুক্তির মানে তার থেকেও বেশী কিছু তাতে কি আমরা একমত। একত্রিশটি দেশ একজোট হয়ে যে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস'' গঠিত হয়েছে তারা তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য মুক্তিলাভের ওপর নির্ভর করে একসাথে যুদ্ধ চালাচ্ছে। সেইসঙ্গে সমস্ত মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ারও ইচ্ছা আছে। ফলে নিজেরা সমর্থ হওয়া মাত্র নিজেরা নিজেদের দেশ পরিচালনা করতে পারবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও থাকবে। ফলে তাদের স্বশাসিত সরকার দীর্ঘজীবি হবে।

আমার ধারণা, স্বাধীনতার বিষয় হলো এই দুটি যা এই যুদ্ধে আমাদের শুভ বিশ্বাসের কষ্টিপাথর গঠন করবে। আমার বিশ্বাস অবশ্যই তাদের উভয়কে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শে যুক্ত করতে হবে যে আদর্শে আমরা যুদ্ধ করছি। এসব না করতে পারলে আমাদের পক্ষে শান্তি আনা সম্ভব হবে না এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। আবার যুদ্ধে যে জয়লাভ হবেই এ ব্যাপারেও সন্দেহ আছে।

১৯৪২ সালের সাতই অক্টোবর। চীনাবাসী এবং বিদেশী সংবাদ সংস্থাগুলির উদ্দেশ্যে চাঙকিঙে আমি একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। যাতে আমার পৃথিবী সফরের পর আমি যে ভাবনা চিন্তায় উপস্থিত হয়েছিলাম তা রাখবার চেষ্টা করেছিলাম।

যা বিবৃতি দিয়েছিলাম তার কিছুটা এখানে তুলে ধরলাম—

তেরোটি দেশ আমি ভ্রমণ করেছি। অনেক রাজ্য সোভিয়েট, প্রজাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল, উপনিবেশ ইত্যাদি আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। বিভিন্ন মানুষের নানারকম জীবনযাপন, বিভিন্ন ধরনের শাসন ক্ষমতা আমি লক্ষ্য করেছি। তবে যেসব জায়গা আমি সফর করেছি তাদের প্রত্যেকটিতেই কিছু ব্যাপারে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি। ঐ সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সেই সাধারণ কিছু বিষয় আমার চোখে পড়েছে।

তাদের প্রত্যেকের সুর একটা—'ইউনাইটেড ন্যাশনস' যুদ্ধে জয়ী হোক।

যুদ্ধের শেষে তারা স্বাধীন ভাবে খোলামেলা ভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

কমবেশী তার সবারই পৃথিবীর আগুয়ান গণতন্ত্রের টিকে থাকা এবং যুদ্ধের পর অন্যান্যদের স্বাধীনতার ব্যাপারটিতে সন্দেহ রয়ে গেছে। আর সেই সন্দেহ আমাদের পক্ষে যোগদানের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ এবং উৎসাহ শেষ করে দিয়েছে।

এখন যুদ্ধে জয়লাভ করা সাধারণ মানুষের সমর্থন প্রয়োজন। নতুবা সেই যুদ্ধ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর অসুবিধাজনক, শান্তি লাভ করা প্রায় অসম্ভব। এই যুদ্ধ শুধুমাত্র একটা মোক্ষম কৌশল গত সমস্যা নয় দায়ীত্বপ্রাপ্ত সৈন্যবলের কাছে। মানুষের মনের জন্যও এই যুদ্ধ। আমাদের অবশ্যই আমাদের পক্ষকে সংগঠিত করতে হবে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়া ইত্যাদি দেশের পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষের আক্রমণাত্মক শক্তি, উগ্রতা এবং সক্রিয়তাকে আমাদের সামিল করতে হবে একটি সংগঠনের ছাতার তলায়। আমাদের এটাই করতে হবে................।

লড়াই করার জন্য মানুষের যথেষ্ট অস্ত্রের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যুদ্ধে জয় করার জন্যও চাই। তাদের আগ্রহ এবং একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের দরকার ভবিষ্যতের জন্য এইজন্য যে পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তারা লড়াই করছে সেটি যেমন উজ্জ্বল তেমনি পরিষ্কার রঙের।

বিশেষ করে এশিয়ায় সাধারণ মানুষ বোধ করে যে জাপানীদের শাসনের থেকেও তুলনামূলক ভাবে খারাপ কারণে আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে বলছি। তা তাদের কাছে নাকি পাশ্চাত্ত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের থেকেও জঘন্য। এটা এমন একটা মহাদেশ যাদের পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের রেকর্ড দীর্ঘ এবং মিশ্রিত। কিন্তু যেখানে মানুষ, তাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ বিদেশী শাসনের অধীনে না থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। এশিয়ার আধুনিক মানুষের কাছে স্বাধীনতা এবং সুযোগ শব্দদুটি হলো যাদুশব্দ। আধুনিক পৃথিবীতে যে দেশটি সবথেকে নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে পরিচিত সেই জাপানকে আমাদের কাছ থেকেই এই শব্দগুলি চুরি করে নিতে দিয়েছি এবং তাদের নিজেদের দুর্নীতির কাজে লাগাতে দিয়েছি।

গণতন্ত্র আসলে কি, সেটা এশিয়ার অধিকাংশ লোকই জানে না। আমাদের মত গণতন্ত্র তাদের কাম্য। অনিবার্যভাবেই তারা সবাই রুপোর থালায় সাজিয়ে পরের বৃহস্পতিবারেই গণতন্ত্র পেতে রাজী নয়। কিন্তু নিজেদের নির্বাচিত সরকারের অধীনে তারা নিজেদের নিয়তি নিজেরাই ঠিক করে নিতে কঠোর সংকল্পবদ্ধ।

এমনকি চিন্তাশীল মহিলা-পুরুষদের বিব্রত করে 'অ্যাটলান্টিক চার্টার'-এর ভাবনাও। তারা কি এতে দস্তখত করবে, এটা যে 'প্যাসিফিক'-এ প্রযোজ্য তাতে

কি একমত হবে? এইসব জিজ্ঞাসা ঐসব মানুষের মনে। অবশ্যই ঐসব প্রশ্নের উত্তরে সহজ ও স্পষ্টভাবে বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের দিতে হবে। আমাদের অবস্থানটি কোথায় সেটা আগে জানতে হবে। আর এই সমস্যা সমাধানের এই ধরনের একটা বিবৃতিকে পরিকল্পনায়ীত করতে গিয়ে আমাদের হাবুডুবু খেতে হবে। অথচ এগুলি আমাদের বন্ধু পক্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নিরেট এবং অর্থপূর্ণ।

সমস্ত বেশীর ভাগ আমেরিকাবাসীর কাছে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে এই পরিকল্পনার কিছুটা এই ধরনের বিবৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এটা আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্বাস করি এই যুদ্ধের ফলাফলের অর্থ কিছু দেশের সাম্রাজ্য অন্যান্য দেশের ওপর অর্থাৎ যে দেশে এখন থেকেই চীনাবাসীরা বাস করছে সেখানে তারা ছাড়া অন্য কেউ শাসন করতে পারবে না বা করা উচিতও হবে না। আর অবশ্যই আমাদের এখন বলতে হবে, যুদ্ধের পরে নয়।

ঔপেনিবেশিক জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য কোন ব্যবস্থা খুঁজে বের করা বিশ্বের কাজ, এটা আমরা বিশ্বাস করি। তারা মুক্ত এবং স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার জন্যই 'ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এ যোগ দিয়েছে। আমাদের এমন একটা মজবুত সময় নির্ঘন্ট তৈরী করতে হবে যার অধীনে তারা কাজ করবে এবং তাদের নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে নিশ্চিন্ত করবে। এছাড়া আমাদের অবশ্যই এমন কথা দিতে হবে যার ফলে তারা 'ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এ থেকে সমবেত ভাবে অগ্রসর হতে পারে আবার সেই ঔপেনিবেশিক অবস্থার মধ্যে যেন পেছনে চলে না যায়।

যুদ্ধে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত অনেকের ইচ্ছা, এইসব জিনিসগুলি চাপা থাক। কিন্তু এটা সত্যি নয়। উন্নত সমাধানের সন্ধান করতে গিয়ে দায়িত্বশীল উদ্যোগ আমাদের শক্তি এনে দেবে। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে বিরোধীরা সবসময় সামাজিক পরিবর্তনগুলি দেরী হওয়াটাই বেশী কামনা করে। যুদ্ধের পরে এই পরিবর্তনগুলি খুব কম এবং খুব দেরীতে হতে পারে।

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই জাতীয় বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথগুলি উন্নত করতে হবে। যেমন যারা আমেরিকার বাস করে, ভোগ করে তেমনি ভাবে তাদেরও শান্তির ক্ষেত্র একই কায়েমী স্বার্থ রক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

'ইউনাইটেড স্টেট্স'-এ অক্ষরেখা ভেঙে ফেলার জন্য আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ত্যাগ করার কথা সাময়িকভাবে বলা হয়। যুদ্ধের পর আমরা আবার এই স্বাধীনতা এবং মুক্তি উদ্ধার করবো। যেভাবে আমরা আমাদের আমেরিকাবাসীদের জীবনযাত্রার ধরণটি নিশ্চিত করবো সবার জন্য বেঁচে

থাকার উন্নত মান সমেত তার একটা পৃথিবী সৃষ্টি করবে সেখানে সর্বত্র মানুষ স্বাধীন হতে পারে।

অসংখ্য মন্তব্য সৃষ্টি হতে পারে এই বিবৃতির মাধ্যমে। এর বেশীর ভাগটাই আমাকে অভিনন্দন করার প্রতিক্রিয়া করবে। অবশ্য কিছুটা ক্রোধ মিশ্রিত থাকবে। কেননা এটি আমার অনুভূতিকে দৃঢ় করবে এই ভাবে যে জনগণের গভীর মতামতগুলি, যা কিনা নীরবে কিংবা শক্তির সাহায্যে কাজ করে ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক নেতার থেকেও এগিয়ে এই প্রশ্নে। আমাদের আঁকড়ে থাকা বিশ্বাসগুলি খুব শীগ্‌গির যেগুলি বিশ্বের সামনে খোলাখুলি স্বীকৃতির মধ্যে ঠেলে দেবে।

আমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে একটা যুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলিকে সীমিত করার প্রলোভন রয়েছে।

আমরা আশা করতে পারি উদাসীনভাবে যে, যে লম্বা চওড়া বাণী আমরা বলে থাকি তা শান্তির আলোচনায় ছোট ছোট হয়ে যাবে অবধারিতভাবে। আমরা এড়িয়ে যেতে পারি খরচবহুল এবং কষ্টকর বোঝাপড়াকে। যা কিনা সমস্ত মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠা করতে সরকার লড়বে।

আমি ভ্রমণ করেছি আফ্রিকা থেকে আলাস্কা পর্যন্ত। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই এমন একটা প্রশ্ন আমার কাছে রেখেছে যা সমস্ত এশিয়া জুড়ে প্রায় একটা প্রতীক হয়ে গেছে। ভারত সম্পর্কে বল? এখন আমি ভারতে যাইনি। আমি ঐ কঠিন প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করার প্রস্তাব দিইনি। কিন্তু এর একটা কারণ ছিল, যেটি আগে আমাকে রিপোর্ট করতে হয়েছিল। এটির সামনাসামনি হতে হয়েছে কায়রো থেকেই প্রতিটি বাঁকে। চীনের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন— ভারতে স্বাধীনতার বাসনা যখন ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তখন দূর প্রাচ্যে ব্রিটেন শ্রদ্ধা পায় নি। সম্মান পেয়েছে ইউনাইটেড স্টেট্‌স।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এই জ্ঞানী ব্যক্তির বিবাদ হয়। যখন তিনি বলেন—একটি সাম্রাজ্যবাদ আপনি যদি পছন্দ করেন। ঘটনাক্রমে তিনি এটি বিশ্বাস করেন না। এমন কি ওটা নিয়ে কোন আলোচনাও করেন না। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে ভারতে আমাদের নীরবতায় আমরা নাকি প্রাচ্যে আমাদের শুভেচ্ছার ভাণ্ডার বিপুলভাবে এরই মধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমাদের ওপর যেসব প্রাচ্যের মানুষ নির্ভরশীল তারা সন্দিহান। ভারতের সমস্যার ব্যাপারে আমাদের হাবভাবে তাদের কাছে প্রকাশ যে যুদ্ধের শেষে প্রাচ্যের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্বন্ধে আমরা যে সমস্যাগুলি অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমাদের কথাগুলি

ছিল অপরিষ্কার। ফলে তাদের আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারি নি যে আমরা লড়াই করছি স্বাধীনতার জন্য কিনা বা স্বাধীনতার মানে কি?

চীনে স্বদেশ থেকে হাজার মাইল দূরের ছাত্র রিফিউজিরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে যুদ্ধের পর আমরা আবার সাঙহাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি কিনা। ব্রুকলিনে তাদের কোন পরিজন আছে কিনা, এ প্রশ্ন ছিল বেরুট এবং লেবাননের মানুষদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, 'ইউনাইটেড স্টেটস' লেবাননবাসীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বাস করে। তারা বলেছিল যদি থাকে তাহলে ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সের দখলদারী শক্তিকে বোঝাতে যে যুদ্ধের পর সিরিয়া এবং লেবাননের মানুষদের যেন মুক্তি দেয়। তারা যেন স্বদেশে ফিরে যেতে পারে।

স্বাধীনতার অর্থ হলো, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, সমস্ত আরব দুনিয়া, সেই সঙ্গে চীনে এবং সমস্ত দূর প্রাচ্যে, ঔপেনিবেশিক ব্যবস্থায় নিয়মিত কিন্তু অনুসূচী লোপ। তবে এটাই সত্যি, আমাদের পছন্দ করা বা না করা কিছু আসে যায় না। 'ফ্রী ন্যাশনস'-এর ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হলো পৃথিবীর এমনি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার সব থেকে বড় সুসজ্জিত উদাহরণ। আর সেই মহান পরীক্ষার সফলতা আগামী দিনে নিহিত জাতীয় সরকারের সমস্যাগুলির সমাধান করার ব্যাপারে ইউনাইটেড স্টেট্‌সকে অনুপ্রাণিত করবে। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল এখনো ঔপেনিবেশিক শাসনের মধ্যে। কমনওয়েলথ সত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেনের এখনো অসংখ্য উপনিবেশ রয়েছে। যা কিনা সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট। সামান্য অথবা কোন স্বশাসন নেই। যদিও ইংরাজ ব্যক্তিদের মধ্যে অগুনতি লোক, নিজের দেশে এবং কমনওয়েলথে, স্বার্থহীন ভাবে কাজ করে চলেছে। ভীষণ পটুতার সঙ্গে এই অবশিষ্টগুলির পরিমাণ কমানোর দিকে এবং ঔপেনিবেশিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কমনওয়েলথকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে।

কেবল যে ঔপেনিবেশিক শাসক হিসাবে ইংরাজ রয়েছে তা নয়। ফ্রান্সও এখনো আফ্রিকায়, ইন্দোচীনে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সমগ্র পৃথিবীর দ্বীপগুলিতে তাদের সাম্রাজ্য আছে বলে চীৎকার করে। ডাচেরাও এখনও নিজেদের ইষ্ট ইন্ডিয়া এবং পশ্চিমে অঞ্চলগুলির দাবিদার বলে মনে করে। পর্তুগীজরা, বেলজিয়ানরা এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি দেশেরও ঔপেনিবেশিক দখলদারি বর্তমান রয়েছে।

আর আমরা নিজেরা এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের জন্য আমাদের দায় রয়েছে। এর ওপরে রয়েছে আমাদের ঘরোয়া সাম্রাজ্যবাদীতা।

কিন্তু অবশেষে পৃথিবীর সাড়া পাওয়া গেছে। অন্য মানুষের দ্বারা শাসিত

দেশের মানুষ স্বাধীন নয় এটা সকলেই বুঝতে পারছে। এবং সেটাও নয় যা রক্ষা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের সম্মুখে অনেক সমস্যা রয়েছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না। সেগুলির প্রকারভেদ বিভিন্ন, চাপিয়ে দেওয়া শাসনাধীন এবং ঔপেনিবেশ দেশের ওপর নির্ভর করে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখনও স্বাধীনতার জন্য তৈরী নয়। কিংবা ভবিষ্যতে সেটা রক্ষা করতেও তারা রাজী নয়। কিন্তু আজ তারা সবাই কিছু আশ্বাসের জন্য কাজ করতে একটা সময় চায়। ভবিষ্যতে তারা আমাদের তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবার কথা বলবে না। তারা এত ছেলেমানুষ কিংবা বোকা নয়। তারা চাইবে কেবল সুযোগ সমস্যা সমাধানের জন্য। আধুনিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক সমস্যাও হতে পারে। বিশ্বের মানুষ চায় তাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতা, কেবল রাজনৈতিক সন্তুষ্টিতে তারা মুক্ত হতে চায় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমাদের স্বদেশে সাম্রাজ্যবাদ

আমাদের ঘরোয়া সাম্রাজ্যবাদের কথা আমি কেবল উল্লেখ করেছি বিশ্বের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদগুলির মধ্যে। এই যুদ্ধ আমাদের জন্য নতুন দিগন্তগুলি খুলে দিয়েছে, নতুন ভৌগোলিক দিগন্তগুলি, নতুন সামাজিক দিগন্তগুলি। আমরা খুব বেশী মাত্রায় স্বদেশ উদ্যোগে অনুরক্ত রয়েছি। আমরা এমন মানুষ হয়ে উঠেছি ঠিক যেন সমুদ্রের পাড়ে যাওয়ার প্রথম উৎসাহ। রাশিয়া, বার্মা, টিউনিশিয়া অথবা চিলির শহরগুলির নাম সংবাদপত্রগুলিতে আমাদের প্রাথমিক দৃষ্টি টানছে। সৈন্যবাহিনীরা উৎসাহ ভরে বেশীর ভাগ চিঠি আটকে রেখেছিল সেগুলি আমাদের স্বদেশে আসছে। সেগুলি অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনায়, গ্রাজল ক্যানেল, আয়ারল্যাণ্ড অথবা উত্তর আফ্রিকায় আমাদের কমবয়সী মানুষদের। তাদের উৎসাহের সঙ্গে আমাদের উৎসাহ মিশে গেছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা যখন পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ করেছে তখন তারা আমেরিকার কেবল একজন প্রাদেশিক হিসাবে স্বদেশে ফিরবে না। অথবা আমাদের সেরকম নজরে আর দেখবে না। এর মানে কি? এর মানে হল এই যে যদিও আমরা প্রথম দিকের বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছি আমরা একটা ঘরোয়া নবীন জাতি থেকে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থের একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছি মাত্র। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই

একটি প্রকৃত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে। শাসক দেশটি কত উচ্চমানের, সেটা কোন বিষয় নয়। এটি সমানভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিসদৃশ যা কিনা একটি জাতি একটি দেশের অন্তর্দিক উন্নত করতে পারে। এটি যদি আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করতে চাই এবং এর জন্য লড়াই করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই এটিকে প্রত্যেকের সামনে বিস্তৃত করতে হবে। তারা বড়লোক হোক আর গরীব হোক, তাদের মতামত বিভিন্ন রকমের হোক সেটা কোন চিন্তার ব্যাপার নয়। তাদের কি মত অথবা তাঁদের গায়ের রঙ কি। সুন্দর বিবেক বোধ দিয়ে আমরা এটি আকাঙ্খা করি না যে আমেরিকার স্বাধীনভাবে বসবাসকারী মানুষ তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা স্থির বিশ্বাসে উপনীত হওয়ার আগে ব্রিটিশ ভারতের মুক্তির জন্য আদেশাত্মক নির্ঘন্ট গঠন করুক।

এই যুদ্ধে আমরা দল গড়েছি চীনের চারশো মিলিয়ন মানুষকে নিয়ে। আমরা বন্ধু হিসেবে ধরে নিয়েছি ভারতের তিনশো মিলিয়ন মানুষকে। আমাদের সঙ্গে এক সাথে থেকে লড়াই করছে ফিলিপাইনস, জাভা ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনগন। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো এই যুদ্ধের সমবেত মানুষের হার। তাদের কোন পক্ষই আমেরিকার বেশীর ভাগে সম্প্রদায়ের কোন জোট আছে। কিন্তু এই যুদ্ধের কাছ থেকে আমরা এটি শিখছি যে সাম্প্রদায়িক শ্রেণী বিভাগ। বা জাতিবিদ্যাগত বিবেচনাগুলি মানুষকে একসঙ্গে বাঁধতে পারে না। এটা স্বজাতীয় উদ্দেশ্য এবং অংশদায়ী ধারণা।

এই শিক্ষা আমরা লাভ করছি যে মানুষের লক্ষ্য এবং তাদের লক্ষ্য এক। তার দেহের রঙ নয়, এমন কি হিটলারে উচ্চ সাম্প্রদায়িক প্রাচীরেও একটা সাধারণ উদ্দেশ্যের ফলে ফাটল ধরেছিল তা ছিল জাপানী 'সম্মানীয় আর্য' নামে পরিচয়ে। স্বাভাবিক মিত্রসমূহ আমাদেরও রয়েছে। আমরা অবশ্যই এখন এবং এখন থেকে একটা জাতি হিসাবে ঐ সমস্ত জনসাধারনের সঙ্গে যোগ দেবো। তাদের গায়ের রঙ যাই হোক না কেন, তারা যে সম্প্রদায়ের হোক না কেন, তারা জন্মগত অধিকার হিসাবে মুক্তি দেবে, উভয়কেই, নিজেদের এবং অন্যান্যদের। অবশ্যই আমরা বর্তমানে এবং আগামী দিনে ঐসব মানুষের সঙ্গে জোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদের মতবাদকে খারিজ করবো। যেটি অন্তহীন যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আরো একবার আমি জোর গলায় বলতে পারি যে জনগনের মিত্রদের নির্ধারণ করতে সম্প্রদায় কিংবা বর্ণের কোন ভূমিকা নেই। এই লড়াই-এ তাদের শত্রু কারা কারা তাও নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। প্রাচ্যে আমাদের একটা সহজ উদাহরণ

রয়েছে যে জাপান আমাদের শত্রু। এর কারণ হলো তাদের কপট এবং বর্বর আগ্রাসন ছিল অন্যান্য দেশগুলির ওপর। এটাই যথেষ্ট নয়। পৃথিবী শাসন এবং পৃথিবীর মানুষকে দাস বানানোর উদ্দেশ্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মতবাদই এর কারণ। জাপান আমাদের শত্রু। কেননা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বিনা উস্কানিতেই আক্রমণ করে আর যার সাহায্যে যে তার বিজয় রথ অব্যহত রাখতেই যে তার প্রতিটি আক্রমণ তৈরী করে।

আমাদের মিত্র পথ হলো চীন কারণ সে আমাদের মত কোন দেশ জয় করার স্বপ্ন দেখে না। স্বাধীনতার মূল্য দিতে সে জানে। তাছাড়া আমাদের সে বন্ধু এই কারণে আগ্রাসনের এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে সব দেশের মধ্যে সে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছে।

এখানে জাগতিক দুরকমের মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক পক্ষ আমাদের বন্ধু, অপরপক্ষে শত্রু। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করছি তার সঙ্গে সম্প্রদায় বা বর্ণের কোন মিল নেই। আমরা কোন পক্ষের হয়ে লড়াই করবো তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বর্ণ বা সম্প্রদায়ের পক্ষে। এই ব্যাপারগুলিই হলো সেই বস্তু যা শ্বেতাঙ্গরা এই যুদ্ধের মাধ্যমে শিখছে। আমাদের এগুলি শেখা প্রয়োজন।

এমন কি আমাদের শত্রু জাপান আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তারা হিংস্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্যে এই জিনিসের আবির্ভাব ঘটাতে চাইছে যে শ্বেতাঙ্গরা বাছাই সাম্প্রদায়িক নয় এবং সংগ্রামে উচ্চপদের অধিকার ভোগ করে না নিছক অতীতের উন্নতি এবং কর্তৃত্বের কারণে। মাত্র দেড় বছর আগে যেখানে একটা সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে সাধারণত জাপানকে ঘৃণার চোখে দেখতাম। এখন আমাদের বোধগম্য হয়েছে যে আমরা এক দৈত্যের ন্যায় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে চলেছি। আমাদের সমস্ত শক্তি তার বিরুদ্ধে সঁপে দিতে হবে।

একই প্রতীকের সাহায্যে আমরা আমাদের বন্ধু দেশের চীনের কাছ একটি নতুন এবং সুন্দর নম্রতা শিক্ষা লাভ করেছি। পাঁচ বছরেরও বেশী সময় ধরে আমরা তাদের দেখে আসছি। কোন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সে একাই ঐ একই শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। আর আজকের দিনে তার জনসাধারণ এখনো প্রতিরোধ করছে যখন কিনা আমরা লড়াই-এ আমাদের সম্পূর্ণভাবে অংশ নিতে তৈরী হচ্ছি এখনো। শ্বেতাঙ্গরা যে নৈতিক আবহাওয়ায় বাস করছিল তা বদলে যাচ্ছে। দূর প্রাচ্যের জন্য সাধারনের প্রতি শুধু মনোভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে তা নয়, স্বদেশেও এর প্রভাব পড়েছে।

ইউনাইটেড স্টেট বহুদিন ধরে বহির্বিশ্বে কোন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা করেনি বটে তবে দেশের ভেতর তারা এমন কিছু করেছে যা সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে ধরা যায়। এই দেশের শ্বেতাঙ্গদের মনোভঙ্গী নিগ্রোদের প্রতি যে নেতিবাচক তা স্বীকার করতেই হবে। সেটা এমনই একটা চরিত্র বিশিষ্ট যা একটা প্রেমহীন সাম্রাজ্যবাদের মত। একধরণের সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্ব, নিরাপত্তাহীন জনসাধারণকে ইচ্ছাকৃত শোষণ। তবে এটিকে আমরা বিচার করতে পারি এই বলে যে এর শেষটি হলো পরোপকারেচ্ছা। মাঝে মাঝে সেটা প্রকাশিত হয়েছে। শ্বেতাঙ্গরা আসলে তাদের নির্বোধ বলে মনে করে। এরকমই একটি আবহাওয়ায় মধ্যে এই সমস্যাটি জীবিত আছে।

কিন্তু এই বাতাবরণটি পাল্টাচ্ছে। আজকের দিনে চিন্তা আমেরিকাবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং আদর্শের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা পেরে উঠবে না। স্বদেশে সাম্রজ্যবাদের যে কোন রকমের লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা আমাদের করিয়েছে যুদ্ধ।

আমেরিকার কালো চামড়ার মানুষের কাছে কৃত দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি এসেছিল লড়াই-এর মাধ্যমে। লোকহিতকর সংস্কার এবং সামাজিক উন্নতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ ছাড়াই এটি প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে এটির একটি বিপর্যয়ী এবং পরস্পর ধ্বংসী যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল মানুষের স্বাধীনতা সংকটের প্রশ্ন আশায়।

এই সংঘর্ষের চাপের মুখে পড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দীর্ঘদিনের অপেক্ষমান বাধাগুলি এবং কুসংস্কারগুলি ভেঙে পড়ছে। এটিকে যে শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতিরোধ স্বদেশে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল স্পষ্টতই।

যখন সমস্ত দেশের জন্য আমরা স্বাধীনতা এবং সুযোগের কথা বলছি তখন আমাদের নিজেদের সমাজে কৃত্রিম আত্মবিরোধী সত্যগুলি ভীষণাকারে প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রকটতা তার এতই জোরালো যে সেদিকে নজর না দিয়ে আর পারা যায়নি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যদি বক্তব্য রাখতে চাই, তখন আমাদের অবশ্যই নিজেদের তো বটেই অন্যান্যদের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে। আমাদের ফ্রন্টিয়ারগুলির মধ্যে বাইরের প্রতিটি মানুষের জন্য এই ব্যাপারটা ভাবতে হবে। এটি যুদ্ধকালীন সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রদায়, ধর্মীয় এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লঘু সম্প্রদায়গুলি যুদ্ধের সময় দুটি ব্যাপার থেকে মাথা তোলে—গুরু সম্প্রদায়ের মানুষগুলির প্রতি সেইসব অতিরিক্ত হিংসুটে লঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সাধারণ অনুরূপতার দাবি, আর

দ্বিতীয়তঃ হলো প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় বিতৃষ্ণার আবেগগত চাপে পড়ে পুনরুভ্যুত্থান। নিজের কারনেই লঘু সম্প্রদায়গুলিকে এই যুদ্ধে দায়ী করা যায়। আর বিচ্ছিন্নতা এবং অস্বস্তি এই অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়।

সেইসব প্রক্রিয়া আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, একটা যুদ্ধ মনোস্তত্ত্বে যারা যারা অস্বাভাবিক অবিশ্বস্ত হয় এবং যে কোন অগোঁড়ামী শত্রুর ষড়যন্ত্রে কিছু মানুষ দ্বারা জারিত হয়। যে কোন সম্প্রদায়ে শোষনবাদীরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এর উদাহরণ আমরা পাই ১৮১২ সালের যুদ্ধে। সেই সময় গোয়েন্দাগিরির অপরাধে এক যুবক গ্রেপ্তার হয়, একটা রহস্যজনক পরিস্থিতিতে। "সে নাকি একটা লম্বা চাবুক নিয়ে যাচ্ছিল এবং অসংখ্য বোতামওয়ালা একটা প্যান্ট পরেছিল"। যখন ঘটনাটা ভুল বলে প্রমাণিত হলো তখন জনসাধারণ প্রাচীন নিয়মানুসারে শিখণ্ডি হিসাবে একটা কিছু করতে চাইলো। আর প্রথমেই সেই শিখণ্ডি খাড়া করার জন্য লঘু সম্প্রদায়ের লোককে অনুসন্ধান করা হলো।

আধুনিক যুগে এসব আমাদের কাছে বিদঘুটে বলে মনে হবে। একসময় অনেক দেশে আমরা এসব ঘটতে দেখেছি। আমাদের সবসময়ে একটা কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আজকের দিনে আমরা লড়াই করছি অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সেই যুদ্ধে যদি আমরা পরাজিত হই তাহলে যেসবই আমাদের ত্যাগ করতে হবে। বিদেশে যখন আমরা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করছি তখন যদি নিজের দেশে আমরা এগুলি ঘটতে দিতে থাকি তাহলে আমরা ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে যাবো।

একটা মাত্র সম্প্রদায়, বিশ্বাস বা সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের দেশ গড়া নয়। আমাদের দেশে প্রায় ত্রিশটি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাদের ধর্মীয় ধারণা বিভিন্ন, বিভিন্ন রকমের দর্শন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন। আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। আমাদের "স্বাধীনতার ঘোষণা"-এ মানুষের গণতান্ত্রিক ব্যাপারগুলিই প্রকাশ করেছে এবং তাদের জন্যে এবং তাদের উত্তরাধিকারদের জন্য সংবিধানে গ্যারান্টিও দিয়েছে তা রক্ষণাবেক্ষনের জন্য।

একাদশ হিসাবে আমাদের সফলতার কারণ এই নয় যে আমরা বড় বড় শহর তৈরী করেছি, বড় বড় কারখানা গড়েছি অথবা অনেক অনেক জমি চাষ করেছি। আমরা সফলতার এই মৌলিক আশ্বাস তৈরীতে সক্ষম হয়েছি, এটাই আমাদের সফলতার কারণ। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল এর ওপর। তাছাড়া সফলতা আমাদের কাছে এসেছে এই কারণে যে আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যকে

মেনে নিয়েছি এবং ব্যবহার করতে শিখেছি।

তুলনামূলক ভাবে আমরা একটি নতুন দেশ। পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের খনিগুলির কাজে অর্ধেকের বেশী এবং মোট উৎপাদনের তিনভাগ কাজে অধিবাসীরাই যোগ দিয়েছে। আমাদের প্রথম সারির কয়েকটি কৃষি রাজ্যের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশীটাই বিদেশ জাত।

১৮২০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত দেশের গঠনকালীন সময়ে সমুদ্রতীর গুলিতে ১৫০০০০০০ জনের বেশী নবাগত আমাদের দেশে হাজির হয়। এছাড়া গত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আরো অসংখ্য মানুষ চব্বিশ বছর ধরে এসেছে। এক কথায় বলা যায় যে দুশো বছরে নবাগত অসংখ্য বিদেশী আমাদের দেশে এসেছে এবং এদেশের লোকের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই সঙ্গে এনে দিয়েছে নতুন রঙ, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন আদর্শ। যারা দেশকে অখণ্ড রেখেছে এমন অগুনতি লঘু সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে এদেশে। আমরা একটা নতুন সৃষ্টি করতে পেরেছি কেননা নবাগত আগন্তুকরা আমাদের সরকারী কাঠামোর মধ্যে কোন অসুবিধা বোধ করেনি। একটানা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বা লড়াই করেনি। কিন্তু তারা আমাদের দেশ গড়ার কাজে অংশীদার হিসাবে আমাদের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সভ্যতার উচ্চ শিখরে আমাদের দেশ পৌঁছতে পেরেছে, আমার এটাই ধারণা। আমাদের এই সমবেত পথে নয় পৌঁছেছে আমাদের আবিষ্কারগুলির আমাদের জনসাধারনের বিভিন্ন বিশ্বাস এবং আমাদের দেশ এই ইউনাইটেড স্টেট্‌সে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সাধারণ বোঝাপড়া, সম্মান এবং সহায়তার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে পাশাপাশি থাকার জন্যই।

আমাদের এই আমেরিকার শাসন ব্যবস্থার বিরোধী কিছু যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা হিটলারের সামরিক, স্বৈরতন্ত্র কিংবা জাপানের স্বৈরতন্ত্র দেখতে পাবো। কিংবা ফ্যাসীবাদী ইটালির একনায়কতন্ত্র আমাদের নজরে পড়বে। জার্মানের শেষ দশ বছর হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ইতিহাস। সেই ওদের একটি মুখোস প্রমাণ করেছে যার পেছনে শান্তি প্রচারকারী একজন একনায়ক মানুষকে লঘু সম্প্রদায়কে নিশেষ করে দেবার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। যুদ্ধে নামার জন্য উৎসাহ দিয়েছে। এই অসহিষ্ণুতাই জার্মান জাতিকে সাময়িকভাবে একটা সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীর শক্তি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা সমাজ কাঠামোটাকেই অস্বীকার এবং দুর্বল করেছে। এর ফলে যুদ্ধের উত্তেজনা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ধ্বংস পরিপূর্ণ ভাবে সাধিত হবে।

লঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ করা উচিত, এটা আমার ধারণা। আমার

কাছে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ গণতন্ত্রের সম্পদ হলো লঘু সম্প্রদায় সমূহ। একনায়কতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে এমন সম্পদ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনে একনায়কতন্ত্র তাদের ভয় করে এবং দমন করে। কিন্তু গণতন্ত্রের সহিষ্ণুতার মধ্যে সংখ্যা লঘু সর্বদাই নতুন নতুন পরিকল্পনার লাগাতার স্রোত, নতুন নতুন ভাবনার এবং কাজের উদ্দীপক নতুন শক্তির লাগাতার উৎস।

সমাজের অগ্রগতির পক্ষে মোটেও শুভ নয় সংখ্যালঘুদের চিন্তাভাবনা এবং অভিব্যক্তি দমন করা। কারণ সংখ্যালঘুরা নিজেরাই এই সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়; মানব মনের বিরুদ্ধে অভিব্যক্তিগুলি দরকার যার বিরুদ্ধে এটি পরীক্ষা করা যায়।

আগে যা ভাবা হয় নি এখন থেকে আমাদের সর্বদাই সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে এই ব্যাপারটি যে যখনই আমরা যাদের ঘৃণা করি তাদের থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেবে তখন আমরা যাদের ভালোবাসি তাদের থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

একটি পৃথিবী

খুব সময়ের আগে আমাদের বন্ধু দেশগুলি জার্মান নেতৃত্বে বিজয় এবং আগ্রাসনের শক্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট জয় পেয়েছে মাত্র ২৫ ব্লছর আগে।

যুদ্ধে যেটিতে প্রাথমিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে শান্তির সেটি অনুসরণ করা উচিত। কেননা কোন যৌথ উদ্দেশ্যের ওপরই ভিত্তি করে এটি হতে পারেনি। মানুষ সেটাই বুঝেছে। তাই যে কোন ভাবে বিশ্ব শান্তি সম্ভব নয়। 'লীগ অব ন্যাশনস-এর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং মহিলা পুরুষ, যৌথ ইচ্ছাশক্তির কোন উন্নতি না করে, একমাত্র একটা সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্য দ্বারা সেটির কাঠামোগত আকৃতির ব্যাপার নিয়ে শুধু শুধু বির্তকে জড়িয়ে ছিল।

নতুন এবং মনগড়া শব্দের অন্তরালে পুরোনো ঔপেনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সেরকম ভাবে বজায় রাখা। প্রথম স্তরে অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ আমেরিকান সমাধান হলো এটির অসফলতার কারণ। দুর প্রাচ্যের প্রয়োজনগুলি এটি বেশী গুরুত্ব দেয়নি। অথবা পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য এটি ভালোভাবে চেষ্টা

করেনি। রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পূর্ণ হয় অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকবাদকে নিয়ে। এলো বালির ওপর প্রাসাদ তৈরী করার মত। কেননা কোন দেশই একলা পূর্ণ সফলতায় পৌঁছতে পারে না।

আমাদের অসফলতার আড়ালে আর একটি সূত্র রয়েছে সেটি আমাদের নিজেদের ইতিহাস থেকে পাওয়া গেছে। বর্তমানে যা ঘটছে সেই আলোকে আমাদের সব থেকে অনিবার্য দুর্বলতাগুলি হলো আমাদের বিদেশনীতিতে যে কোন ধারাবাহিকতার ঘাটতি। আন্তর্জাতিক সহযোগীতার একটা স্থায়ী অথবা মজবুত কার্যক্রম অর্জন করতে বা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে সেটা কোন বৃহৎ পক্ষই উঁচু গলায় বলতে পারে না। তুলনা করলে দেখা যাবে যে শেষ পাঁচ বছরের সময়কালে এধরনের কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকটির নিজেদের সময়কালীন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদ গোছের এবং প্রতিটি তার রুক্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদের সময়কাল, সাধারণতঃ ক্ষমতার বাইরে থাকা কংগ্রেস নেতৃত্ব, গৃহীত আমেরিকার রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাশীল পার্টির কাজকর্মের বিরোধীতা করে সে যে ধরনের ক্ষমতাই হোক না কেন।

দুই দলই বহুবছর ধরে বুঝেছে যে যদি শান্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাধীনতা এই পৃথিবীতে ধারাবাহিক ভাবে চলে তাহলে পৃথিবীর দেশগুলি অতি অবশ্যই অর্থনৈতিক স্থায়ীকরণ এবং সহযোগীতা সুলভ উদ্যোগের একটা ব্যবস্থার সন্ধান পাবেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে উইড্রো উইলসনের সভাপতিত্বে এই ব্যাকুল ইচ্ছাগুলি সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগীতার ভিত্তিতে একটা কার্যসূচী তৈরী করা হয়েছিল। এটাই শেষ নয়, লঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছিল। এছাড়া আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বাসী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে তারা যুদ্ধ বিবাদের বাধা বিপত্তি ব্যতীত তারা যেন সুন্দর ভাবে অগ্রসর হতে পারে। ঐ কর্মসূচী সম্পর্কে আমাদের ধারণা যা-ই হোক না কেন তা বিশ্বের শান্তির ব্যাপারে এটি ছিল নিশ্চিত এবং সার্থক পদক্ষেপ। আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি না যে ইউনাইটেড স্টেট্স এটিকে সমর্থন, প্রভাবিত এবং সক্রিয় অংশ নিলেও কতটা কার্যকরী প্রমাণিত হবে।

তবে আমাদের কাছে যে অজানা সেটি হলো আমরা উল্টোদিকে যাবো কিনা বা সম্পূর্ণটাই অসফলতায় ভরে যাবে কিনা। আমরা পৃথিবীর ঘটনাবলী থেকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্নতার এক যুগে প্রবেশ করেছি। গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, অনেকে আমাদের জননেতা, তারা দেশ ঘুরে গলা চড়িয়ে বলেছেন যে গতযুদ্ধে আমরা

ঠকে গিয়েছিলাম। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল আমাদের আদর্শগুলির সঙ্গে। ফলে তাদের মতে আবার বিশ্ব রাজনীতিতে আমাদের নিজেদের জড়ানো উচিত কাজ হবে না। যা কিনা অনিবার্যভাবে আবার একবার যুদ্ধের পরিণতি ঘটতে পারে। তারা বলেছিল যে আমাদের কতগুলি প্রাকৃতিক বাঁধা বিপত্তি রয়েছে। অতএব আমাদের দেশের চৌহদ্দির বাইরে পুরোনো পৃথিবীর অপ্রীতিকর এবং জটিল ঘটনাগুলির ব্যাপার না চিন্তা করাই ভালো।

অতিরিক্ত পরিমাণে শুল্কের বাধায় আমার বিশ্ববাণিজ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছি। ইউরোপ মহাদেশের ব্যাপারে আমাদের কোন উৎসাহ নেই। আর যখন কিনা স্বার্থানার্থ নতুন রণসজ্জায় সেজে উঠছে তখনও আমরা ইউরোপের অদৃষ্টের ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলাম। যখন ফ্রান্স সমেত ইউরোপী গণতন্ত্রীরা পিছিয়ে ছিল আমরা লণ্ডন ইকোনোমিক কনফারেন্সকে ভেতর থেকে আঘাত করেছিলাম। তখনই সেটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া অধোগামী অর্থনৈতিক পরিশোধটিকে প্রাণ করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। আর যখন বিদেশ বিনিময়ের অস্থায়ীত্ব পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে প্রধান বাধা রেখেছিল। আর এসব করার মাধ্যমে আমরা গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে শক্তিশালী করা এবং পুনর্বাসিন করার ব্যাপারে নেতৃত্বের জন্য একটা চমৎকার সুযোগকে বলি দিয়েছিলাম। আগ্রাসী শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে বলশালী করে। সেটি কিনা সেই সময়টিতে সমবেত হতে শুরু করেছিল।

সামগ্রিকভাবে কোন রাজনৈতিক দলেরই কোন দায় এর জন্য ছিল না। কোন বৃহৎদলই কঠোরভাবে এবং চূড়ান্ত ভাবে আমেরিকার জনসাধারনের সামনে দাঁড়াতে পারেনি তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী অথবা বিচ্ছিন্নতার শেষে দৃষ্ট হবার জন্য। আমাদের যদি বলতেই হয় যে ১৯২০ সালে প্রজাতান্ত্রিক নেতৃত্ব 'লীগ অব ন্যাশনস'কে ধ্বংস করেছিল তাহলে অবশ্যই আমাদের এটি বলতে হয় যে ১৯৩৩ সালে 'লণ্ডন ইকোনোমিক কনফারেন্স' ভেঙে দিয়েছিল গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ।

লীগের একজন বিশ্বাসী ভক্ত হলাম আমি নিজে। সে যা হোক, এইসময় লীগের ব্যবস্থাদির পক্ষে বা বিপক্ষে তর্ক না করেও ইউনাইটেড স্টেট্স-এর এটির পরাজয়ের জন্য প্রধান পদক্ষেপগুলির নির্দেশ করা উচিত কাজ বলে আমার মনে হয়। আমাদের দেশ সেই লড়াই এড়িয়ে চলা উচিত। এমন ধরনের পরিচালনার নিখুঁত নজির পাওয়া যায়। অবশ্যই যদি আমরা কখনো একটি দেশ হিসাবে আমাদের দায়ীত্বগুলি পরিপূরণ করা চাই। দেশ বলতে আমার ভাষায় যা বোঝায় সেটি হলো মুক্ত পৃথিবী, ন্যায়ের পৃথিবী এবং একটি শান্তির পৃথিবীতে বিশ্বাস করে।

ভার্সিমাইলিজে শান্তি প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট উইলসন চুক্তি করে ছিলেন। লীগের চুক্তিপত্র সমেত সেনেটের প্রজাতান্ত্রিক নেতৃবর্গের পরামর্শে অথবা অংশীদায়িত্ব ছাড়াই। এই পদক্ষেপটিকে তিনি গণতান্ত্রিক দলের জন্যে ধারাবাহিক ভাবে করেছিলেন। সেই কারণে কৌশলগত ভাবে অগুণতি প্রজাতন্ত্রীকে এমনকি আন্তর্জাতিক মানসিকতা সম্পন্ন প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধ অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিলেন।

তিনি ফিরলে সন্ধিপত্র এবং চুক্তিপত্রটি কার্যশালী করার জন্য ইউনাইটেড স্টেট্স-এর সেনেটে জমা দেওয়া হয়েছিল। আর সেখানেই আমেরিকার ইতিহাসে ঘটা সবথেকে বেশী নাটকীয় ঘটনার মধ্যে একটি ঘটেছিল আমি এখানে সেই লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। পৃথিবীর নেতৃত্বের ইউনাইটেড স্টেটস-এর পক্ষ থেকে খারিজ হয়েছিল, সেটিই এর ফলাফল।

যার কোন দলীয় রঙ নেই এমন একটি দলকে আমি জানি। এটি পরিচালনা করেছিলেন জেমস এ রীড। তিনি একটি বিশিষ্ট অবস্থানে ছিলেন। আপোস হীন যুদ্ধের প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন ছিলেন সম্পূর্ণ অন্যপ্রান্তে। তিনি প্রত্যেকটি বিন্দু এবং প্রত্যেকটি কাটা চিহ্নে জোর দিয়ে ছিলেন সন্ধিপত্রটিতে। সংরক্ষণপন্থীরা অবস্থান করতো এই দুই পক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে। তাদের মতামত ছিল হরেকরকম আবার তাদের রঙও ছিল রঙবেরঙের। তাদের প্রজাতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীদের অনুমোদন ছিল।

বর্তমানে আমরা জানিনা কিংবা আগামী দিনগুলিতে আমরা জানতে পারবো কিনা যে সিনেটের প্রজাতান্ত্রিক নেতা হেনরি ক্যাবট লজ (যার নামটি আমরা এখন লীগের পরাজয়ের সঙ্গে জড়াই) কিনা সংরক্ষণপন্থীদের নিরাপদ করে প্রকৃতই লীগ চেয়ে ছিলেন। লীগকে ধ্বংস করে দেবার জন্য তিনি সংরক্ষণপন্থীদের নিয়োগ করেছিলেন কিনা সেটাও আমাদের কাছে চিরদিন অজানা থেকে যাবে। এমনকি তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার পরিবারের বন্ধুরা এই বিষয়টি সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করতেন বলেও শোনা যায়।

আমাদের কাছে যখন ব্যাপারটি জ্ঞাত হলো তখন এই প্রশ্নটি সিনেট থেকে অনুমতি নিয়ে 1920 সালে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে এলো। সন্ধিপত্রের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের কোন দলই দাঁড়ালেন না যেমনভাবে স্বদেশে প্রেসিডেন্ট সেটি এনেছিলেন। "গণতান্ত্রিক সম্মেলন" তার মঞ্চে সংরক্ষণপন্থীদের স্বপক্ষে রইলেন। একটা আপোস করতে চাইলো প্রজাতন্ত্রী মঞ্চ। প্রজাতান্ত্রিক পদগুলিতে লীগের কট্টর সমর্থকদের সহজে জায়গা করে দেওয়ার জন্য সেখানে দাঁড়ানোর জায়গা পেয়েছিল লীগ বিরোধ প্রতিনিধিরাও।

দুটি মঞ্চই ছিল অস্থায়ী। অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক দল দুটির কোন শক্তিশালী ঐতিহাসিক অবস্থান ছিল না ইউনাইটেড স্টেটসের সহযোগীতার ব্যাপারে। প্রজাতন্ত্রী প্রার্থী ওয়ারেন হার্ডিং-এর মনোভঙ্গীতে সংশয় আরো দ্বিগুণ প্রকাশ হয়েছিল। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন না, অবশ্য তার মধ্যে কয়েকটি গুণ ছিল। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে উইলসন সন্ধির একটা পরিষ্কার নিশ্চিত সমর্থনের ওপর কক্সের অবস্থান ছিল। যদিও তার দলের মঞ্চ সংরক্ষণের সম্ভাবনাগুলি খোলা রেখে ছিল। এবং গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই শক্তিশালী বিরোধী অবস্থানে ছিল। কিন্তু কেউই জোর দিয়ে বলতে পারতো না যে লীগের বিপক্ষে কিছু করতে পারবে কিনা বা তারা এটিকে নির্বাচনে সমর্থন করতে পারে কিনা একটি সীমারেখা হিসাবে। এটা স্পষ্ট ছিল যে যেহেতু গণতন্ত্রীরা এটিকে একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে ধরেছিল তাই তাকে লীগের কিছুটা বিরোধী অবস্থান তৈরী করতে হয়েছিল। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যারা কথা বলেছে তাদের প্রত্যেককে তিনি প্রত্যাশিত জবাব দিয়েছিলেন। পরে লীগকে হারডিং "এখন অসুস্থ" বলে স্বোচ্চারে চিহ্নিত করেছিলেন। বিদ্রুপাত্মক ভাবে নির্বাচনটি ভিন্ন প্রশ্নগুলিতে প্রাথমিকভাবে বাঁক নিয়ে ছিল। বিশ্বের সঙ্গে আমেরিকার সহযোগীতার বড় কারণ ছিল উভয় দলের ত্রুটির মাধ্যমে স্থানীয় বিষয়গুলি প্রভাবিত একটা নির্বাচনের পরীক্ষায় দাঁড় করানো। আন্তর্জাতিক অবস্থানটিকে গণতান্ত্রিক দলটি এবং তার নেতারা মিলে নির্বোধের মত একচেটিয়া করে তুলেছিলেন। ঐ একই ভাবে প্রজাতন্ত্রী দলটি নির্বোধের মত নিজেকে কৌশলগত ভাবে বিরোধী অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা আবার যখন ভালো ভাবে জানতে পারলাম যে আমেরিকা পৃথিবীর ঘটনাগুলিতে তার নিজের অবস্থানটি ধরে রাখিতে পারবে কি পারবে না। তখন সময় এগিয়ে আসছিল। আর আমরা সেই নিশ্চয়তার ব্যাপারটিকে অতি অবশ্যই নিছক দলের কৌশলগত সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিতে পারি না।

আমার খুশী হওয়ার কারণ হলো যে আমেরিকার মানুষজন কখনো নিজের ইচ্ছায় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আন্তর্জাতিক কোন কর্মধারা থেকে কোন দিন দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি। আমার মনে হয়, মূল্যবান ভার্সাইস চুক্তির মধ্যে তারা কোন পরিবর্তন চাইতো। কিন্তু তাই বলে, তারা অন্যান্য দেশগুলির উদ্যোগ থেকে নিজেরা একেবারে সরে যেতো না। বিনা কারণে নেতারা তাদের সঙ্গে বিরোধীতা করেছিল। তারা গোষ্ঠী ভোট ধরা এবং দলের অনুগামী গড়ার সুবিধাটার কথা ভেবেছিল। শেষ যুদ্ধের পর পৃথিবীর বিষয়গুলি থেকে আমাদের সরে আসাটা বর্তমান যুদ্ধের এবং গত কুড়ি বছরের অর্থনীতির অস্থায়ীত্ব ছিল একটা অবদানের ব্যাপার আর

এটি সরলভাবেই মনে হয়, এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর সমস্যাগুলি এবং দায়ীত্বগুলি থেকে সরে আসাটা একটা ভীষণ বিপর্যয়। এমনকি আমাদের তুলনামূলক ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব আর ছিল না।

গত যুদ্ধের পর অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের ওপর দিয়ে একটাও বিমান উড়ে যায় নি। সেই সমুদ্র নিছক একটা ফিতে মাত্র বর্তমান দিনে। নিয়মিতভাবেই সেখান দিয়ে বিমান সমূহ উড়ান দিচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর বায়ুসমুদ্রে সামান্য একটু চওড়া ফিতে আর ইউরোপ এবং এশিয়া তো আমাদের খুব কাছের গোড়ায়।

এই যুদ্ধের পর আমেরিকাকে তিনটি ধারার একটিকে অবশ্যই বাছাই করতে হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, এটি অনিবার্যভাবেই আমাদের নিজেদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ক্ষতিকারক, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, এটির জন্য কিছু দেশকে তাদের স্বাধীনতাকে বলি দিতে হবে। কিংবা এমন একটা পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে যেখানে প্রতিটি জাতি প্রতিটি দেশ সমান সুযোগের ব্যবস্থা করতে পারবে। যেটা আমি বুঝেছি তাহলো আমেরিকার জনসাধারণের বিস্ময়কর সংখ্যাধিক অংশ শেষ ধারাটিকেই বেছে নেবে। এই বাছাইটিকে কার্যে পরিণত করতে গেলে আমাদের কেবল যুদ্ধে জয়লাভ করলেই হবে না, আমাদের শান্তিকে জয়লাভ করতে হবে এবং আমাদের এই মুহূর্তে এটি জয়ের জন্য শুরু করে দিতে হবে।

শান্তিকে জয় করতে হলে আমার যা ধারণা, তাহলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন, পৃথিবী ভিত্তিক শান্তির জন্য আমাদের অবশ্যই পরিকল্পনা করতে হবে, এটা প্রথম দরকার। রাজনৈতিক ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে, দেশ বা জাতির জন্য এবং জনসাধারণের জন্য পৃথিবীকে স্বাধীন করতে হবে, এর মধ্যে শান্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এটা হলো দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা। আর শেষের দরকারটি হলো আমেরিকাকে অবশ্যই পৃথিবীকে স্বাধীন করতে তার শান্তি বজায় রাখতে হবে। সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পৃথিবী ভিত্তিতে শান্তি অবশ্যই পরিকল্পিত হবার কথা আমি যখন প্রকাশ করলাম তখন আমি এটাই বলতে চাই যে এটি অবশ্যই পৃথিবীকে আলিঙ্গন করবে। মহাদেশগুলি এবং সমুদ্রগুলি সহজ ভাবেই পৃথিবীর অংশ সমূহ মাত্র। আকাশ আছে আমরা জানি এবং সেইমত সেটি দেখি। তেমনি নজরে এই ব্যাপারটিকে দেখতে হবে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হলো অংশবিশেষ। রাশিয়া এবং চীন ইজিপ্ট, সিরিয়া এবং তুর্কী, ইরাক এবং ইরান এরাও অংশ। পৃথিবীর সমস্ত অংশে শান্তির ভিত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ না হচ্ছে ততক্ষণ পৃথিবীর কোন অংশেই শান্তি আসতে পারে না এর থেকে কোন রেহাই নেই।

আমাদের নেতাদের ঘোষণার দ্বারাই কেবল এটা হতে পারে না। এটি হয়েছে অ্যাটলান্টিক চার্টারের ক্ষেত্রে। তাহলে এখানেও ঐ একই ফল পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে এটির সম্পাদনটি নির্ভর করে পৃথিবীর জনসাধারণের গ্রহণ যোগ্যতার ওপর। গত যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ব্যর্থতা যদি আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের এই পাঠও দিয়েছে। এছাড়া যদি যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ সাধারণকৃত নীতিগুলির এবং শ্লোগানগুলির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিল (যেমন কিনা যুদ্ধ চলছে) এখনই যখন তারা শান্তির বৈঠকে বসেছিল তাদের নিজেদের পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলি ব্যক্ত হয়। তাই আজকের দিনে যখন যুদ্ধ চলছে, ইউনাইটেড স্টেট্‌স এবং গ্রেট ব্রিটেনের, রাশিয়ার এবং চীনের এবং আর অন্যান্য ইউনাইটেড ন্যাশনস'-এর জনসাধারণ মূলগতভাবে তাদের উদ্দেশ্যগুলিতে তাদের আশা আকাঙ্খার আদর্শগত অভিব্যক্তি গুলিতে একমত আনতে হবে। অ্যাটল্যান্ট চার্টার, মি. উইলসনের' ফোরটীন পয়েন্টস' যেমনটা করেছিল ঠিক তেমন ভাবে আমাদের ঠকেই বাঁচতে হবে। ঐসব ব্যক্তিদের ঘোষণার দ্বারা মুহূর্তকালীন ক্ষমতার থেকে 'ফোর ফ্রীডমস' সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দায়ীত্বের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ যদি সেটিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে চায় তাহলে সেটি সত্যি হয়ে উঠবে। নতুবা অসম্ভব।

এই পৃথিবীকে মুক্ত করে শান্তি আনার কথা যখন আমি বলি তখন একমাত্র শান্তির জন্য যে মহান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার সম্পর্কে আমি কেবল বলি। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে কেউ চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না। এমন কি হিটলারের মত শক্তিশালীর পক্ষেও সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের নারীপুরুষ একজোট হয়ে চলছে—শারীরিকভাবে, মানসিক ভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে। শান্তির পবিত্র শুভ্র পতাকার নীচে সমবেত মানুষ শান্তিকে সামনে রেখে যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। তাদের সেই শুভ যাত্রাকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের নেই যারা কোন কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্যবাদী স্বৈরতান্ত্রিক দৈত্যের মত নেতারদল শতাব্দীর পর শতাব্দীর অজ্ঞতা এবং ভুলত্রুটিতে জর্জরিত ইউরোপের এবং এশিয়ার অসংখ্য মানুষ নতুন রাস্তার সন্ধান পেয়েছে। পুরোনো ভয় আর তাদের জড়িয়ে ধরতে পারে না। পাশ্চাত্যের লাভের জন্য তারা প্রাচ্যের দাসত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। তারা জানতে শুরু করেছে যে পৃথিবী জুড়ে মানুষের মঙ্গল পরস্পরের অধীন। আমাদের যেমনটি অতি অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন তেমনি তারা স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছে এই চিন্তায় যে তাদের সমাজে সাম্রাজ্যবাদের কোন আদর নেই। মাটির কুঁড়ে ঘরে ঘেরা পাহাড়ে বৃহৎ বাড়িটির তার সেই ভয়ানক আকর্ষণ হারিয়েছে।

বর্তমানের বিচারের কাঠগোড়ায় বসে হাজির হয়েছে আমাদের পাশ্চাত্য পৃথিবী এবং আমাদের বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া কর্তৃত্ব। আমাদের বড় বড় বুলি এবং অহঙ্কার এশিয়ার মানুষ মনের মধ্যে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারে না। রাশিয়া,চীন এবং মধ্য প্রাচ্যের নারী পুরুষরা এখন তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে তারা অবগত হয়েছে যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অনেকগুলি তাদের হাতে রয়েছে। এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো এই যে এই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিটি দেশের জনগণের হাতে বিদেশী প্রভুত্ব থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য মানুষের উৎপন্ন সামগ্রীর কাছে মানুষকে কেবল পৌঁছলে চলবে না তারা নিজেরা যা তৈরী করবে সেগুলি আবার তাদের মধ্যে পাল্টাভাবে প্রবেশ করাতে হবে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে যেন পৌঁছোয়। কিছু নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী আছে যেগুলি প্রচার করতে অসুবিধা আছে। সেইসব বাধাগুলি আমরা যতক্ষণ না খুঁজে বের করতে পারবো ততক্ষণ কোন আসল শান্তি, কোন প্রকৃত উন্নতি কিংবা কোন অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব সম্ভব হবে না। যুদ্ধের পর হঠাৎ করে বা আপোসহীন ভাবে শুল্ক পদ্ধতি তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ভালো কিছু করা যায় না, কেবল অশান্তির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমরা যেসব স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি তার মধ্যে একটা হলো বাণিজ্যের স্বাধীনতা। আমার কাছে এটা অজানা নয় যে অনেক ব্যক্তির, এক্ষেত্রে আমেরিকার নাম আগে বলতে হয়, জীবনধারনের মান পৃথিবীর বাকি মানুষের জীবনধারনের মানের তুলনায় অনেক উঁচু। এ ব্যাপারে তারা মনে প্রাণে সর্তক। তারা বিশ্বাস করে যে এরকম যে কোন পদ্ধতিই আমাদের জীবন যাত্রার মান নামিয়ে দিতে পারে। ব্যাপারটি নির্ভুল।

বিস্ময়করভাবে ইউনাইটেড স্টেট্সের অর্থনৈতিক উন্নতির অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের প্রচুর জাতীয় সম্পদ, আমাদের রাজনৈতিক সংস্থাগুলির স্বাধীনতা এবং আমাদের জনসংখ্যার চরিত্র এসবই নিঃসন্দেহে আংশিক ভাবে দায়ী। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো, যেটি আমার বিচারে ঠিক, সেটি হলো পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ অঞ্চল বিশিষ্ট দেশ হলো আমেরিকা। ঘটনাক্রমে এখানে এমনিতে একটি সৌভাগ্যের সৃষ্টি হয়েছে। দেশটা এত বড় যে কোন দিন কোন দ্রব্যসামগ্রী এবং ধারণা বিনিময় করার ব্যাপারে কোন বাধায় থমকে যেতে হয়নি।

সেই সব ব্যক্তিকে আমার নির্দিষ্ট করা উচিত যারা যোগ একটা ঘটনায় ভীত। জ্যোর্তিবিদ্যাগত অঙ্কের দৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় ঋণ এই বছরের শেষে ধরা

হবে। আর শিল্পায়ণ এবং পরিবহনের কল্যাণে আকারে ছোট হয়ে আসা পৃথিবী এমন কি আমেরিকায় আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান স্থিত অবস্থায় রাখা যেতে পারে না যদি না আরো স্বাধীনভাবে সমগ্র পৃথিবীতে বস্তু সামগ্রীর লেনদেন ভালো হয়। এমন কি এই সত্যও অস্বীকার করা যাবে না যে পৃথিবীতে যে কোন অঞ্চলে যে কোন মানুষের জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে গেলে পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেকটি মানুষের জীবনধারার মান পাল্টাতে হবে। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা উন্নত করতেই হবে।

এই পৃথিবী আস্থাকালীন আমেরিকার যোগদানের জন্য দাবি করে, আমি শেষে একথা জানাই এবং পাওয়া একটি আমন্ত্রণ পত্র আমি এগিয়ে ধরি এবং জানাই যে এই আমন্ত্রণ পত্র প্রাচ্যের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। বিশেষ কিছু কারণে পৃথিবীর মানুষজনের কাছে আমেরিকা তার সুনাম বজায় রাখতে পেরেছে সেটা আমি জানি। নিজের দেশে যাই হোক, বিশেষ কিছু দেশের মত অন্যান্য দুর্বল দেশের সাধারণ লোকের ওপর শাসন ও শোষনের অস্ত্রটি আমেরিকা ব্যবহার করতে পারেনি। ইউনাইটেড স্টেট্‌সকে এবং অন্যান্য 'ইউনাইটেড ন্যাশন'কে তারা পছন্দ করে এই মহান অভিযানের শরিক হওয়ার জন্য। আমাদেরকে তারা অংশীদার করতে ইচ্ছুক স্বাধীন জাতিগুলির একটি নতুন সমাজ তৈরী করার জন্য। পাশ্চাত্ত্যের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং প্রাচ্যের রাজনৈতিক দুর্নীতির থেকে সে সমাজ মুক্ত হবে। কিন্তু সেই মহান নতুন সমন্বয়ের একজন অংশীদার হিসাবে তারা আমাদের, পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে অন্যান্য কিছু দেখলে তা সংশোধন করার কথা বলতে গিয়ে তারা যেন দ্বিধা না করে এমনই অংশীদার তাদের প্রয়োজন।

প্রাচ্যে আমাদের বন্ধুরা জানে যে আমাদের সমস্ত সম্পদ যুদ্ধে ঢেলে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা আমাদের থেকে প্রতিদানে আশা করে—যুদ্ধের আগে—আমাদের প্রদেয় স্বাধীনতা এবং ন্যায় সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে। এখনও যুদ্ধ করেনি, এমন অনেক মানুষ অত্যন্ত উৎসাহ ভরে অপেক্ষা করছে প্রতিযোগী মূলক যোগ্য সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। যে সমাজে মহিলা পুরুষ একসঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করতে পারবে এমন একটি সমাজ গড়ার সুযোগের অপেক্ষায় তারা আছে।

বাচনের সম্মোহন রহস্য

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে একটি শিশু নানান ভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিশোর কালে পরিপূর্ণ হয় তার শব্দ ভাণ্ডার। যৌবন সমাগমে সে হয়ে ওঠে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু তখনও তার মধ্যে কোথায় যেন থেকে যায় অসম্পূর্ণতা। তখন ও জানে না কেমনভাবে নিজের সমস্ত ভাব এবং ভাবনাকে স্বপ্নের নীল আকাশের পাখীর মত উড়িয়ে দিতে হয়। অনেক সময় কুণ্ঠা এসে গ্রাস করে তার সমস্ত সত্তাকে। অকারণে নিজেকে নিয়োজিত রাখে এক ধরনের আবরণের মধ্যে তার চরিত্রের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়না। ব্যক্তিত্ব থাকে লুকিয়ে, সে ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক অসুখী মানুষে। এই অবস্থা থেকে উত্তরনের একমাত্র পন্থা জানা আছে, আর তা হ'ল মনের ভাব এবং ভাবনাকে ঠিকভাবে অন্যের কাছে ভাস্বোগিত করা। ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষই একমাত্র শব্দের দ্বারা তার মনের সব ভাবনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। কখনো বা প্রকাশ করে তার আনন্দের ঝঙ্কার কখনও তার বিষাদের অশ্রুমালা, কখনও বা বেদনার অনুভূতি। এই সব প্রকাশের জন্য দায়ী আছে একটি স্বরযন্ত্র। স্বরযন্ত্রটিকে ঠিকমত ব্যবহার না করতে পারলে এই অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কোন লাভ হয় না তার।

ডেল কার্ণেগী এখানে একজন বিশিষ্ট মনস্তাত্বিকের মত মানব মনের এখনও পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত এই দিকটার উপর আলোকপাত করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে কেমন ভাবে মানুষ তার মুখ নিঃসৃত শব্দাবলীকে সুচারু এবং সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। ডেল কার্ণেগীর মত বাদের সঙ্গে হয়তো অনেকেই এক হবেন না। জন্মে উঠবে বিতর্ক যা যেকোন সাংস্কৃতিক এবং সারস্বত পরিমণ্ডলে অপরিহার্য, তবুও এই বিভিন্ন বিতর্কের মাধ্যমে আমরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারব। আর তা হ'লো বাচনের প্রকাশ ভঙ্গী। এটি জানা থাকলে আমরা অচিরেই আমাদের সমস্ত অসাধ্য কাজকে সাধন করতে পারি আর সেখানেই সত্যিকারের সফলতা এসে ধরা দেবে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে।

প্রায় ফুরিয়ে আসা বিংশ শতাব্দীর শেষতম অঙ্কে বসে আমরা তাই অন্বেষন করি বাচনের এই অদ্ভুত শক্তিকে। ডুবে যাই এর মধ্যে যাতে পরিশেষে অনাস্বাদিত আনন্দ এসে ভরিয়ে দেয় আমাদের হৃদয়।

ধন্যবাদান্তে

পৃথ্বিরাজ সেন।

শব্দগোষ্ঠী

এখন থেকে আমরা শব্দগুলিকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দেখতে চাই, কেন না আমরা সেগুলি সম্পর্কে ভীষণভাবে কৌতূহলী এবং সেগুলির প্রতিটি বর্ণ এবং প্রতিটি সিলেবল (syllable) আমরা পরীক্ষা করতে চাই। বোঝা এবং নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে এগুলি হল তোমার হাতিয়ার। সেগুলি সংগ্রহ কর। শর্তসাপেক্ষে রাখ। কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় শেখো। অকারণ তাড়াহুড়ো না করে বাছবিচারের রুচি বাড়াও। সেগুলির ব্যবহারে সর্বদাই সুন্দর রুচির দিকে খেয়াল রেখে কাজ কর। সেগুলির ধ্বনির দিকে কান রাখো।

যেহেতু শৈশব থেকেই শব্দগুলি তোমার জীবনের অঙ্গ সেইহেতু সেগুলি তুমি গ্রাহ্য কর এই অনুরোধ আমি তোমাদের করব না। তোমাকে অবশ্যই সেগুলি পরীক্ষা করতে হবে। শব্দগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হবে। যেমনটি তুমি ধাতুর মুদ্রার ক্ষেত্রে কর। আমরা চাই প্রকৃত অর্থে তুমি শব্দসমূহের প্রেমে পড়।

শব্দগুলি মৃত বস্তু নয়। সেগুলি নিঃসন্দেহে জীবিত। সেগুলি আমাদের চিন্তা ভাবনার রোমাঞ্চকর এবং রহস্যময় প্রতীক। আর মানুষের মতই তারা জন্মায়, পরিণত হয়, বৃদ্ধ হয় এবং শেষে মারা যায়। এমন কি অনেক শব্দ অন্য রূপ পূর্নজন্মগ্রহণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি প্রক্রিয়া। স্থানু কোন বস্তু নয়।

জীবন্ত গাছেদের মত শব্দসমূহেরও শিকড় আছে, আছে শাখা- প্রশাখা এবং পাতা।

কয়েক মুহূর্ত এই সাদৃশ্যতা পরখ করব আমরা এবং দেখব আমরা কতটা সঠিক?

একটি শব্দের শিকড়ের গল্প তার ব্যুৎপত্তির ইতিহাস। এই ব্যুৎপত্তির বিদ্যাকে শব্দপ্রকরণ বা etymology বলে। এই etymology শব্দটির শিকড় রয়েছে গ্রীক শব্দ etymon শব্দটিতে। etymon শব্দটির অর্থ প্রকৃত অথবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। আর গ্রীক ভাষার শেষোক্ত logia শব্দটির অর্থ বিদ্যা অথবা বিজ্ঞান। সুতরাং etymology (শব্দ প্রকরণ) শব্দটির অর্থ হল প্রকৃত অথবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিদ্যা বা বিজ্ঞান।

আমাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ হল একটি ঘনীভূত রূপকালঙ্কার। একটা ঘনীভূত ছবি। শব্দের পেছনে এটাই হল কাব্য যা ভাষাকে তার মন্ত্রমুগ্ধকর ক্ষমতা প্রকাশ করে। প্রতিটি

শব্দের মধ্যে থাকা এই রোমাঞ্চ আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারব ততই ভালো ভাবে আমরা তার অর্থ বুঝতে পারব।

উদাহরণ হিসাবে ধর কোন এক ক্ষেত্রে তুমি সম্ভবত বললে যে তুমি কোন কিছুর খরচ হিসাব করে দেখেছো (You have calculated the cost of some thing or others) এখন এখানে এই calculate শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? এখানেই গল্প। অনেক বছর আগে প্রাচীন রোমবাসীরা হোডোমিটার (hodometer) বা রোডমেজারার (road measurer) নামে একটা যন্ত্র ব্যবহার করত. এই যন্ত্রটি খানিকটা আমাদের ট্যাক্সি মিটারের মত। তুমি যদি চড়ার জন্য একটা দুচাকার রোমান গাড়ি ব্যবহার করতে তুমি ঘূর্ণমান আবরণ সমেত একটা টিনের পাত্র গাড়িটার পেছনে দেখতে পেতে, তাতে কিছু পরিমাণ নুড়ি রাখা থাকত। টিনের পাত্রটি এমনভাবে লাগানো থাকত যে প্রতি মুহূর্তে চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর আবরণটা ঘুরত, আর একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুযায়ী একটি ছিদ্র দিয়ে একটা করে নুড়ি নিচে রাখা একটা পাত্রে পড়ত। তোমার পথযাত্রার শেষে তোমাকে গুণে দেখতে হত কতগুলি নুড়ি পড়েছে, সেইভাবে তুমি তোমার প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হিসাব করতে। শোন pebble (নুড়ি) শব্দটি ল্যাটিনে calculas শব্দ। আর এই শব্দটি থেকেই আমরা calculate শব্দটি পেয়েছি।

অবশ্য এমন আরো অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোর ইতিহাস আরো সরলতর। উদাহরণ হিসাবে surplus (উদ্বৃত্ত) শব্দটি ধর। তুমি যখন এই শব্দটি বল তখন সেটির এটি অর্থ হয় sur (ফ্রেঞ্চ শব্দে বেশী) এবং plus (ফ্রেঞ্চ ভাষায় এটির অর্থ আরো) অথবা এটি দাঁড়ায় sur-plus. তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় আরো বেশী বা over-more.

ধর তুমি কারো দিকে গর্বিত ভাবে তাকালে। এতে তোমার বন্ধুরা তোমাকে Supercilious (উন্নাসিক) বলে ডাকতে পারে। এখন এই Supercilious শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Supercilium শব্দটি থেকে এসেছে। এটির অর্থ চোখের ভ্রু-কোঁচকানো। যে ব্যক্তিটি তোমার প্রিয় সে তোমার সঙ্গী হল; এখানে সঙ্গী বলতে Companion শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তা এই ল্যাটিন ভাষার cum (সমেত with) এবং panis (রুটি bread)। এরকম অনেক শব্দই আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি যা ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে।

এখন এর বিশেষ কিছু উদাহরণ তোমাদের সামনে হাজির করছি।

ধর ল্যাটিন ভাষার spectare (স্পেটায়ার) শব্দটি। এটির অর্থ দেখতে, এই শব্দটি থেকে ইংরাজীর প্রায় ২৪০ টি শব্দ এসেছে। 'spectacle' (স্পেকট্যাকল্) এর মত

শব্দেও আমরা এই শিকড়টি খুঁজে পাই। যেমন spectator (স্পেকটেটর/দর্শক) re-spect (রেসপেক্ট/ফিরে দেখতে চাওয়া সম্মান) inspect (ইনস্ পেক্ট / পরীক্ষা করা) তুমি যখন কারো প্রতি disrespect (ডিস রেসপেক্ট) আচরণ কর তুমি পরিষ্কার করে দাও যে তার প্রতি তুমি ফিরে দেখবে না। এখানে শব্দটি ভাঙলে এটা দাড়াবে dis. (not)-re (again) spect (to look) অর্থাৎ আবার ফিরে না তাকানো।

আমরা লাটিন গ্রাফাইন বা 'graphein' শব্দ থেকে উদ্ভব অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এটির সরল অর্থ হল লেখা (to write)। টেলিগ্রাফ (telegraph) ফনোগ্রাফ (phonograph) ফোটোগ্রাফ (photograph) স্টেনোগ্রাফার (stenographer) এবং মিনি ও গ্রাফ ইত্যাদি শব্দগুলি এই বিশেষ শব্দ থেকেই এসেছে এগুলির মতো আমাদের ভাষার শিকড়সমূহের একটা আশ্রয় রয়েছে। ধরুন ল্যাটিন শব্দ 'spirar' এর কথা। এটির অর্থ ফু দেওয়া (to blow) অথবা শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া (breath) এই শব্দটি থেকে আমরা inspire (শ্বাস নেওয়া) expire (শ্বাস ফেলা) perspire (শ্বাস প্রশ্বাস চালানো) respiration (বার বা প্রায় এই ধরনের ক্রিয়া) ইত্যাদির মত ইংরাজী শব্দ আমরা পেয়েছি। আমাদের ইংরাজী শব্দ আমরা পেয়েছি, আমাদের ইংরাজী liable শব্দটি ল্যাটিন ভাষার ligure শব্দটি থেকে এসেছে এটির অর্থ বাধা (to bind) এই চমৎকার শিকড়টি শাখা বিস্তার করেছে অনেকগুলি শব্দে। যেমন ইংরাজী oblige এবং obligate শব্দে এই শব্দটির অর্থ কিছু করতে বাধ্য থাকা (to bind to do someting) এছাড়া রয়েছে ligature. ligament. league. ইত্যাদি ইংরাজী শব্দ সমূহ।

এগুলি হল শাখা। আমরা এখন পাতায় বদলেছি। শিকড় সমূহ যদি শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি এবং শাখাগুলি যদি হয় শব্দসমূহের পরিবার যা ঐ গুলি থেকে নির্গত হয়েছে তাহলে ভাষাবৃক্ষের পাতাগুলি হল নিজেরা শব্দসমূহ এবং তাদের অর্থ।

প্রতিটি প্রদের শব্দে, এটির শুরুতে, নিঃসন্দেহে একটাই অর্থ ছিল কিন্তু শব্দসমূহ এতই প্রাণস্পন্দনময় যে সেগুলি অবিরাম নতুন নতুন অর্থের সবুজ চারার জন্ম দিয়েছে।

ভাষার - বিস্ময়কর জীবনীশক্তির উদাহরণ হিসাবে আমরা কি কেবল একটা শব্দ বেছে নেব? ধর তিন বর্ণের একটি শব্দ হল run. তুমি তোমার ব্যবহারিক জীবনে এই শব্দটির নানা ব্যবহারই দেখতে পাবে। যেমন ধর / run down. run up. colours run. ইত্যাদি। এছাড়া ও রয়েছে you may run a race. (ইউ মে রান এ রেস / তুমি একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়াতে পারো. the clock may run down (দ্য ক্লক মে রান ডাউন / ঘড়িটা খারাপ হয়ে যেতে পারে) ইত্যাদি এছাড়া ব্যাঙ্কের, মজুত, বিল, ব্যবসার প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই run শব্দটি ব্যবহার করে বাক্য তৈরী করা যায় অতএব বুঝতে পারলে সম্মান্য এই run শব্দটি কতটা প্রাণস্পন্দনাময়ী বহুমাত্রিক

শব্দসমূহের এমন কি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলি মিষ্টি হতে পারে। হতে পারে তিক্ত। কিংবা বেসুরো অথবা সুরেলা। সেগুলি চিনি জাতীয় হতে পারে। হতে পারে কষা, হতে পারে নরম অথবা ধারালো। শত্রুসুলভ কিংবা বন্ধুসুলভ।

এখন থেকে যত আমরা ভাষা বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করব আমরা শব্দ সমূহের ব্যাপারে গভীর ভাবে সচেতন থাকব। সেগুলোকে দেখব। যদি সম্ভব হয় এমন একজনের নতুন চোক দিয়ে সেগুলি দেখব যে সেই শব্দগুলিকে যেন এই প্রথম দেখছে। আমরা যদি এটা করতে তোমাকে বোঝাতে পারি তাহলে দেখবে তোমরা সফলতার পথে এগোবে। যার দ্বারা তোমরা শব্দসমূহ সম্পর্কে একটা শক্তিশালী জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

পরিণত মনস্কদের জন্য শব্দাবলী

যে সব ব্যক্তি পরিণত মনস্ক একমাত্র তারাই ইংরাজী শব্দ বুঝতে পারে। কোন ব্যাখ্যা, কোন সংজ্ঞা সেগুলিকে একটি শিশুর কাছে স্পষ্ট করতে পারে না

এখানে এরকম দশটা শব্দ দেওয়া হল, বেশ কয়েকবার জোরে জোরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করুন। ধ্বনিগত পুনর্বানান অনুসরণ করে। [মনে রাখবেন প্রতীকটি লিণ্ডায় (Linda) a (এ)'র মত শোনায়।]

(1) Vicarious (VY-KAIR -ee - es)-(2) Rationalize (Rash -e - e - lize). (3) Gregarious (gre - GAIR - ee - es). (4) Obsequious (e - SEE - kwee - es). (5) Maudlin (MAWD - lin). (6) Ascetic (a - SET - ik). (7) Pander (PAN - der). (8) Sublime (SUB - le - mate). (9) Wanton (WAHN - ten). (10) Effete (e - FEET).

(II)

একজন নবছরের শিশুকে এই শব্দগুলি ব্যাখা করতে গেলে কঠিন এবং সম্ভবত চূড়ান্তভাবে অসম্ভব বলে আপনার মনে হবে।

কিন্তু একজন পরিণত মনস্কের ব্যক্তি হয়ে আপনি এগুলি বুঝতে পারবেন এবং সেগুলি আপনার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলবেন।

আসুন এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটা একটা করে। কোথাও কোথাও আমরা আপনাকে শব্দসমষ্টির শব্দ প্রকরণ দিয়ে দেব। অদ্ভুত যদি সেই শব্দটির ইতিহাস উৎসাহব্যঞ্জক হয় এবং সেটির সাম্প্রতিক অর্থের ওপর কোন আলো ফেলতে পারে

(1) Vicarious. — (ভিকারিয়াস) : --বদলি স্বরূপ কাজ করে বা ভোগ করে—

এখন এটি একটি বিমূর্ত শব্দ কিন্তু পরিণত বয়সের ব্যক্তিদের পক্ষে এটি গ্রহণ করা খুব একটা শক্ত নয় উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মানুষ দুরকম ভাবে ভ্রমণ করে এক হল কোন ব্যক্তি বাষ্প জাহাজের টিকেট কেটে তার গন্তব্য স্থলে যেতে পারে অথবা প্যারিসের চক্ররেলে সে নিজের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারে আর দ্বিতীয় হল ভ্রমণের বই পড়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারা যেতে পারে। প্রথম উদাহরণে আপনি আপনার ভ্রমণটি সরাসরি উপভোগ করেন কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনি বদলিস্বরূপ উপভোগ করেন (Vicariously)

বড়দের নকল করার মাধ্যমেই শিশুরা তাদের জীবন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে। অবশ্যই শিশুরা পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করে কিন্তু তাদের পরিণত বয়সের জীবনও যাপন করে তবে সরাসরি নয় বদলি স্বরূপ তা সে উপভোগ করে আর আবেগগত অপরিণত মনস্কের অধিকারী হয়ে তার বয়েসে, ভাবনায় এবং প্রতিক্রিয়া আসল জীবন যাত্রা এবং নকল জীবন যাত্রার মধ্যে পার্থক্য ধরার জন্য সে প্রস্তুত থাকে না যখন সে পরিণত বয়স্ক হয় এবং কম বদলিস্বরূপ জীবনযাত্রা উপভোগ করে এবং সে আরো বেশী জীবন সচেতন হয়ে ওঠে তখন সে শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।

2. Rationalize (র‍্যাশনালাইজ) যুক্তিবাদি করে তোলা

একজন মানুষ হিসাবে আপনার প্রবণতাটি যুক্তিবাদী করে তোলা। আপনি নন। এটি আমরা সবাই করি ধরুন আমাদের সমাজে অনেক স্বার্থপর মানুষ রয়েছে। তারা কখনই কোন দান করে না যদিও তারা নিজেদের স্বার্থপর বলে মনে করে না। তারা এটা ভাবা পছন্দ করে যে এই দান করা ব্যাপারটি গরীবদের ক্ষতি করে এবং যারা এই দান গ্রহণ করে তারা নীতি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এইভাবে কৃপণ তার অর্থ সঞ্চয় করতে পারে। আর সেইসঙ্গে দান না করার লজ্জাকে ঢাকতে পারে সে তার স্বার্থপর কাজটিকে যুক্তি সিদ্ধ করে তোলে (rationalize) আর এতে সে আত্মতুষ্ট হয়।

ঠিক একই ভাবে ক্রুদ্ধ বাবা তার ছেলেকে অন্যায় ভাবে মারধোর করে। তার অনুভূতির কোন মূল্য দেয় না এক্ষেত্রে বাবা তার ছেলের প্রতি ভুল আচরণের সপক্ষে যুক্তি দেখায় এই ভাবে যে তিনি যা করেছেন ছেলের ভালোর জন্যই করেছেন।

এই rationalize (যুক্তি বদী করে তোলা) শব্দটির আরো অনেক অর্থ হতে পারে কিন্তু মূলত যে অর্থটির জন্য এই শব্দটি rationalize) ব্যবহৃত হয় তা হল নিজের ভুল বা অন্যায় কাজের সপক্ষে সমর্থক যুক্তি দেখানো

(3) Gracious (গ্রেসিয়াস) সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করা।

এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা grex [(গ্রেস) একদল ভেড়া ইত্যাদি] শব্দটি থেকে এসেছে। আর আপনারা জানেন যে ভেড়ারা সাধারণতঃ দল বেঁধেই থাকে। আপনি যদি সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী ধরনের (gracious) মানুষ হন তাহলে জানবেন আপনি বন্ধুসুলভ ব্যক্তি। একটা চমৎকার শিশুকে ভাব, আপনি অন্যান্য মানুষের সঙ্গে থাকাটা পছন্দ করবেন। অর্থাৎ আপনি চূড়ান্ত ভাবে একজন সামাজিক ধরনের, আর আপনার সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করার মানসিকতা থাকার জন্য আপনি সামাজিক অনুষ্ঠান, ভিড়েঠাসা থিয়েটার এবং নাচের আসর আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন। মানুষ সংঘবদ্ধভাবে থাকে বলেই তারা বিয়ে করে, তাদের একটা পরিবার থাকে, জনাকীর্ণ শহরগুলিতে বাস করে, একসাথে গান করে বাদ্য বাজায়, ভালোবাসা অথবা বন্ধুত্বের জন্য ক্ষুধা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার অনুভূতি খুবই সাধারণ, এবং মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য।

(4) Obsequious (অবসিকাস) আজ্ঞানুবর্তী।

ভিখারি, অধস্তন পদের ব্যক্তি এবং মালিকের খাসভৃত্য ইত্যাদি এদের সবারই আজ্ঞানুবর্তী হবার প্রবণতা রয়েছে, যেসব ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হুকুমের অপেক্ষায় থাকে, যারা তাদের প্রভুদের খেয়াল খুশীর ওপর টিকে থাকে তাদের এই ধরণের আজ্ঞানুবর্তী (Obsiquious) হতে হয়, তারা প্রায়ই অতিরিক্ত ভাবে গুরুত্বহীন ভাবে বিনয়ী হয়ে ওঠে, কোন রেস্তোরায় তোমার জন্য অপেক্ষাকারী কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে তুমি হলে সেই ধরনের ব্যক্তি যে কিনা তাকে ভালো বকশিস দিতে পারে, দেখবে সে কি ভয়ানক তোমার আজ্ঞানুবর্তী (obsequious) হয়ে উঠবে। তোমার প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে, তোমার সামান্যতম ইশারায় সে নড়বে। আপনি যদি প্রত্যাশিত বকশিস না দেন তার সেই আজ্ঞানুবর্তীতা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে তখন আর আপনার ইচ্ছামত চলতে চাইবে না।

(5) Maudlin (মডলিন) বিরক্তকর অতি ভাবপ্রবণ।

একজন বিরক্তকর অতি ভাব প্রবণ ব্যক্তি হল সেই (Maudlin) যে অতি বেশী সংবেদনশীল, এবং উচ্ছ্বাস প্রবণ, সে খুবই সহজেই গুরুতর কোন কারণ ছাড়াই চীৎকার চেঁচামেচি করে, অতি ভাবপ্রবণ ধর্মী ব্যক্তিরা তাদের স্নেহ মায়া মমতার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, আর তাদের ভালোবাসা হয়ে ওঠে বিরক্তকর এবং আপত্তিকর, এই Maudlin অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ শব্দটি সেই সব মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে যারা নেশা করে বোকা এবং নির্বোধ হয়ে পড়ে

এখানে ঘটনাক্রমে একটা অদ্ভুত শব্দের ইতিহাস রয়েছে। মেরি ম্যাগডালেন্স শিশুর পা ধুয়ে দিতেন, প্রায়ই কান্নার ফলে তার দুটি চোখ ফুলতে লাগত, তার সময়ের সঙ্গে

তাল রেখে একসময় ম্যাগডালেন নামটি বিশেষণ শব্দ 'maudlin' এর সংক্ষিপ্ত রূপে পর্যবসিত হল।

(6) Ascetic (অ্যাসেটিক) কঠোর তপস্বী

আত্মত্যাগী এবং আত্মসংযমী ব্যক্তিদের (Ascetic) কঠোর তপস্বী ব্যক্তি বলা যেতে পারে। বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি প্রায়ই ধর্মীয় কারণে কঠিন মিতাচার জীবন প্রতিপালন করেন। যখন আপনি কোন ব্যক্তিকে কঠোর তপস্বী (Ascetic) ব্যক্তি বলবেন তখন আপনি এটাই অর্থ করতে চাইবেন যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিলাসিতা এবং দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করেছে। যে কোন ব্যক্তিই যে মনের আনন্দে খায় এবং পান করে অথবা এর সঠিক ঠিক বিপরীত গুণ থাকা ব্যক্তিদের ascetic (কঠোর তপস্বী) বলা যেতে পারে।

(7) Pander (প্যাণ্ডার) অবৈধ প্রণয়ের মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি অথবা কোটনা।

এই ক্রিয়াটি আক্ষরিক অর্থে কোন ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি সংস্কার এবং কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করার ব্যাপারে বোঝানো হয়. সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেষের লাভের জনাই এটা করা হয়। উপন্যাসগুলিতে তো শব্দ অন্তরঙ্গতার বর্ণনায় ঠাসা থাকে। আর চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের প্রদর্শনীগুলি তাদের পাঠক বা দর্শকদের তথাকথিত নীচ প্রবৃত্তি এবং অশ্লীল কৌতূহল কে এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্য দোষারোপ করা হয়। সেইসব প্রদর্শনীতে হিংস্রতা. খুন জখম অত্যাচার কোনটাই বাদ রাখা হয় না। অতীতের বিবেকহীন পরিচালকরা তো তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের এই নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সফল ভাবে কাজে লাগাত। সেইজন্য বলা যায় pander (কোটনা) একটা নিরানন্দজনক শব্দ এটির অর্থ নিরানন্দজনক। আবার এই শব্দটির বিশেষ্য রূপটির (panderer) অর্থ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। এটি বিশেষ করে সেই ব্যক্তিটিকে বোঝায় যে অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য মহিলাদের সংগ্রহ করে। ব্যক্তিটির ভূমিকাটি ঠিক প্যাণ্ডারাসের মত (Pandarus). এই প্যাণ্ডারাস নামক ব্যক্তিটি ছিলো ট্রোজান যুদ্ধের লিসিয়ানদের নেতা। তিনি নাকি ট্রয়লাসের জন্য সুন্দরী রমণী ক্রেসিডাকে সংগ্রহ করেছিলেন।

(8) Sublimate (সাবলিমেট) ঊর্ধ্বপাতন দ্বারা শোধন করা/ঊর্ধ্বপাতন দ্বারা লব্ধ বস্তু।

ব্যুৎপত্তিগত ভাবে এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Sublimatus (সাবলিমেটাস) থেকে আসা। কথাটার অর্থ ঊর্ধ্বে তোলা। আর এই শব্দটি Sublim, সাবলিম শব্দটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত. যখন কোন দুষ্কৃতি বা দুষ্কৃতিদলের সর্দারের শক্তি কোন খেলাধূলায়, কোন ব্যবসায়ীক কেরিয়ারে অথবা অন্যান্য কোন কার্যকরী চেষ্টার মাধ্যমে বইয়ে দেওয়া যায় তাহলে তখন তার আগের ধ্বংসাত্মক কাজকর্মগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।

মনস্তত্ত্ববিদরা আমাদের বলেন যে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রায়শই শিল্প বা কবিতার মাধ্যমে

প্রকাশিত হয়। কোন কবই ব্যক্তি যৌন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে; কিংবা কোন সাইকোপ্যাথিক প্রদর্শনকারী অনেক ব্যক্তিকে অভিনেতা করে তোলে, একটা অচেতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি ক্রিয়া কাজ করতে শুরু করে। নেতিবাচক প্রবৃত্ত থেকেই ইতিবাচক স্ফুরণ ঘটে।

(9) Wanton (ওয়ানটন) লম্পট বা অসচ্চরিত্র।

একজন মহিলাকে এই শব্দটি (wanton / অসচ্চরিত্র) দিয়ে ডাকতে পারেন আর তাহলেই তা দিয়ে এমন একজন মহিলাকে বোঝানো হয় যে মহিলাটি প্রতিটি হৃদয়ের উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দেয়, কামুক, এবং কামোদ্দীপক। সংক্ষেপে বলতে হয়, সেই মহিলাটি বিশ্বাস করে কোনরকম লজ্জা এবং বিবেকের বালাই না রেখেই সে এইভাবে জীবন কাটায়।

(10) Effete (এফেট) নিঃশেষিত / জীর্ণদশাগ্রস্ত / দুর্বল

যখন কোন প্রাণীর বা উদ্ভিদের বা মাটির কোন উৎপাদন ক্ষমতা থাকে না তখন তাদের effete (নিঃশেষিত) বলা হয়; এটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এইভাবে এসেছে—ex (out) felus (having produced)

সাধারণত এই শব্দটির বিশেষ্য রূপটি মানুষের অথবা তাদের সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। যখন আপনি রোম সাম্রাজ্যের পতনের যুগটিকে উল্লেখ করবেন তখন সেটিকে আপনি effete civilization (নিঃশেষিত সভ্যতা) হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন এটির সাহায্যে আপনি এটাই অর্থ করতে চাইবেন যে এই সভ্যতাটি বিলাসিতা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন ইত্যাদি কারণে অধঃপতিত, জীর্ণ, বীর্যহীন, মর্যাদাহীন এবং দুর্বল হয়েছে।

(III)

এবার এই শব্দগুলি আপনার নিজের সম্পত্তি বানাতে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, নিচে ডান দিকের স্তম্ভে এই অধ্যায় আলোচিত দশটি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আপনি পেন্সিল নিন এবং প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে সঠিক শব্দটি লিখুন

1. M.......কান্নাভরা এবং অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা উদ্রেগকারী; 2 P.......নীচ আকাঙ্ক্ষা সরবরাহ করতে। 3. G.......নিসঙ্গতা দূর করতে অন্যান্যদের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা। 4. E.......বর্ধিত। নিঃশেষিত শক্তির অন্তর্বর্তে উদাসীন অস্তিত্বের দ্বারা জীর্ণদশা। 5. A.....সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবনাচরণ 6. V.......কোন ব্যক্তির তার সহানুভূতি সুলভ কিন্তু অন্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় অপ্রত্যক্ষভাবে অংশদানের মাধ্যমে উপভোগ। 7. R.......কোন ব্যক্তির যুক্তিবাদী এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। কোনরকম পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ছাড়া

এবং সাধারণত অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে করা কোন কাজ 8. O. ....ক্রীতদাস সুলভ মনোযোগ চামচাগিরি। 9. S......সরাসরি শক্তি থেকে তার প্রাথমিক এবং ধ্বংসাত্মক লক্ষ এমন একটা কিছুতে যা সাংস্কৃতিকভাবে এবং শাসন উচ্চতার সঙ্গে সামাজিক ভাবে গ্রহণ যোগ্য। 10. W. লম্পট. অসচ্চরিত্র. ন্যায়ের প্রতি মরীয়া বিদ্বেষী।

(Answer / উত্তর)

(শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(1) Maudlin (2) pander (3) gregarious (4) effete (5) ascetic (6) vicarious (7) rationalize (8) obsequious (9) sublimate (10) wanton.

(IV)

আপনার পেনসিলটিকে সদা প্রস্তুত রাখুন এটি একটা ওয়ার্ড বুক, একটি সুশিক্ষার সারগ্রন্থ। আপনাকে ক্রমাগত লিখে যেতে হবে। রেকর্ডটা বাড়িতে অনুভব করেন সেইভাবে এই নতুন শব্দগুলি বলা, লেখা এবং ব্যবহার করাই একমাত্র পথ।

এবার নিচের আটটি শব্দ নিন এবং নির্দেশ মত অন্য পদে পরিবর্তন করুন প্রতিটি শব্দ পরিবর্তন করার আগে নিশ্চিৎ হয়ে নেবেন যাতে আপনার পরিবর্তিত পদের বাক্যটির যেন অর্থ থাকে।

(1) Vicarious শব্দটিকে adverb এ (ক্রিয়াবিশেষণ) পরিবর্তিত কর। যেমন He travelled .... (2) 'rationalize' শব্দটিকে noun (বিশেষ্য) এ পরিবর্তন করুন, যেমন you are guilty of ... (3) gregarious শব্দটিকে noun (বিশেষ্য) এ পরিবর্তন করুন, যেমন No one doubts the .... of human being. (4) obsequious শব্দটিকে noun (ক্রিয়াবিশেষণ) এ পরিণত করুন। যেমন— He obeyed ..... (5) ascetic শব্দটিকে দর্শন কিংবা অভ্যাস উল্লেখ noun (বিশেষ্য) এ পরিবর্তন করুন যেমন — He is a believer ...... (6) pander শব্দটিকে noun (বিশেষ্য এ পরিবর্তিত করুন, যেমন — He is a ....to the greed of others. (7) Sublimate শব্দটিকে adjective (বিশেষণ) এ পরিবর্তিত করুন যেমন—His ......passion gives power to his poetry. (8) Wanton শব্দটিকে noun (বিশেষ্য) এ পরিবর্তিত করুন, যেমন—Hers was a life charecterized by .....

(Answer / উত্তর)

(1) vicariously (2) nationalization (3) gregariousness (4) obsequi-

ously (5) asceticism (6) panderer (7) sublimaled (8) wantonnes.

(V)

উপরোক্ত দশটি শব্দ নিয়ে এতক্ষণ কাজ করার ফলে আপনার নিশ্চয় একটা ভালো ধারণা হয়ে গেছে সেগুলি বাক্যে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়।

এমন কি সেগুলির কিছু কিছুর সঙ্গে যদি আপনি প্রথম মুখোমুখি হন। নিজেকে পরীক্ষা করুন। আগের পাতার তালিকা না দেখে নিচের বাক্যগুলির শূন্যস্থানগুলি প্রয়োজনীয় শব্দ দিয়ে পূরণ করুন :-

(1) Marie is too .... to be happy without friend. (2) The waiter bowed ...... to every wealthy customer who came in the resturant. (3) His dissipaled life has sapped his ambition and health and made him.... (4) The motion picture was so sickeningly .... that most of the audience left in disqurt (5) Mothers feel a .. .. pleasure in their chldren's accormplist shment. (6) Be honest with yourself. Don't try to .... what you are doing (7) He lived the life of an .... of the abhoned self indulgence and lunery. (8) The dishonest politician .... to the greed and thoughlessness of the mob (9) Some say that all great art is a ..... of primitive instinct (10) She led a fruitless ...... in controlled life.

(Answer \ উত্তর)

(1) gregarious (2) obsequiously (3) effete (4) maudlin (5) vicarious (6) rationalize (7) ascetic (8) pander (9) sublinaion (10) wanton.

(VI)

(ঠিক না ভুল)

আপনি কি আরো বেশী বেশী করে ক্ষমতা অনুভব করছেন এবং বলতে পারছেন। নিচে দেওয়া বিবৃতিগুলি পরীক্ষা করে আপনার প্রতিক্রিয়াটি পরখ করুন।

(1) Psycho analysis encourage their patients to rationalize.
ঠিক ....ভুল........।

(2) Gregarious people avoid social gathering. ঠিক ....ভুল........।

(3) A hangly person is neccessarily obsequious. ঠিক ....ভুল........

(4) Vicarious experiences are naturally more satisfhing than real ones ঠিক ....ভুল........

(5) Intonicated people often became maudlin. ঠিক ....ভুল...... ।

(6) Asceticem is a popular practice among wealthy Americans.

ঠিক ....ভুল........ ।

(7) Men of strong ethics and integrity usually pander to the desires of others ঠিক ...... ভুল........

(8) Sublinalion is a self destruction practice ঠিক.......ভুল........ ।

(9) During its latter period. ancient Rome was noted for wantor excesses. ঠিক ....ভুল........ ।

(10) One become effete through self discipline and careful restraint. ঠিক ....ভুল........

Answer / উত্তর

5 এবং 9 সংখ্যক বিবৃতিটি ছাড়া সবই ভুল।

(VII)

প্রতি জোড় শব্দ প্রয়োজনীয়ভাবে অর্থের দিক থেকে একই নাকি বেশী করে বিপরীত?

(1) vicarious - Actual . শব্দগত অর্থ একই——বিপরীত

(2) rationalization - justification. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(3) gregarious - solitary শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(4) obsequious - rude. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(5) maudlin - unsentimental. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(6) asceticm - luxary শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(7) pander - cater.. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত.

(8) Wanton - restrained. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(9) effete - vigorious শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত

(10) sublinated - defoured. শব্দগত অর্থ একই ——বিপরীত.

Answer / উত্তর

(১) বিপরীত (২) একই (৩) বিপরীত (৪) বিপরীত (৫) বিপরীত (৬) বিপরীত (৭)

একই (৮) বিপরীত (৯) বিপরীত (১০) একই।

(VIII)

এটি স্মরণ রাখবেন, কোন ব্যক্তি যখন তার বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে তারপর সে প্রতিবছর নতুন পঁচিশটি করে শব্দ সংযোজন করতে পারে কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই একটা পর্যায়েই আপনি এই শব্দগুলির জ্ঞান অর্জন করেছেন। যদিও কিছু শব্দগুলির সঙ্গে আপনার আগেও দেখা হয়েছে। ফলে আপনি আপনার শব্দ ভাণ্ডারে যে নতুন দশটি শব্দ সংযোজন করলেন এইটুকু সময়ের মধ্যে তা করতে বেশীর ভাগ ব্যক্তিরই ছয় মাস সময় লেগে যাবে।

শব্দগুলি আপনার মনের মণিকোঠায় রেখে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিৎ হন। বই না দেখেই আপনি কি এই দশটি শব্দ মনে করতে পারেন? এখানে শব্দগুলোকে বিশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হল। আপনার স্মৃতি শক্তিকে সাহায্য করার জন্য শুধু সেগুলির প্রথম বর্ণের উল্লেখ করা হল। লেখা শেষ হয়ে গেলে বই দেখে মিলিয়ে নিন।

(1) E .... (2) A ...... (3) M .... (4) V ...... (5) P ....
(6) W .... (7) O ... (8) R .... (9) S...... (10) G ....

ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে শব্দসমূহ

অবশ্যই আপনি জানেন যে আপনার দুই ধরণের শব্দাবলী রয়েছে। এবং যে দুটির একটি অন্যটির থেকে বৃহত্তম। আপনার উপলব্ধ শব্দাবলী, সেইসব শব্দ দিয়ে গঠিত যেগুলি আপনি উপলব্ধি করেছেন এবং সেগুলি যখন পড়া হয় কিংবা বলতে শোনেন তখন আপনি বুঝতে পারেন।

আপনার উপলব্ধ শব্দাবলী আপনার কার্যকরী শব্দাবলীর মত তিন গুণ বেশী।

উদাহরণ হিসাবে ধরুন আপনি ফ্রেঞ্চ শিখছেন। সেই ভাষাটি নিছক পড়ার জন্যই শিখছেন। আপনি দেখবেন ঐ ভাষায় কথা বলতে আপনি সক্ষম হবেন না। কেন না আপনি সেগুলি কেবল মুদ্রিত আকারে অভ্যাস করেছেন। সেগুলিকে না দেখে স্মৃতির সাহায্যে অভ্যাস করেন নি।

অথবা বিপরীতভাবে আপনি যদি কেবল ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে শেখেন তখন দেখবেন ভাষাটি পড়তে আপনি সক্ষম হচ্ছেন না। কেন না আপনি মুদ্রিত শব্দগুলি চিনতে কিংবা বুঝতে অভ্যাস করেন নি।

উভয় প্রকার শব্দাবলীর জ্ঞান উন্নত করতে এটা গুরুত্বপূর্ণ, এই যে আপনি শুধু

শব্দগুলি পড়বেনই না (যে শব্দগুলি আপনার কাছে নতুন) লিখতেও পারবেন। কিন্তু আপনাকে প্রতিটি শব্দ অসংখ্যবার জোরে জোরে বলতে হবে, এবং ধ্বনিময় পুনর্বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করতে হবে।

(I)

এই অধ্যায়ে আমরা রোগ সারাবার পেশায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহৃত শব্দ সমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

(1) The obsertriction (ob-st-TRI) (অবস্টারট্রিক শন) - ধাত্রী চিকিৎসব stt - on). অন্তসত্ত্বা মহিলা, শিশু প্রসব মায়েদের শিশুর জন্মপরবর্তী সময়ে মায়ের দিকে নজর দেওয়া ইত্যাদি বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে

যেমন তিনি ধাত্রী বিদ্যায় চিকিৎসা কাজ চালান

(2) The pediatrician (পেডিয়াট্রিসিয়ান)। ধাত্রী চিকিৎসকের চিকিৎসার পর ভার নেওয়ার কাজটাকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তিনি শিশু এবং খুব কমবয়স্ক বাচ্চার চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি পেডিয়াট্রিকসের চিকিৎসা করেন।

(3) The podiatrist (পডিয়াট্রিস্ট) মায়ের হাল্কা রোগের চিকিৎসা করার ব্যাপারে এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটি chiropodist (চিরোপডিস্ট) হিসাবে বেশী জনপ্রিয়।

(4) The osteopath (অস্টিওপাথ) এটি এই তত্ত্বের ওপর কাজ করে যে অস্থিচিকিৎসা হাড় সরে যাওয়ার জন্যই প্রধান রোগের উৎপত্তি হয়, আর এই হাড় সরাটা ঘটে স্নায়ু কেন্দ্রে এবং রক্তবাহিকাগুলোতে চাপের ফলে। সেইজন্য যে ব্যক্তি এই চিকিৎসা করেন তার চিকিৎসা প্রভাবিত অংশটিতে করা হয়, যেমন, তিনি অস্থিবিদ্যার চিকিৎসা করেন।

(5) The opthamologist (অপথ্যামোলোজিস্ট)। চক্ষু বিদ্যার বিশেষজ্ঞ।

যারা এটি করেন তারা মেডিকাল ডাক্তার এবং প্রায় একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সার্জন হন। তিনি চোখের অসুবিধা এবং রোগের ব্যাপারে চিকিৎসা করেন এইসব ডাক্তারদের যেটি জনপ্রিয় ডাক নাম সেটি অকলিস্ট (oculist)

(6) The optometrist (অপটোমেট্রিস্ট)। (এরাও চোখের ডাক্তার)।

অপটোমেট্রিস্টরা পরীক্ষা করে দৃষ্টি ঠিক করে দেন, সাধারণত চশমা ইত্যাদি অনুমোদন করে এবং লাগিয়ে দেয়। যেমন তিনি অপটোমেট্রির চিকিৎসা করেন

(7) The optician (অপটিসিয়ান) চশমা ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির নির্মাতা এবং বিক্রেতা।

এরা হলেন যন্ত্রবিদ এরা উপরোক্ত ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঘষে লেন্স তৈরী করেন। অথবা এরা চশমা, বাইনোকুলার এবং অন্যান্য চোখের যন্ত্রপাতি তৈরী করে বিক্রী করে থাকেন।

(8) The gynecologist (গাইনোকোলোজিস্ট) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ: এইসব বিশেষজ্ঞ মহিলাদের অদ্ভুত রোগের চিকিৎসা করে। এদের চিকিৎসা হল স্ত্রী রোগ বিদ্যা।

(9) The dermotologist (ডারমোটোলোজিস্ট) ত্বকবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ।

এইসব বিশেষজ্ঞ মেয়েদের ত্বকের (ফুসকুড়ি, ব্রণ, আলার্জি একজিমা ইত্যাদি) নানা রকম রোগের চিকিৎসা করেন। তার বিশেষত্ব হল ত্বকবিদ্যা।

(10) The psychiatrist (সাইক্রিয়াট্রিস্ট), (মনস্তত্ত্ববিদ): এই সব ব্যক্তি হলেন। নানারকম মানসিক রোগ, আবেগ ঘটিত সমস্যা, স্নায়ুসংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি বিষয়ের ডাক্তারি বিশেষজ্ঞ তিনি মনস্তত্ত্বের চিকিৎসা করেন।

(11) The orthodontist (অরথোডনট্রিস্ট), সাধারণত দাঁতের চিকিৎসা হিসাবে পরিচিত। এই সব বিশেষজ্ঞ বাঁকা দাঁত সোজা করা এবং খাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে সংশোধন করার চিকিৎসা করে থাকেন।

(II)

কোন বিশেষজ্ঞের কাছে আপনার যাওয়া উচিৎ?

নিম্নোক্ত রোগগুলির প্রতিটির জন্য যে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিৎ সেই সব বিশেষজ্ঞের উপাধি উল্লেখ করুন:

(১) আপনার একটা যন্ত্রনাদায়ক কড়া আছে ...... (২) আপনার চশমার দরকার ....। (৩) আপনার শিশুর পেটব্যাথা রয়েছে ....। (৪) শিশু প্রসব করানোর জন্য আপনার একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ....। (৫) আপনার এক বন্ধু মানসিক রোগী ....। (৬) একটি শিশুর দাঁতগুলি বাঁকা ....। (৭) একজন মহিলা দৈহিক বিশৃঙ্খলায় ভুগছেন .... (৮) আপনি দেহের ত্বকে ফুসকুড়ির সমস্যায় ভুগছেন .....। (৯) আপনার চোখ রোগ হয়েছে আপনি একজন দক্ষ ডাক্তারের পরামর্শ চান ....। (১০) আপনার একটি রোগ হয়েছে আপনার ধারণা সেটি হাড় সরে যাওয়ার জন্য হয়েছে।........। (১১) আপনার চশমাটির জন্য নতুন একটা ফ্রেম চাই ....।

(III)

আপনি এগারো জন বিশেষজ্ঞের উপাধি করেছেন। সেই সঙ্গে প্রতিটির রূপ যা চিকিৎসা বা পেশার আখ্যা প্রদান করে শিখেছেন এবার দেখুন দিকি প্রতিটি শব্দের

বিশেষণ রূপটি লিখতে পারেন কিনা। (যে শব্দ চিকিৎসকের কাজের বা তার পেশার বর্ণনা দেয়)। যেমন উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় ধাত্রী চিকিৎসকের কাছে ধাত্রী বিদ্যাগত রোগী আসে।

(১) পেডিয়াট্রিসিয়ানদের কাছে ..... রোগী আসে। (২) পায়ের হাঙ্কা রোগের চিকিৎসকের (podiatrist) কাছে ...... রোগীরা আসে। (৩) অস্থি চিকিৎসকের (osteopath) কাছে .... রোগীরা আসে (৪) চক্ষুচিকিৎসকরা (Ophthamologist) .... রোগ সারাতে চিকিৎসা করেন। (৫) অপটোমেট্রিস্টরা (Optometrist) .... সংক্রান্ত ব্যাপারে চিকিৎসা করেন। (৬) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা ..... রোগের চিকিৎসা করে (৭) ত্বক বিশেষজ্ঞরা (Deromologist) ...... অসুখের চিকিৎসা করেন। (৮) মনস্তত্ত্ববিদ .... রোগের ব্যাপারে চিকিৎসা করে থাকেন। (৯) অরথোডন্টিস্টরা (Orthodontist) সম্পর্কিত .... সমস্যাগুলি দেখেন। (১০) চশমা নির্মাতা (Optician)............ তৈরী করেন এবং বিক্রি করেন।

Answer / উত্তর

(১) পডিয়াট্রিক (podiatric) (২) পেডিয়াট্রিক (৩) অস্থিবিদ্যাগত। (৪) চোখের দৃষ্টি সংক্রান্ত রোগ (৫) চোখের রোগ (৬) স্ত্রী রোগের (৭) ত্বকের রোগের (৮) মানসিক (৯) অরথোডনট্রিক (orthodontric) (১০) চশমা।

(IV)

কোন বড় শহরে কোন হাসপাতালের হলঘর দিয়ে যেতে যেতে আপনি অনেক পেশাগত উপাধি দেখতে পাবেন

প্রতিটি ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি এবং বর্ণনাটি পরীক্ষা করুন যা প্রতিটি উপাধিতে মেলে উত্তরগুলির দিকে তাকাবার আগে বাঁ দিকে দুটি পেশার নাম করতে পারেন কিনা দেখুন

ঘর এক: সংকেত দেওয়া রয়েছে John Doe. Podiatrist (জন ডো পডিয়াট্রিস্ট)

(ক) ইনি ত্বকের চিকিৎসা করে থাকেন। (খ) তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি যন্ত্রণাদায়ক পায়ের কড়ার চিকিৎসা করেন (গ) তিনি সাধারণ ডাক্তারি করেন।

(IV)

বাড়িতে কি কোন ডাক্তার আছে?

কোন বড় শহরে পেশাদার বাড়িতে আপনি হলঘর ধরে যেতে যেতে বিভিন্ন উপাধির শিরোনামে আপনি অনেক ঘর দেখতে পাবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি উপাধির সঙ্গে মানান সই সংজ্ঞা এবং বর্ণনা পরীক্ষা করুন উত্তরগুলি দেখবার আগে পারলে বাঁদিকের

দুটি পেশার নাম উল্লেখ করুন।

(ঘর এক : সংকেত বলে, জন ডে. পডিয়াট্রিস্ট / পায়ের পাতার চিকিৎসা)

(ক) ইনি ত্বকের চিকিৎসা করেন। (খ) আপনার পায়ে যন্ত্রণা দায়ক কড়া হলে আপনি এঁর সঙ্গে দেখা করুন। (গ) তিনি সাধারণ চিকিৎসা করেন।

(ঘর দুই : রিচার্ড জোনের অফিস)। (ক) ইনি ত্বকের চিকিৎসা করেন। (খ) ইনি বাঁকা দাঁত ঠিক করে দেন. (গ) যেসব মানুষ আবেগ ঘটিত সমস্যায় ভোগেন তারা এর সঙ্গে দেখা করেন।

(ঘর তিন : চোখের নানারকম যন্ত্রপাতি বিক্রেতা.)

(ক) চোখের নানারকম রোগ দেখেন দরকার পড়লে চিকিৎসা করেন। (খ) চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করেন এবং রোগীর দরকার পড়লে চশমা অনুমোদন করেন: (গ) ইনি চোখের ব্যাপারে নানারকম যন্ত্রপাতি যেমন দূরবীক্ষণ, টেলিফোন, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি বিক্রী করেন

(ঘর চার : জেমস ব্রাউনের অফিস, হাড় সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগের ডাক্তার)

(ক) পায়ের কড়ার ডাক্তার। (খ) হাড় সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট রোগ এবং প্রভাবিত অঞ্চলটিকে চিকিৎসা করে রোগ সারান। (গ) দাঁত বসান, দাঁত তোলেন।

(ঘর-পাঁচ : ডাক্তারের নাম জন স্মিথ: ইনি শিশু প্রসব করান।)

(ক) বয়সকালে হওয়া রোগের চিকিৎসা করেন ইনি। (খ) শৈশবে নানা রোগের ইনি বিশেষজ্ঞ। (গ) ইনি মহিলাদের শিশু প্রসব করান।

Answer

(1) b (a) একজন Dermotologist (b) ইনি একজন General practitioner. (2) c (a) ইনি একজন Dermotologist. (b) ইনি একজন Orthodontist (3) a (b) ইনি একজন Optimetrist (b) একজন Optician (4) b (a) ইনি একজন পডিয়াট্রিস্ট (b) একজন Pentist. (5) c (a) ইনি একজন Geriatrician (b) একজন Pediatrician.

ক্রিয়া সমূহ আপনাকে শক্তি যোগায়

আপনার সেই ছোটবেলাকার বিদ্যালয় পুস্তকে দেওয়া ক্রিয়ার সংজ্ঞা মনে আছে কি? এটি কিছুটা এরকম ছিল। একটি ক্রিয়া হল সেই বাক্যের অংশ যা নিশ্চিৎ করে, ঘোষণা

করে অথবা বিধেয় করে কিছু একটা বেগবান ক্রিয়া তার থেকেও বেশী কিছু। এটি বাক্যের প্রাণ; এই ক্রিয়াই একটা বাক্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

আপনার ক্রিয়াগুলি সতর্ক ভাবে বাছাই কর

আপনি যদি একটি নিস্তেজ ক্রিয়া নেন তাহলে কথাটাও নিস্তেজ বা ম্রিয়মান লাগবে; সেটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিনা সন্দেহ। আপনার পাঠক কিংবা শ্রোতাকে খুব সামান্যই সেটি প্রভাবিত করবে

অন্যদিকে শক্তিশালী ক্রিয়া আপনার কথাটিতে বেগ সঞ্চার করবে। বিদ্যুৎগতি দেবে; বুলেটকে তিব্রগতি সম্পন্ন করে পাওডার চার্জ; এক্ষেত্রে সেরকমভাবেই ক্রিয়া আপনার কথাটির সমস্ত শব্দগুলিকে বিদ্যুৎগতি দেবে।

নিম্নোক্ত একটি উদাহরণই যথেষ্ট : নিম্নোক্ত বাক্যদুটির মধ্যে কোনটি বেশী বলশালী?

(1) He is a moral leper : let us keep away from him and have nothing to do with him. (2) He is a moral leper : let us ostracize.

ওপরের দুটি বাক্যের অনিবার্য উত্তর তাই নয় কি? নিচের ostracize শব্দটি একাই ওপরের দশটি শব্দের কাজ করেছে।

(I)

এখানে দশটি গতি সম্পন্ন শব্দের উল্লেখ করা হল এগুলি সমৃদ্ধ শব্দাবলীতে পড়ে। আমরা এগুলির মূল্যবান সংজ্ঞা দিচ্ছি না। যে বাক্যগুলিতে এই বিশেষ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কেবল পড় এবং দেখো যে শব্দটির অর্থ জানো না তার অর্থ অনুমান করতে পারো কিনা। সেগুলো জোরে উচ্চারণ কর।

(1) They expiate (EKS - Pee - ate) their sins, crimes blunders, or errors. (তারা তাদের পাপ, অপরাধ, হটকারীতা এবং ভুলের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করে।)

(2) They importune (im - per - toon) God for divine favors. (তারা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করার জন্য মিনতি জানায়।)

(3) They impute (im - pyoot) unworthy motives to their enemies. (তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বাজে উদ্দেশ্যের অভিযোগ করে।)

(4) They scintillate (SEN - ti - late) the writer ones at cocktail parties. (পান লেখকের জ্বলজ্বল করে।)

(5) They mulct (MULKT) the unwary or gullible public. (তারা প্রতারক ব্যক্তিদের জরিমানা করে।)

(6) They ostracize (DS - tra - size) members of religious political or racial minorities. (তারা ধর্মীয়, রাজনৈতিক অথবা জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমাজচ্যুত করে।)

(7) They deprecate (DEP - re - kate) the foibles of others. (তারা অন্যদের অক্ষম না হতে অনুরোধ করে)

(8) They procrastinate (Pro - KRAS - te - nate) and then vow to be more Punchual in future. (তারা ইচ্ছা করে কাজ করতে কালবিলম্ব করে এবং তারপর ভবিষ্যতে আরো বেশী সময়নিষ্ঠ হবে বলে অঙ্গীকার করে)

(9) They rusticate (RUS - te - cate) in the summer time. if finance permit. (আর্থিক সংস্থান থাকলে গ্রীষ্মে তারা গ্রামে থাকে)

(10) They vegetate (VEJ - e - tate) all year. if they are lacking in imagination. initiative or energy. (তারা সারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে যদি তাদের কল্পনার উদ্যোগের এবং উৎসাহের ঘাটতি থাকে)

(II)

বিভাগ এক থেকে ক্রিয়ার সংজ্ঞাটির পাশে সঠিক ক্রিয়াটি লিখুন। উপরোক্ত বাক্যগুলির মত নিম্নোক্ত বাক্যগুলিতে ক্রিয়াগুলি একই শৃঙ্খলায় নেই।

(1) Live in a passive way ..... (নৈর্ব্যক্তিক ভাবে জীবনযাপন করা)

(2) Deprive of a possession unjustly ... (অন্যায় ভাবে কোন সম্পত্তি বঞ্চনা করা)

(3) make amends for ....(সংশোধন করা)

(4) Beg for ceaselessly. bereech entreat ...... (অবিরাম ভাবে, ভিক্ষের জন্য মিনতি করা, অনুরোধ)

(5) Exclude from public or private favora ban .... (জনসাধারণ বা ব্যক্তি সান্নিধ্য থেকে বিযুক্ত করা. নিষেধ জারি)

(6) put off untill a future time delay .... (ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা. দেরী করা)

(7) Sparkle with wilor humer .... (বুদ্ধিমত্ত এবং রঙ্গরসিকতায় উজ্জ্বল)

(8) spend time in the country ....(গ্রামে সময় কাটানো)

(9) Disapprove of (the actions of some one)...(অনুমোদন করা (কারো কাজ)

(শব্দগুলির অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

Answer / উত্তর

(1) vegetate (2) mulct (3) expiate (4) importure (5) ostracize (6) procrastinate (7) scinillate (8) rusticate (9) impute (10) deprecate.

(III)

ক্রিয়াগুলির কোনটি নিম্নোলিখিত মানুষের বৈশিষ্টগত কাজগুলির বর্ণনা করেছে?

(1) He is too indotent to get his work done on time. (সময়মত কাজ করতে সে বিমুখ) He ....

(2) He is accustoned to blaming others.(অপরকে দোষারোপ করার জন্যে সে অভিযুক্ত) He ....

(3) He is sparkling and witty person (তিনি উজ্জ্বল এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি) He ....

(4) He is remorseful and wishes to make amends. (তিনি অনুতপ্ত এবং সংশোধন করতে ইচ্ছুক) He ....

(5) He is a person who is in a rut and leads a monotonous life. (তিনি হলেন একজন ব্যক্তি যিনি অলস জীবন যাপন করেন) He ....

(6) He is an exclusive individual. avoiding people who one defferent from himself. (তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে যারা তার নিজের থেকে অন্যরকম) He ....

(7) He cheats others (সে অন্যান্যদের ঠকায়) He ....

(8) He looks down on the acts of others. (সে অন্যদের কাজকে ঘৃণা করে বলে) He ....

(9) He is on the vacation in the country (সে দেশে ছুটিতে)

He ....

Answer

(শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(1) procrastinates (2) imputes (3) scintillates (4) expiates (5) vegetates (6) ostracizes (7) mulcts (8) importune (9) deprecate (10) rusticate.

(IV)

নিচে আপনি এগারো জোড়া বাক্য দেখতে পাবেন। প্রতিজোড়া বাক্যের দ্বিতীয়টিতে একটা শূন্য পঙতি রয়েছে যেটি প্রথম বাক্যের ইটালাইজ শব্দসমষ্টি অর্থ বহন করে। এই শূন্যস্থানে এই অধ্যায়ে গঠিত ক্রিয়াগুলির একটির হয় অন্যরূপ, বিশেষ্য, বিশেষণ বসান।

(1) He has been spending his time in the country. He has been .... (তিনি গ্রামে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি ....।)

(2) Why do you keep nagging me for favors? Why are you so ....(আমার আনুকূল্য পাওয়ার জন্য কেন আমার পেছনে পড়ে থাকো : তুমি কেন.......।)

(3) He took Rs 100 000 from the public by dishonest method. He ....(সে অসৎভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়েছিল।) সে জনসাধারণের কাছ থেকে এক লাখ টাকা ....।)

(4) Excluding him from our group is our most important weapon against some one who is dislayal. ....is our most potent weapon against some one who is dislayal.

(কোন এক ব্যক্তি যে আমাদের অবিশ্বস্ত তাকে আমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াটা হাতিয়ার। ....আমাদের অবিশ্বস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ য়ার।)

(5) He shoed contempt and disapproval of the younger generation. He ..... the younger generation (সে যুব প্রজন্মের প্রতি ঘৃণা এবং অসম্মতি প্রদর্শন করে। সে যুব প্রজন্মের প্রতি ....।)

(6) To make amends for his sin, he did penance for three days. In .... of his sin, he did penance for three days. (নিজের পাপ সংশোধন

করার জন্য সে তিনদিন প্রায়শ্চিত্ত করল।)

(7) Do they accuse me of committing these offences? Have they .... these offences me? (এই অপরাধের জন্য কি তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে? তারা কি অপরাধের জন্য ....।)

(8) I resent your accusation that I committed these offences. I resent your ....of these offences to me.(তোমার ঐ অভিযোগকে আমি ঘৃণা করি যে এই অপরাধ করেছি। আমি তোমার ....যে আমি এই অপরাধ করেছি।)

(9) She is a sparkling and witty speaker. She is a .... speaker.

(তিনি একজন উদ্দীপ্ত এবং প্রত্যুৎপন্নমতি বক্তা। তিনি একজন .... বক্তা)

(10) putting off till tomorrow is the thief of time ......is the thief of time. আগামীকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখ'টা সময় নষ্ট করা। .... সময় নষ্ট করা।

Answer

(1) rusticating (2) importunate (3) mulcted (4) ostracism (5) vegetating (6) deprecating. (7) expiation (8) imputed (9) imputation (10) scintillating.

(V)

পদক্ষেপ পরিবর্তনের সঙ্গে এবার আপনাকে ক্রিয়াপদ গঠনের প্রণালী দেওয়া হল। শেষে ate থাকা পাঁচটি ক্রিয়াপদের কথা ভাবতে পারেন? এই অধ্যায়ে এগুলি উল্লেখ করা হয় নি আপনাকে সাহায্য করার জন্য সেগুলির সংজ্ঞা এবং আদাক্ষর দিয়ে দেওয়া হল।

(1) Have control over .... D. (কর্তৃত্ব করা) (2) Make easier ..... F (সহজ করা) (3) Follow the example of ......E. (সমকক্ষ হওয়া) (4) Make gesture or motions to convey ....G. (অঙ্গভঙ্গী করা) (5) Get better ...... R.(পুনরুদ্ধার কারক)।

Answer

(1) dominate (2) facilitate (3) emulate (4) gesticulate (5) recuperate.

এবার ize থাকা পাঁচটি ক্রিয়াপদের কথা আপনি বলতে পারেন?

(1) Be condescending toward ....p (কতৃত্বকারীর অকিঞ্চনের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো) (2) Make pay a fine or suffer punishment ....P. (ক্ষতিপূরণ করা বা শাস্তি ভোগ করা) (3) Make vivid or moving . ...D. (জীবন্ত বা চলিষ্ণু করা)। (4) Make live forever ......I. (চিরজীবি করা)। (5) Appropriate and claim us one's own the literecy work of another . .P(কুম্ভীলকগিরি করা)

Answer

(1) patronize (2) penolize (3) dramatize (4) immortatize (5) plaglanize

(VI)

আপনি কি পঞ্চম বিভাগের (part v) ক্রিয়াপদগুলি আপনার কথা শব্দাবলীর একটি সক্রিয় অংশ গঠন করতে পারবেন? নিচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করুন। কিছু ক্রিয়াপদের নতুন রূপের দরকার হতে পারে: যেমন dominates. dominating অথবা dominated.

(1) Beethoven's Compositions have always . .....the musical scene. (বিটোভেনের সুর সর্বদাই সঙ্গীত দৃশ্যকে কর্তৃত্ব করে।) (2) Carl Sandburg's biography vividly ...... the life of Lincoln as no other bood has ever been able to. কার্ল স্যাণ্ডবার্গের জীবনী প্রাণবন্তভাবে লিঙ্কনের জীবনকে .... করেছে যা অন্য কোন বই করতে সক্ষম হয় নি। (3) I have never seen a sick man ..... so quickly.আমি কখন একজন অসুস্থ মানুষকে এত দ্রুত ...... উঠতে দেখিনি। (4) Your friends think you are conceited because you seem to ... them.(তোমার বন্ধুরা মনে করে তুমি অতিশয় আত্মাভিমানি কেন না তোমাকে মনে তাদের ....।) (5) Nature will ..... you for your alcoholic excesses.প্রকৃতি তোমাকে তোমার অতিরিক্ত মদ্য পানের ....। (6) let us . the habits of successful men.এসো তোমাদের সফল মানুষদের ...... হওয়া যাক। (7) In her confusion. she wildly.(তার গোল বাঁধে যাওয়ার সে ভীষণ ভাবে ....করল। (8) He built an insecure and dishonest literary reputation by .... the classics. সে অনিরাপদ এবং অসৎ সাহিত্য খ্যাতি অর্জন করেছিল ....দ্বারা। (9) Let me puck for you that you will . . your departure.আমাকে তোমার বাধাছাঁদা করার কাজে সাহায্য করতে দাও তাতে তোমার বিদায় ..... . হবে (10) The Elgy in a country church yeard' did you much to ......the poet thomas gray.'Elgy in country churchy and' কবিতাটি কি কবি টমাস গ্রেকে বেশী .... করেছে?

Answer

(1) dominated (2) dramatize (3) recuperate (4) patronize (5) penalise (6) emulate (7) gesticulate (8) plagearising (9) facilitate (10) immortal-ize.

(VII)

এই অধ্যায়ে আলোচিত কুড়িটি গতিবান ক্রিয়াপদের চমৎকার সংযোজন ঘটেছে সেগুলির মধ্যে কটি আপনি মনে করতে পারেন? আসুন এ ব্যাপারে আপনাকে একটু পরীক্ষা করা যাক।

আপনার স্মৃতিকে সাহায্য করার জন্য আদাক্ষর গুলি দেওয়া হল নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য যতটা মনে করতে পারেন লিখুন। কুড়িটির মধ্যে যদি অন্তত কিছু শব্দ মনে করতে পারেন সেটা ভালো আর যদি কুড়িটি পেরে যান তো তা অপূর্ব

(1) E .... (2) I .... (3) I .... (4) S ....(5) M .. (6) O....... 7) D .... (8) P .... (9) R .... (10) V .... (11) D.. ...... (12) F .... (13) E .... (14) G ....(15) R .... (16) P......... (17) P .... (18) O ....(19) I .... (20) P ....

পরের কিছুদিন আপনি ক্রিয়াপদগুলির জন্য কান এবং চোখকে সজাগ রাখুন। যখন পড়বেন এবং কারোর সঙ্গে কথা বলবেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করুন দেখুন সেগুলি কার্যকরী কিংবা কাজ করছে কিনা। বিলবোর্ড, কারকার্ড ইত্যাদি এগুলি এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনগুলি এব্যাপারে আপনার পক্ষে সহায়ক যেহেতু বিজ্ঞাপন ব্যাপারটি খরচ বহুল সেইজন্য প্রচার কারীরা তাদের ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সতর্ক থাকে।

যখন সংবাদপত্র পড়বেন ভালো বাছাই এবং গতিবান ক্রিয়াপদগুলির দিকে লক্ষ্য রাখুন।

আপনার ক্রিয়াপদগুলির ব্যাপারে যত্নবান থাকুন সেগুলি আপনার ইংরেজী বলার এবং লেখার ক্ষেত্রে ক্ষমতা, রঙ, ইত্যাদি বাড়িয়ে দেবে

ত্বকের শব্দসমূহ

মানসিকভাবে সতর্ক মানুষ প্রতিদিন সন্তুষ্ট হয়ে বাঁচতে পারে না খাদ্য, অর্থ, পোষাক আসক, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে মাঝে মাঝে সে ভাবতে থাকে কেন যে বেঁচে আছে এবং তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ কারী বলগুলি কি কি?

এই এই অধ্যায় কি শব্দের ব্যাপারে আলোচনা করবে যা এই উদ্দেশ্য কামী বলগুলিতে প্রযোজ্য বিভিন্ন মানুষের দ্বারা। তারা দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধরণের।

(১) ভগবান আছে কি? অতি প্রকৃত এবং সর্বময় কর্তা সম্বন্ধে তত্ত্ব হিসাবে বিমূর্তের বাহ্যিক সীমার এত কাছাকাছি কোন কিছু নেই। আমাদের মধ্যে অনেকেই পূজো করে, আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রহণ করে, কোন না কোন আচরণের আকারে। আপনি কি সংখ্যালঘুর মধ্যে পড়েন? যারা কিনা যুদ্ধং দেহী ভাবে জোর করে বলে যে মানুষ তার নিজের মূর্তিতে ভগবানকে গড়েছে। যারা বিশ্বাস করে ভগবান কল্পনার সাহায্যে একটা মিথ্যা উদ্ভাবন। আর সেইজন্যই তার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তা হলে আপনি একজন নাস্তিক এবং আপনার মতবাদকে নাস্তিকবাদ বলা হয়। এখানে শব্দটি গ্রীক a থেকে নেওয়া যার অর্থ without এবং theos যে কথাটার অর্থ ভগবান (AY - three - ist)।

(২) অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদ ন্যায়সম্মত ভাবেই বলে থাকেন বলে মনে হয় যে সর্বময় কর্তার অস্তিত্ব আছে কি নেই তা একটা রহস্য। যে রহস্যের তলে মানুষ কোনদিনই খুঁজে পাবে না। পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হল। জীবন কিভাবে শুরু হল? পৃথিবীতে এমন কোন জনক ছিল যে তার শিশুদের দেখাশোনা করত। নাকি আমার উৎপত্তি উদ্দেশ্যহীন সুযোগ। আপনি এই বলে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন যে এসব কেউ জানে না অথবা কেউ এসব জানাতে পারার আশাও করতে পারে না, তাহলে আপনি একজন আশাবাদী। (agnostic / ag - NOSS - tik) আর আপনার মতবাদকে বলা হবে অজ্ঞেয়বাদ। এই শব্দটি গ্রীকভাষা agnostis শব্দটি থেকে আসা যার অর্থ 'না জানা'।

(৩) কেন ঐ কিশোরটি রাস্তাটি ছুটে পেরোল যখন বিরাট ট্রাকটি ঘুরছে? একটা নিরীহ জীবনে অপ্রয়োজনীয় নর্স নেওয়ার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কি? এটি কি কেবলই দুর্ঘটনা? ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া? কেনই বা মানব জীবনের মহান উপকারী মানুষেরা তাদের প্রাথমিক জীবনে শেষ হয়ে যায়? এ সবই কি দুর্ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? অথবা নিয়তি নির্দেশিত?

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে সে সব ঘটনা ঘটছে তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট, কোন অসীম ক্ষমতাশালীর খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাহলে আপনাকে অদৃষ্টবাদী বলা হবে এবং আপনার মতবাদকে অদৃষ্টবাদ বলা হবে।

(৪) আমাদের এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ রয়েছে যারা কেবল নিজের কথা ভাবে নিজের স্বার্থপর সুবিধের কথা ভাবে। আর ওদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে নিজের স্বার্থরক্ষা করার সমস্ত গুণই থেকে থাকে, অন্যান্যদের প্রয়োজন, অনুভূতি এবং আশা আকাঙ্খার প্রতি উদাসীন থেকে তারা সর্বদাই নিজের স্বার্থে এবং সরাসরি লাভের জন্য কাজ করে

থাকে। তারা অহং বোধকেই বিশ্বাস করে। এই ধরনের একজন অহংবাদ বলা হয়। এই শব্দটি বৈশিষ্টগত ভাবে ল্যাটিন শব্দ ego থেকে আসা যার অর্থ আমি।

(৫) আপনার চরিত্রটি যদি ঐ সব অহংবাদীদের বিপরীত হয়, আপনার মধ্যে যদি পরার্থপরতার গুণটি থাকে এবং অন্যান্যদের প্রয়োজন এবং স্বার্থের প্রতি তাদের অনুরক্তি থাকে তাহলে আপনাকে পরার্থবাদী এবং আপনার মতবাদকে পরার্থবাদ বলা হয়। এই শব্দটির সঙ্গে ল্যাটিন শব্দ 'alter' এর সম্পর্ক স্পষ্ট। alter শব্দটির অর্থ অন্য।

(৬) আপনি কি আপনার আনন্দ কিংবা যন্ত্রণায় উঠতে পারবেন? উঠতে পারবেন কিংবা সুখ দুঃখের উর্দ্ধে উঠতে? আপনি কি উদাসীনতার সঙ্গে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারবেন? নিজেকে মহান আত্মসমর্পণের সঙ্গে পারবেন কি দুর্ভাগ্যের তীর কিংবা গুলির মুখে নিজেকে সৌঁপে দিতে? আপনি হিংসা লোভ শত্রুতার মনোভাব, ঘৃণা এবং মানুষের অন্তরের নেতিবাচক আবেগগুলি কি ছাড়তে পারবেন? অভিযোগহীনভাবে আপনি দৈহিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবেন কি? যদি আপনি এসব প্রশ্নের উত্তরে সৎ ভাবে হ্যাঁ বলেন এবং আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে এই ধরণের আত্মনিয়ন্ত্রণ জীবনযাপনের পক্ষে একটা মহান উপায় তাহলে আপনাকে জেনোবাদী বা জেনোর মতাবিলম্বী বলা হবে। আর মতবাদ অনুযায়ী চলা জীবনকে জেনোবাদ বা জেনোর মতানুগামী বলা হবে। জেনো একজন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন। যিশু খ্রীস্টের প্রায় তিনশত বৎসর আগে তিনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই stoic শব্দটি গ্রীক stoikos শব্দটি থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি আবার stoa শব্দটি থেকে নেওয়া। stoa শব্দটির অর্থ হল গাড়িবারান্দা। জেনো এথেন্সের 'stoa poikile' অথবা চিত্রিত গাড়িবারান্দা (painted ponch) লেখা পড়া শিখেছিলেন।

(৭) আপনি কি যথাযথ ভাবে বলতে পারেন অন্য কোন জাতি আমাদের দেশের আলোকবর্তিকা ধরতে পারে। আমরা অতি মানব, বাছাই করা জন্ম ধারণ। অন্যান্য প্রতিটি জাতি আমার কাছে নিকৃষ্ট, আর যখন দিন আসবে তাদের সবারই পরিণতি আমাদের ক্রিতমাস হওয়া। এটা দেশ প্রেমবাদ নয়। অথবা এটা হল চূড়ান্ত বেআইনী এবং হাস্যকর দেশপ্রেমবাদ। আপনি যদি এইভাবে কথাবার্তা বলেন তাহলে আপনি হলেন উৎকৃষ্ট স্বদেশভক্ত। আপনি উৎকট স্বদেশ প্রেমে আচ্ছন্ন, বা উৎকট স্বদেশ প্রেমবাদ। কথাটি এসেছে নিকোলাস চভিন অব রোচফোর্ট থেকে। (Nicolus chawin of Rochefort) তিনি নেপোলিয়নের প্রতি এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে এতই স্পষ্টভাবে আসক্ত ছিলেন, তিনি উপহাস্য হয়ে উঠেছিলেন সেই সময়।

(৮) আপনি কি আপনাদের দেশের শক্তির ব্যাপারে একজন মিথ্যাবড়াই কারী। আপনি

কি চান সর্বদাই আপনার দেশ তার বলকে ব্যবহার করুক? সামান্যতম উস্কানিতেই কি আপনি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী তাকে দিতে চান এবং তাদের পাঠাতে চান বিদেশীদের নিজের দেশের শক্তি প্রদর্শন করাতে? অন্যান্য দেশ কি যুদ্ধ চায়? আপনি জিজ্ঞাসা করুন আমরা সেটি তাদের দেবো। আর তারা যদি না চায় যে কোন ভাবেই আমরা তাদের সেইপথে নিয়ে যাবো। এটি যদি আপনার দর্শনের মূলকথা হয় তো আপনি হলেন একজন যুদ্ধপ্রিয় দেশপ্রেমিক। আপনার হৃদপিণ্ডটি যুদ্ধপ্রিয় দেশপ্রেমবাদের সুরে তাল ঠুকে স্পন্দিত হবে।

(৯) আমাদের বাপ ঠাকুরদার রাজনৈতিক বিশ্বাস, পদ্ধতি এবং মতবাদ অনুসরণ করে চলাই কি ভালো আমাদের সরকারের? নাকি আমাদের লাগাতার পরিবর্তন, আবিষ্কার এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলা ভালো? যেসব ব্যক্তি দ্বিতীয় দর্শনটি অনুসরণ করে বলতে হয় তারা উদারনীতিতে বিশ্বাস করে। আর কাজে এবং কর্মে কোন পক্ষেরই বশ্যতা স্বীকার করে না, নির্ভর করে না। উদারনীতিবাদরা সর্বদাই গতি সম্পন্ন পরিবর্তনকামী পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকারকে পছন্দ করেন। রোমানরা লিবার (liber) শব্দটি আমাদের দিয়েছে। এই শব্দটির অর্থ স্বাধীন (free)।

(১০) অন্যদিকে সংরক্ষণশীল পন্থীরা যে কোন পরিবর্তনের বিরোধী। যে এই নীতিতেই বিশ্বাস করা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। একজন সংরক্ষণশীল পন্থীরা পরিচিত, এবং নিরাপদ রাজনীতি করা সরকারকে বেশী পছন্দ করে 'আমাদের যা আছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট'। সে বলে। 'আমরা কেন অজ্ঞাত জল রাশিতে যাত্রা করব? ল্যাটিন শব্দ Conserv থেকে এই শব্দটি এসেছে। এটির অর্থ 'to preserv' বা সংরক্ষণ করা। চূড়ান্ত উদারনীতিবাদীরা হল র‍্যাডিক্যাল আমূল সংস্কারবাদি এবং চূড়ান্ত সংরক্ষণশীলপন্থীরা হল প্রতিক্রিয়াশীল।

(১১) কি ধরণের জীবন শ্রেষ্ঠ? একদল চিন্তাবিদের কাছে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর খুবই সরলতর। 'সেই জীবন হল সব থেকে বেশী সফল যে জীবন মানুষকে সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেয় এবং সবচেয়ে কম কষ্ট দেয়' এককথায় বলে তাকে ভোগবাদীরা। এই মতবাদকে ভোগবাদী বলা হয়। ভোগবাদ শেখায় জীবনে আনন্দই হোলো প্রধান বস্তু।

এবার নিন এবার নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরী হোন।

(I)

নিচের বিবৃতিগুলির প্রতিটিতে কোন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে?

(1) I'm interested in the welfare of the other fellow, not in my own.

(আমি অন্যান্য মানুষের মঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহী নিজের মঙ্গলের জন্য নয়)

(2) 'Let the other fellow take care of himself only interested come first. last and always .(প্রত্যেকে অন্যান্য ব্যক্তিকে নিজেদের যত্ন নিজেকে নিতে দিন আমার স্বার্থ প্রথমে স্থায়ী হয়. সর্বদাই)

(3) 'Mine is the superior race. Have we not the monopoly on the beauty. strength. brains. creativeness. honest. virtue and bravery? ('আমাদের জাতিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। সৌন্দর্য. শক্তি. মেধা. সৃষ্টিশীলতা. সততা গুণাবলী এবং সাহসীতায় আমরা একচেটিয়া নয় কি?)

(4) 'Let's not stand still in politics progress. change. experimentation —that is what we need! (রাজনীতিতে আমাদের স্থিরভাবে দাড়ানো নেই উন্নতি. পরিবর্তন পরীক্ষা-নিরীক্ষার—এগুলিই আমাদের প্রয়োজন)

(5) Happiness. pleasure. fun revelry: these are the most important things in life. (সুখ. আনন্দ. মজা. পানোৎসব এগুলিই হল আমাদের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু)

(6) 'There. a God? Don't be silly. only stupid people beleive in God. (ভগবান আছেন? বোকা হয়ো না। একমাত্র নির্বোধ লোকেরাই ভগবানে বিশ্বাস করে)

(7)'May be there is God. May be there isn't I don't know and I do not beleive anybody its does or ever will. ('ভগবান থাকতে পারেন। নাও থাকতে পারেন। আমি জানি না আর আমি বিশ্বাস করি না কেউ তা জানে কিংবা কখনও জানতে পারবে বলে')

(8) 'The wise and brave man is indefferent to both pain and pleasure.('পণ্ডিত এবং সাহসী মানুষ যন্ত্রণা এবং আনন্দ উভয় ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে')

(9) We'll build up our neclear power. our troop and our nevy. We will arm to lift them w'll dare any nation in the world to knock the chip off our soldier.(পারমাণবিক শক্তি সমেত আমরা নিজেদের সামরিক শক্তি সম্পন্ন করে তুলব আর বিশ্বকে তা দেখিয়ে দেব)

(10) 'You can't change the future It's all planned and written down. ('আপনি ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করতে পারেন না। এসবই আগে থেকেই পরিকল্পিত এবং লিপিবদ্ধ)

(11) 'Let's keep thing us they are We are getting along all right So

why fool around with any dengerous half backed new fagled theories?) (যেমন সব আছে সেরকমই থাকতে দাও। আমাদের সব ঠিকই চলছে তাহলে কেন বিপজ্জনক আর সিদ্ধ নতুন তত্ত্ব নিয়ে কেন আমরা বোকামি করতে যাবো?)

(শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

Answer

(1) A'truist (2) egoist (3) chauminist (4) Liberal (5) epicurean (6) atheist (7) agnostic (8) stoic (9) jigoist (10) fatatist (11) conservative

এই বিশেষ্যগুলির বিশেষণ রূপগুলি হল এইরকম—

বিশেষ্য— altruism. -- atheism -- agosticism -- fatatisme -- egoism stoicism -- chauminis -- jingoism -- liberalism -- conservatism -- epicureanism

বিশেষণ— atheistic -- atheistic -- agostic -- fatatistic egoistic -- stoical -- chauministic -- jingoistic-- liberal -- conservative -- epicurean

নিম্নোক্ত শব্দসমষ্টি অথবা বাক্যগুলিতে কি আপনি সঠিক বিশেষণটি বসাতে পারেন?

(1) The .....attitude of the ungodly.(নিরীশ্বর ভাবে .... মনোভঙ্গী)

(2) The ....doubt of the skeptical.(আশাবাদের সন্দেহ ....)

(3) Age tends to bring a ... tinge to one's politics. (বয়সের প্রবণত হল কারো রাজনীতিতে ঈষৎ একটা ....আনা)

(4) politically. youth is inclined to be ....(রাজনৈতিকভাবে যুব সম্প্রদায়ের ঝোঁক হল ......হওয়া।)

(5) The ....flaver of oriental religions.(বিশ্বজনীন ধর্মগুলির হৃদ্যতা ......)

(6) The narrow ...desires of the concicted.(সংকীর্ণ .... অতিশয় আত্মাভিমানির আকাঙ্ক্ষা।)

(7) The ...resignation of those who have suffered much (যারা বেশী ভুগেছে তাদের ইস্তফা

(8) The ...blatancy of professional 'flug wavers.(পেশাদার পতাকা আন্দোলনকারীদের হৈ চৈ করা আত্মপ্রকাশকারী ..)

(9) The ....desires of the self indulgent.(স্ব প্রবৃত্তি কামীর আকাঙ্খা ....)

(10) Threats. 'saves rattling' and a call-up the reserve hare often been the ...means.(ভীতি প্রদর্শন. এবং প্রায়ই সৈন্যসামন্তকে স্মরণ করা হয়েছে ....অর্থ)

(11) The .... attitude of most parents to their children.(বেশীর ভাগ পিতামাতার তাদের শিশুদের প্রতি .....)

Answer

(1) Athestic (2) egnostic (3) conservative (4) liberal (5) fatalistic (6) egoistic (7) stiocal (8) chauministic (9) epicurean (10) jingoistic (11) atrtuistic

শেষে এই শব্দগুলি আপনার চিন্তার এবং শব্দাবলীগুলোর ব্যবহার করার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ করে তুলতে এই অনুশীলনীটি করতে পারেন কিনা দেখুন নিচের বিবৃতিগুলি কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল পাশে উল্লেখ করুন—

(1) The altruist hates people. (পরার্থবাদীরা মানুষকে ঘৃণা।

True.... .... false............ ঠিক .... ভুল.......................

(2) A atheist is a steady churchgoers. (ঈশ্বর বিশ্বাসীরা গির্জাতে যায়।

True... .... false.......... ঠিক .... ভুল.......................

(3) The agnostic is deeply religious (অজ্ঞেয়বাদীরা গভীরভাবে ধর্মীয়

True... .... false............ ঠিক .... ভুল....... ....

(4) A fatalist never takes chance. (অদৃষ্টবাদীরা কোনদিন সুযোগ নেয় না)

True... .... false............ ঠিক .... ভুল... ....

(5) A egoist wants to help his fellow man (একজন অহংকারী বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য করতে চায়)

True... .... false.. .... ঠিক .... ভুল............. ....

(6) The stoic becomes hystorical under the stress of tragidy or disaster. (স্টোনোবাদীরা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যা বিপর্যয়ে ঐতিহাসিক হয়ে যায়।)

True.............. false............ ঠিক .... ভুল.. ....

(7) Chauminist often switch their allegiances to other nations. (উৎকৃষ্ট স্বদেশীকতা অন্যান্য জাতীর কাছে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে)

True.............. false............ ঠিক .... ভুল........................

(8) A jingoist is interested in peace at any cost. (যুদ্ধপ্রিয় দেশপ্রেমবাদীরা যে কোন মূল্যে শান্তি রক্ষা করে

True.............. false...... ..... ঠিক .... ভুল........................

(9) A political liberal shies away from innovation. (রাজনৈতিক উদারনীতি বাদীরা পরিবর্তন থেকে দূরে থাকে)

True.............. false............ ঠিক .... ভুল........................

(10) A political conservative beleive in greatly exhanced Federal pow . (রাজনৈতিক সংরক্ষণশীল পন্থীরা ছাড়া বিরাটভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।)

True.............. false......... ... ঠিক .... ভুল........................

(11) An epicurean purses a life of austerity and self. (ভোগবাদীর আত্মসংযমী এবং আত্ম ত্যাগের জীবনে বিশ্বাস করে)

True.............. false.... .... ঠিক .... ভুল.....................

Answer

সমস্ত বিবৃতি অবশ্যই ভুল

দ্রুত শব্দাবলী গঠন

শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির একটি ভাণ্ডার হল ইংরাজী। এর পঁচিশ শতাংশ গ্রীকভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ নেওয়া হয়েছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। সেই জন্যই গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার শেকড়ের জ্ঞান শব্দাবলী গঠনের যে কোন ক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবেই অমূল্য

আগামী অনুশীলনীগুলিতে আমরা শব্দগুলি ভেঙে বিশ্লেষণ করে দেখাবো।

(I)

(1) Monogamy (me - NOG - e - mee) (একগামীত্ব)

A one - to - one system of marriage: a man or woman has only one current spouse at any time. from Greek monos 'one' gamos marriage. (এক বিবাহ পদ্ধতি) একজন পুরুষ অথবা মহিলা একটি সময় একজনই পতি বা পত্নী থাকে। শব্দটি গ্রীক শব্দ monos যার অর্থ 'এক' এবং gamos যার অর্থ বিবাহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) Bigamy (Big - e - mee). (দ্বিবিবাহ বা দ্বিগামী) Illegal involvment by one person in two or more concurrent marriage from latin bis 'twice or two plus gamos.(কোন এক ব্যক্তির দ্বারা একই সঙ্গে অবৈধভাবে দুবার বিবাহ করা। এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ bis যার অর্থ দুবার বা দুই এবং gamos যার অর্থ বিবাহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) polygamy (Pe - IIG - e - mee) (বহুগামী বা বহুবিবাহ) A custom. once prevacant among the mormons in Utah and encounted today in some parts of Asia. Africa. the near East etc. in which a man has more than one wife. The first part of word is from Greek plys 'many'. এটি একটি সামাজিক প্রথা যা একসময় উটার মরমনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এটি এখনো এশিয়া. আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ইত্যাদির কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত। এই প্রথায় একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। শব্দটির প্রথম অংশ গ্রীক শব্দ 'polys' থেকে নেওয়া।

(4) Misogamy (me - SOG - e - mee) (নারী বিদ্বেষ) Hatred of marriage from Greek 'miscin to hate' plus gamos. ('বিবাহের প্রতি ঘৃণা' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'miscin' যার অর্থ ঘৃণা করা থেকে নেওয়া এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে gamos.)

(II)

লক্ষ্য করুন পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত গ্রীক এবং ল্যাটিনের শব্দমূল কিভাবে চারটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে।

(1) Monotheism (MON - e - theeiz - em) (একেশ্বরবাদ)The belief in a single. supream deity. Greek monos 'One' combined with theos 'God'.(একটি মাত্র সর্বোচ্চ দেবতায় বিশ্বাস। এখানে গ্রীক শব্দ monos যার অর্থ একটি এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে theos যার অর্থ দেবতা।)

(2) Bicuspid (by - KUS - pid) (দুই দাঁড়ার দাঁত) A tooth with two prongs Latin bis 'twice' or two and cuspis point (দুটি দাঁড়া সমেত একটা দাঁত। শব্দটি ল্যাটিন শব্দ bis যার অর্থ বিন্দু থেকে নেওয়া।)

(3) polyglot (POL - ee - glot) (বহুভাষী) Glotta is a Greek for tongue, the polyglot is one who speaks many tongues or conguages.'Glotta' শব্দটি হল গ্রীক। এটির অর্থ জিহ্বা। বহুভাষী হল সেই ব্যক্তি যিনি অনেক ভাষায় কথা বলতে পারেন।

(4) Misanthropy (Me- SAN - thro - pee) (মনুষ্যবিদ্বেষ)Anthopos is Greek for 'man'. We have. then. the harted of man or of mankind. A misanthrope. therefore is anyone who has a morbid aversion to or distrust of: his fellow men.'Anthropos' শব্দটি হল গ্রীক. এটির অর্থ হল মানুষ অথবা মানবজাতি। একজন ব্যক্তি যখন অপরাপর মানুষকে ঘৃণা করে তখনই তাকে misantrope যা মনুষ্যবিদ্বেষী বলা হয়।

(III)

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব শব্দ আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং সেগুলি দ্রুত বাজিয়ে দেখা যাক। এই শব্দমূলগুলি ব্যবহার করা প্রতিটি শব্দের অর্থ আপনি কি স্মরণ করতে পারেন?

(1) Monos (Greek) 'One' as in monogamy and monotheism.

monogamy এবং monotheism হিসাবে গ্রীক শব্দ monos যার অর্থ 'এক'

(2) Gamos (Greek) 'marriage' monogamy. bigamy misgamy and polygamy হিসাবে গ্রীকশব্দ gamos শব্দটি যার অর্থ বিবাহ।

(3) B is (Latin) twice or two as in bigamy and biscuspid. (bigamy এবং biscuspid হিসাবে ল্যাটিন শব্দ bis যার অর্থ দুইবার বা দুই।

(4) Polys (Greek) 'in any' as polygamy and polyglot

(polygamy এবং polyglot হিসাবে গ্রীকশব্দ polys যার অর্থ 'বহু'।)

(5) Mesein (Greek) 'to hate' as in misogamy and misanthropy.

misogamy এবং misanthropy হিসাবে গ্রীক শব্দ mesein যার অর্থ ঘৃণা করা।

(6) Theos (Greek) 'God' as in monotheism: bitheism and polytheism.

(monotheism. bitheism এবং polytheism হিসাবে গ্রীক শব্দ theos যার অর্থ

দেবতা।)

(7) cuspis (Latin) point as in biscuspid. biscuspid হিসাবে ল্যাটিন শব্দ cuspis যার অর্থ বিন্দু।

(8) Glotta (Greek) tongue as in polyglot. polyglot হিসাবে গ্রীক শব্দ Glotta যার অর্থ জিহ্বা

(9) Anthropes (Greek) man as in misanthropy. misthropy হিসাবে গ্রীকশব্দ Anthropes যার অর্থ মানুষ

(IV)

এবার শব্দমূলের আরো গভীরে আসুন

(1) Theology (thee - OL - e - jee) (ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা) The study of God and religion to theos we add the greek roof logos 'knowledge' study or word. ঈশ্বর এবং ধর্মের শিক্ষা। theos শব্দের সঙ্গে আমরা গ্রীক শব্দমূল logos যোগ করেছি। এই logos শব্দটির অর্থ জ্ঞান; শিক্ষা বা শব্দ।

(2) philanthropy (fe - LAN - thro - jee) (মানব প্রেম)। Love of mankind. The root anthrops is combind with the Greek philien 'to love' A Philien thropist, then, who gives money to the poor, is literally a lover of his fellow-men. মানবজাতির প্রতি প্রেম। শব্দমূল anthropos গ্রীক শব্দ philien শব্দটির সঙ্গে (এটির অর্থ ভালোবাসা) যুক্ত হয়েছে অতএব একজন philanthropist হলেন তিনি যিনি গরীবদের অর্থ প্রদান করে আক্ষরিক অর্থে তিনি মানব প্রেমী।

(3) Anthropology (an - thro - POL - e - jee)study of man ie science of human development and history - a combination of anthropos and logos. (মানব শিক্ষা যেমন মানবজাতির অগ্রগতি এবং ইতিহাস — anthropos এবং logos এর সমন্বয়।)

(4) philology (fe - LOL - e - jee) (ভাষাবিদ্যা) study of language i.e. science of linguistics - literally a love of words from philien combined with logos. ভাষার শিক্ষা, যেমন ভাষার বিজ্ঞান এটি philien এবং logos শব্দের সমন্বয় গঠিত।

(V)

আপনার গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার শব্দ মূলের জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে কি আপনি প্রস্তুত? নিচের শূন্যস্থানগুলোতে প্রতিটি শব্দমূলের অর্থ লিখুন। তারপর একটা ইংরাজী শব্দের উদাহরণ দিন যার ভিত্তি সেই শব্দমূলটি।

শব্দমূল	অর্থ	উদাহরণ
(1) bis	....	....
(2) theos	....	....
(3) philien	....	....
(4) misien	... .	....
(5) gamos	....	.. ..
(6) glotta	....	....
(7) monos	....	....
(8) cuspid	....	....
(9) polys	....	....
(10) anthropos	....	....
(11) logos	....	....

Answer

(1) twice. two (2) god (3) love (4) hate (5) marriage (6) tongue (7) one (8) point (9) many (10) mankind (11) study. knowledge word.

আগের পাতাগুলি থেকে আপনার উত্তরগুলি পরীক্ষা করে নিন।

(VI)

can you quality as a word detective? keep in mind the eleven roots. We have discussed and try to arrive at the meaning of the italized words. Guess intelligently. refering to previous explanation on often as you wish to. Write your meaning in the blank line follwing each sentence.

(শব্দ সন্ধানী হিসাবে গুণপ্রকাশ করতে পারো কি? আমরা যে এগারোটি শব্দ আলোচনা করেছি সেগুলি মনে রাখবেন এবং বাঁকানো হরফগুলির অর্থ বের করার চেষ্টা করুন।

বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে যত বার পারবেন আগের পাতায় উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলি আপনি অনুমান করুন। নিচের প্রতিটি বাক্যের শূন্যস্থানে আপনার অর্থটি লিখুন)

(1) Some English wear a mono ete........ ....

(2) He delivered an interesting monoloque..........................

(3) He has a monopoly of the coffe market...........................

(4) He lives in monostery ....

(5) He is riding a bicycle. ... .

(6) Man is biped . ...

(7) France and England made bilateral agreement. ....

(8) A rectangle is a polygon . . ..

(9) A misogynist shows the company of woman.... ...

(10) Romans practiced poly theism . .. .

(11) This tooth is a tricuspid.. .. ..

(12) The President's wonderful stamp collection is the envy of philatelist. ....

(13) The anthropoid apes are similar in appearence to humans.....

(14) Biology is a facinating science ....

(15) England is a monarchy...............

(১) কিছু ইংরাজ 'monocle' পড়েন; (২) তিনি একটি উৎসাহব্যঞ্জক monologue ছিলেন। (৩) তিনি কফি বাজারের একজন monopoly (৪) তিনি 'monastery' তে বাস করেন। (৫) তিনি 'bicycle' এ চড়েন। (৬) মানুষ হল biped (৭) ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ড একটা 'bilateral' চুক্তি করেছে। (৮) একটি আয়তক্ষেত্র হল 'polygon' (৯) একজন 'misogynist' মহিলাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন (১০) রোমানরা polytheism মেনে চলে। (১১) এই দাঁত হল tricuspid. (১২) প্রেসিডেন্টের স্ট্যাম্প সংগ্রহে philatelist দের হিংসা (১৩) anthropoid বনমানুষ মানুষের মতই দেখতে। (১৪) biology হল একটা চমৎকার বিজ্ঞান। (১৫) ইংল্যাণ্ড হল monarchy

Answer.

(1) lense for one eye একটি চোখের জন্য চশমা (2) speech by one person (একজন ব্যক্তির বক্তৃতা) (3) control by one person (একজন ব্যক্তির

দ্বারা নিয়ন্ত্রণ) (4) place where people live along (জায়গা যেখানে মানুষ একো বাস করে) 5) Vehicle of two wheels (দু চাকার যান) creature with two feet (দু পায়ের দ্বিপদ প্রাণী) 6) two side (দ্বিগুন) 8) Many sided figure (বহুভুজ) 9) hater of woman (নারী বিদ্বেষী) 10) belief in many gods (বহু দেবতায় বিশ্বাসী) 11) tooth with three point (তিন দাঁড়ার দাঁত) 12) Lovers, hence collectors of stamps (প্রেমিক, স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা) 13) man like (মানুষের মত) 14) Study of life (জীবন বিদ্যা) 15) Country where one person rule (এমন দেশ যা একজন ব্যক্তি শাসন করেন)

(VII)

দেখুন কত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ল্যাটিন এবং গ্রীক শব্দমূলের সন্ধান করতে গিয়ে কত শব্দ আমরা শিখে ফেললাম। যখন সেটির কাছে আসবেন জোরে জোরে পড়ুন, শব্দমূল গঠনে যেভাবে সেটির অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে তা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করু।

1) Gamos, marriage গ্রীকশব্দ gamos ইংরাজীতে এটি বিবাহ। monogamy, bigamy, polygamy, sogamy.

2) Monos, one গ্রীকশব্দ monos ইংরাজীতে এটি এক বা একটি। Monotheisms, monogamy, monocle, monologue, monopoly, monastery, monarchy.

3) bis twice, two ল্যাটিন শব্দ bis ইংরাজী শব্দ দুবার বা দুই।

biscuspid, bicycle, biped, bilateral, bigamous.

4) Polys many, Polys হল গ্রীক শব্দ, ইংরাজী অর্থ-অনেক Polys হল গ্রীকশব্দ, ইংরাজী অর্থ অনেক Polygamy, polyglot, polygon, polytheism.

5) theos, god.theos শব্দটি গ্রীক এবং এটির ইংরাজী অর্থ হল ঈশ্বর বা ভগবান। theology, monotheist.

6) misien, to hate, misien শব্দটি গ্রীক এবং ইংরাজী অর্থ ঘৃণা করা misogamy, misogynist, misanthropy.

7) Logos, word, study, knowledge, Logos হল গ্রীক শব্দ এটির ইংরাজী অর্থ শব্দ, বিদ্যা, জ্ঞান। Biology, Theology, Philogy, Anthropology.

8) Philien, to love, Philien শব্দটি গ্রীক, এটির ইংরাজী অর্থ ভালবাসা, প্রেম Philologist; Philatelist Philanthropy

9) Anthropos, man, mankind, anthropos হল গ্রীক শব্দ, এটির ইংরাজী

অর্থ মানব, বা মানবজাতি Anthropoid. anthropologist philanthropist. misanthrop, misanthropist.

10) Cuspis. point. cuspis শব্দটি হল ল্যাটিন : এটির ইংরাজী অর্থ হল বিন্দু বা সুবিমুখ। biscuspid. tricuspid

11) Glotta. longue. glotta হল গ্রীক এটির ইংরাজী শব্দ হল জিহ্বা polyglot.

(VIII)

এবার চূড়ান্ত পরীক্ষা আপনার যদি মনে হয় এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু আপনার সুখী এবং নিরাপদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে তাহলে এই সরল পরীক্ষাটা দিন। এটিতে আপনাকে একটা বাক্যের একাধিক শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। পূর্বে দেওয়া তথ্যাদি না দেখে দেখুন যে আপনি ভালো কিছু করতে পারেন কিনা।

1) One who practices monogamy has only one .... 2) Theology is the study of .... or .... 3) A misogynist .... marriage. 4) Biology is the .... of life. 5) A philatelist collects .... 6) A misanthropist ....mankind. 7) Anthropology is the science of .... development. 8) A biscuspid has .... points.9) A tricuspid .... points.10) Anthropoid means 'Similar to or in the form of. a ....11) A polyglot speaks .... langues. 12) A polygon has .... sides.13) Under polygamy. a man may have .... wives. 14) In America. a bigamos marriage is .... .15) In monotheistic religion. there is only one .... 16) A biped has ...... 17) A two wheeled vehicle is a .... 18) An agreement endossed by two sides is called. 19) A lens for only one eye is called a .... 20) A speech by one person is a .... 21) Control of the market by one person or group is a .... 22) A Place where man live in seclusion is a .... 23) A nation which has one usually hereditary. ruler is a .... 24) Belief in many gods is called .... 25) A misogynist hates ....

Answers

1) Spouse (পতি-পত্নী) wife (স্ত্রী) Husband (স্বামী) (2) God religion (ঈশ্বর ধর্ম) (3) hates (ঘৃণা করা) (4) Study Science (বিদ্যা, বিজ্ঞান) 5) Stamps (স্ট্যাম্প) 6) hates (ঘৃণা করা) 7) Human. man's (মানুষ, মানুষের মানবজাতি) (8) Two (দুই) (9) Three (তিন) (10) Human. human being. person (মানুষ) (11) Many (অনেক, বহু) (12) Many (অনেক) (13) Many (অনেক, বহু) (14) Illegal. Unlawful (বেআইনি) (15) God (ঈশ্বর - ভগবান)

(16) Legs (পা) (17) Bicycle (দ্বিচক্রযান) (18) Bilateral (দ্বিপার্শ্ব) (19) Monocle (একপার্শ্ব) (20) Monologue (একজনের ভাষণ) (21) Monopoly (একচেটিয়া) (22) Monastery (মঠ) Monarchy (রাজতন্ত্র) Polytheism (বহুদেববাদ) (25) Women. females etc. (নারী)

আপনার উন্নতি পরখ করার একটা দ্রুত পরীক্ষা।

এ বিষয়ে অবশ্যই আপনি সচেতন যে শুধুমাত্র শব্দ দেখে, পড়ে, বা কথা বলেই কখনো আপনার শব্দ ভাণ্ডারে দ্রুত শব্দ সংযোজন করতে পারবেন না। আপনার অবশ্যই একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে।

প্রাত্যহিক জীবনে শব্দগুলি নিয়ে এগিয়ে যাবার একটা উপায় এখানে দেওয়া হল।

একটা ছোট পকেট বুক কিনে ফেলুন। যখনই আপনি কোন সংবাদপত্র বা কোন ইংরাজী পত্র পত্রিকা, বা কোন বই পড়বেন অথবা টিভি দেখবেন কি রেডিও শুনবেন, তখন যদি কোন অপরিচিত শব্দের মুখোমুখি হোন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নোট বুক খুলে লিখে নিন; তারপর সংবিধানটি ঘাটুন। ধরুন যদি সেটা জীববিজ্ঞানের কোন শব্দ হয় তাহলে যদি না আপনি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক হন সেটা ব্যবহার করবেন না। কিন্তু কোন শব্দ যদি মনে হয় আপনার পক্ষে সহায়ক হবে সেটি অধিকার কর, নিজের শব্দ ভাণ্ডারের সম্পদ করে রাখুন। সেটি জোরে জোরে অনেকবার পড়ুন। সেটির সংজ্ঞা শিখুন। সেই সঙ্গে সংবিধান থেকে সেই শব্দটি ব্যবহার করা কোন নমুনা বাক্য কপি করে নিন। যদি অবশ্য সেরকম কোন নমুনা বাক্য শব্দটির পাশে দেওয়া থাকে। এরপর আপনি সেই বাক্যটিকে অনুসরণ করে সেই শব্দটি দিয়ে নিজে একটা বাক্য তৈরী কর।

এসবই করতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। কিন্তু প্রাত্যহিক অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে এটি প্রয়োজন। তখন দেখবেন আপনার নোটবই এর তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, আপনি ইংরাজীতে আধিপত্য করতে সক্ষম হবেন। আমরা ঠিক এই জায়গাটিতেই প্রথম আটটি অধ্যায়ের যে কোন শব্দ আপনার দখল করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। যে শব্দগুলি এর আগে আপনার কাছে অপরিচিত ছিল।

আসুন আপনি নিজেকে পরীক্ষা কর। উত্তর দেবার পর প্রশ্নের শেষে দেওয়া উত্তর দেখে মিলিয়ে নিন। আমরা পরের প্রশ্নে যাবার আগে এই পর্যায়ের মান আপনার কত হল তা উল্লেখ করব।

(I)

1) The study of the origin of words or the word histories is called

(a) Philology (b) Verbology (c) Etymology.(শব্দ সমূহ বা শব্দের ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি বিদ্যাকে বলে)

2) The 'tanicab' in Ancient Rome gave rise to our word. (প্রাচীন রোমের 'tanicab' শব্দটি থেকে আমাদের শব্দটি হয়েছে)। a) Calculate (b) Supercilious (c) Captain.

3) The Greek Syllable 'graph' means - (গ্রীক সিলেবল 'graph' কথাটির অর্থ)। a) Seeing (b) Writing (c) speaking

(4) The word 'run' has approximately ..... of different dictionary meaning. ('run' শব্দটির প্রায় আছে .... সংবিধানের বিভিন্ন অর্থ) (a) -3 (b) -20 (c) -90

(5) Some words require imotional matuarity to be under stood. (বোঝার জন্য কিছু শব্দের আবেগ পরিণতি দরকার) (a) true ? or (b) False ?

(II)

Each phrase in column B. defines a word in column A. Match the two column.

(B) স্তম্ভের প্রতিটি শব্দসমষ্টি (A) স্তম্ভের শব্দের সংজ্ঞা প্রকার করেছে. দুটি স্তম্ভের মিলকরণ করুন।

(A)

(1) Vicarious--(বদলি স্বরূপ) (2)--Rationalize (যুক্তিবাদী করে তোলা)। (3) Gregarious--(একসঙ্গে বাস করণ/যূথচর) (4)Obsequious--(আজ্ঞানুবর্তী) (5) Mandlin--(অতি ভাব/আবেগ প্রবণ) (6) Ascetic--(কঠোর তপস্বী)। (7) Punder--(প্রণয়ের দালাল, কোটনা)। (8)Sublinate--(ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা শোধন করা) (9) Wanton--(অসচ্চরিত্র) (10) Effete--(নিঃশেষিত/বারিত)

(B)

(a) Appeal to the faser emotion. (b) Tearfully sentimental. (c) Company loving.. (d) Second hand or substitutional . (e) Fawning and seomile. (f) Oustihy. usually unconciously (an unwarthy act). (g) Severly self denying. (h) Refine. turn into higher or. socially acceptable channels.. (i) Worn out. sterile. exhusted from rich as overindulgent living.. (j) Unrestrained.

(এ) নিকৃষ্টতর আবেগের কাছে আবেদন। (বি) রোরুদ্যমান ভাবাবেগ। (সি) সঙ্গ প্রেমিক (ডি) অভিজ্ঞতায় বিকল্প। (ই) আনুগত্য বা ক্রীতদাস সুলভ। (এফ) ন্যায্যতা, সাধারণত অচেতন ভাবে, (একটা অর্থহীন কাজ) (জি) কঠিন ভাবে আত্ম সংযম,

আত্মত্যাগ। (এইচ) শোধন, উচ্চতর অথবা সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তন। (আই) জীর্ন অতি আড়ম্বর জীবন যাত্রা থেকে নিঃশেষিত। (জে) অদম্য/অনিয়ন্ত্রিত।

(II)

সঠিক রূপটি পরীক্ষা কর

(1) The obstertrician (শিশু প্রসব যে ডাক্তার করান) (a) deliver babies (b) treats babies (c) treats woman diseas (এ) শিশু প্রসব করান (বি) শিশুর চিকিৎসা (সি) মহিলাদের চিকিৎসা করেন

(2) Osteopath (যিনি অস্থির কারণে সৃষ্টি রোগ চিকিৎসা করেন) (a) Straiter teeth (b) Specialists in skin diseases (c) treats the diseas manupulating the bones. (এ) দাঁত সোজা করেন (বি) ত্বকের অসুখের চিকিৎসা করে (সি) অস্থির কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসা করেন।

(3) The optometrist (অপটোমেট্রিস্ট) (a) sells lens (b) measure your eyes for glasses (c) operation your eyes. (এ) চশমার কাঁচ বিক্রী করেন। (বি) চশমা দেওয়ার জন্য চোখ পরীক্ষা করেন। (সি) চোখের শল্য চিকিৎসা করেন।

(4) Podiatrist (পডিয়াট্রিস্ট বা পায়ের পাতার চিকিৎসা) (a) treats foot oilments (b) treats mental oilments (c) treats nerve oilments. (এ) পায়ের পাতার চিকিৎসা করেন (বি) মানসিক চিকিৎসা করেন (সি) স্নায়ুর চিকিৎসা করেন

(5) Psychiatrist (মনস্তত্ত্ববিদ) a) yours stomach (b) your mind (c) your eyes. (এ) পাকস্থলী (বি) মন (সি) চোখ।

(IV)

প্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদগুলি লিখুন।

(1) to stagnate ......V..... (2) to postpone .... P ..... (3) to cheat to deprive fraudulently .... M. (4) to enclude, to pay .... O. (5) to atone for .... E. (6) to entreat for .... I. (7) To spankle ..... S. (8) To disapprove ......D. (9) To spend time in the country .... R. (10) To charge (some one with) ....I.

(১) নিস্তরঙ্গ (২) স্থগিত (৩) ঠকানো (৪) বিচ্ছিন্ন করা, নিষেধ করা (৫) সংশোধনের জন্য (৬) মিনতি করা (৭) উজ্জ্বল হওয়া (৮) অনুমোদন করা (৯) গ্রামে দিন যাপন করা (১০) অভিযুক্ত করা।

(V)

নীচের সেই ধরনের ব্যক্তি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর যিনি এই প্রকার বিবৃতি দিতে পারে বলে সব থেকে উপযুক্ত বলে মনে হয়

(1) 'I have good taste in food and wines.' (2) 'Government should experiment'. (3) 'Government must not experiment'. (4) 'If they don't war. give it to them away'. (5) 'My country is the only one worth anything.. (6) 'Pain will never make me wince'. (7) 'The other fellow comes first'. (8) ' I come first aboveall. (9) There is no God. (10) 'I don't know whether or not there is a God.(11) 'Everything will happen as it will. no matter what wedo.'

(১) 'খাদ্য এবং মদে আমি ভালো স্বাদ পাই।' (২) 'সরকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিৎ।' (৩) 'সরকারের অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিৎ নয়।' (৪) 'তারা যদি যুদ্ধ না চায় আমরা তাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করব।' (৫) 'আমার দেশই হল যেকোন কিছুতেই সর্বশ্রেষ্ঠ।' (৬) 'যন্ত্রনা আমাকে কখনও সংকোচিত করতে পারে নি।' (৭) 'অন্য ব্যক্তি আগে আসে।' (৮) 'আমি সর্বোপরি প্রথম আসি।' (৯) 'ঈশ্বর নেই।' (১০) 'আমি জানি না ঈশ্বর আছে কি নেই।' (১১) 'যা ঘটবার তা ঘটবেই। তাতে আমাদের করার কিছু নেই।'

(VI)

নিম্নোক্ত প্রতিটি গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দমূলের অর্থ লিখুন।

(1) logos .... (শব্দ, জ্ঞান বিদ্যা). (2) theos .... (ঈশ্বর) (3) bis ....(দুবার, দুই)। (4) philein .... (ভালোবাসা)। (5) misein .... (ঘৃণা করা) (6) monos .... (এক)। (7) anthropos .... (মানুষ/মানবজাতি) (8) polys .... (অনেক বহু)। (9) gamos .... (বিবাহ) (10) cuspis ... . (বিন্দু) (11) glotta .... (জিহ্বা)

Answer

(I) (F) c (2) a (3) b (4) c (5) a

(II) (1) d (2) f (3) c (4) e (5) b (6) g (7) a (8) h (9) J (10) i.

(III) (1) a (2) c (3) b (4) a (5) b

(IV) (1) Vegetate (2) Procrastinate (3) Mulct (4) Ostracize (5) Expiate (6) Importune (7) Scintillate (8) Depreciate (9) Rusticate (10) Impute (শব্দগুলির অর্থ পূর্বের অধ্যায় দেওয়া হয়েছে)

(V) (1) epicure (2) liberal (3) conservative (4) Jingist (5)

Chawminist (6) Stoic (7) atruist (8) egoist (9) atheist (10) agnostic (11) fatalist **(শব্দগুলির অর্থ পূর্বের অধ্যায় দেওয়া হয়েছে)**

(VI) Ward. knowledge, study (2) god (3) twice. two (4) love (5) hate (6) one (7) man, mankind (8) many (9) marriage (10) point (11) tongue **(শব্দগুলির অর্থ পূর্বের অধ্যায় দেওয়া হয়েছে)।**

আপনার সমকক্ষ সঙ্গীর ব্যাপারে শব্দ সমূহ

এবার আমাদের ব্যাপক এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি বিবেচনা করতে হবে। এগুলি হল সেই শব্দ যা আপনার সঙ্গীদের কিছু বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণন এবং তালিকা এবং তাদের কিছু কাজ কর্মের শনাক্ত করবে। আর এই সহায়ক খেলা যা আপনি খেলতে পছন্দ করতে পারেন। এই পাতাগুলির মাত্রায় কেবল. নিম্নোক্ত কুড়িটি শব্দের প্রতিটির বিপরীতে আপনার বন্ধুদের নাম অথবা বহুল পরিচিত কোন অভিনেতা অথবা কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির নাম লিখুন। সেই সব নাম বাছুন অন্তত আপনি যাদের বিশ্বাস করেন যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক শব্দটি সঠিক ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে। এই ভাবে শব্দের নাটকীয়তা আপনাকে তার অর্থ আমার মনের মধ্যে গেথে নিতে সাহায্য করবে।

এই তালিকায় আপনি কিছু পরিচিত শব্দ দেখতে পাবেন. অর্থাৎ এর কিছু শব্দ আমরা ইতিমধ্যেই পূর্ব অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করেছি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি শেখার একটা অঙ্গ. এবং প্রায়শই যখন কোন একটি শব্দ দ্বিতীয় কাজের জন্য আপনার সামনে এসে হাজির হবে দেখবেন সেটি অন্যরূপে হাজির হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে আরো বেশী পরিপক্ক অর্থে।

আসুন সেগুলির মধ্যে কিছু শব্দে আমরা চোখ বোলাই: যে শব্দগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করেছে এবং যারা আমাদের এই পৃথিবীতে বসবাস করে

(I)

1) The coquet. The girl promises much flirt egregiously and delivers very little. (2) The Circe. He greatest pleasure comes from luring man to their destruction. (3) The Amazon. She's the tall strapping. masculine kind of woman. (4) The virago, she is the loud mouthed. turbulent, bottle -are type; a vicious nag and scold. (5) The adonis. He's the hard some. Greek god type who makes the heart of young girls flutter.

(১) ছিনাল। এই ধরণের মেয়ে প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেয়. অতিশয় তোষামোদ করে কিন্তু

কাজের কাজ করে খুব সামান্যই। (২) সাইরাস, এরা পুরুষদের প্রলোভন দেখিয়ে তার ধ্বংস করে আনন্দ পায়। (৩) মর্দানি মেয়ে। এই মেয়েরা লম্বা, এবং এরা পুরুষ ধরণের মহিলা। (৪) দুর্দান্ত স্ত্রীলোক। এরা মুখরা চেঁচামেচিপ্রিয়, যুদ্ধংদেহী মনোভাবের এবং কুঁদুলে স্বভাবের মহিলা। (৫) সুবেশ বা বিলাসী পুরুষ। এর সুন্দর দেখতে গ্রীকদেবতার আদলে দেহের গঠন, যুবতি মেয়েদের হৃদয় আপ্লুত করে দেয়।

(II)

(1) Judas. Don't trust him he is the traitor who will sell out his best friend for money.

(2) The futilitarian. The pesimist and cynic who sees no particular point to anything in life

(3) The vulgarian. He has vulgar tartes and manner.

(4) The pedant. His greatest delight is making an unnecessary show of his learning, especially by conecting petty error. He attaches exaggerated importance to mimute and minor details of scholarship.

(5) The egoist. He eredo is selfishness. His interests come first and no one els matters.

(6) The ascetic. He lives a severely temperate life and avoids human pleasures and vices.

(7) The esthete. He is a person of fine taste and artistic flair. Hence he is most responsive to, and delighted with, whatever is beautiful.

(১) জুডাস। বিশ্বাসঘাতক। এই প্রকার ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। এরা এমন বিশ্বাস ঘাতক চরিত্রের যে এরা অর্থের প্রিয়তম বন্ধুর ক্ষতিসাধন করতে ইতস্থত করেনা।

(২) ফিউটিলিটারিয়ান। বিশ্বনিন্দুক। এরা নৈরাশ্যবাদী এবং উন্নাসিক ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি। এরা জীবনের কোন সমর্থক দিক দেখতে পায় না।

(৩) অমার্জিত ব্যক্তি। এদের রুচি এবং আচরণ অশিষ্ট।

(৪) পণ্ডিতমূর্খ। অপ্রয়োজনীয় ভাবে নিজের জ্ঞান জাহির করাই এদের অভ্যাস। বিশেষ করে পরের ভুল দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। অতিরঞ্জন করাই এদের একটা বৈশিষ্ট্য।

(৫) অহংবাদী। এরা স্বার্থপর, তার স্বার্থ আগে। অন্যের কথা এরা ভাবেই না।

(৬) তপস্বী। এরা কঠোর সংযমের মধ্যে জীবনযাপন করে। মানুষের সুখ কিংবা যন্ত্রনাকে এরা এড়িয়ে যায়।

(৭) রুচিশীল। একচমৎকার রুচির এবং শিল্পসম্মত বিচার বোধের ব্যক্তি। সেই জন্য

যাকিছু সুন্দর তাতেই এরা আলোড়িত এবং আনন্দিত হয়।

(III)

(1) The demagoque. By appealing to the prejudices and hatreds of the population. he foments social discontent in order to further his own political ambitions.

(2) The mentinet. He's fanatic in his insistence on blind decipline from his subordinates and a fire some stickles for fire and etiquette.

(3) The syconphant. By insincere. flattery and pretended semility he hopes to make rich or influential people think of him kindly, especially when they have some crumbs to throw.

(১) জনপ্রিয় নেতা. রাজনীতিক ব্যক্তি। জনসাধারনের কুসংস্কার এবং ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্য সামাজিক অসন্তুষ্টিকে উস্কিয়ে তোলে।

(২) মেন্টিনেন্ট বা কর্তৃত্বকারী। নিজের অধস্তনের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যক্তি তার তৈরী অন্ধনিয়মকানুন মানার ব্যাপারে গোঁড়া। যার আকার এবং শিষ্টাচারে সে বিরক্তকর রকমের জেদি।

(৩) মোসায়েব। অযোগ্য তোষামুদের এবং দাসত্বের ভান করে। এরা আশা করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দয়াদাক্ষিণ্যে বড়লোক হবার। বিশেষ করে সুখী হয়ে সেই সব ধনীব্যক্তি যখন কিছু তাদের দিকে ছুড়ে দেয়।

(IV)

(1) The atheist. He is sine God is non-enistent.

(2) The agnostic. He maintains that the human mind is incapable of penetrating the mystery of devine existence. Perhaps there is a God, perhaps not. No man knows.

(১) নাস্তিক। এরা নিশ্চিৎ যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

(২) অজ্ঞেয়বাদী। এরা মনে করে যে মানুষ কোনদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের রহস্য ভেদ করতে পারবে না। হয়তো ঈশ্বর আছেন, হয়তো নেই। কেউই জানে না।

(V)

1) The tyro. He's a beginner in some profession; occupation. or art. (2) The virtu. He is the antithesis of the tyro, haning reached the greatest heights of skill and competence in music, painting or any one of the fine arts. (3) Philologist. He's a scholar of language and speech. (4) The clairvoyant. He claims the ability to see things

net visible to those with normal sight. Hence he often makes prophecies about the future.

(১) শিক্ষানবিশ। কোন পেশা, কাজ বা শিল্প সবে শুরু করেছে এমন ব্যক্তি।

(২) উৎকর্ষ সম্পন্ন ব্যক্তি এরা ঠিক শিক্ষা-নবিসের বিপরীত। সঙ্গীত, অঙ্কন এবং অন্যান্য যে কোন বিভাগেই এদের দক্ষতা উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছে। (৩) চার কলার ভাষাবিদ। এরা ভাষা এবং বক্তৃতায় পণ্ডিত (৪) আলোকদর্শী। এরা অদৃশ্য বস্তু দেখতে পাওয়ার দাবি করে যা কিনা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে এরা ভবিষ্যত বাণী করতে পারে।

(VI)

(1) The philatelist. He's the stamp collector. (2) The numismalist. He is the coin collector. (১) স্ট্যাম্প সংগ্রহকারী এরা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে। (২) মুদ্রা সংগ্রহকারী। এরা মুদ্রা সংগ্রহ করে থাকে।

(VII)

(1) The gourmet. He is knowledgeable and fastidious about eating and drinking, devoting himself to excellent food, special wines, enotic seasonings, etc. (2) The connoisseusr. He is a critical Judge of excellence in the arts, food, drink, woman etc.

(১) পান ভোজন বিলাসী ব্যক্তি। এরা খাওয়া ও পানের ব্যাপারে জ্ঞানি এবং রুচিবানশীল। এরা নিজেকে, চমৎকার খাদ্য, মদ্য ইত্যাদিতে আসক্ত করে তোলে। (২) (প্রধানত চারুকলায়) পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ। এরা শিল্প, খাদ্য, পানীয় এবং নারীর ব্যাপারে চমৎকার বিচারক।

(VIII)

এবার নিজেকে পরীক্ষা করুন। নিচে দেওয়া প্রতিটি বর্ণনায় উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন কিনা দেখুন

(1) He does not believe in God ...A. (2) He is skillful practitioner of some art ... V. (3) He collects rare coins ..... N. (4) He has an unusual appreciation of beauty ...... E. (5) He ostentation about his learning .... P. (6) He will betray a friend ..... J. (7) She is a flirt ..... C. (8) She is destructive siren ..C. (9) He is an offensive stickler for decipline ..... M. (10) He lives only for himself .... E. (11) He lives a simple austere existence ...... A. (12) He balicks

the rich and powerful .... S. (13) He is a false leader of the common people .... D. (14) He's not sure whether or not God exist .... A. (15) He claims that life is a completely futile ....F (16) She's a maxculine woman. big and mascular .....A. (17) She has a sharp tongue and a vicious temper ...V. (18) He has good taste in food ...... G. (19) He's extremely handsome ...... A. (20) He's coarse and uncouth ..... V. (21) He's a beginner in his profession ..... T. (22) He's a student of words .... P.. (23) He says he can see things that you can't ....C. (24) He's an authorative judge and critic in some fine art or other area of excellence ..... C. (25) He collects stamps .... P

(১) যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না । (২) যে কিছু শিল্পের দক্ষ কারিগর। (৩) সে বিরল মুদ্রা সংগ্রহ করে। (৪) সে সৌন্দর্যের একজন অস্বাভাবিক পূজারী। (৫) নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে যে লোক দেখানো অহংকারী। (৬) সে তার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। (৭) যে (মহিলা) ছিনাল। (৮) সে একজন (মহিলা) ধ্বংসাত্মক মানসিকতার । (৯) বিরক্তিকর ধরণের নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। (১০) কেবল নিজের কথা ভাবে। (১১) খুব সরল এবং একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে জীবন যাপন করে। (১২) ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের পাঁচটা ব্যক্তি। (১৩) সাধারণ মানুষের নকল নেতা। (১৪) সে নিশ্চিৎ নয়, ভগবান আছে কি নেই। (১৫) সে দাবি করে জীবন সম্পূর্ণ নিরর্থক। (১৬) পুযষালি মেয়েছেলে। (১৭) যে মহিলার খরজিভ এবং উগ্রমেজাজ রয়েছে। (১৮) খাদ্যে সুন্দর রুচি রয়েছে যে ব্যক্তির। (১৯) খুবই সুন্দর দেখতে পুরুষ। (২০) যে ব্যক্তির অমার্জিত রুচি রয়েছে। (২১) পেশায় নতুন যে ব্যক্তি। (২২) শব্দের ছাত্র। (২৩) ইনি দাবি করেন যে আপনি যা দেখতে পান না ইনি তা দেখতে পান। (২৪) কিছু চারুকলা এবং অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইনি একজন কর্তৃত্বকারী বিচারক এবং সমালোচক। (২৫) ইনি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন।

Answer

(1) Atheist (2) Virtuoso (3) Numismalist (4) Esthete (5) Pedant (6) Judas (7) Coquette (8) Circe (9) Martinet (10) Egoist (11) Ascetic (12) Sycophant (13) Demagogue (14) Agnestic (15) Futilitarian (16) Amazon (17) Virgo (18) Gourmet (19) Adonis (20) Vulgarian (21) Tyro (22) Philologist (23) Claivoyant (24) Connoisseur (25) Philatelist.

(IX)

আপনার জ্ঞান বাড়ান

ঐ শব্দগুলির ব্যাপারে আপনি কি আর একটি পরীক্ষার জন্য তৈরী আছেন ? নিচে দেওয়া প্রতিটি বিশেষ্যের দেওয়া তিনটি নিকটস্থ বিশেষনের উপযুক্তটি বাছুন।

(1) Coquette - sincere, flirtation. talkative. (2) Circe- untrustworthy .unapproachable. ragging. (3) Amazon - feminine. alluring. big. (4) Virgo fierce. docil. feminine. (5) Adonis - feminine. good-looking. wastful. (6) Judas - untrustworthy, un approachable. unassuring. (7) Futilitarian - optimistic. pessimistic, indifferent.(8) Vulgarian - Courteous. crude, clever. (9) Pedant -Corrective. sentimental. soft hearted. (10) Egoist -ambitious, boring, selfcentered. (11) Ascetic -pury. puerite. puritanicial. (12) Esthete -talkative. tasteful. triumphant. (13) Demagogue -traitorous. troublemaking. temperate. (14) Martinet -repless. easygoing. demanding. (15) Sycopharst -sincere. hypocritical. handsome. (16) Etheist -irreligious. youthful. flattering. (17) Agnostic -God fearing. skeptical. ambitious. (18) Tyro -expert. uncouth. unskilful. (19) Virtuous-skilled. indifierent. alluring. (20) Philologist -selfish. ill mannered scholarly. (21) Clairvoyant -Prophetic. protesting fearful. (22) Philatelist -stamp involved. coin involved book involved. (23) Numismaltist - stamp involved. coin involved bookinvolved. (24) Gourmet -fastidious. vulger. piggish. (25) Connoisseur - discriminating. ignorant. ambitious.

(শব্দ গুলির অর্থ পূর্বের অধ্যায় দেওয়া হয়েছে)

Answer

(1) Flirtation (2) Untrustworthy (3) Big (4) Fierce (5) Good looking (6) Untrustworthy (7) Pessimist (8) Crude (9) Corrective (10) Self-centered. (11) Puritancial (12) Tasteful 13) Trouble making (14) Demanding (15) hypocritical (16) Irreligious (17) Skeptical (18) Un skillfull (19) Skilled (20) Scholarly (21) Prophetic (22) Stamp involved. (23) Coin involved (24) Fastidious (25) Discriminating.

(X)

আরো শক্তি বৃদ্ধি কর

প্রতি বারেই আপনার শক্তি আপনি পরীক্ষা করে দেখ ভুল অথবা আপনার ভুলের বলে

সংশোধন কর। এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় আপনার এতই দক্ষতার কাছাকাছি আসা উচিৎ যে আপনি নির্ভুল কিংবা প্রায় নির্ভুল উত্তর করতে সক্ষম হবেন. আপনি কি এই চ্যালেঞ্জটি নিতে পারেন।

স্তম্ভ (2) থেকে শব্দটি বাছুন যা প্রতিটি ব্যক্তি স্তম্ভ (1) এ জড়িত।

1	2
1) Coquette	(a) Strength (শক্তি)
2) Circe	b) Uselessness (অকার্যকারীতা)
(3) Amazon	(c) Obedience (বাধিত মান্যতা)
(4) Virgo	(d) Austere existence
(5) Adonis	(e) Precisness
(6) Judas	(f) Skeplicism (পলায়নবাদ)
(7) futilitarian	(g) Gaining experience (অভিজ্ঞতা অর্জন)
(8) Vulgarian	(h) All beauty (সব সুন্দর)
(9) Pedant	(i) Stamps (স্ট্যাম্প)
(10) Egoist	(j) Language (ভাষা)
(11) Ascetic	(k) destruction of male (পুরুষ ধ্বংস)
(12) Asthete	(l) Insincere flattery (অযোগ্য তোষামুদে)
(13) Demagogue	(m) Political power (রাজনৈতিক ক্ষমতা)
(14) Martinet	(n) Marriage (বিবাহ)
(15) Sycophant	(o) flirting (ছিনালি বা প্রেমের ভাব)
(16) Atheist	(p) Coursness (কর্কশ)
(17) Agnostic	(q) top performance (শ্রেষ্ঠ সম্পাদন)
(18) Tyro	(r) Self interest (নিজের স্বার্থ)
(19) Virtuoso	(s) entrsensary perception (অতিন্দ্রিয় বোধ)
(20) Phalologist	(t) food (খাদ্য)
(21) Clairvoyant	(u) betrayal (বিশ্বাসঘাতকতা)
(22) Philatelist	(v) highquality (উচ্চগুণ সম্পন্ন)
(23) Nunismatist	(w) male beauty (পুরুষ সৌন্দর্য)

(24) Gourmet (x) Coin (মুদ্রা)

(25) Connoisseur (y) godlessness অনৈশ্বরিক)

(z) Nagging (কলহ)

(শব্দের অর্থ আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)

Answer

(1) o (2) k (3) a (4) z (5) w (6) u (7) b (8) p (9) e (10) r (11) d (12) h (13) m (14) c (15) j (16) y (17) f (18) g (19) q (20) t (21) s (22) i (23) x (24) t (25) v

আপনার কাছে আমরা আলোচনা করেছি এবং আপনাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করেছি মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই শব্দগুলি গতিসম্পন্ন, অর্থপূর্ণ এবং উষ্ম স্পর্শে এবং এ গুলি জীবনের সঙ্গে স্পন্দিত। যেগুলি আপনার বন্ধু এবং শত্রু আপনার পরিচিত এবং সহকর্মীদের (কোন না কোন সময় এই ভূমিকা নিয়েছে আপনার জীবনের ক্ষেত্রে) বর্ণনা করেছে

এই শব্দগুলি মূল্যবান। পড়তে পড়তে সেগুলো লক্ষ্য রাখুন। সংলাপের সময় কান খুলে শুনুন। কথা বলার সময় কিংবা লেখার সময় এ গুলি ব্যবহার করু। আপনি এটা আবিষ্কার করে পুলকিত হবেন যে এই শব্দগুলি আপনি যা বলতে চান তা কত নিটোলভাবে এবং জোরের সঙ্গে এবং নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করে।

আতঙ্ক এবং প্রবল বাতিক সম্পর্কে শব্দ সমূহ

পূর্বের অধ্যায়েতে আমরা স্বাভাবিক মনুষ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কয়েকটি আলোচনায় এনেছি এবার আমি আপনাদের মানব-মনের কিছু অস্বাভাবিকত্বের কথা বলব। কিছু শব্দ উল্লেখ করব যে গুলি মানব-মনের এই বিশেষ অস্বাভাবিকতাগুলিকে প্রকাশ করে। বিশেষ করে আতঙ্ক বাতিক ইত্যাদি

(I)

আসুন আমরা প্রথমে পাঁচটি সাধারণ বাতিক নিয়ে আলোচনা করি। সেগুলি হল Klepto mania, pyromania, dipsomania, megalomania এবং monomania.

1) Pyromaniac (আগুণজনিত ভীতি) অনেক মানুষের মধ্যে এই অস্বাভাবিকত্বটি রয়েছে এদের আগুনের প্রতি একটা অদ্ভুত এবং রুগ্ন আবেগ রয়েছে কোন কুমতলব

ছাড়াই সে একটা বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। কেননা সে দারুণ ভাবে আগুণের শিখার অমূলক কল্পনায় ভোগে।

2) The dipsomaniac (পানের বাতিক) এদের পান করার একটা অদম্য বাসনা থাকে। এটি তাকে পীড়ন করে। অবশ্য যদিও সামাজিক ভাবে চমৎকার অভ্যাসের থেকে সে বেশী ভালো আচরণ বিধি প্রকাশ করে। এটা একটা ভাবাবেগের সমস্যা। যে চাক্ বা নাই চাক্ তাকে পান করতে বাধ্য হতে হয়।

3) The megalomaniac (একধরনের নিজেকে বিখ্যাত/মহান ভাবার মানসিকতা) এই ধরনের ব্যক্তি নিজেকে নেপোলিয়ন ভাবে, কিংবা নিজেকে সীজার কল্পনা করে নেয়। ভাবে যে তার প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে এমনকি সাথে সাথে এও সে ভেবে নেয় যে সে নিজেই ভগবান। তার অবচেতন মনে এরকম মহান কিছু হবার বাসনা তাকে নিয়ত পীড়ন করে।

4) Monomaniac (মোনো ম্যানিয়াক) এই ধরনের ব্যক্তিদের কেবল একটি ক্ষেত্রেই বাতিক থাকে। তাঁর নিজস্ব প্রিয় বস্তু বিশেষ কোন ভ্রান্তি ছাড়া আর সব বিষয়েতেই সে স্বাভাবিক থাকে।

(5) Kleptomaniac (চুরির বাতিক) এই ধরনের বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবচেতনে চুরি করার একটা প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে। তার এই অস্বাভাবিকতার শিকার হতে পারে ধনবান, এবং চুরি করা বস্তু হতে পারে মূল্যবান। চুরির বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির চুরি করা কোন দ্রব্যই কাজে লাগে না কিংবা চুরি করবে বলে সে আগে ভাগে কোন পরিকল্পনাও করে না। কেবল সে এটা না করে থাকতে পারে না।

(II)

নিজেকে বাতিক বর্ণনা করা বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর --

1) He can't take one drink and then stop. (2) He is mentally deranged on one subject. (3) She is apt to steal my little object that she sees. (4) He imagines he is erod. (5) It is dengerous to leav him along with matches.

(১) সে কেবল একগ্লাস মদপান করেই থাকতে পারে না। (২) সে একটি বিষয়ে মানসিক ভাবে বিশৃঙ্খল।(৩) সে (মহিলা) কোন তুচ্ছ জিনিষ দেখলেই চুরি করার জন্য তাঁরা হাত নিসফিস করে। (৪) সে নিজেকে ভগবান বলে কল্পনা করে। (৫) তাকে একটা দেশলাই দিয়ে থাকতে দেওয়াটা বিপজ্জনক।

Answer

(1) Dipsomaniac (2) Monomaniac (3) Kleptomaniac (4)

Megalomaniac (5) Pyromaniac.

(III)

আপনার আতঙ্ক কিসে। কোন আতঙ্ক আপনার নেই ? এত নিশ্চিৎ হবেন যখন আকাশের বজ্র নির্ঘোষ শুনতেপান কেন তড়াহুড়ো করে বিছানার চাদরের তলায় ঢোকেন ? কিংবা যখন আপনার চলতি পথের সামনে দিয়ে কোন শত্রু চলে যায় আপনি কেঁপে ওঠেন কেন ? অথবা ছাদের আলসের ধারে আপনি দাড়াতে চান না কেননা উচ্চতা আপনার মধ্যে আতঙ্ক তৈরী করে।

আপনি যদি একজন বড়মাপের মানুষ হন তাহলে আপনার একটা আধটা নয় ৭.২১টি আতঙ্ক আপনার আছে।

নিচে সবথেকে সাধারণ বারোটি আতঙ্কের কথা বলা হল। আপনার এগুলি মুখস্ত রাখার দরকার নেই। যদি না আপনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ হন এগুলি আপনার কোন কাজে লাগবে না।

(1) Cerauno phobia-- morbid dread of thunder. 2) Astro phobia --morbid dread of lightning. (3) Ophidio phobia--morbid dread of snakes. (4) Nycto phobia--morbid dread of darkness. (5) Aerophobia--morbid dread of height (6)Pyrophobia--morbid dread of fire. (7) Aquaphobia--morbid dread of water. (8) Ailurophobia--morbid dread of cats. (9) Cynophobia--morbid dread of dogs. (10) Agoraphobia--morbid dread of open space. (11) Tuiskaidekaphobia--morbid dread of the number thirten. (12) Clustrophobia--morbid dread of close space.

(১) বজ্রাতঙ্ক (২) বিদ্যুতাঙ্ক (৩) সাপাতাঙ্ক (৪) অন্ধকারাতঙ্ক (৫) উচ্চতাতঙ্ক (৬) অগ্নিতাঙ্ক (৭) জলাতঙ্ক (৮) বিড়ালাতঙ্ক (৯) কুকুরাতঙ্ক (১০) উন্মুক্তস্থানাতঙ্ক (১১) তেরো সংখ্যার আতঙ্ক (১২) বদ্ধস্থানাতঙ্ক।

এই আতঙ্কগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে সাধারণ।

(1) Clustrophobia (বদ্ধস্থানের আতঙ্ক) কোন ছোট ঘরে অথবা ভিড়ে অথবা কোন বদ্ধ জায়গায় এর শিকার আহত বোধ করে। তার চারপাশের যদি যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা না থাকে তার অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

(2) Agoraphobia (উন্মুক্ত স্থানের আতঙ্ক) বিপরীত ভাবে কেউ কেউ উন্মুক্ত কোন জায়গায় থাকতে না পারার সমস্যায় ভোগে। কোন বিরাট বড় ঘর, বেসরকারী জায়গা যেখানে গুটিকয়েক লোক থাকে ইত্যাদি। (উদাহরণ স্বরূপ ফাঁকা থিয়েটার হল)

তাকে পরিত্যক্ত মাঠ পেরোতে গেলে তার ভীষণ অস্বস্তি হয়। অসীম দিগন্ত দেখলে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

(3) Acrophobia (উচ্চতায় আতঙ্ক) উচ্চতায় কোন কোন ব্যক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে কোন সিঁড়ির তিন ধাপ কি চার ধাপের বেশী উপরে উঠতে পারে না। উঁচু বাড়ির উঁচু জানলা দিয়ে সে তাকাতে পারে না। এলিভেটারে উঠতে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিমানে হওয়ায় বদলে তার পক্ষে মরে যাওয়া অনেক সহজ বলে মনে হয়।

(IV)

আরো চারটি ভাবাবেগ বা মানসিক সমস্যায় মানুষ ভোগে। সেগুলি হল -

(1) Hypochondriac (কাল্পনিক রোগের বাতিক)

এই ধরণের বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি অবিরাম একটা না একটা কাল্পনিক রোগে ভোগার অভিযোগ করে। বুক ধড়পড় করা মানেই সে ধরে নেয় হার্ট ফেলিওর (heart failure) মাথায় সামান্য যন্ত্রনা হলেই সে ধরে নেয়, মাথায় টিউমার (tumar) হয়েছে। পেটে সামান্য যন্ত্রনা হলেই সে গ্যাসট্রিক আলসার হওয়ার আতঙ্ক বোধ করে। কিন্তু এসবের পেছনে তার একটি মাত্রই সমস্যা তা'হল তার রুগ্ন কল্পনা।

(2) The amnesiac (স্মৃতিভঙ্গ) এই ধরনের ব্যক্তি স্মৃতির বিস্মরণে ভোগে। মাথায় কোন জোর আঘাত কিংবা আচমকা কোন মানসিক আঘাতের কারণেই এটি সৃষ্ট হয়। এর ফলে রোগী ব্যক্তি তার অতীত সম্পর্কে সবকিছু ভুলে যায়। এমনকি সে নিজের পরিবারের সদস্যদের এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চিনতে পারে না। সময় মত চিকিৎসা করালে ভালো হয়ে যাবার সুযোগ থাকে।

(3) The somnambulist (ঘুমের মধ্যে হাঁটা) এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা ঘুমের ঘোরেই হেঁটে যায়। ফলে অনেক সময় এদের দুর্ঘটনায় পড়তে হয়।

(4) The insomniac (অনিদ্রা) এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক ভাবে ঘুমোতে পারে না। যখন সে একান্ত ভাবেই ঘুমোতে চায় তখন দেখা যায় তাকে জেগেই কাটাতে হয়।

(V)

নিচের কথাগুলি কে বলতে পারে?

(1) 'What a night, I didn't sleep a wink.' ....

(2) 'I walked around the room last night ? Why I was fast asleep"..............

(3) "Who am I ? I have completely forgotten my name"..............

(4) I don't care what the doctor says. I know I have got heart trouble". ....

(5) "I can't live in an apartment on the fifth floor. Isn't there any thing vacant lowerdown ?" ....

(6) 'I'm getting out of here, this place is so small I think the walls are going to crush me" ....

(7) "No, thanks, I can't go fishing with you on that enormours lake. It goes on forever" ....

(১) 'কি রাত্রি' আমি একবারো চোখের পাতাদুটি এক করতে পারিনি। (২) 'গতরাত্রে আমি ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি? কেন ? আমি গভীর ভাবেই ঘুমিয়েছি।' (৩) 'আমি কে? আমি সম্পূর্ণ ভাবে আমার নিজের নাম ভুলে গেছি।' (৪) 'ডাক্তার কি বলেছে তা আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। আমি জানি আমার হৃদরোগ হয়েছে।' (৫) 'আমি পাঁচতলার কোন ঘরে থাকতে পারব না। সেখানে নীচের দিকে সবই ফাঁকা নয়কি?' (৬) 'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ঘরটা এত ছোট মনে হচ্ছে দেওয়ালগুলি যেন আমায় পিষে ধরতে চলেছে।' (৭) ধন্যবাদ আমি তোমার সঙ্গে ঐ বিরাট হ্রদে মাছ ধরতে যাবো না। হ্রদটা যেন চলছে তো চলেছেই?।

Answer

1) Insomniac (অনিদ্রা) (2) Somnam bulist (ঘুমের ঘোরে হাঁটা) (3) Amnesiac (স্মৃতিভ্রষ্ট) (4) Hypochondriac (কাল্পনিক রোগ) (5) Acrobhobe (উচ্চতা ভীতি) (6) Claustrophobia (বদ্ধ স্থানের ভীতি) 7) Agrophobe (উন্মুক্ত স্থানের ভীতি)

(VI)

চারটি খুব গুরুতর মানসিক ব্যাধির রোগী।

(1) The manic-depressive (পালাক্রমে মানসিক ক্লান্তি এবং হিংস্র উত্তেজনা) এদের শূন্য অবসাদ এবং বন্যতার পালাক্রম মেজাজ, অদম্য প্রগাঢ়তা বা উত্তেজনা। পরিবর্তন অনুমান সাপেক্ষ নয় এবং কোন সতর্কতাবাণী ছাড়াই প্রকাশিত হয়।

(2) The melancholiac (সবিষাদ চিন্তামূলক মানসিক ব্যাধি) এই ধরণের ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়। এই ধরণের ব্যক্তি প্রায়ই আত্মহত্যা করার চিন্তা অথবা চেষ্টা করে

(3) The schizophronic (অন্যমনস্ক মানসিকা) এই রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব ভেঙে দুটুকরো হয়ে যায়। এরা নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে। তার নিজের তৈরী একটা অবাস্তব পৃথিবীতে সে বাস করে। মাঝে মাঝে তার নিজেকে অন্য কেউ একজন বলে মনে হয়।

(4) Pananoiac (সবাইকে শত্রুভাবার ভীতি) এই সমস্যায় পড়া ব্যক্তি কেবলই নির্যাতিত হওয়ার কল্পনায় ভোগে। সে কল্পনা করে যে মানুষ তাকে বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা করছে। তার মনে হয় শত্রুরা তাকে ধাওয়া করছে, যেন সবাই-ই তার বিরুদ্ধে।

(VII)

ফ্রয়েড মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তি বাবা বা মায়ের কোন সন্তানের সঙ্গে সফলভাবে সমঝোতা করতে পারে না। অথবা পরিবারের সবার মধ্যে নিজের অবস্থান হিসাবে নিচের যে কোন সমস্যা গড়ে উঠতে পারে।

(1) Oedipus complex (অয়েদিপাস জটিলতা) এটি একটি নিঃসন্দেহে মানসিক জটিলতা। ফ্রয়েডের তত্ত্বঅনুযায়ী অসচেতন ভাবে এই ধরনের ব্যক্তি তার বাবাকে খুন করে মাকে বিয়ে করার চিন্তা পর্যন্ত করে।

(2) An electro complex (ইলেকট্র জটিলতা) এটিও একটি মানসিক জটিলতা। এটি অয়েদিপাস জটিলতার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ ঐ একই ধরণের মানসিক জটিলতায় ভোগে কোন মহিলা। সে মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করে, বাবাকে ভালোবাসে।

(VIII)

আপনি কি নিম্নলিখিত বিপত্তি গুলির সঙ্গে সমস্যাগুলি মিলকরণ করতে পারেন। চেষ্টা করে দেখুন।

Disturbance	Problem area
1) Pyromania	(a) Grandeur
2) Dypsomania	b) Illness
3) Megalomania	c) Sleep walking
4) Monomania	d) One single depression
5) Kleptomania	e) Hilarit followed by gloom.
6) Hypochondria	f) Fire
7) Amnesia	g) No contact with reality
8) Somnum bulism	h) Persecution

O.....Unresolved attachment to mother with accompanyinhatren of father. (18) A... Morbid dread of hight.

(সংজ্ঞা গুলির বাংলা)

(১) অবিরাম অন্ধকার আর হতাশা। (২) পালাক্রমে হিংস্র উত্তেজনা এবং শূন্য বিষন্নতা (৩) স্মৃতি লোপ। (৪) ঘুমের সময় হাঁটা কিংবা অন্য কোন কাজ করা। (৫) মদ খাওয়ার অদম্য বাসনা। (৬) স্বাস্থ্য সম্পর্কে অহেতুক দুঃশ্চিন্তা। (৭) নির্যাতিত হবার কাল্পনিক ভীতি। (৮) কোন মেয়ের তার বাবার প্রতি অবৈধ আসক্তি এবং পাশাপাশি মায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। (৯) তুচ্ছমূল্যের জিনিষ চুরি করার অদম্য ইচ্ছা। (১০) বিশালতা ভীতি। (১১) ঘুমতে না পারার ক্রনিক অক্ষমতা। (১২) একটি মাত্র ক্ষেত্রে মানসিক আবিষ্টতা। (১৩) আগুন ধরিয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছা। (১৪) বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মানসিক বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিত্বে ভঙ্গুরতা (১৫) বদ্ধস্থানের ভীতি. (১৬) উন্মুক্ত স্থানের ভীতি। (১৭) মায়ের প্রতি আসক্তি সেই সঙ্গে বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণা। (১৮) উচ্চতা সম্পর্কে ভীতি।

Answer

(1) Melancholia (2) Manic-depression (3) amnesia (4) Somnabulism (5) Dipsomania (6) Hypochondria (7) Paranoia (8) Electra complex (9) Kleptomania (10) Megalomania (11) Insomania (12) Monomania (13) Pyromania (14) Schirophrenia (15) Claustrophobia (16) Agoraphobia (17) Odiopus complex (18) Acrophobia.

(অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

এইরকম একটা অধ্যায়ের পর আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে আমরা বড়বড় এবং শক্ত শক্ত শব্দগুলির পক্ষেই আলোচনা করছি। কিন্তু যে শব্দগুলি এখানে আলোচনা করা হল একমাত্র সেগুলিই ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক মানুষ বিপত্তিতে পড়ে। এখানে সেই বিপত্তি গুলির এবং বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে সঠিক ভাবে বর্ণনা করেছে

তবে একটা কথা মনে রাখবেন যেখানে আপনার ব্যবহারের ছোট একটা উপযুক্ত শব্দ পাবেন সেখানে সেটাই ব্যবহার করবেন। বড়বড় আর শক্ত শব্দগুলির ব্যবহারের কোন দরকার নেই। আপনি যেমন জানেন যে শব্দ আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে লুকিয়ে রাখে না। বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতাই বলুন আর বক্তৃতাই বলুন দেখবেন সবগুলিরই সৌন্দর্য্যের এবং সরলতার ক্ষমতা রয়েছে।

9) Insomniac	i) Attachment to mother
10) Manic depression	j) Thickary
11) Schirophrenia	k) Open areas
12) Melancholia	l) High place
13) Paraneria	m) Confined areas
14) Oedipus complex	n) Memory
15) elecrto complex	o) Liquar
16) Claustrophobia	p) Attachment to father
17) Agoaphobia	q) Over whelming sadnes
18) Acrophobia	r) Sleeplessness

(শব্দ গুলির অর্থ আগে দেওয়া হয়েছে)

(সমস্যা অঞ্চল) - (a) বিশালতা (b) অসুস্থ (c) ঘুমিয়ে থাকা (d) একটি একমাত্রিক অবসন্নতা (e) বিষন্নতার 'পরে উল্লাস (f) আগুন (g) বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন (h) নির্যাতন (i) মায়ের প্রতি আসক্ত (j) চৌর্য বৃত্তি (k) উন্মুক্তস্থান (l) উঁচুজায়গা (m) বদ্ধ স্থান (n) স্মৃতি (o) লিকর (p) বাবার প্রতি আসক্ত (q) অদম্য বা অভিভূতকর বিষন্নতা (r) অনিদ্রা

(IX)

সংজ্ঞাটির উপযুক্ত শব্দটি লিখুন। আদাক্ষর গুলি আপনার স্মৃতির ব্যাপারে সাহায্য করবে।

(1) M.....Continnued gloom and depression. (2) M ...moods of violent excitement altering with black depression. (3) A.....Loss of memory. (4)S ......Walking and performing other acting during sleep. (5)D ....Uncontrollable craning for alcoholic liquor. (6) H.......Morbid anxiety about one's health. (7)P ...Delusion of persecution. (8)E....Early and abnormal attachment of a girl for her father, with hostality to her mother. (9) K...Uncrottable propensity to steal articles of little value. (10)M.....Delusion of grandeur. (11)I......Chronic inability to fall asleep. (12M .....Obsession in a single area. (13) P......Uncontrollable need to set fire. (14) S....Mental derangement charecterised. by loss of contact with reality split personality. (15)C.....Morbidconfined places. (16) A.... Morbid dread of open spaces. (17)

Juntaposition. animadvert. solution ইত্যাদির মত ল্যাটিন শব্দগুলি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন এই শব্দগুলির ব্যবহার আপনার স্টাইলটিকে ভারি আর শুকনো করে তুলবে। ছোট ছোট অ্যাঙলো-স্যাক্সন (Anglo-Saxcon) শব্দের শক্তি বেশী। যেখানে আপনি donation শব্দটির বদলে gift কিংবা impecunions শব্দের বদলে poor শব্দটির ব্যবহার করতে পারেন। ship. shop. walk. tree. earth, mate. man. friend প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য রয়েছে: গ্রীক শব্দ গুলি জানা আপনার প্রয়োজন: তবে সেগুলি হিসাব মত ব্যবহার করা উচিৎ।

ভাষায় সরলতা এবং প্রত্যক্ষতা সর্বদাই কার্যকরী।

আপনার অনুভূতি বিষয়ে শব্দ সমূহ

শেষ অধ্যায় গুলিতে আমরা সমস্ত ধরনের মানুষের কথা আলোচনায় এনেছি, তাদের নানা মানসিক, দার্শনিক ধারণা ইত্যাদি সমেত। এবার আসুন আমরা কেবল তাদের ধারণা গুলি নিয়ে আলোচনা করি। অথবা আমরা কি আরো বেশী করে ব্যক্তিগত ব্যাপারে যাবো, এবং সেই শব্দগুলি বিবেচনা করব যা আপনার চিন্তা, আপনার অনুভূতি মনোভঙ্গী এবং সর্বোপরী আপনার আবেগ গুলিকে বর্ননা করে?

নিম্নোক্ত পাঁচটি শব্দ বিবেচনা কর

Nostalgia (স্বদেশ ফেরার আকুলতা বা ঘরমুখীনতা / অতীত মুখীনতা। Satiated (চরিতার্থ): Benevolence (বদান্যতা)। Frustration (হতাশা) Lethargy (আলসেমি, অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্নত)

(I)

উপরোক্ত শব্দগুলির কোনটি কি আপনার কাছে অপরিচিত ? নিচে দেওয়া বাক্যগুলিতে দেওয়ার ঐ শব্দগুলি বিবেচনা কর। বাক্যগুলিতে ঐ শব্দগুলির অর্থের একটা ইঙ্গিত দিয়েছে।

(1) He was overcome a wave of *nostalgia*' whenever he thought of his boyhood years in scotland. (2) The huge dinner left him *satiated*. (3) That morning he was at peace with the ward: his attitude toward all mankind was one of *benevolence*. (4) All life, he claims, is *frustration*. The Gods seem bent on mischievously thawrting his hopes and plans. (5) His illness left him in a state of *lethergy*: all ambition interest, desire were gone.

(১) স্কটল্যাণ্ডে তার সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলির কথা ভাবলে সে 'স্বদেশমুখীনতা' ভাবনাকে জয় করতে পারে: (২) নৈশাহারের প্রচুর খাদ্য তার ক্ষুৎ প্রভৃতি চরিতার্থ

করল।(৩) পৃথিবীতে সেদিন সে শান্তি বোধ করল এই কথাগুলি ভেবে যে সমস্ত মানবজাতির প্রতি তার এই মনোভঙ্গী হল একটা পরোপকারীতা। (৪) সে দাবী করে সমস্ত জীবনটাই হতাশা। মনে হয় ঈশ্বর বদমাইসি করেই তার সমস্ত আশা আর পরিকল্পনাগুলি নস্যাৎ করে দিচ্ছে।(৫) অসুস্থতা তাকে আলসেমি অবস্থায় ফেলেছে। তার সমস্ত উচ্চাকাঙ্খা, উৎসাহ এবং বাসনা সবই গেছে।

(II)

বিভাগ (১) থেকে *বাঁকানো (Italized)* শব্দগুলি নিয়ে নিচের প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে লিখুন।

(1) ... State of apathy or indifference. (2) ..Sever homesickness. a loging pleasant past.. (3) ... Desire for the welfare of others, charita bleness. (4) ... Filled beyond natural desire, glutted. (5) .... Failure or inability to attain something desired.

(১) অনীহা, উদাসীনতা। (২) বিকট ঘরমুখীনতা, আনন্দময় অতীতের ভাবনা। (৩) পরের মঙ্গল করার বাসনা। পরোপকারীতা। (৪) স্বাভাবিক আকাঙ্খার থেকে বেশি পূরণ করা। ঠাসিয়া খাওয়া। (৫) কাঙ্খিত কোন কিছু করাতে ব্যর্থতা, অক্ষমতা।

Answer

(1) Lethergy (2) Nostalgia (3) Benevolence (4) Satiated (5) Frustration

(শব্দগুলির অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(III)

আরো পাঁচটি শব্দ দেওয়া হল। এ গুলি ঐ একই ভাবে আলোচনা করব এখন। এবারে বাক্যগুলি থেকে শব্দগুলির অর্থ বোঝবার চেষ্টা কর।

Enervated (দৈহিক, স্নায়বিক ইত্যাদি নিঃশেষিত).Weltchmerz (পার্থিব বেদনা) ennui (একঘেয়েমিতা বা নিষ্ক্রিয়তা থেকে উদ্ভুত আত্মার অনুভূতি) Compunction (অনুশোচনা) Antipathy (বিরোধী বা অপছন্দের অনুভূতি)

(1) He is all-night vigil completely enervated him. (2) Adolescents are often pessimistic about the future of humanity. This weltchmerz is a natural result of their maturing minds and bodies. (3) Never had her life been so stagnant and empty. Never had she been so filled with ennui. (4) He had no compunction of out cheating his fellowman. (5) He had a violent antipathy to all political theories smacking however faintly of communism.

(১) তার সারারাত জেগে ধর্মীয় উৎসব দেখাটা শারীরিক এবং স্নায়বিক ভাবে ক্লান্ত

করে তুলেছে। (২) যুবকরা প্রায়ই নিরাশাবাদী হয় মানুষের ভবিষ্যতের ব্যাপারে। এই বিষণ্ণ দর্শনের তাদের দৈহিক এবং মানসিক পরিণতির একটা স্বাভাবিক ফল। (৩) তার জীবন কখনও এমন শূন্য আর আবদ্ধ হয়ে যায় নি। তার জীবন কখনই এমন একঘেয়েমি আর নিষ্ক্রিয়তায় ভরে যায়নি। (৪) নিজের লোককে ঠকিয়েও তার কোন অনুশোচনা হয়নি। (৫) সাম্যবাদী দলের সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্বেরই ভয়ঙ্কর ভাবে বিরোধী।

(IV)

আপনার প্রতিটি নতুন শব্দের মিলকরণ করতে পারেন কি নিচে দেওয়া তাদের সংজ্ঞার সঙ্গে ?

(1)........ Literally, world pain, sadness from gloomy world philosophy (2)-An instinctive feeling of aversion or dislike. (3) Self reproach for wrongdoing slight regret. (4) Deprived of physical, nervous, and emotional energy. (5) A feeling of list less wearing resulting from saliety bordone or inactivity.

(১) আক্ষরিক অর্থে, পার্থিব যন্ত্রণা, বিষণ্ণ পৃথিবী দর্শনজাত দুঃখ (২) বিরোধ বা অপছন্দের একটা প্রবৃত্তিগত অনুভূতি। (৩) ভুল করার জন্য নিজেকে ভৎসনা, সামান্য ক্ষোভ। (৪) দৈহিক, স্নায়বিক এবং ভাবাবেগ শক্তির নিঃশেষ। (৫) একঘেয়েমি এবং নিষ্ক্রিয়তার কারণে আস্থার অনুভূতি।

(1) Weltchmerz (2) Antipathy (3) Compunction (4) Enervated (5) Ennui

(V)

এখানে আবার তৃতীয় অঙ্কের শব্দগুলো দেওয়া হল। ঐ একই ভাবে।

Supercilious (সবকিছুকেই অবজ্ঞা করে এমন উন্নাসিক); Vindicative (প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিহিংসা পূর্ণ) Misogynist (নারীদ্বেষী) Misanthrop (মনুষ্য দ্বেষী) Nicariously (প্রতিনিধিস্বরূপ/বদলি স্বরূপ)

(1) You are too supercilious: what makes you think your are superior. (2) Be careful not to hurt her feelings, for she'll never forgive you. You know how indicative some woman are. (3) Queen chap - I think he's misogynist. That's problem why he's never had a girl friend. (4) At heart, he's misanthrop no wonder he has no friends. (5) Since his accident he has been unable to take part in the sports that he used to love now he reads the sports page and enjoys tennis, golf and baseball ficariously.

(১) তুমি বড় বেশী উন্নাসিক, এই কারণে তুমি ভেবেছো যে তুমি সবার থেকে ওপরে। (২) সতর্ক থাক ওকে (কোন মেয়ে) আঘাত করার চেষ্টা কর না; ও তোমাকে কখনই ছেড়ে দেবে না। তুমি তো জানো কিছু মেয়ে কত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। (৩) অদ্ভুত ছেলে - আমার মনে হয় ও নারীদ্বেষী। সম্ভবত সেই কারণেই ওর কখনই কোন মেয়ে বন্ধু হল না। (৪) অন্তরে সে মনুষ্য বিদ্বেষী। ফলে ওর কোন বন্ধু না থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। (৫) দুর্ঘটনার পর থেকে ছেলেটি সক্রিয় ভাবে খেলায় অংশ নিতে পারে না। অথচ ও খেলা ভালো বাসত। এখন সে খেলাধূলার পত্রিকা পড়ে টেনিস, গল্ফ বেসবল প্রভৃতি খেলা উপভোগ করে।

(VI)

আবার প্রতিটি শব্দ তার সংজ্ঞাটির পাশে বসান।

(1) ....Manner of experiencing indirectly instead of directly. (2)...A hates of mankind (3) .... A hates of woman (4) .... Disposed to revenge relaliatory. (5.....Loftly with prid. haughtily comtemptous.

(১) প্রত্যক্ষের বদলে পরোক্ষ কিছু অভিজ্ঞতার আচরণ। (২) মানবজাতিক একজন বিদ্বেষী। (৩) নারীজাতির একজন বিদ্বেষী। (৪) প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী, প্রতিশোধ প্রদান। (৫) অতিবেশী গর্ব, দাম্ভিক।

Answer

(1) Vicariously (2) Misanthrope (3) Misogynist (4) Vindicative (5) Supercilious.

(VII)

এই অধ্যায়ে মোট পনেরোটি শব্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। আসুন আমরা এবং এই শব্দগুলির ব্যাপারে শক্তি বৃদ্ধি করি। প্রতিটি প্রশ্নে আপনার উত্তরটি পরীক্ষা কর।

(1) When you have a feeling of lethergy, are you full of bounce, pep, and ambition ? yes ...... No ...... (2) Is nostalgia a yearning for the past ? yes ...... No ...... (3) Do kindly people often feel benevolent ? yes ...... No ...... (4) When you haven't eaten for a long time, do you feel satiated ? yes ...... No ...... (5) Is frustration an unpleasant feeling ? yes ...... No ...... (6) Do pessimistic people often experience weltchmerz ? yes ...... No ...... (7) Do you feel antipathy to people you like ?yes ...... No ...... (8) Does a cruel and insensitive person have any compunction about mistreating

others ? yes ...... No ...... (9) Is it normal to wake up enervated after a good nigh yes ...... No ...... (10) If something seems exciting or wonthwile is it justifiable to experience ennui. yes ...... No ...... (11) Is living vicariously less fulfulling than direct experience ? yes ...... No ...... (12) Does a misanthrope hate envery. yes ...... No ...... (13) Does a misogynist enjoy the company of females ? yes ...... No ...... 14) Does a vindicative person forgive easily yes ...... No ...... 15) Does a supercilious person usually feel superior to other. yes ...... No ......

১) আপনার মধ্যে যখন আলসেমি অনুভূতি থাকে তখনকি আপনি খুব সতর্কতা এবং উচ্চাকাঙ্খায় ভরপুর থাকেন ? ২) ঘরমুখীনতা কি অতীতের প্রতি আকর্ষণ ? ৩) দয়ালু মানুষেরা কি পরোপকারী হয়ে থাকে ?৪) দীর্ঘদিন না খাওয়ার ফলে আপনি কি প্রচুর খাওয়ার অনুভূতি বোধ করেন? ৫) হতাশা কি নিরানন্দজনক অনুভূতি? ৬) নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তিরা কি দুঃখবাদী দর্শনের প্রায়ই অভিজ্ঞতা লাভ করেন? ৭) আপনার পছন্দের ব্যক্তিদের প্রতি আপনি কি বিরোধীতা বোধ করবেন? ৮) নিষ্ঠুর এবং বোধহীন ব্যক্তিরা কি কারো সঙ্গে বাজে আচরণ করে অনুশোচনা বোধ করবে? ৯) রাত্রে ভালো ঘুমোবার পর কি আপনি দেহে বা স্নায়ুতে কোন রকম ক্লান্তি বোধ করবেন ? ১০) যদি কোন কিছুই উত্তেজনাকর কিংবা অর্থময় না হয় তাহলে কি অস্থিরতা বোধের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় কি? ১১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকেও কম পূরণ করে বদল স্বরূপ বাঁচা যায় কি? ১২) মনুষ্যদ্বেষীরা কি সবাইকেই ঘৃণা করে? ১৩) নারীদ্বেষীরা কি মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করে? ১৪) প্রতি হিংসাপরায়ণ কোন ব্যক্তি কি সহজেই ক্ষমা করে দেন ? ১৫) কোন দাম্ভিক ব্যক্তি কি নিজেকে অন্যান্যদের বেশী উপরে ভাবে?

Answer

1) No 2) Yes 3) Yes 4) No 5) Yes 6) Yes 7) No 8) No 9) No 10) Yes 11) Yes 12) Yes 13) No 14) No 15) Yes

(VIII)

আরো শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৈরী হন যদি একজোড়া শব্দ অর্থের দিক দিয়ে একই হয় তাহলে ইংরাজী s বর্ণটি লিখুন আর যদি কম বেশী বিপরীত হয় তাহলে বর্ণটি o লিখুন ।

1) Lethargy .... energy. 2) Nostalgy .... homosickness. 3) Benevolence .... ill will. 4) Satiated .... full. 5) Frustration .... satisfaction. 6) Weltchmerz .... happyness. 7) Antipathy .... affection. 8) Compunction .... seruples. 9) enervated .... tired. 10) Ennui .... bordom. 11)

Vicariously .... actually. 12) Misanthrop .... philanthropist. 13) Miogynist .... Donjoan. 14) Vindicative .... for giving. 15) Supercilious .... humble

(প্রথম স্তম্ভের শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(দ্বিতীয় স্তম্ভের কিছু শব্দের অর্থ)

Energy (শক্তি) homesickness (ঘর মুখীনতা) ill will (বদইচ্ছা বা কুমতলব) Satisfaction (সন্তোষ) happiness (সুখ) affections (স্নেহ) Seruples বিবেকবুদ্ধিগত দ্বিধা বা সঙ্কোচ) actually (ঠিক বা যথাযথ) humble (বিনয়)

Answers

(1) O (2) S (3) O (4) S (5) O (6) O (7) O (8) S (9) S (10) S (11) O (12) O (13) O (14) O (15) O

(IX)

একটি খুবই কার্যকরী অনুশীলন আপনাকে বিভিন্ন রূপে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে এবং যা বাক্যের বিভিন্ন পদ (Part of speech) পরীক্ষা করতে প্রয়োজন - বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি। নিচে জিজ্ঞাস্য পরিবর্তন গুলি কি আপনি করতে পারেন একটি শব্দ সমষ্টি বা একটি বাক্য, যেখানে সম্ভব, একটা সাদৃশ্যতা দেওয়া হল আপনাকে সাহায্য করার জন্য।

1) Change lethargy to an adjective to fit into the following phrase : A ..... attitude. (neuralgia -------- neuralgic)

2) Nostalgia to an adjective A --------- feeling. (cheastrophobia --------- claustrophobic)

3) Benevolence to an adverb. He beaned .... (imotence impotently)

4) Satiated to an negative adjective ending in-ble. He is an .... reader.. (estimated - instimable)

5) Satiated to a noun ending in ty : I've had a ...... obmotion picture. (anxious --anxiety)

6) Frustration to a verb : why do you try to ...... me. (appreciation-appreciate)

(7) Antipathy to an adjective : I am .... to me ? (Sympathy --sympathetic)

(8) Enervated to a noun : The cause of his ... (Saturated --

saturation)

(9) Vicariously to an adjective A ..... thrill (famous --famously)

(10) Misanthrop to another noun denoting the person : He is a .... (ends in ----ist)

(11) Misanthrop to a noun denoting the philosphy : what is the cause of his .... ? (Philanthropist --philanthropy)

(12) Misogynist to a noun denoting the philosophy : what is the cause of his ...... ?

(13) Vindicative to a noun : I dislike him mainly for his .... (active --activeness)

(14) Supercilious to a noun : Your ... will make you lose many friend. (fasti -fastidiousness)

(১) 'Lethergy' শব্দটিকে বিশেষণে পরিবর্তন করুন। একটি ......মনোভঙ্গী। (২) 'Nostalgia' শব্দটিকে বিশেষণে পরিবর্তন করুন। একটা ..... অনুভূতি। (৩) 'Benevolence' শব্দটিকে ক্রিয়াবিশেষণে পরিবর্তন করুন। যে উদ্ভাসিত হল ... (৪) 'Satited' শব্দটি অন্তে 'ble' যুক্ত করে নঞর্থক বিশেষণে পরিবর্তন করুন। সে হয় একজন ....পাঠক। (৫) উপরোক্ত শব্দটিকে অন্তে ty যুক্ত করে বিশেষ্যে পরিবর্তন করুন। আমার আছে ... চলচ্চিত্রের। (৬) 'Frustration' শব্দটিকে ক্রিয়াপদে পরিবর্তন করুন। তুমি কেন আমাকে. ...... চেষ্টা কর। (৭) 'Antipathy' কে বিশেষণে বদলান। আই --- এই ধরনের ধারণা। (৮) 'Enervated' শব্দটি বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন : তার ..... কারণ। (৯) 'Nicariously' শব্দটিকে বিশেষনে পরিবর্তন করুন : একটি .... বোঝাও (১০) 'Misanthrop' শব্দটি একটি ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন। সে একজন ......। (১১) উপরোক্ত শব্দটি দর্শন বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন : তার .... কারণ। (১২) 'Misogynist' শব্দটি দর্শন বিশেষে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন। (১৪) 'Vindicative' শব্দটি বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন। প্রধানত তার .... জন্য আমি তাকে অপছন্দ করি। 14) 'Supercilious' শব্দটি বিশেষ্যে পরিবর্তিত করুন : তোমার .... তোমাকে অনেক বন্ধু হারাতে সাহায্য করবে

Answer

1) Lethargic 2) Nostalgic 3) Benevolenlty 4) Insaliable 5) Saltiety 6) Frustinate 7) Antipathetic (8) Enervation (9) Vicarious (10) Misanthropist (11) Misanthropy (12) Misgyny (13) Vindicativeness (14) Superciliousness.

(X)

ধরে নিচ্ছি আলোচিত শব্দগুলিতে আপনি যথেষ্ট সরগড় হয়ে উঠেছেন। আসুন তাহলে নিশ্চয় আপনি নিচে দেওয়া প্রতি বিশেষ্যের অনুভূতির বিবৃতি মিল করণ করতে সক্ষম।

Nouns	Statement of feelings
1) Lethargy	(a) 'I can't do it !'
2) Nostalgia	(b) 'you do it I'will watch'
3) Benevolence	(c) 'All is bondom'
4) Satiety	(d) 'I hate every one'
5) Frastration	(e) 'I'm entrusted, worn out'
6) Weltchmerz	(f) 'I hate woman'
7) Antipathy	(g) 'I wish I were home
8) Compunction	(h) 'I can't stand it!'
9) Ennui	(i) 'I'll get even!'
10) Enervation	(j) 'I can't move. can't (respond?
11) Nicariousness	(k) 'You are dirt!.
12) Misanthropy	(l) The world is a sad place!'
13) Misogyny...............	(m) 'No more please!'
14) Vindicativeness	(n) 'I'd better not'
15) Superciliousness ...	(o) 'I wish the best for you.

(এই শব্দগুলির অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(এ) 'আমি এটা করতে পারি না।' (বি) 'তুমি এটা কর। আমি দেখব।' (সি) 'সমস্ত একঘেয়ে ' (ডি) 'আমি সবাইকে ঘৃণা করি' (ই) 'আমি নিঃশেষিত ক্লান্ত।' (এফ) 'আমি মহিলাদের ঘৃণা করি।' (জি) 'আমার ইচ্ছা হয় বাড়ি থাকি।' (এইচ) আমি এটা সহ্য করতে পারব না। (আই) 'আমি বদলা নেব।' (জে) 'আমি নড়তে পারি না। সচল হতে পারি না।' (কে) 'তুমি নোংরা।' (এল) 'পৃথিবীটা দুঃখের জায়গা'। (এম) 'দয়া কর, আর নয়।' (এন) 'আমি ভালো করি নি? (ও) 'আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি '

Answers

(1) j 2) g (3) o (4) m (5) a (6) d (7) h (8) n (9) c (10) c (11) b (12) d (13) f (14) i (15) k

'Ology' অন্ত শব্দ সমূহ

নিচে এই ধরণের শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হল।

(I)

মানব জ্ঞানের ক্ষেত্র

1) Anthropology ((নৃবিদ্যা) এই শব্দটি আগেই আমাদের ছিল। আর এটি আপনি 'মানবজাতির বিজ্ঞান' হিসাবে চিনতে পারবেন, বিশেষ করে মানব জাতির অভ্যাস, ইতিহাস, বিতরণ এবং সংস্কৃতি।

2) Geology (ভূবিদ্যা) যখন আমরা জানি যে geo শব্দটি গ্রীকের 'geos' carth সেই সঙ্গে 'logos' study এবং science থেকে এসেছে তখন Geology শব্দটি আমাদের কাছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই জন্য Geology শব্দটি পৃথিবী নামক ঘূর্ণমান গ্রহের কাঠামো, বল, এবং ইতিহাসের বিজ্ঞান।

3) Archaeology (প্রত্নবিদ্যা) এটি হল প্রাচীন নিদর্শনের বিজ্ঞান। প্রাচীন মানুষের পরিত্যক্ত জিনিষপত্রের পুরানো রেকর্ড নিয়েই এর কাজ কর্ম। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক প্রাচীন মেক্সিকোর অ্যাজটেকসের ভাষার মূল ব্যাপারটি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেই সময়কার মানুষের পরিত্যক্ত জিনিষপত্রের ধ্বংসস্তুপ থেকে সেই সময় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। (Archaios) শব্দটি হল গ্রীক। এর অর্থ প্রাচীন। আর সেই থেকেই প্রাচীন জিনিষপত্রের গবেষণা বা প্রত্ন বিদ্যা।

4) Embryology (ভ্রূণবিদ্যা) জন্মপূর্ব ক্রিয়ার প্রারম্ভিক স্তরে অজ্ঞাত শিশুকে ভ্রূণ বলা হয়। গ্রীক শব্দ এই ক্ষেত্রে আরো একবার আমাদের সাহায্য করেছে। ইংরাজীর en শব্দটি তাদের ভাষায় হল in এবং তাদের bryein শব্দটির অর্থ স্ফীত হওয়া অতএব আক্ষরিক অর্থে এটি দাড়ায় to swell inside বা ভেতর দিকে স্ফীত হওয়া। অন্তসত্ত্বাকালীন মহিলাদের এটাই ঘটে। একজন ভ্রূণবিদ, তাহলে জীবনের শুরু নিয়েই কাজ কর্ম করে থাকে।

5) Entomology (পতঙ্গ বিজ্ঞান) এখানেও আমরা গ্রীক শব্দের কাছে জানি। গ্রীক ভাষার entomon শব্দটির অর্থ হল insect বা পতঙ্গ আর বাকীটা সহজেই অনুমেয়। পতঙ্গবিদরা, পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি এবং অন্যান্য প্রজাতির পতঙ্গদের জীবন, যৌনাচার এবং সামাজিক নিয়ম কানুন সম্বন্ধে জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে

6) Ethnology (জাতি বিদ্যা) শ্বেত বর্ণের মানুষ, কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ। বদামী বর্ণের মানুষ, পীত বর্ণের মানুষ। এসব মানুষের ইতিহাস কি ? তারা কোথা থেকে এসেছে? তারা কোথায় বাস করত ? তারা বৈশিষ্ট্যের, সংস্কৃতির এবং মানসিকতার দিক দিয়ে কতটা ভিন্নধর্মীয়। জাতিবিদের কাজ হল এই সমস্যা গুলিরই সমাধান করা। গ্রীক শব্দ ethnos থেকেই এই শব্দটি এসেছে। এর অর্থ race বা জাতি।

7) Etymology শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় ও মূলব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত শব্দ/শব্দপ্রকরণ আপনার হয়তো মনে আছে, এটি শব্দের ইতিহাস এবং বুৎপত্তির বিদ্যা।

(8) Orinthology (পক্ষীবিজ্ঞান) আপনাকে যদি বলা হয় Ornis একটি গ্রীকশব্দ এবং এই শব্দটির অর্থ bird বা পাখি তাহলে আপনি প্রথমেই এটির অর্থ বুঝতে পারবেন। বিভিন্ন ধরনের পাখীর জগৎ হল পক্ষীবিদের কাজকর্মের ক্ষেত্র।

(9) Philology (ভাষা বিদ্যা) এই শব্দটি আমাদের সবার কাছেই পরিচিত। ভাষাবিদ শব্দটি সম্পূর্ণ শব্দ এবং ভাষার জ্ঞানটিকে নিয়ে।

(10) Psychology (মনস্তত্ত্ব, মনোবিদ্যা) আবার একবার আমাদের গ্রীকভাষার দিকে তাকাতে হয়। আর তখনই আমরা গ্রীক ভাষার Psyche শব্দটি দেখতে পাই। এই শব্দটির অর্থ soul বা আত্মা বা মন। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিদরা হলেন সমস্ত দিক দিয়েই মানব মনের এবং তাদের আচরণের ছাত্র। এই নিয়েই তাদের কাজ করাবার।

(II)

আপনি যা শিখলেন তা পর্যালোচনা কর।

এখানে আবার মানবজ্ঞানের দশটি ক্ষেত্র দেওয়া হল। প্রতিটির পাশে বন্ধনীর মধ্যে বিজ্ঞানীদের নাম সমেত। আপনার শব্দের শক্তি বাড়াতে প্রতিটি বিজ্ঞানীর উৎসাহের ক্ষেত্র মনে মনে পর্যালোচনা করতে পারেন কি ?

1) Anthropology .... 2) Geology .... 3) Archaeology .... 4) Embryology .... 5) Entomology .... 6) Ethnology .... 7) Etymology .... 8) Orinthology .... 9) Philology .... 10) Psychology ....

(শব্দের অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(III)

দ্বিতীয় বিভাগে বিশেষজ্ঞদের বেছে নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর কে দিতে পারে তা লিখুন।

(1) What does the unborn baby look like during the third weak of its development ? Ans .... 2) How many Mayan ruins are there in central America ? Ans .... 3) What makes human beings behave the way they do ? Ans .... 4) What kind of rock is found in Tenessee? Ans .... 5) Is it true that the owl is wiser than other birds ? Ans .... 6) What did the men of the stone Age look like ? Ans .... 7) What is life span of an ant? Ans .... 8) What is the desivation of origin of the word baycott? Ans .... 9) How many different languages are spoken in Europe ? Ans .... 10) Where are the yellow races found in greatest abondance ? Ans ....

১) ক্রমোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় সপ্তাহে অজাত শিশুকে কেমন দেখাতে হবে ? ২) মধ্য আমেরিকায় কতগুলি ময়ান ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেছে ? ৩) মানুষ কি ভাবে আচার আচরণ করে, তা কি ভাবে সম্ভব হল ? ৪) টেনেসীতে কি ধরনের পাথর পাওয়া গেছে? ৫) এটা কি সত্য যে পেঁচক অন্যান্য পাখীদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান ? ৬) প্রস্তরযুগের মানুষকে কেমন দেখতে ছিল ? ৭) পিপীলিকার জীবনের আয়ু কত ? ৮) বয়কট শব্দটি কোথা থেকে এসেছে ? ৯) ইউরোপে কত রকমের কথ্য ভাষা রয়েছে ? ১০) কোথায় প্রচুর পরিমানে পীত বর্ণের মানুষ দেখা যায় ?

Answer

1) Embryologist 2) Archaeologist 3) Psychologist 4) Geologist 5) Orinthologist 6) Anthropologist 7) Entomologist 8) Etymologist 9) Philologist 10) ethnologist

(IV)

এখন থামবেন না

এই শব্দগুলি দিয়ে আপনি এখনো অনেক জিনিষ করতে পারেন। এগুলি জোরে জোরে উচ্চারণ কর, অনেকবার। শব্দগুলিকে নিজের করে এবার এটাই হল আপনার প্রথম পদক্ষেপ এই গুলির উচ্চারণে যদি আপনি নিখুঁত না হতে পারেন তাহলে আপনি এগুলির ব্যবহারে সাহসী হতে পারবেন না

এগুলির বানান করার চেষ্টা কর। একজন বন্ধু কিংবা আত্মীয়কে সঙ্গে নিন। তাদের বলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলি লিখুন। আপনার তৃতীয় পদক্ষেপ আপনার মাথায় ঘা মেরে শব্দগুলি ঢোকানোর একটি কার্যকরী পদক্ষেপ যা সেগুলি আপনাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে

etomology শব্দটির পরীক্ষা : গ্রীক শব্দ 'geos' এর অর্থ 'পৃথিবী' (earth) তাহলে দেখুন geography, geopolitics কিংবা geometry ইত্যাদির মত শব্দগুলির অর্থ বোঝা কতই সহজ হয়ে যায়।

ঠিক এই ভাবেই 'anthrop' গ্রীক শব্দ দিয়ে (যার ইংরাজী অর্থ দাড়ায় মানবজাতি) আমরা Misanthropy. philanthropy ইত্যাদি শব্দের অর্থ সহজেই বুঝতে পারি। গ্রীক শব্দ Areios. Psych ইত্যাদি শব্দ থেকে তৈরী অনেক ইংরাজী শব্দের অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

সুতরাং অধ্যায়ের শেষে শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত শব্দ এবং তাদের অর্থ আপনার মনে গেঁথে দেওয়া যাক। নিচে দেওয়া দুটি স্তম্ভের মধ্যে মিল করণ করতে পারেন কি ?

1) Anthropos (anthropology)--a....earth. 2) Archios (archaelogy)--b....race. 3) Geos (geology)--c....insect. 4) Bryein (embryology)--d....bird. 5) Enomon (entomology)--e....mind.soul. 6) Ethnos (ethnology)--f....mankind. 7) Orinis (orinthology)--g...word of study. 8) Philein (philology)--h....to love. 9) Psyche (psychology)--i...to swell. 10) Logos (etymology)--j...ancient.

(শব্দের অর্থ আগেই আলোচিত হয়েছে)

Answer

(1) f (2) j (3) a (4) i (5) e (6) b (7) d (8) h (9) e (10) g

মানুষের বৈশিষ্ট্যের শব্দ সমূহ

মানবজাতির নারী পুরুষের মধ্যে অনেক রকম আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তাদের এত রকমের বৈশিষ্ট্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী যে সেগুলির জন্য বিভিন্ন বর্ণনাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে আমরা আপনাকে সরল বাক্য সমূহের এক গুচ্ছ নতুন শব্দের কথা বলব অন্তত পক্ষে সেগুলির অর্থের একটা ইঙ্গিত দিতে।

(I)

(1) The *loquocious* (বহুভাষী/বাকপটু) বহুভাষী মেয়েটি অনর্গলভাবে কথা বলতে পারে। 2) The *gullible* (প্রতারিত) হবার যোগ্য প্রতারিত যোগ্য গৃহবধূ বিক্রেতার বলা সবকথাই বিশ্বাস করে 3) *Shave* (ভদ্র/নম্র) একজন নম্র ব্যক্তি

আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারে কালোটা সাদা বলে? 4) The *pompous* (সাড়ম্বর আত্মম্ভরিতা পূর্ণ) সাড়ম্বর আত্মম্ভরিতা পূর্ণ ব্যক্তিকে মনে হয় তার নিজের গুরুত্ব বোধে সে মোহবদ্ধ। 5) *Esthetic* (শিল্প বোধ) শিল্প বোধ সম্পন্ন শিল্পী তার জীবন সৌন্দর্যের প্রতি নিজেকে নিবেদন করেছেন। 6) The *taciturn* (বাগবিমুখ) বাগবিমুখ স্বামী তার স্ত্রীর কথার উত্তর অনিচ্ছার সঙ্গে দিল। 7) *Opinionated* (এক গুঁয়ে/জেদী) জেদী বা একগুঁয়ে নির্বোধেরা এমনই চূড়ান্ত ভাবে মনস্থির করে ফেলেছে যে কোন ভাবেই তার তা পরিবর্তন করা যাবে না। 8) The *phlegmatic* (উৎসাহ শূন্য/সহজেই উত্তেজিত হয় না এমন) উৎসাহ শূন্য মানুষ কোন কিছুতেই উত্তেজনা বোধ করে না। 9) *Erudite* (পাণ্ডিত্য পূর্ণ/পাণ্ডিত্য)। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি প্রচুর পুঁথিপত্র পড়েছেন। 10) The *complacent* (পরিতৃপ্ত/আত্মপ্রসাদ পূর্ণ) পরিতৃপ্ত ব্যক্তি নিশ্চিৎ যে সমস্ত কিছুই ঠিক ঠাক হতে চলেছে। 11) *Punctilious* (শিষ্টাচার পালনে অতি সতর্ক/আদবকায়দাগ্রস্ত) আদবকায়দাগ্রস্ত অতিথিরা সামান্যতম ত্রুটি যাতে না ঘটে সেই জন্য তটস্থ হয়ে রইল। 12) *Indefatigable* (অক্লান্ত) অক্লান্ত শ্রমিক মনে হয় দিনে মাত্র চারঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেই কাজ করতে সক্ষম। 13) The *vapid* (নিস্তেজ/বিস্বাদ/নীরস) নীরস কথোপকথনকারীদের কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভাবে একঘেয়ে। 14) The *iconoclastic* (প্রাচীন বা পূর্বের মত খণ্ডকারী) প্রাচীনমত খণ্ডকারী সমালোচক সরকার, বিবাহ এবং ধর্মের মত সংস্থাগুলির ব্যাপারে বড়বেশী খুঁত খুতে। 15) *Misanthropic* (মনুষ্য বিদ্বেষকর) মনুষ্য বিদ্বেষীকর উন্নাসিক ব্যক্তি পৃথিবীকে এবং সবাইকে ঘৃণা করে। 16) The *puerile* (শিশুসুলভ) শিশুসুলভ খোকার দৈহিক ভাবেই বেড়েছে কিন্তু ভাবাবেগে সেই শিশুই রয়ে গেছে। 17) *Ascetic* (কঠোর তপস্বী/আত্মসংযমী) আত্মসংযমী ব্যক্তি একটি কুড়েই হাসি মুখে বাস করতে পারে

(II)

এই শব্দগুলি নিম্নের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর লক্ষ্য হল সম্ভাব্য অর্থ বোঝার জন্য আপনার উৎসাহকে বাড়িয়ে দিতে যথেষ্ট সূত্র দেওয়া। আপনি কত সফলভাবে বিভাগ (১) থেকে উপযুক্ত বাকানো (italized). শব্দ খুঁজে নেবেন যা নিচে দেওয়া প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে ?

1) Completely self satisfied. smug. Ans .... 2) Smooth and pleasant in manner. bland. gracious. smoothly ingratiating. Ans .... 3) By temperament. not easily perturbed. calm. emotionaly sluggish or unresponsive.Ans .... 4) One who assails or mocks traditional or cherished beliefs. Ans .... 5) Simple.

eredulous, easily decived.Ans .... 6) Marked by assumed self importance, prentious. Ans .... 7) Appreciating or loving the beautiful artistic. Ans .... 8) Charecteristic of childhood. juvenile immature and silly or trivial. Ans .... 9) Very learned, scholarly. Ans .... 10) Practicing extreme abstinence austere and rigorous in self denial or self dicipline. Ans .... 11) Extremely talkative. Ans .... 12) Habitually silent or unwilling to engage in conversation. Ans .... 13) Unduly attached to one's own opinions: obstinate in holding on to beliefs. Ans .... 14) Not exhusted by labour or exercise: never firing. Ans .... 15) Hating mankind. Ans .... 16) Very exact or scrupulous in the observance of forms of etiquette, ceremony, or behavior. Ans ...... 17) Utterly lacking in sparkle, flavar or interest, empty and flat. Ans ....

১) সম্পূর্ণ আত্মতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। ২) মসৃণ এবং চমৎকার আচরণ, নম্র, শান্ত মসৃন ভাবে অনুগ্রহ ভাজন করান। ৩) মেজাজ দ্বারা, সহজেই উত্তেজিত নয়। ভাবাবেগে জড় অথবা নিঃসাড়। (৪) ঐতিহ্যবাহী বা লালিত বিশ্বাসের বিরোধীতা। (৫) সরল, সহজ বিশ্বাসী, সহজেই প্রতাড়িত। (৬) নিজের গুরুত্ব জাহির করা, অত্যন্ত দাম্ভিক। (৭) সৌন্দর্য্য প্রেম, শিল্পসম্মত। (৮) শৈশবের বৈশিষ্ট্য, নাবালক, অপরিণত, নির্বোধ বা নগন্য। ৯) খুব শিক্ষিত, পণ্ডিত। ১০) চূড়ান্ত মিতাচারে অভ্যাস। আত্মত্যাগে কঠোর নিয়মানুবর্তী। ১১) চূড়ান্তভাবে মুখরা। ১২) অভ্যাসগত ভাবে নীরব এবং কথা বলতে অনিচ্ছুক। ১৩) নিজের মতামতে আঁকড়ে থাকা। বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে একগুঁয়ে। ১৪) পরিশ্রম কিংবা অনুশীলনে নিঃশেষিত নয়। ক্লান্ত নয়। ১৫) মানবজাতিকে ঘৃণা। ১৬) শিষ্টাচারে, বাহ্যিক ভদ্রতায় অথবা আচরণে ভীষণ সঠিক। ১৭) ঝকমকানিতে, স্বাদে এবং উৎসাহে অব্যক্ত অভাব। শূন্য এবং সাদামাটা।

Answer

1) Complacent 2) Shave 3) Phlematic 4) Iconoclastic 5) Gullible 6) Pompous 7) Esthetic 8) Puerile 9) Erudite 10) Ascetic 11) Loquacious 12) Taciturn 13) Opinionated 14) Indefaligable 15) Misanthrope 16) Punctilious 17) Vapid

(III)

সমস্ত বইটি জুড়ে আমাদের তত্ত্ব হল এই যে নতুন শব্দ সমূহ শেখার শ্রেষ্ঠ উপায় (যে উপায় প্রত্যেকেই শিশু থেকে আরম্ভ করে সবাই) হল সেই কার্যকারী উপায় যার সাহায্যে ধাপে ধাপে সেগুলি বোঝার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এই ব্যাপারটা আপনারা

ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। অসংখ্য বিভিন্ন পাঠে একটি শব্দকে বারবার শেখানো যাতে সেটি চূড়ান্ত ভাবে আপনার কাছে এমনই পরিচিত হয়ে যাবে এবং সুবিধে জনক হবে যে, আপনার মনে হবে শব্দটি সর্ব্বদাই আপনার শব্দভাণ্ডারে রয়েছে। ঠিক এই জায়গাতেই আপনাকে আপনার চিন্তায়, কথায় এবং লেখায় শুরু করতে হবে, এবং এটি আপনি নিজের অজ্ঞাতেই করে যাবেন কোন রকম উদ্যোগ ছাড়াই এবং তা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবেই হবে যে আপনি নিজেই মনে মনে চমকে উঠবেন

এবার আপনাকে এই অধ্যায়ে আলোচিত শব্দগুলির শেখার ব্যাপারে দুটি পরীক্ষা দিতে হয়েছে। একটা হল বাক্যের মাধ্যমে, অন্যটি হল তাদের সংজ্ঞার। এবার এর তৃতীয় পরীক্ষা। একগুচ্ছো শব্দ সমষ্টি, সেগুলির প্রতিটি আপনার মনে এক ঝলক পরিচিতি এনে দেবে যা আপনাকে উক্তো সতেরটির শব্দের একটির সংস্পর্শে আনবে। এই অনুশীলনীটি যখন করাবেন তখন পাতা উল্টে দেখবেন না যেন। প্রদেয় আদ্যাক্ষর আপনার মনে শব্দটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ঠ। একাধিকবার অসংখ্য বিশেষনের দরকার লাগবে আপনার।

1) Emotionally sluggis --- P. 2) Practicing self denia --- A. 3) Disinclined to conversation ---T. 4) Having an antipathy for mankind -- -M. 5) Easily duped --- G. 6) Inspid---V. 7) Scholarly ---E. 8) Talkative ---L. 9) Precise in the observance of forms--- P. 10) Ostentatiously self important --- P. 11) Inane --- V. 12) Responsive to beauty --- E. 13) Descriptive to the attitude of one who attacks cherished beliefs as shames --- I. 14) Childish ---P. 15) Polished in manner --- S. 16) Stubbornly set in opinions --- O. 17) Self-satisfied -- C. 18) Attacking established tradition --- I. 19) Having an aversion for the human race --- M. 20) Fireless --- I. 21) Urbanely smooth and ingretiating --- S. 22) Contonted with one self and with thing as they one --- C.

১) ভাবাবেগে মন্থর। ২) আত্মত্যাগে রতী। ৩) কথাবার্তায় অনীহা। ৪) মানব জাতির প্রতি বিরলতা। ৫) সহজেই প্রতারিত। ৬) নীরস। ৭) পণ্ডিত। ৮) রীতি নীতি নিষ্ঠ। ১০) কৃত্রিম আচরণপূর্ণ স্বগুরুত্ব। ১১) শূন্যলাভ / অর্থহীন। ১২) সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রতিবেদনশীল। ১৩) মনোভঙ্গীর বর্ণনামূলক যা ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাসকে আক্রমণ করে। ১৪) শিশুসুলভ। ১৫) আচরনে মার্জিত। ১৬) মতামতে একগুঁয়ে। ১৭) আত্মতুষ্টি। ১৮) প্রথাগত ঐতিহ্যকে আক্রমণ। ১৯) মনুষ্য জাতির প্রতি বিরূপ ভাব। ২০) অক্লান্ত। ২১) ভদ্রতায় মসৃণ এবং নম্র। ২২) নিজেকে নিয়ে এবং যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট

Answer

1) Phlegmatic 2) Ascetic 3) Taciturn 4) Misanthropic 5) Gullible 6) Vapid 7)Erudite 8) Loquacious 9) Panctilious 10) Pompous 11) Vapid 12) Esthetic 13) Icono clastic 14) Puerite 15) Shave 16) Opinionated 17) Complacent 18) Iconoclastic 19) Misanthropic 20) Indefaligable 21) Shave 22) Complacent

(IV)

নিচের বিবৃতিগুলি ঠিক না ভুল তা চিহ্নিত করে এবার আপনি এই সতেরোটি শব্দ বোঝার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিন।

1) Talkative women are called loquacious True .... False...... 2) Country yokels are as a rule shave. True .... False...... 3) The steriotype of the truck driver is usually esthetic .True .... False...... 4) Enthusiastic people are usually facitern True .... False...... 5) The more impartial a man is the more opinionated he sounds. True .... False...... 6) Phlegmatic people usally become panicky is an emergency True .... False...... 7) Pomposity is usually amusing. True .... False...... 8) College professions are often erudite.True .... False...... 9) Smug people are never complacent True .... False...... 10) Punctilious people are stickless far form.True .... False...... 11) The beaver is an indefaligable worker. True .... False...... 12) The conversation of a conceited bore is usually vapid.True ....' False...... 13) The attitude of young people is usually iconoclastic.True .... False...... 14) Misanthropic remark show a feeling of love and trust people True .... False....... 15) Pwerile behavior indicates maturity. True .... False...... 16) an ascitic exisistance is give on to sensuality.True .... False...... 17) A young child is apt to be gullible. True .... False......

(১) মুখরা মহিলাদের বহুভাষী বা বাগ্মী বলা হয়। (২) গ্রাম্য জবুথবু ব্যক্তিরা ভদ্র ও নম্র। (৩) যান্ত্রিকারোধের ট্রাকচালকেরা সাধারণ শিল্পবোধ সম্পন্ন। (৪) উৎসাহী মানুষেরা সাধারণত বাগবিমুখ হয়। (৫) যতই পক্ষপাত শূন্য হয় কোন ব্যক্তি ততই সে একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। (৬) উৎসাহহীন ব্যক্তিরা সাধারণত জরুরী সময়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। (৭) সাড়ম্বর আত্মম্ভরিতা সাধারণত উপভোগ্য। (৮) কলেজের প্রফেসররা সাধারণত পণ্ডিত হয়ে থাকেন। (৯) পরিতৃপ্ত ব্যক্তিরা কখনোই আত্মতৃপ্তি পায় না। (১০) শিষ্টাচার পালনে অতি সতর্ক ব্যক্তিরা সাধারণত নিয়ম নিষ্ঠ হয়। (১১) বীবররা সাধারণত অতি পরিশ্রমী

হয়। (১২) এক ঘেয়েমি কথাবার্তা সাধারণত নীরস। (১৩) যুব সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গী সাধারণত প্রাচীন মতামত খণ্ডনের দিকে। (১৪) মনুষ্যবিদ্বেষী কোন মন্তব্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালোবাসার প্রমাণ করে। (১৫) শিশুসুলভ ব্যবহার পরিণতির ইঙ্গিত করে। (১৬) কঠোর সংযম ভোগবাসনা চরিতার্থ করার গুণ দেয়। (১৭) একটি শিশু প্রতাড়িত হওয়া যুক্তিসম্মত।

Answer

(1) true (2) false (3) false (4) false (5) false (6) false (7) true (8) true 9) False 10) True 11) True 12) True 13) True 14) False 15) False 16) False 17) True

এবার অন্যরকম পরীক্ষার সাহায্যে আপনি আলোচিত শব্দগুলির ব্যাপারে আপনার বোধ শক্তি বাড়িয়ে নিন। নিচে প্রতি বিবৃতির সঙ্গে তিনটি করে উত্তর দেওয়া হল। সঠিকটি বেছে লিখুন

1) Loquacity is an inordinate amount of : a) Singing b) Attention to details c) Talking

2) Gullible people fall easy pray to a) doctors b) used can salesman c) teachers

3) Shavemen are expart at : a) Home repeair b) surfing c) getting along with woman

4) Pompasity probably comes from a) fear b) obesity c) vanity

5) Most likely to be esthetic is an a) electrician b) ariaton c) artist

6) Taciturnity would likely be found in : a) salesman b) public speaker c) hermits

7) Opinionated assertions may likely lead to . a) marriage b) arguments c) truth

8) A phlegmatic person : a) shed tears at an emotional play b) becomes histerical in a crisis c) does not become easilly imotional.

9) Erudite men are most interested in : a) scholarly books b) light fiction c) the comics

10) People who are complacent about their jobs will : a) take it easy b) worry about their futur c) keep an eye on the help counted ads.

11) A punctilious person is a trickler for : a) Originality b)

courage c) proper etiquette

12) To be indefaligable. one usually needs a great amount of : a) money b) energy c) education

13) Vapid people are : a) boring b) successful c) quarrelsome

14) Iconoclasts are opposed to : a) change b) tradition c) reform

15) A misanthrope dislikes : a) people b) good food c) literature

16) Men are most likely to be puerite when : a) they don't get their own way b) they are reading c) they are eating

17) Most ascetic prefere to : a) drink excessively b) eat spralingly c) participate in orgies.

Anwers

1) c 2) b 3) c 4) c 5) c 6) e 7) b 8) c 9) a 10) a 11) e 12) b 13) a 14) b 15) a 16) a 17) b

(VI)

এবার আপনি চূড়ান্ত এবং তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তো? যে সব বিশেষণ আমি ইতিমধ্যেই শিখিয়েছি সেগুলি নিচের প্রতিটি শব্দের বা শব্দ সমষ্টির প্রয়োজনীয় ভাবেই অর্থে বিপরীত। পরীক্ষা দিতে নিশ্চয়ই আপনার নিজের ওপর আস্থা রয়েছে। যে কারণে নিশ্চয় আপনি উত্তর দেখবার জন্য পেছনের পাতা হাতড়াতে যাবেন না।

নিচে বিপরীত শব্দগুলি চটপট লিখে ফেলুন।

1) Taciturn .... 2) Easily & wayed to change one's mind ...... 3) Ignorant .... 4) Philanthropic ......5) Blind to beauty ...... 6) Lazy ...7) Dissatisfied ....8) Conservative ....9) Careless of etiquette informal...10)Volenptuous.......12Boorish .... 13) Modest. humble ....14) loquacious ....15) High strang ....16) Skeptical.......

17) Clever and interesting ....

১) বাক্যবিমুখ। ২) কারো মন পরিবর্তন করা সহজেই সম্ভব। ৩) শিক্ষিত /মূর্খ ৪) লোকহিত সাধক। ৫) সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ ৬) কুঁড়ে /অলস। ৭) অসন্তুষ্ট। ৮) রক্ষণশীল। ৯) পরিণত। ১০) শিষ্টাচারের অসতর্ক. অশিষ্টাচার। ১১) ভোগবিলাসী. আনন্দপ্রেমিক ১২) বর্বর বা গেঁয়ো লোক। ১৩) মার্জিত. বিনয়ী ১৪) বহুভাষিক। ১৫) অতি উৎসাহী ১৬) চতুরতা করা। ১৭) সতেজ/সরস।

Answer

1) Loquacious 2) Opinionated 3) Erudite 4) Misanthrop 5) Esthetic 6) Indenfaligable 7) Complacent 8) Iconoclastic 9) Puerite 10) Punctilious 11) Ascetic 12) Shave 13) Pompous 14) Taciturn 15) Phlegmatic 16) Gullible 17) Vapid.

(VII)

এই অধ্যায়ের অনেক শব্দের পেছনে উৎসাহ ব্যঞ্জক শব্দ প্রকরণ রয়েছে। এগুলি পরপর আলোচনা করা হল

Shave - এটি ল্যাটিন শব্দ Shavis থেকে আসা এটির অর্থ বিকট বা মসৃন।

Iconoclastic - এটি ল্যাটিন শব্দ eikon থেকে আসা. এটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে kalacin যার অর্থ ভাঙা. সেই এই দুটি ল্যাটিন থেকে নিয়ে তৈরী হয়েছে iconoclasic যার অর্থ মূর্তি ভাঙা। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ঐতিহ্য ভাঙা।

Pompous-এটি ল্যাটিন ভাষার Pompa শব্দ থেকে নেওয়া. এটার অর্থ আনুষ্ঠানিক মিছিল।

Esthetic - এটি গ্রীকের 'aisthikos' থেকে নেওয়া। এটির অর্থ উপলব্ধ। শব্দটি আমাদের কলা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুক্ষতর অনুভূতির উল্লেখ শুরু করার পর থেকে আমাদের ভাষার পরিমার্জিত রূপ নেয়।

Puerite - এটি ল্যাটিন শব্দ Pher থেকে আসা। Pher শব্দের অর্থ বালক। যখন কোন ব্যক্তি এই বালক অবস্থায় থাকে তখন তিনি অপরিণত হিসাবে আচরণ করেন।

Ascetic - এটি গ্রীক শব্দ asketikos থেকে আসা. এটির অর্থ আত্ম সংযম, সুশৃঙ্খল। শেষে এই শব্দটি ইংরাজীতে উক্তো ভাবের সব অর্থই গ্রহণ করেছে।

Loquacious - এটি ল্যাটিন শব্দ loquor থেকে নেওয়া। এই শব্দটিক অর্থ কথাবলা ইংরাজীর Eloquent এবং Colloquial শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তি এই শব্দটিই।

Taciturn-ল্যাটিন শব্দ tacere থেকে আসা। এটির অর্থ নীরব হও বা চুপকর।

Opinionated-ল্যাটিন শব্দ Opinio থেকে আসা কথাটির অর্থ চিন্তা বা মত।

Indefaligable-ল্যাটিন শব্দ in যার অর্থ নয় বা না, এবং defaligone যার অর্থ ক্লান্ত হয়ে পড়া। এই দুটি শব্দ থেকেই তৈরী হয়েছে এই শব্দটি

Punctilious - ল্যাটিন. শব্দ punctum থেকে আসা এটির অর্থ বিন্দু, বা বিষয়।

এই শব্দটি ইংরাজী ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝাতে যিনি বিষয় গুলি সূক্ষতর করতে মনোযোগী। ইংরাজী Punctual এবং Puncture শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তি এই শব্দটি থেকেই।

Vapid-ল্যাটিন শব্দ Vapidus. এটির অর্থ গন্ধহীন বা স্বাদহীন। অবশ্য এই Vapidus শব্দটির নিজস্ব ব্যুৎপত্তি আবার ল্যাটিনেরই Vappa শব্দটি থেকে। এটির অর্থ মদ যা পচে গেছে এবং সুগন্ধী বাড়িয়েছে।

মানুষের ভুল ত্রুটি বিষয়ে শব্দ সমূহ

আসুন এই বিষয়ে প্রথমে আপনাকে একগুচ্ছ শব্দের উদাহরণ দি। প্রদেয় শব্দগুলি প্রতিটি যত্নের সঙ্গে উচ্চারণ কর।

তার আগে ছোট একটা আলোচনা সেরে নি। আপনি কি এমন কোন মুক্ত অবিবাহিত যুবকের দেখা পেয়েছেন যার জীবনটা একটার পর একটা অংশত পাপে পরিপূর্ণ? এই ধরনের কোন ব্যক্তি কি কোন সম্পদের অধিকারী হতে পারে। কিংবা তীব্র দারিদ্রতার মধ্যে সে জীবনে তার আচার আচরণ বজায় রাখতে পারে কি ? বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে তার সাফল্য কি নিজের গুরুত্বের মোহ স্পর্শ করার প্রবণতা দেবে ? তার জীবনটা নিশ্চিত ভাবে একটা উৎসাহব্যঞ্জক জীবন। তবে হ্যাঁ আপনি যদি বিবেচনা করেন যে একটার পর একটা জটিল এবং হতবুদ্ধিকর অবস্থা এই উৎসাহব্যঞ্জনা তৈরী করে। কেবল তাকে কথা বলতে শেখান। তাঁর শূন্যগর্ভ অহঙ্কার তার থেকে কম বয়সী পরিচিতদের উপভোগ্য হতে পারে কিন্তু তা তার পুরাণো বন্ধুদের কাছে ক্লান্তি কর হয়ে উঠতে পারে।

(I)

তাহলে এখানে লক্ষ্যণীয় শব্দগুলির কথা বলি

1) Peccadillo (অংশত পাপ) 2) Pennury (শোচনীয় দারিদ্রতা) 3) egalomonia (নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে বিরাট মোহ) 4) Imbroglio (জটিল এবং হতবুদ্ধিকর অবস্থা) 5) Braggadocio (কিছুটা পরিমান পাপ)

(II)

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটির ব্যাখা থেকে আপনি কি উল্লেখিত শব্দগুলির মিল করন করতে পারেন

1) A complecated and embarrasing situation 2) A slight sin. 3)

Empty boasting 4) Object poverty 5) Grandiose delusions of one's own importance

১) একটি জটিল হতবুদ্ধিকর অবস্থা ২) সামান্য পাপ ৩) অসার দম্ভ ৪) শোচনীয় দারিদ্রের অবস্থা ৫) কারো গুরুত্ব সম্পর্কে তার নিজের বিরাট মোহ।

Answer

1) Imbroglio 2) Peccadillo 3) Braggadocio h) Pennury 5) Megalomania

(III)

What kind of person are you ? Do you think money is a panacea? Do you feel your life has been a fiasco ? What are some of your Idiosyncrasies ? Do you tend to rationalize rather than face the truth ? are there anomalies in your life that you would like to see removed? The answers to there questions may recal a number of interesting things about your charectar.

তুমি কি ধরনের মানুষ? তুমি কি মনে কর অর্থ হল সমস্ত রোগের পরিত্রাতা। তুমি কি অনুভব কর যে তোমার জীবন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ? তোমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি? তুমি কি সত্যের মুখোমুখি হওয়ার থেকে যুক্তিবাদী করে তোলার দিকে ঝোঁক? তোমার জীবনে কি এমন কিছু অনিয়মিত ব্যাপার আছে যা তুমি অপসারণ করতে পছন্দ কর ? এই প্রশ্নের উত্তর গুলি তোমার চরিত্রের কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার প্রকাশ করতে পারে।

(IV)

1) Panacea (সর্ব রোগ হারা) 2) Fiasco (শোচনীয় পরিণতি) 3) Idiosyneracy (চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য) 4) Rationalize (যুক্তিবাদী করে তোলা) 5) Anomaly (কোন অনিয়মিত কিছু)

(V)

1) Something that is irregular or incoristant ..... 2) A cure for all ills ... 3) A miserable and ridiculers failure .... 4) To react unconciously with a worthy motive for a decreditable act ... 5) A charecteristic pecularity ....

১) কিছু যা অনিয়মিত এবং সঙ্গতিহীন। ২) সমস্ত অসুখ সারা ৩) শোচনীয় এবং অসম্ভব ব্যর্থতা ৪) অযৌক্তিক কাজকে অচেতনভাবে যৌক্তিক করে তোলা। (৫) চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

Answer

1) Anomaly 2) Panacea 3) Fiasco 4) rationalize 5) Idiosyneracy.

(VI)

Do you by chance have a neuratic friend who is so lazy that he tend to malinger, or one who belongs to the elite and looks down his social nese at the purvenns? The conversation of such a person is apt to. be banal. certainly not as interesting as that of intelligentsia. or have you ever been up against a politician who result to jingoism and chicanery because he cannot gain his end by honest means ?

তোমার কি কোন উদ্বায়ুগ্রস্ত বন্ধু আছে? সে এতই কুড়ে যে তার কাজ করার ব্যাপারে অসুস্থ হবার প্রবণতা থাকে কিংবা এমন কেউ যে কিনা সমাজের উচুতলায় বাস করে এবং উর্তি সম্পদবানদের ঘৃণার চোখে দেখে। এই ধরনের ব্যক্তির কথাবার্তা উজ্জ্বলতাহীন এবং ছিন্নমূল। যে কথাবার্তা নিশ্চিৎভাবেই ঐ মেধাবী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মত নয়। অথবা তুমি কি এমন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গেছো যে যুদ্ধ নীতির এবং অসৎ উপায়ের আশ্রয় নেয়। কেন না সে সৎ উপায়ে কোনদিনই তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

(VII)

1) Malinger (কাজের প্রতি দৌবল্যের মিথ্যা অজুহাত)। 2) Elite (সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী সম্প্রদায়)। 3) Pervenn (উর্ত্তি সম্পদবান)। 4) Jingoism (যুদ্ধবাজ) । 5) Intelligentsia (মেধাবী কিংবা শিক্ষিত সম্প্রদায়)। 6) Chicanery (নীচ. ছিটকে চালাক)। 7) Banal (সাধারণ জায়গা, উজ্জ্বলতাহীন উৎসহীন।

(VIII)

1) The best or most capable part of my group. 2) One who flaunts, some what vulgarly. newly attained wealth. 3) To feign sickness to shink work or duty. 4) Favoring a warlike foreign policy 5) The intelligent and educated classes. 6) Mean, petty trickery 7) Common place. without spankle or originality.

১) যে কোন কালের শ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে বেশী সক্ষম অংশ। ২) আঙুল ফোলা কলাগাছ. কিছুটা অশালীন অর্থে. নতুন হওয়া বড়লোক। ৩) কাজ বা কর্ত্তব্য এড়াতে অসুখের দোহাই। ৪) যুদ্ধ ধরণের বিদেশী নীতির প্রবক্তা। ৫) মেধাবী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়। ৬) নীচতা. ছোট খাটো চালাকি। ৭) সাধারণ, নীরস এবং শেকড়হীন।

Answer

1) Elite 2) Parvenn 3) Malinger 4) Jingoism 5) Intelligentsia 6) Chicanery 7) Banal.

(IX)

আপনি প্রথমবারে একবার সতেরোটি শব্দের সঙ্গে বিজড়িত হয়েছিলেন। মনে রাখুন আপনার লক্ষ্য হল বিভিন্ন অবস্থায় মুখোমুখি হওয়া নতুন নতুন শব্দগুলিতে আরো বেশী করে সহজ হওয়া। বিভিন্ন উপায়ে এগুলি নিয়ে কাজ করা যায়। সুতরাং আমাদের এটি চেষ্টা করা যাক। পূর্বেকার পাতাগুলি পর্যালোচনা কর. শেখা সতোরোটি শব্দ বারবার জোরে জোরে উচ্চারণ করে সহজ করে তোলার জন্য। তারপর নিচে দেওয়া প্রতিটি শব্দ সমষ্টির পাশে নিকটস্থ অর্থটি লিখুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য শব্দের আদ্যক্ষরটি দেওয়া হল।

1) Extreme poverty or want. P .... 2) The best. E .... 3) A complete or humiliating failure. E .... 4) Trickery. C .... 5) To feign illness in order to escape work. M .... 6) To find a worthier motive for . R .... 7) Adeviation from type an irregularity. A.......... .8) Remidy for all diseases. P .... 9) A bellicose foreign policy. J .... 10) Educated and intellectual people. I .... 11) Ordinery: dull. B .... 12) Delusious of grandeur. M .... 13) Pretendious boasting. B .... 14) A slight or tri fling sin. P .... 15) A confused and complicated situation. I .... 16) A characteristic peculiarity. T .... 17) A nourean riche. a newly wealthy person. P ....

১) তীব্র দারিদ্রতা, অভাব। ২) শ্রেষ্ঠ . ৩) সম্পূর্ণ হীন ব্যর্থতা . ৪) চালাকি। ৫) কাজ এড়াবার জন্য অসুস্থতার অজুহাত। ৬) সমর্থক উদ্দেশ্য খুজে বের করা ৭) পথভ্রষ্ট. অনিয়মিত ৮) সমস্ত রোগের আরোগ্য ৯) মারমুখো বিদেশনীতি। ১০) শিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবি মানুষ ১১) সাধারণ. একঘেয়ে। ১২) মহত্বের মোহ। ১৩) ভণ্ডামিপূর্ণ অহঙ্কার ১৪) ছোট খাটো যা তুচ্ছ পাপ ১৫) হতবুদ্ধকর এবং জটিল অবস্থা। ১৬) চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ১৭) নতুন ধনী. নতুন ভাবে হওয়া সম্পদবান ব্যক্তি।

Answer

1) Penury 2) Elite 3) Fiasco 4) Chicanery 5 Malinger 6) Rationalize 7) Anomaly 8) Panacea 9) Jingoism 10) Intelligentsia 11) Banal 12) Megalmonia 13) Braggadocio 14) Peccadillo

15) Embroglio 16) idiosynarary 17) Pervenn

(X)

আপনার আরো শক্তিবৃদ্ধি এবং ক্রমান্বয়ে সফলতার জন্য এখানে আরো একটা অনুশীলনী দেওয়া হল। নিচে দেওয়া জোড়া শব্দগুলি পরীক্ষা করে বলুন। সেগুলি নিকটস্থ অর্থে না বিপরীত অর্থের।

1) Peccadillo	- slighit sin	Same .... Opposite .....
2) Penary	- welth	Same .... Opposite .....
3) Megalmonia	- humality	Same .... Opposite .....
4) Imbroglio	- confusion	Same .... Opposite .....
5) Braggadocio	- boasting	Same .... Opposite .....
6) Panacea	- cureall	Same .... Opposite .....
7) Fiasco	- success	Same .... Opposite .....
8) Idiosyneracy	- pecularity	Same .... Opposite .....
9) Irationalize	- Justify	Same .... Opposite .....
10) Anomaly	- irregularity	Same .... Opposite .....
11) Malinger	- pretend illness	Same .... Opposite .....
12) Elite	- the worst	Same .... Opposite .....
13) Pervenn	- nourean riche	Same .... Opposite .....
14) Jingoism	- pacilism	Same .... Opposite .....
15) Intelligentsia	- the feeble minded	Same .... Opposite .....
16) Chicanery	- honesty	Same .... Opposite .....
17) Banal	- original	Same .... Opposite .....

Answer

1) Same 2) Opposite 3) Opposite 4) Same 5) Same 6) Same 7) Opposite 8) Same 9) Same 10) Same 11) Same 12) Opposite 13) Same 14) Opposite 15) Opposite 16) Opposite 17) Opposite

(XI)

এবার লক্ষ কর এই শব্দ গুলি সাধারণ মানুষ কিভাবে ব্যবহার করে।

1) As proffessor owen has remarked. there is no greater anomaly

in nature than a bird that cannot fly. (Darwin)

2) Owing to the disunion of the fenians themselves. the rigar of the administration. and the treachery of informers. the (Irish) rebellion was a fiasco. (The encyclopedi Britannica)

3) Idiosyncracy are. hewever. frequent: thus we find that one person has an exceptional memory for sounds. another for colour another for farms. (The encyclopedia Britannica)

4) The chemists pretended it was the philosopher's stone. Physicians that it was an infullible panacea. (Wharton)

5) The karan attaches much importance to prayer - a fact which is some what anomalous in a system of religion so essentially fatalistic. (Spencer)

6) Men who by legal chicanery cheat others out of their property. (Spencer)

7) Who doesn't for give? The virtuous Mr. Grundy. She remembers her neighbars' peccadillo to the third and fourth generation.

8) I have always observed through life that your pervenn it is who stickeles for what he calls the genteel, and has the most squeamish abhorrence for what is frank and natural. (Thackeary)

9) "T-is low ebb with his accusers whom such pecadilloes as there are put into swell the charge.

১) প্রফেসর ওয়েন মন্তব্য করেছেন পাখির থেকে বেশি অনিয়ম প্রকৃতিতে নেই যা উড়তে পারে না।

২) ফেনিয়ানদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের জন্য প্রশাসনের কঠিন মৃতদেহ, এবং তথ্য সরবরাহকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় (আইরিশ) বিদ্রোহ চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

৩) সে যা হোক সে জাতের বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন ধরনের হয় আর সেই জন্যেই আমরা দেখি কোন ব্যক্তির শব্দের ব্যাপারে ব্যতিক্রমী স্মৃতি থাকে তো অন্য এক ব্যক্তির তা থাকে রঙের ব্যাপারে, আবার কারো থাকে আকারের ব্যাপারে।

৪) রসায়নবিদরা ভান করে যে দার্শনিকদের পাথর, পদার্থবিদরা যা একটা অভ্রান্ত সর্বরোগহর ওষুধ।

৫) কোরান প্রার্থনাকারীর সঙ্গে বেশী সংযুক্ত - একটা ব্যাপার যা কোন ধর্মের ব্যবস্থায়

নিয়মবর্হির্ভূত, ভীষণ ভাবে ক্ষতিকারক।

৬) সেই সব মানুষ যারা ছলচাতুরি করে অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পত্তির ব্যাপারে ঠকায়।

৭) কে ক্ষমা করে না? গুনবাণ মিসেস গ্রাণ্ডি, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মে তার প্রতিবেশীদের পাপ স্মরণ করতে পারে।

৮) আমি সারা জীবন সর্বদাই তোমার ঐ ভুই ফোঁড় লক্ষ্য করেছি তথাকথিত আদব কায়দায় সে এঁকগুঁয়ে এবং তার স্বাভাবিক এবং খোলা মেলা খুঁতখুতে বিবেকযন্ত্রনা থাকে।

৯) যখন এই ধরণের তুচ্ছ পাপগুলি অভিযোগটিকে ফুলিয়ে তোলে অভিযোগকারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অধঃপতন ঘটে।

(XII)

এখন আপনি এই বইটির মাঝামাঝি জায়গায় এসে পৌঁছেছেন।

এখন আপনার কাজ কেমন চলছে? আপনার কি মনে হয় যে আপনি উন্নতি করছেন? এখানে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হল সেগুলি আপনার শিক্ষা অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

আপনার প্রাত্যহিক পড়াশোনার একটা সরল এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে নিন। তবে বেশী উচ্চাকাঙ্খী হবেন না। যদি অবশ্য এই জিনিষটি এতদিন না করে থাকেন। এই কাজের জন্য প্রতিদিন একটা সময় নির্দিষ্ট করে নিন। সেটি কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি সেটি অসুবিধে হয় তাহলে আপনার সময়ে কলা শিল্প শিখুন। বিখ্যাত লেখক জন আর্সকিন মিনটির সেইসব মুহূর্তগুলিতে নিজেকে ঘষে মেজে তুলেছেন। যে মুহূর্তগুলি অন্যান্য ব্যক্তিরা কেবল বাজে ভাবে নষ্ট করেছে। আর এই সময়টিকে নিয়ে তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি লিখেছিলেন।

বর্তমানের এই পড়াশোনাটিকে অভ্যেস করে নিন। সর্বোপরী পোষাক পরা বা পোষাক খোলা, চুল আঁচড়ানো দাঁত মাজার ইত্যাদি এই সব মুহূর্তগুলিকে কাজে লাগান। যাতে অন্তত এটি যেন আপনার জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে যায়।

আর এই ব্যাপারে একটা নিয়ম রয়েছে যা ব্যস্ত ব্যক্তিরা অমূল্য হিসাবেই দেখেছেন। সর্বদাই আপনি আগের দিন রাতে আপনার পরের দিনের কাজ ছকে নিন।

আমেরিকার ভাষার সৃষ্টিতে সাহায্য

এখন আমরা একটা বিরতির সময়ে এসে পৌঁছেছি। আমাদের শব্দ সমূহের আলোচনার ব্যাপারে।

আমরা যে ভাষা শিখছি সেটি কার সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা একটু সময় নিতে পারি।

হ্যাঁ, এভাষা আপনারই এবং আপনার ইংরাজী ভাষাটা আপনারই জিনিষ। আপনি এটি তৈরী করেছেন। আপনি প্রতিদিন এটি তৈরী করছেন। আপনি ৬০০০০০টির থেকেও বেশী ব্যবহার্য্য ইংরাজী শব্দ আবিষ্কার করেছেন। অন্যান্য ভাষা থেকে নেওয়া শব্দগুলি এ থেকে বাদই রাখছি। কিন্তু আপনি এমনকি সেই শব্দ গুলিকে প্রয়োগ করছেন। আপনি ইংরাজী শব্দের বানানগুলি বিচিত্রভাবে তৈরী করেছেন। আপনি তাদের উচ্চারণ গুলিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ইংরাজীতে আমাদের কাজকরবার একটা বেতাল কলা শিল্প নিয়ে, নির্ভুল বিজ্ঞান নিয়ে নয়। এমনকি ইংরাজীর ভুলগুলি মনুষ্যকৃত। এই বইতে আমরা কিছু ইংরাজী শব্দের অদ্ভুত বানান লক্ষ্য করেছি। যে শব্দগুলি ইতিমধ্যে আপনি রপ্তও করে ফেলেছেন। তবে সে ভুল নিছকমাত্র টাইপসেটারের। যে সব ব্যক্তি বহুবছর আগে এই ধরাতলে বাস করত, আমরা কেবল তাদের সেই ভুল বানানটিকেই সংরক্ষণ করে এবং সম্মান দিয়ে আসছি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেই শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থের পরিমার্জন হয়।

তাহলে আপনি এই ভাষাটিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

এইভাবে ঃ বর্তমান বছরে আমাদের ভাষায় প্রায় পাঁচহাজার নতুন শব্দ এসেছে। উত্তেজনাকর এবং নাটকীয় সময়কালে এগুলি নতুনশব্দ তৈরীতে সর্বদাই উৎপাদনশীল, পণ্ডিতরা এই সব নতুন শব্দ তৈরী বা আবিষ্কার করে না। এগুলি কেবল নিজে থেকেই জন্মায়। এই সব শব্দের বানান, কিংবা উচ্চারণ কেমন হবে অথবা অর্থই বা কি হবে যে বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলির করার কিছু থাকে না। সাধারণ মানুষের খুশীমত শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। বানান করা হয় এবং সেগুলির সংজ্ঞাও দেওয়া হয়। আপনি যদি 'ফাঙ্ক অ্যাণ্ড ওয়াগনীলস - নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারি'র কিংবা অক্সফোর্ড ডিকশনারি কিংবা অন্য কোনো সংস্থার সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করেন, এই শব্দগুলির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাহলে তাদের উত্তর হবে, 'আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'। অবশ্যই এর অর্থ হল আপনার মত কোটী কোটী 'আপনি' এটা করেছেন, যারা কিনা এই ভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণের কথায় আসা যাক। ধরুন ইংরাজী 'Television' শব্দটির কথা। বস্তুটি আবিষ্কারের পর আপনার 'Broadcast' শব্দটির সমান্তরাল একটি

শব্দ 'Telecast' ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। পণ্ডিতরা বলেন শব্দটা না কি হাঁস জারুর মত। telecast শব্দটির অর্ধেক গ্রীক থেকে নেওয়া আর অর্ধেকটা ইংরাজী। tele শব্দটি গ্রীক। এটির অর্থ অনেকদূর। আর cast শব্দটি হল খোদ ইংরাজীর। তবে শব্দটির যে কারণে ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা সার্থক। সাধারণ, মানুষকে ধন্যবাদ তারা তাদের কথাবার্তায় এই অতিসাম্প্রতিক মুদ্রাটি নিংসঙ্কোচে যুক্ত করে নিয়েছিলেন।

ঠিক এরকম ভাবেই - ব্যবহারের ফলে - পুরনো অনেক শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চমৎকার শব্দগুলি কর্কশ হয়ে উঠেছে। আর কর্কশ শব্দ গুলি হয়ে উঠেছিল মর্যাদাকর।

দেখাগেছে অতীতের অনেক শব্দ ব্যবহারের ফলে ক্রমশ মর্যাদার স্থান পেয়ে গেছে আমাদের ইংরাজী অভিধানে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ২৩০ বছর আগে Dean Swift ছিল Kicking (অশ্লীল)। সেই সময় এই ধরনের অশ্লীল শব্দের ব্যবহার ভাষার মধ্যে ছিল। সেগুলি যেমন, bubble, sham, fully এবং hip তবে আমি এবং আপনি এখন সেই শব্দগুলি খুশীর সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক সেগুলি একসময় অশ্লীল ছিল, যেমন gin, boycott, cab, greenhorn, hoax, jingerist ইত্যাদি।

দেখবেন জনসাধারণ এই শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করে এসেছে অন্তত সেগুলি অভিধানের স্থান পাওয়ার আগে পর্যন্ত, ঠিক উল্টোভাবে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলি আমাদের এই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সেগুলি আমাদের অভিধান থেকে একসময় শেষ হয়ে যাবে এবং তা থেকে একসময় বাদও দিয়ে দেওয়া হবে। আপনিই তা নির্ধারণ করবেন। এব্যাপারে সংবিধানের করার কিছু নেই।

এবার আসুন দেখি এই ধরনের শব্দগুলি কোন পদ্ধতিতে অভিধানে এসেছে। বিশেষ করে যে শব্দগুলি আপনি এই বইটিতে আলোচনার মধ্যে পেয়েছেন।

এইভাবে কৌশলটি আপনার কাছে উৎসাহব্যাঞ্জক লাগতে পারে।

কেউ লেখে এবং অভিধানের প্রকাশককে একটা স্পষ্টত নতুন শব্দ সম্বন্ধে বলে। অথবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ পাঠক পৃথিবীর সংবাদ সংস্থা থেকে প্লাবিত হওয়া নায়গ্রা জলপ্রপাতের মত শব্দগুলির মধ্যে এটি আবিষ্কার করে। সুতরাং প্রথমে তারা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখে শব্দটি সত্যি সত্যি নতুন কিনা। তার এর জন্য মানবসম্পন্ন ইংরাজী রেফারেন্স বই সমূহ ঘেটে দেখে শব্দটি পাওয়া যায় কিনা। অন্তত যে সব বই গত দুই শতাব্দি ধরে প্রকাশিত হয়েছে। যদি তারা সেইসব রেফারেন্স গ্রন্থে শব্দটি দেখতে না পায়, আর শব্দটাকে বিদেশী বলে যদি মনে হয় তার অন্যান্য বিদেশী শব্দভাণ্ডার ঘেটে দেখে সেগুলি যেমন, সংস্কৃত, হিব্রু, আফ্রিকান মৌরী এবং অন্যান্য সমস্ত ভাষা। কিন্তু সেই সব

বিদেশী শব্দভাণ্ডারেও যদি সেই শব্দটি না পাওয়া যায় তারা তখন ব্যবসা এবং পেশাধারী শব্দের সংবিধান ঘাঁটে।

এবারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা চতুর শব্দ যা তাদের বোকা বানিয়ে দেয়।

যদি শব্দটি নিজে থেকে নতুন বলে মনে হয় তাহলে সেটি প্রায় পাঁচ বছর ফাইল বন্দী করে রাখা হয়।

এবার তাহলে কেমনভাবে সেটি ভেতরে আসে?

তারা লক্ষ্য করে শিক্ষানবিস থাকাকালীন মানুষকে এটি ব্যবহার করতে। এটির অর্থ সম্বন্ধে দপ্তর অনুসন্ধান করতে পারে। বিরতির শেষে নবদীক্ষিত শব্দসমূহের মধ্যে যেটির স্থান হয়ে যায়। আর যদি এই শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় চাহিদার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহলে তখনই একমাত্র শব্দটি সংবিধান বন্দী হয়। এইভাবেই ব্যাপারটি ঘটে। অন্য কোন ভাবে নয়।

এখন এটির সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া হবে? আরো ঠিক ভাবে বলতে গেলে, শেষ অধ্যায়ের শব্দগুলির সংজ্ঞা কিভাবে ব্যুৎপত্তিগত ভাবে নির্ধারিত হয়েছে?

ব্যবহারে কোন নতুন শব্দ যদি গবেষকদের চোখে পড়ে তখন তারা প্রকৃত বাক্যটি লিখে রাখে যে বাক্যে সেই শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন সংবিধান সম্পাদক তার সংজ্ঞাগুলি তৈরীর জন্য চূড়ান্ত ভাবে বসেন তখন তার সামনে সেই সব শব্দ ব্যবহৃত বাক্য সম্বলিত একরাশ কার্ড তার সামনে থাকে। অর্থ বা অর্থ সমূহ যা সেই সম্পাদক মহাশয় প্রদান করেন শব্দগুলিকে তা তার সামনে রাখা জনপ্রিয় উদ্ধৃতির লেখা কার্ডগুলির ওপর ভিত্তি করেই তিনি একাজ করেন। কোন শব্দের অর্থ প্রদান করাটা তার নিজের মতামতের ওপর নির্ভর করে না। তার কর্তৃপক্ষ এবং সংবিধানের কর্তৃপক্ষ শব্দগুলি সংবিধানবলী করে। তবে সংবিধানের এই সম্পাদকদের পাণ্ডিত্য নয়, আপনার খেয়াল এবং কোটী কোটী মানুষের খেয়ালেই এটি হয়। আপনার মত এই সব কোটী কোটী মানুষই শব্দগুলি আবিষ্কার করেছে উচ্চারণ করেছে বানান করেছে সর্বোপরি সংজ্ঞা দিয়েছে আপনার পক্ষ হয়েই।

আর সেই জন্য আমরা যখন ইংরাজী ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করি তখন বুঝে নিতে হবে যে আমরা আমাদেরই হাতে তৈরী জিনিষ নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমাদের জাতির সংস্থাগুলির মতই এটি গণতান্ত্রিক এবং তথাকথিত সাধারণ মানুষই হলেন অফুরন্ত উৎস।

একটা আকস্মিক কুইজ

এবার আমরা একটা চমক দেওয়ার পরীক্ষা করব আপনাকে। এটির সাহায্যেই আপনি বুঝবেন যে নতুন শব্দগুলি রাখার ক্ষেত্রে আপনি কতটা সফল হয়েছেন।

আমরা পরীক্ষাটির ব্যাপারে একটা পুরনো অধ্যায় বেছে নিচ্ছি। দেখুন কত সফলভাবে আপনি এটিতে প্রভুত্ব করতে পারেন।

(I)

নিচে দ্বাদশ অধ্যায় থেকে পনেরোটি শব্দ নেওয়া হল। এগুলি নিচে দেওয়া হল।

Lethargy, Endeverted, Nostalgia, Ennui Benevolence, Vicariously, Satiated, Misanthrop, Frustration, Misogynist, Weltchmerz, Vindicative, Antipathy. Supercilious, Cpmpunction

(শব্দগুলির বাংলা অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

(II)

প্রতিশব্দ তার সমার্থক শব্দ অথবা শব্দ সমষ্টির পাশে লিখুন।

1) Aversion .... 2) Exhausted .... .3) Indirect or second hand ...... 4) Sluggisness .... 5) Tedium .... 6) Weariness of life; sadness for the world ...... 7) Remorseful feeling .... 8) Revengeful ...... 9) Dislike ..... 10) Deprived of vitality .... 11) Longing for the past ...... 12) Woman hater .... 13) Candescending .... 14) Inability to succeed or achieve ...... 15) Philosophical and imotional world sorrow .... 16) Kind heartedness ....: 17) Regret for worngdoing .... 18) Filled full

১) বিমুখ/বিরোধ। ২) নিঃশেষিত. ৩) অপ্রত্যক্ষ বা ব্যবহৃত। ৪) দীর্ঘ সূত্রীতা /মন্থরতা। ৫) ক্লান্তিকরতা। ৬) অনুশোচনা ভরা অনুভূতি। ৭) জীবনের অবক্ষয়তা/দুঃখময় পৃথিবী। ৮) প্রতিশোধ পূর্ণ। ৯) অপছন্দ। ১০) জীবনী শক্তি শূন্য। ১১) অতীতের জন্য তীব্র আকাঙ্খা। ১২) নারী ঘৃণাকারী। ১৩) মুরুব্বির মত অকিঞ্চনের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো। ১৪) সফলতা অর্জনে লক্ষ্যের অক্ষম। ১৫) দার্শনিক এবং ভাবাবেগগত পৃথিবীর দুঃখ।১৬) দয়ালুচিত্ত। ১৭) ভুল করার জন্য অনুতাপ। ১৮) সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করা।

Answer

1) Antipatty 2) enervated 3) Vicarious 4) Lethargy 5) Ennui 6) Weltschmerz 7) compunction 8) Vindicativeness 9) Antipathy 10)

Enervated 11) Nostalgia 12) Misogynist 13) Supercilious 14) Frustration 15) Weltschmerz 16) Benevolence 17) Compunction 18) Satiated.

নিচের বিবৃতিগুলির কিছু ভুল কিছু ঠিক রয়েছে। সঠিক উত্তরগুলি পরীক্ষা কর।

1) Misanthropes have an antipathy toward their fellowmen. True ....False .... 2) Satying up all night is enervatin True ....False ...3) One can get a vicarious thrilt from the movie. True ....False ... 4) People full of energy are usually latherg True ....False ... 5) Young girl are filled with ennui with their first party. True ....False ...6) Optimistic people are weighed down with weltschme. True ....False ...7) A military conqueror has strong compunctions about taking other peoples Land. True ....False ... 8) Vindicativeness is an exceedingly attractive trai. True ....False ... 9) Nostalgia is a prevalent ill among young people who are away from home for the first ti. True ....False ... 10) Haters of women are called misogynistic True ....False ... 11) The intelligent members of motion picture audiences have had a satiety of bad picture. True ....False ... 12) The depression generation of the 1930's experienced poignant frustrati.True ....False ... 13) Adolf Hitler was famous for his great benevolence. True ....False ... 14) Modest people are supercilio. True ....False ...

১) মনুষ্যবিদ্বেষী ব্যক্তিদের মানুষের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব রয়েছে। ২) সারারাত্রি জেগে থাকাটা ক্লান্তিকর। ৩) চলচ্চিত্র সমূহের মধ্যে থেকেই কোন ব্যক্তি আসল রোমাঞ্চের স্বাদ পায়। ৪) শক্তিতে ভরপুর ব্যক্তিরা সাধারণত অলস। ৫) যুবতী মেয়েরা তাদের প্রথম পুরুষের প্রতি মানসিক ক্লান্ত থাকে। ৬) আশাবাদী মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয়। ৭) একজন সমর বিজয়ী ব্যক্তি অন্য জনসাধারণের জমি নেওয়ার জন্য বিবেক যন্ত্রনা বোধ করে। ৮) প্রতিহিংসা পরায়ণতা একটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। ৯) ঘর মুখীনতা হল একটা করায়ত্ব রোগ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে. যারা প্রথম বাড়ি থেকে দূরে থাকে। ১০) মহিলাদের ঘৃণাকারীকে নারীবিদ্বেষী বলা হয়। ১১) চলচিত্রের বোদ্ধা দর্শকরা বাজে ছবি দেখার প্রচণ্ড খিদে থাকে। ১২) ১৯৩০ সালের মনভেঙে যাওয়া প্রজন্ম চূড়ান্ত হতাশার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। ১৩) অ্যাডলফ হিটলার তার পরোপকারেচ্ছার জন্য বিখ্যাত। ১৪) বিনয়ী ব্যক্তিরা উন্নাসিক হয়।

Answer

1) True 2) True 3) true 4) False 5) False 6) False 7) False 8

False 9) True 10) True 11) True 12) True 13) False 14) False

(IV)

নিচে বারোটি শব্দ এবং শব্দ সমষ্টি দেওয়া হল। প্রতিটিই আমাদের পূর্বোক্ত ১৫ টি শব্দের অর্থে বিপরীত। আপনি নিচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ মনে করতে পারেন?

1) Joy in loving 2) Exhilaration 3) Chivalry 4) Forgiveness 5) Sympathy 6) First hand experience 7) Keen interest 8) Heartlessness 9) Hanger 10) Feeling of inferiority 11) Success 12) Malice

১) ভালবাসায় আনন্দ ২) প্রাণবন্ত করণ ৩) রমনীদেবী ৪) ক্ষমা ৫) সহানুভূতি ৬) প্রথম অভিজ্ঞতা ৭) গভীর ভাবে উৎসাহী ৮) নিষ্ঠুর / হৃদয়হীন ৯) ক্ষুধা ১০) হীনমনা বোধ ১১) সফল ১২) অনোপকারী

Answer

1) Weltchmerz 2) Enervation 3) Misogyny 4) Vindicativeness 5) Antipathy 6) Vicariousness 7) Ennui 8) Compuntion 9) Satiety 10) Superciliousness 11) Frustration 12) Benevolence.

(V)

নিচে অসমাপ্ত কিছু বাক্য দেওয়া হল। আমাদের পনেরোটি শব্দ থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে শূণ্যস্থানে বসান। সমস্ত শব্দেরই দরকার নেই। আবার কয়েকটি শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

1) When I reflect on the pleasant memories of my childhood, I over come by a wave of ..... 2) Nothing I do is successful; all, all is ..... 3) I would have too many ...... to deprive him of his one chance of happiness.

4) What is life ? What is to be the future of humanity ? Shall we all finally destroy one another ? I am weighed down with ..... 5) No. I don't care to meet that beautiful actress. You forget that I am .... 6) No wonder you are bored and blase. You are suffering from a .... of pleasure. 7) Oh. I think I shall die if something doesn't happen to relieve my ...... 8) You show your superiority too openly. No wonder your friends dislike you and call you .... 9) I have been unable to accomplish anything for the past two years. I seem to have sent into a state of ...... 10) ..... have an ...... for women. 11) You treat your employees with a pretended generosity and .... but they see through you and know that you actually have an ...... for the working classes. 12)

Staying up with that invalid all night has reduced me to a state of .... 13) I bear you grudge for what you have done. I am not .... 14) I see the motion pictures ....even though I am blind, for my friends come home and tell me all about them.

১) যখন আমি আমার শৈশবের আনন্দময় স্মৃতিতে নিবিষ্ট হই আমি .... তরঙ্গের দ্বারা অতিক্রম করি। ২) আমি সফল কিছুই করিনি, সমস্ত, সমস্ত কিছু .... । ৩) আমার অনেক ..... আছে তার দুঃখের একটি সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে। ৪) জীবন কি ? মানুষের ভবিষ্যৎ কি ? আমরা কি একে অপরকে ধ্বংস করব? আমি পিষ্ট .... । ৫) না, ঐ সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা করার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। তুমি ভুলে গেছো যে আমি .... ৬) তোমার একঘেয়ে লাগাটা অবাক হবার কিছু নেই। তুমি ভুগছ আনন্দের .... ৭) ওহো যদি আমার .... থেকে মুক্তি দিতে কিছু না ঘটে তাহলে আমি নির্ঘাত মারা যাবো। ৮) তুমি তোমার উন্নাসিক ভাবকে বড় বেশী খোলামেলা করে দেখাও। আশ্চর্যের কিছু নয় যদি তোমার বন্ধুরা তোমাকে অপছন্দ করে এবং .... ডাকে। ৯) গত দুবছর ধরে আমি কোন কিছুই করতে পারি নি। আমি মনে ....অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। ১০) ....আছে ....মহিলাদের জন্য। ১১) তুমি তোমার কর্মচারীদের সঙ্গে বদান্যতার ভান কর এবং .... কিন্তু তারা তোমার ব্যবহারটা বুঝতে পারে এবং মানে যে প্রকৃত পক্ষে তোমার ..... আছে। ১২) সমস্ত রাত ঐভাবে জেগে থাকাটা আমাকে .... অবস্থায় ফেলেছে। ১৩) তুমি যা করেছো তাতে আমার ব্যক্তিগত কোন রাগ নেই। আমি ...... নই। ১৪) আমি চলচ্চিত্র দেখি .... যদিও আমি অন্ধ, কেননা আমার বন্ধু আমার বাড়ী আসে সেসব সম্বন্ধে আমাকে গল্প বলে।

Answer

1) Nostalgia 2) Frustration 3) Compunctions 4) Weltchmerz 5) Misogynous or Misogynistic 6) Fatiety 7) Ennui 8) Supercilious 9) Lethargy 10) Misogynisly 11) Benevolence 12) Enervation 13) Vindicative 14) Vicariously.

ব্যক্তিত্ব বিষয়ে শব্দসমূহ

খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভাষা প্রগাঢ়ভাবে মানবজাতির সঙ্গে জড়িত আর সমস্ত শব্দই শেষ পর্যন্ত মানুষের দিকেই গেছে।

আমরা আপনার এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলার ব্যাপারে

শব্দের কথা বলব। নিচে বারোটি শব্দ দেওয়া হল। এগুলি নানা ধরনের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাক্রমে আপনার কি ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে?

১) আপনি কি মেজাজি, শান্ত, একা থাকা পছন্দ করেন ? আপনি কি বেশীর ভাগ সময় একলা চিন্তাভাবনা করে কাটাতে চান? আপনি সম্ভবত অন্তর্মুখীন (Introvert)

২) আপনি ভালো মিশুকে ধরনের? আপনি কি নির্জনতার থেকে সঙ্গীর সঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন? আপনি কি বিরলভাবে আত্মসচেতন এবং বর্হিবিশ্ব সম্পর্কে এবং আপনার সঙ্গীদের ব্যাপারে উৎসাহী। আপনি কি একজন যথাযথ সেলসম্যান হতে চান? তাহলে আপনি একজন বহির্মুখী (introvert)

৩) আপনি কি মনে করেন যে আপনার মধ্যে কিছু গুণ রয়েছে। যা উপরোক্ত এক এবং দুই এর সংমিশ্রণ? বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে কিছু ব্যক্তির অন্তর্মুখী কিংবা বহির্মুখীন গুণটি খাটি ভাবে থাকে। তাহলে ধরে নেবো আপনি সম্ভবত মিশ্র বৈশিষ্ট্যের (ambiverted)

৪) আপনার মন কি ভীষণ ভাবে স্বার্থপরের মত কেবল নিজের কথা, আকাঙ্খা, এবং প্রয়োজন নিয়েই ভাবে যা আপনাকে অন্যান্য ব্যক্তিদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন রাখে। তাহলে আপনি হলেন আত্মকেন্দ্রিক (egocentric)

৫) আপনি কি মাঝে মাঝে নিখুঁত ভাবে সরল থাকার চেষ্টা করেন, কিংবা সম্ভবত অত সরল নয়, ব্যাপারগুলি যার আপনার বিশুদ্ধবাদী বিবেক, বা উপহাস্যের ভয় অথবা আপনার রক্ষনশীল ভাবে বড় হয়ে ওঠা আপনাকে তা করা থেকে বিরত রাখে। তাহলে আপনি অবদমিত মানসিকতার (inhibited)

(৬) নম্রতায় বা সুখচিন্তায় কি আপনার ঘাটতি রয়েছে এবং আত্মসচেতন যা আপনি নিজেকে দেখানোর মধ্যে আনন্দ পান। আপনি কি সর্বদাই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য নারকীয় কিছু করেন? তাহলে আপনি নিশ্চিৎ একজন জাহিরকারি চরিত্রের (exhibitionist)

৭) ঘরে ফিরে আসার পরও কি আপনি সেই বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যটির কথা সর্বদা ভাবেন? আপনি কি বোধ করেন যে আপনার মতামতগুলি আপনাকে প্রকাশ করেনি? আপনি নিজের ওপর এমনই আস্থাধীন যে আপনি, যে প্রতিভা এবং ক্ষমতা আপনার মধ্যে রয়েছে বলে মনে করেন তার স্বীকৃতী বা সফলতা বর্জন খুব কমই করতে পারেন। তাহলে আপনি আত্মবিশ্বাসহীন। (diffident)

৮) আপনি কি সাধারণত উজ্জ্বল, সুখী কৌতুকে এবং আনন্দময় প্রাণচঞ্চলে ভরপুর।

তাহলে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের (effervacent)

৯) যখন আপনি ভিড়ের মধ্যে থাকেন তখন আপনি সবথেকে বেশী সুখী হন? আপনি কি মানুষ পছন্দ করেন এবং বন্ধুদের সঙ্গতে আপনি সর্বাধিক আবেগগত ভাবে সন্তুষ্ট থাকেন? তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে সংবদ্ধ হয়ে থাকার গুণ রয়েছে। (gregarious)

১০) আপনি কি সর্বদাই যুদ্ধংদেহী মনোভাবের? আপনি কি আপনার আচরণে কিংবা তর্ক করার ক্ষেত্রেও কি আপনার ঐ মনোভাব ফুটে ওঠে? তাহলে বলতে হবে আপনি নৃশংস প্রকৃতির (truculent)

১১) আপনি কি গম্ভীর, বিষন্ন, দুঃখপীড়িত? আপনি কি প্রায় থাকেন না? তাহলে আপনি দুঃখবাদী চরিত্রের। (saturnine)

১২) আপনি কি বীর ধর্মপূর্ণ, রোমাণ্টিক আদর্শবাদী অদ্ভুত কোন চূড়ান্ত লক্ষ্যের ব্যাপারে? আপনি কি বাস্তবতার বিরোধী? আপনি কি নারীকে এমন উচ্চস্থানে বসান যে সে অনভিগম্য হয়ে ওঠে? আপনি কি সর্বদাই রামধনুর পেছনে ধাওয়া করেন? তাহলে আপনি একজন উদ্ভট কল্পনা পূর্ণ ব্যক্তি। (quixotic)

এই শব্দগুলির ওপর আরো বেশী দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রন রাখতে জোরে জোরে বারবার উচ্চারণ কর।

1) Introvert (অন্তর্মুখীন) 2) Entrovert (বহির্মুখীন) 3) Ambivert (মিশ্রণ চরিত্রের) 4) Egocentric (আত্মকেন্দ্রিক) 5) Inhibited (অবদমিত মানসিকতা) 6) Exhibitionist (জাহিরকারী /নিজেকে প্রদর্শনকারী) 7) Diffident (আত্মবিশ্বাস হীন) 8) Effervacent (উজ্জল চরিত্রের) 9) Gregarious (সংবদ্ধ হয়ে থাকার গুণ) 10) Truculent (নৃশংস প্রকৃতির) 11) Saturnine (দুঃখবাদী) 12) quixotic (উদ্ভট কল্পনা পূর্ণ)

(III)

আপনি কি প্রতিটি শব্দ তার সংজ্ঞাটির সঙ্গে মেলাতে পারবেন? শব্দটির আদ্যাক্ষর আপনাকে সাহায্য করবে। তবে অনুগ্রহ করে পেছনের পাতা দেখবেন না।

1) Possessed with self-distrust, shy, timid. 2) Dubly and sparkling in personality. 3) Looking at everything from a personal point of view. 4) Delight with putting on an act in front of others. 5) One whose chief interests are outside of himself and who makes friends easily. 6) Prefering the company of others to solitude. 7)

One whose interest is directed inward, who is turned in upon himself, and who is much alone. 8) Idealistic but impractical. 9) Morose, gloomy, heavy, dull. 10) Savage, and pungacious in charecter. 11) One who finds his satisfactions both within and in the outside world. 12) Held back by conscience, early training, fear, feeling of shyness etc.

১) আত্ম অবিশ্বাস, লাজুক, ভীরু প্রকৃতির। ২) ব্যক্তিত্বে উচ্ছল এবং উজ্জ্বল। ৩) ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে সবকিছু দেখা। ৪) অন্যান্যদের সামনে নাটকীয় ভাবে নিজেকে তুলে ধরা। ৫) এমন ব্যক্তি যার উৎসাহ সর্বদাই বাহ্যিক এবং সহজেই বন্ধুত্ব করতে পারে। ৬) নিঃসঙ্গর থেকে অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গ পছন্দ করে। ৭) যার উৎসাহ কেবলই আভ্যন্তরিক কেবল আত্মচিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং বড় বেশী নির্জনতা পছন্দ করে। ৮) আদর্শবাদী কিন্তু বাস্তববোধ শূন্য। ৯) খিটখিটে, বিষন্ন দুঃখপূর্ণ, একঘেয়ে। ১০) অসভ্য এবং চরিত্রে কলহপ্রিয়। ১১) যে ব্যক্তি ভেতর এবং বাহির উভয় বিশ্বেই পরিতুষ্ট। ১২) বিবেকযন্ত্রনায় পিছুহটা, ভয়, লজ্জার অনুভূতি ইত্যাদি।

Answer

1) Diffident 2) Effervacent 3) Egocentric 4) Exhibitionist 5) Entrovert 6) Gregarious 7) Introvert 8) Quinotic 9) Saturnine 10) Truculent 11) Ambivert 12) Inhibited

(IV)

আদ্যক্ষর না দেখে আর একবার চেষ্টা কর।

1) Cruel, ferocious. 2) Shy-and timid. 3) Bubbling over. 4) Considering self the center of everything. 5) Physically restrained. 6) One who loves to be the center of attention. 7) One whose interest is directed outward. 8) Liking to be with other people. 9) One whose interest is directed inward. 10) Deatistic but impractical. 11) Gloomy and monos. 12) One who finds his satisfaction both inside and out side himself.

১) নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধ। ২) লাজুক, ভীরু। ৩) উচ্ছল প্রকৃতির। ৪) সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজের কথা চিন্তা করা। ৫) দৈহিকভাবে দমিত বা নিয়ন্ত্রিত। ৬) যে ব্যক্তি আকর্ষণের মধ্যমনি হতে ভালোবাসে। ৭) যার উৎসাহ সরাসরি বাহ্যিক। ৮) অন্যান্য মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকার মানসিকতা। ৯) যে ব্যক্তির উৎসাহ সরাসরি আভ্যন্তরিক। ১০) আদর্শ কিন্তু বাস্তবতাহীন। ১১) বিষন্ন এবং দুঃখপূর্ণ। ১২) নিজের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই যাদের উৎসাহ রয়েছে।

Answer

1) Truculent 2) Diffident 3) Effervacent 4) Egocentric 5) Inhibited 6) Exhibitionist 7) Entrovert 8) Gregarious 9) Introvert 10) Quixotic 11) Saturnine 12) Ambivert

(V)

বিশেষ্য সমূহ প্রায়ই 'tion, sion, ism, - ence, ness ইত্যাদি ধরনের উপসর্গ (Suffix) দিয়ে শেষ হয়। আপনি কি প্রতিটি বিশেষণের বিশেষ্যরূপটি লিখতে পারবেন? দেখুন ভাল করে।

1) Introverted 2) Entroverted 3) Ambiverted 4) Egocentric 5) Inhibited 6) Exhibitionist 7) Diffident 8) Effervacent 9) Gregarious 10) Truculent 11) Quixotic 12) Saturnine

(শব্দগুলির বাংলা অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)

Answer

1) Introversion 2) Entroversion 3) Ambiversion 4) Egocentricity or Egocentrism 5) Inhibitedness or inhibition 6) Exhibitionism 7) Diffidence 8) Effervacence 9) Gregariousness 10) Truculence 11) Quixoticism 12) Saturnity.

প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার শব্দের ওপর ক্ষমতা বাড়ছে। আর তবুও নিছক শব্দ তালিকা শেখার বদলে আপনি তার থেকেও বেশী কিছু করেছেন। নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে আপনি নতুন ভাবনার খোরাকও পেয়েছেন। উন্নত শব্দ ভাণ্ডার আপনাকে অনেক কিছু দিতে পারে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, ধারনা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। দৈবাৎ ক্রমে সফল এবং মেধাবী ব্যক্তিরা বিপুল শব্দভাণ্ডার পায় না। শব্দে দক্ষতা হল একটা প্রতীক, একটা ফলাফল তাদের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার শ্বাসপ্রশ্বাসের।

বিশেষণ আপনাকে ক্ষমতা দেবে

শব্দ ভাণ্ডারের ক্ষমতা আপনাকে একটা উচ্চতর ভাবনাকে ছোট একটা শব্দে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেয়। এই ভাবে আপনি যদি এমন একটা কাজ বর্ণনা করতে চান যা খুব সাধারণ স্পষ্ট এবং যা সেটির রচনাকারকে দুর্বল কল্পনার মানুষ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করে (লক্ষ্য কর কত শব্দ আমরা এই ভাবনাকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করেছি) তাহলে আপনি Plebian (অন্ত্যজ ব্যক্তি) শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। অন্যদিকে বেশী মনোযোগী

হওয়ার আন্তরিক আকাঙ্খা প্রকাশ করার জন্য, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণ সমেত দাসসুলভ আচরণ করতে আপনি Obsequious (আজ্ঞানুবর্তী) শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। আবার এমন একটা কাজ যা অসুস্থকরভাবে মানসিক ভাবাবেগ সম্পন্ন এবং যা অপরিণতিকে ইঙ্গিত করে এবং যে আচরণ কান্নার সঙ্গে প্রকাশিত হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি Maudlin (বিরক্তিকর আন্তরিক ভাবপ্রবণ) শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন।

(I)

এরকম আরো অনেক শব্দ রয়েছে যা কয়েকটি Syllable-এ অর্থ এবং আবেগের সম্পদ ধরে রেখেছে। লক্ষ কর নিম্নোক্ত শব্দগুলি কত বাঙময়।

1) Plebian (অন্ত্যজ)। 2) Obsequious (আজ্ঞানুবর্তী) ।3) Maudlin (বিরক্তকর রকমের ভাবপ্রকাশ)। 4) Perfunctory (যান্ত্রিকতা)। 5) Atortive (ব্যর্থ)। 6) Superscilious (চোরা গোপ্তা)। 7) Presumptuous (দুর্বিনীত/ দুঃসাহসী)। 8) Sadistic (ধর্ষকামমূলক)। 9) Flagrant (অতি অসৎ/নিদারুন)। 10) Inane (শূন্যগর্ভ/ অর্থহীন)।

উপরোক্ত শব্দগুলির বাক্যে ব্যবহার লক্ষ কর

1) A plebian out look on life. 2) Obsequious attentions of the headwaiter.3) A maudlin motion picture. 4) A perfunctory examination by a busy doctor who has very little time for you. 5) An abortive attempt to gain his ends. 6) A supurstilious on the part of the theif. 7) The presumptuous question to put to the Governor. 8) The sadistic treatment of the prisoner by ruthless guards. 9) A flagrant misuse of company funds. 10) An ınane remark.

১) জীবন সম্বন্ধে অন্ত্যজ দৃষ্টিভঙ্গী। ২) প্রধান পরিচারকের আজ্ঞানুবর্তীসুলভ দৃষ্টি আকর্ষণ। ৩) একটি বিরক্তিকর রকমের ভাবপ্রবণ চলচ্চিত্র,। ৪) ব্যস্ত ডাক্তারটি তোমাকে যান্ত্রিকভাবে পরীক্ষা করল। তোমাকে দেখার মত সময় তার খুব কম। ৫) তার শেষ দেখার জন্য একটা ব্যর্থ চেষ্টা। ৬) চোরের পক্ষ থেকে এটা একটা চোরাগোপ্তা গতিবিধি।৭) সরকারে কাছে একটা দুর্বিনীত প্রশ্ন রাখা হল। ৮) প্রহরীদের দ্বারা বন্দীদের ওপর একটি ধর্ষকামমূলক আচরণ। ৯) সংস্থার তহবিলের অসৎ ব্যবহার। ১০) শূন্যগর্ভ মন্তব্য।

(II)

শব্দসমষ্টির বিশ্লেষণটি থেকে আপনি এই মাত্র শিখলেন, আপনি প্রতিটি শব্দ সেটির সংজ্ঞার পাশে লিখুন।

1) Openly, glaringly wrong or scandalous ...... 2) Senseless, Silly, empty .... 3) Made foolish by liquor, tearfully affectionate or sentimental ...... 4) Overcourteous and servile in manner .... 5) Done mechanically and without interest; superficial and careless .... 6) Unduly confident as bold; audacious anogant; taking too much for granted ...... 7) Inclined to cruelty; getting pleasure out of hurting others 8) By secret or stealthy means ...... 9) Common, coarse; vulgarly ordinary, mediocre or common place............... 10) Coming to naught, failing ....

১) খোলাখুলি চোখধাঁধানো ভুল অথবা কুৎসাপূর্ণ। ২) বোধহীন, নির্বোধ, ফাঁকা। ৩) মদের দ্বারা ঠোকবনা। অশ্রুসজল ভাবে স্নেহ অথবা ভাবপ্রবণতা। ৪) অতিরিক্ত বিনয়, ক্রীতদাস সুলভ আচরণ। ৫) যান্ত্রিক ভাবে এবং উৎসাহহীন ভাবে করা, ভাসাভাসা এবং অযত্নবান। ৬) অযথা আস্থাবান অথবা উগ্রসাহসী, স্পর্ধিত উদ্ধত বেশী গ্রাহ্য করা। ৭) নিষ্ঠুরতা প্রবণতা, অন্যকে আঘাত করে আনন্দ। ৮) গোপন এবং গোপনতাপূর্ণ উপায়। ৯) সাধারণ, কর্কশ, অশ্লীলভাবে সাধারণ। ১০) শূন্যে পৌঁছানো, ব্যর্থ।

Answer

1) Flagrant 2) Inane 3) Maudlin 4) Obsequious 5) Perfunctory 6) Presumptious 7) Sadistic 8) Superstilious 9) Plebian 10) Abortive.

(III)

মূল্যবান এবং বাঙময় শব্দের আর একটি তালিকা একভাবে চেষ্টা করে দেখুন।

1) Wanton (অসচ্চরিত্র/লম্পট)। 2) Crass (মূর্খতাপূর্ণ/স্থূল)। 3) Macabre (ভীতিপূর্ণ/করাল)। 4) Dogmatic (মতাদিসম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস/অযৌক্তিক বদ্ধমূলধারণ)। 5) Vitriolic (তিক্ত)। 6) Intermittent (অবিরাম)। 7) Subversive (ধ্বংস করতে সচেষ্ট বা আকাঙ্খী)। 8) Desultary (অসংলগ্ন /নিয়মশৃঙ্খলাহীন)। 9) A sardonic (তিক্ত ও ব্যঙ্গপূর্ণ)।

বাক্যে শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ কর

1) Wanton cruelty 2) Crass behavior 3) Macabre mystry 4) Dogmatic assertion 5) Vitriolic satire 6) Intermittent ringing of the telephone 7) Survesive activities of people who wish to overthrow the Government. 8) Desultry fitting from one subject to another. 9) A sardonic smile.

১) লাম্পট্য নিষ্ঠুরতা। ২) মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার/স্থূল ব্যবহার। ৩) ভীতিপূর্ণ রহস্য।

৪) মতাদি সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস জাহির। ৫) তিক্ত বিদ্রুপ। ৬) টেলিফোনের অবিরাম বেজে যাওয়া। ৭) জনসাধারনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, যারা সরকারকে হটিয়ে দিতে চায়। ৮) অসংলগ্ন ভাবে একটির সঙ্গে অন্যটির খাপ খাওয়ানো। ৯) একটি তিক্ত ও ব্যাঙ্গপূর্ণ হাসি।

(IV)

তৃতীয় বিভাগের শব্দ সমষ্টির বিশ্লেষণ থেকে আবার একবার চেষ্টা কর শব্দগুলি তাদের প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে সঠিকভাবে বসাতে।

1) Passing irregulerly from one thing to another; without method or plan. 2) Descriptive of an opinion slated in an overpositive and anojan manner. 3) Reckless considerate or heartless; unrestrained, extravagant. 4) Stupid in grossly inconsiderate way. 5) Ceasing and starting again. 6) Bitter, scannerful and sneering. 7) Pertaining to, indicative of, or suggesting death, hence, gruesome, grim, ghastly, horible. 8) Extremely biting or sarcastic, figuratively caustic or bitter. 9) Tending to overthrow from the very foundation, as of a moral or political force, aiming to destroy.

১) অনিয়মিত ভাবে একটি বস্তু থেকে আর একটি বস্তুতে পরিবর্তনশীল, কোন পরিকল্পনা বা প্রক্রিয়া ছাড়া। ২) অতিসদর্থক ভাবে এবং উদ্ধত আচরণে প্রকাশ করা কোন মতের বর্ণনামূলক। ৩) বেপরোয়া অবিবেচক, অথবা হৃদয়হীন অবদমিত, অসংযত। ৪) মোদ্দাভাবে অবিবেচকভাবে আকাট। ৫) বন্ধ হওয়া এবং আবার আরম্ভ হওয়া। ৬) তিক্ত, ব্যাঙ্গপূর্ণ অবজ্ঞা করে হাসি। ৭) মৃত্যুর সম্পর্কযুক্ত, ইঙ্গিত মূলক অথবা উপস্থাপন করা। ৮) চূড়ান্তভাবে তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ, বিশিষ্ট তিক্ত বা তীব্র। ৯) কোন ভিত্তি থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা, নৈতিক অথবা রাজনৈতিক শক্তি। ধ্বংস করার লক্ষ্য।

Answer

1) Desultry 2) Dogmatic 3) Wanton 4) crass 5) Intermiltent 6) Sadornic 7) Macabre 8) Vitriolic 9) Subversive

(V)

আগের অধ্যায়টিতে আপনার মনে থাকবে ক্রিয়ার যে কোন বিশেষ্য শেষ হয় প্রায়ই এবং বৈশিষ্টগতভাবে -ity, -ness, -tion, -ism, -ence, ance, eney অথবা ancy প্রভৃতি বর্ণসমষ্টি শব্দের অন্তে বসিয়ে।

ক্রিয়া বিশেষণ (adverb) শেষ হয় শব্দটির শেষে ly দিয়ে যেমন diffidently, gregariously ইত্যাদি।

আপনি কি নিচের প্রতি বিশেষণকে নিচে উল্লেখিত প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবেন।

1) 'Obsequious' শব্দটিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। His .... was annoying. 2) Supertilious শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণে পরিবর্তন কর। He crept through the house .... 3) 'Perfunctory' শব্দটি বিশেষণে পরিবর্তন কর। He did his work .... 4) 'Presumptuous' শব্দটি বিশেষ্যে পরিণত কর, Your .... will be punished. 5) 'Sadistic' শব্দটি ব্যক্তি বিশেষ্য নির্দেশ করে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। 'He is a .... ' 6) 'Sadistic' শব্দটি দর্শনকে নির্দেশ করে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। 'He was a victim of his wife's. 7) 'Flagrant' শব্দটি বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। I cannot understand how you can break the law with such .... 8) 'Inane' শব্দটি বহুবচন বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। 'His speech is full of .... 9) 'Wanton' শব্দটিকে ক্রিয়াবিশেষণে পরিবর্তন কর। 'C ...., she broke hasband's heart.' 10) 'Cross' শব্দটি বিশেষ্যে পরিবর্তন কর। 'His .... makes it - impossible for him to be accepted by refine people. 11) 'Dogamatic' শব্দটি বিশেষ্যে নিয়ে আসুন। Why do you always speak with such........ ' 12) 'Intermittent' শব্দটিক্রিয়া বিশেষণে পরিবর্তন কর। 'The rain came down ....'13) 'Desultry' শব্দটি ক্রিয়াবিশেষণে পরিবর্তন কর। 'He works ....'

Answer

1) Obsequiousness 2) Perfunctorily 3) Superstiliously 4) Presumption or presumptuousness 5) Sadist 6) Sadism 7) Flagrancy 8) Inanities 9) Wantorly 10) Crassness or crassitude 11) Dogmatism or dogmaticness 12) Intermitterlly 13) Desultorily.

(VI)

প্রথমে উনিশটি শব্দ মন দিয়ে পর্যালোচনা কর। আরো একবার জোরে জোরে উচ্চারণ কর সেগুলি মনে গেঁথে ফেলার জন্য, তারপর যে শব্দটি আপনার কাছে সবথেকে উপযুক্ত বলে মনে হবে সেটি দিয়ে নিচে দেওয়া শূন্য স্থানগুলি পূরণ করে ফেলুন।

1) He made an .... attemt to regain the Governorship; his defeat let him a sad and a bitt in man who thereafter spoke .... of his political past. 2) Can you think of anything quite so .... cruel as war? 3) Pompous people delight in .... attendance on

their every wish.4) Thievery will out, and anything you do .... will some day be found out. 5) Please don't state so .... that democracy is a fiasco time will show the stupidity of such a statement. 6) He disliked his job heartily, and therefor it was not suprise that he discharged his duties so .... 7) With what malicious and .... satisfaction the prosecutor made the writness reveal his past. 8) Read with a purpose, ... reading is neither satisfatory nor sensible. 9) During a political campaign, candidates often descend to making .... attacks on their opponents. 10) It was an overcast day, with only .... sunshine. 11) This error is so glaring and .... that i'm amazed you didn't catch it. 12) Isn't rather .... for a person of your reputation to ask to be my friend. 13) He has a .... tongue; his bitting surcams has alienated everyone who know him. 14) Peaceful people are aghart at the ..... destruction of life and property that occurs during wars and riots. 15) He made fatile attemt at rescue. 16) Such .... materialism will never lead to real happiness.

১) রাজ্যপালের পদ ফিরে পাবার জন্য তিনি আবার একবার ..... চেষ্টা করলেন। তার পরাজয় তাকে বিষন্ন এবং তিক্ত মানুষ করে তুলল আর তারপর তিনি তার রাজনৈতিক অতীতের .... বক্তৃতা দিলেন। ২) তুমি কি এমন যুদ্ধের মত এত............. ভাবতে পার কি ? ৩) সাড়ম্বর আত্মম্ভরিতাপূর্ণ ব্যক্তিরা তাদের প্রতিটি ইচ্ছার .... উপস্থিতিতে। ৪) চৌর্যকৃত্বি প্রকাশ হবে, এবং যাকিছু তুমি করনা কেন .... একদিন প্রকাশ পাবে। ৫) অনুগ্রহ করে এরকম .... মত কিছু বলনা যে গণতন্ত্র চরম ব্যর্থ। সময়ই তোমার এই ধরণের বক্তব্যের অসাড়তা প্রমাণ করবে। ৬) সে আন্তরিক ভাবে তার কাজকে অপছন্দ করে। আর সেই কারণেই এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে সে .... ভাবে তার কর্তব্য ব্যাহত হবে। ৭) কোন বিদ্বেষ পরায়ণ এবং ...... সন্তোষ উকিলটি সাক্ষীকে তার অতীত প্রকাশ করার কাজটি করল। ৮) উদ্দেশ্য নিয়ে পড় .... পড়াটা যেমন সন্তোষজনক নয় তেমনি বোধগম্যও নয়। ৯) রাজনৈতিক প্রচারের সময় প্রার্থী প্রায়শই তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থীকে আক্রমণ করতে .... নেমে আসে। ১০) এটি একটা মেঘলা দিন ছিল, কেবল .... সূর্যের রোদ সমেত। ১১) এই ভুলটি এতই প্রকট এবং .... যে সেটি সে না ধরতে পারার জন্য আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ১২) তোমার মত খ্যাতিসম্পন্ন লোকের আমার বন্ধু হতে বলাটা কি এবং .... নয়? ১৩) তার জিভ

.... তার তীব্র বিদ্রুপ সবার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে অন্তত যারা তাকে জানে। ১৪) যুদ্ধ এবং দাঙ্গাগুলির সময় জীবন এবং সম্পত্তিহানির ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ .... জনসাধারণ হতবুদ্ধ। ১৫) উদ্ধারে সে একটা ব্যর্থ, ... চেষ্টা করল। ১৬) এই রকম .... বস্তুবাদ কখনই কোন প্রকৃত সুখের দিকে নিয়ে যাবে না।

Answer

1) Abortive, Sardonically 2) Wartonly 3) Obsequious 4) Sureptitiously 5) Dogmatically 6) Perfunctory 7) Sadistic 8) Desaltory 9) Flagrant, inane, wanton, crass, or vilriolic 10) Intermisttent 11) Flagrant 12) Presumptuous 13) Vitriolic 14) Wanton 15) Abortive 16) Crass.

উপরে প্রশ্নের যে উত্তর গুলি দেওয়া হয়েছে তা কেবল সম্ভাব্য একটা উত্তর নাও হতে পারে। কিছু কিছু বাক্য রয়েছে সেগুলিতে অসংখ্য শব্দই খাপ খেয়ে যাবে। একজন ব্যক্তি হিসাবে যার শব্দভাণ্ডার প্রতিদিন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে তারপক্ষে একটি জিনিষ বহুরকম ভাবে বলার সুযোগ এসে যায়, এটি আপনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু যে শব্দটিআপনি বাছাই করবেন সেটি আপনার ধরণটিকে নির্ধারণ করবে। বিরাট শব্দভাণ্ডারের এই হল অমূল্য মূল্য। বিপুল শব্দ ভাণ্ডার থেকে আপনি উপযুক্ত শব্দটি বাছাই করে নিতে পারেন যা আপনার মনের প্রতিটি ভাবনাকে প্রকাশ করবে।

(VII)

আপনি যা শিখলেন তা আরো উন্নত করতে আপনি একবার দ্রুত এবং চূড়ান্ত ভাবে শব্দগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিন। নিচে একজোড়া করে শব্দ দেওয়া হল। সেগুলির কোন জোড়াটি নিকটস্থ বিপরীত অর্থ বহন করে তা লিখুন।

1) Plebian - unusualsame same....opps.... 2) Obsequious -- brusque . same....opps.... 3) Maudlin---sentimental same...opps....4) Perfunctory--Superficial--- same....opps.... 5) Abortive--successful. same....opps....6) Superstilious--aboveboard same....opps. 7) Sadistic--cruel---same....opps.... 8) Flagran hidden--- same....opps....9) Inane---meaningful -- same....opps.... 10) Wanton---restrained.---same....opps..... 11) Crass---refined... same....opps.... 12) Macabre---ceric. ---same....opps.... 13) Dogmatic---Opinionated same....opps... 14) Vitriolic---Sancartic--- same....opps.... 15) Intermittent---Continuous--same....opps....16) Subversive---Protective . same....opps....17) Desultry---Aimless . 18) Sardonic---Bitter.same....opps....

(বামদিকের ইংরাজী শব্দগুলির অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে।)

ডানদিকের শব্দগুলির অর্থ।

(১) অস্বাভাবিক (২) রূঢ় ও অসামাজিক, (৩) ভাবপ্রবণ উদ্রেককর (৪) ভাসাভাসা বা ওপর ওপর। (৫) সফল (৬) খোলাখুলি (৭) বিনয় (৮) নিষ্ঠুর (৯) লুকনো (১০) অর্থপূর্ণ (১১) অবদমিত (১২) পরিমার্জিত (১৩) কুসংস্কারে আতঙ্কগ্রস্ত (১৪) অযৌক্তিক ভাবে স্বীয় মতে বিশ্বাসী (১৫) বিদ্রুপাত্মক (১৬) অবিরাম (১৭) নিরাপত্তামূলক (১৮) লক্ষ্যহীন (১৯) তিক্ত।

Answer

1) Opposed 2) Opposed 3) Same 4) Same 5) Opposed 6) Opposed 7) Opposed 8) Same 9) Opposed 10) Opposed 11) Opposed 12) Opposed 13) Same 14) Same 15) Same 16) Opposed 17) Opposed 18) Same 19) Same

আধুনিক ভাবে শব্দ শিক্ষা

এই গ্রন্থটি স্মৃতিচর্চার গ্রন্থ নয়। মন্তব্য পুনরাবৃত্তি দ্বারা নিছক শব্দতালিকা মুখস্ত করার কাজটি খুব মন্থরতর এবং কঠিনতর উপায়। আপনি যদি এইরকম একটা রুটিন অনুসরণ করেন তো দেখবেন পরের দিনই আপনি তালিকার প্রায় সমস্ত শব্দই ভুলে গিয়েছেন।

তাহলে সঠিক প্রক্রিয়াটি কি ? ঠিক এটাই।

প্রথমে শব্দটির দিকে তাকান। সেটির বর্ণনার প্রসঙ্গের পঙতিগুলি, যেখানে শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেই অনুচ্ছেদটি দেখুন যদি পারেন। অনুচ্ছেদটির বোধটিই আপনাকে শব্দটির তাৎপর্যের একটা আভাস আপনাকে দেবে। এমনকি শব্দটি যদি আপনি আগেও কখনও না দেখে থাকেন তাহলেও। আপনি স্বাভাবিক ভাবেই যে অনুচ্ছেদটিতে শব্দটিকে দেখেছেন তার ঐ শব্দ ব্যবহৃত বাক্যটির ধারণাটা বোঝা উদ্দেশ্য শব্দটির সংজ্ঞাটির সংজ্ঞা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। আপনার এই ভাবে এগোনোটা হল অপ্রত্যক্ষ এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবে। কেননা আপনি তথ্য জানতে ইচ্ছুক, শুধু ঐ বাক্যে ব্যবহারের জন্য শব্দটির অর্থ নয় আপনি চাইবেন শব্দটির সামগ্রিক অর্থ। আপনি বুঝবেন যে যদি আপনি শব্দটির অর্থ বুঝতে পারেন।

(I)

নিচের A,B,C,D এবং E বিভাগের শব্দগুলি মন দিয়ে দেখুন। প্রতিটি বাক্যে আপনি বাঁকানো হরফে (italized) একটি করে ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) পাবেন। শব্দটি যদি

আপনার কাছে নতুন হয় চেষ্টা করে অনুমান কর শব্দটির অর্থ।

Group - A

1) He complained *acrimoniously*. 2) We aregued *acrimoniously*.

3) They mocked each other *acrimoniously*.

বিভাগ - A

১) সে বদমেজাজের সঙ্গে অভিযোগ জানালো।২) আমরা বদমেজাজের সঙ্গে তর্ক করলাম। ৩) আমরা বদমেজাজিভাবে পরস্পরকে ঠাট্টা করলাম।

Group - B

1) He completed the operation তাহলে আপনি বাক্যটিও বুঝতে সক্ষম হবেন। আপনি যে প্রক্রিয়ায় এটা শিখছেন সেটিকে বলা হয় পরিচয় দায়ক পদ্ধতি। ইংরাজীতে বলা হয় Inductive method। এই পদ্ধতিতে প্রথমে আপনি কাজ করতে গিয়ে এই শব্দটি দেখতে পান। সেটি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। আপনি সেটার অর্থানুমান করেন এবং তারপর অভিধানের সাহায্য নিয়ে আপনি আপনার অনুমানটিকে নিশ্চিৎ বা সংশোধন করে নেন।

আপনি যখন এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করেন তখন আর শব্দগুলি মড়া কাঠের মত থাকে না। আপনার মনের সঙ্গে মিশে যায়, কিন্তু জীবন্ত সত্ত্বা, কাজ এবং আবেগপূর্ণ। সেগুলি তখন ভোলা শক্ত।

আসুন বক্তব্যটিকে আরো প্রাঞ্জল করে বুঝে নেওয়া যাক।

আমরা ১৩টি ক্রিয়াবিশেষণ (adverbs) এবং দুটি ক্রিয়াবিশেষক শব্দসমষ্টি (adverbial phrase) নিয়ে আলোচনা করি, এবং প্রমাণ করে দি উপরোক্ত পদ্ধতিতে শেখানো কত সহজ।

1) He completed the apsation *adriotly*. 2) He drove *adroitly* through the maze of traffic. 3) Adroitly she knitted the complicated stitch.

১) সে কুশলতার সঙ্গে অপারেশনটি করল। ২) যানবাহনের ভিতের মাঝখান দিয়ে সে কুশলতার সঙ্গে গাড়ি চালাল। ৩) সে নিপুন ভাবে জটিল সেলাই বুনল।

Group - C

1) He moved slowly and *circumspectly* through the range of fire. 2) Fearing a trick, he answer all questions *circumspectly*.3)

By walking *circummspectly* he avoided an ambush.

১) সে ধীরে ধীরে সব দিকে নজর রেখে আগুনের আওতার মধ্য দিয়ে এগোল।

২) ঠিক হবার আশঙ্কায় সে সব দিক ভেবে চিন্তে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল।

৩) সব দিকে নজর রেখে সে অতর্কিত আক্রান্ত হওয়ার গোপন স্থানটি এড়িয়ে গেল।

Group - D

1) These two building leases run *concomitantly.* 2) Living and learning go on *concomitantly.* 3) Rain, snow and sleet all come down *concomitantly.*

১) আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুটি বাড়ি লজে চলে। ২) জীবনে বাঁচা এবং শেখা দুটিই আনুসঙ্গিক ভাবে চলে। ৩) বৃষ্ঠি, তুষার, শিলাবৃষ্টি আনুষঙ্গিক ভাবে পড়তে লাগল।

Group - E

1) He examined the plans *cursorily.* 2) He ran throughly the pages *cursorily*, then threw the novel down in disgust. 3) He did his homework so *cursorily* that he flunked his examination.

১) সে অতিদ্রুত বা ভাষা ভাষা ভাবে পরীক্ষা করল। ২) সে পাতাগুলি অতিদ্রুত চোখ বোলালো এবং তারপর বিরক্তির সঙ্গে উপন্যাসটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ৩) সে এতদ্রুত বা ভাসাভাসাভাবে বাড়ির কাজ করলো যে পরীক্ষাটি ভালো দিতে পারল না।

(II)

এবার শব্দগুলি জোরে জোরে উচ্চারণ কর।

1) Acrimoniously. 2) Adroitly. 3) Circumspectly 4) Concomitantly. 5) Cursorily.

(III)

আসুন আরো পাঁচটি শব্দ আমরা চেষ্টা করে দেখি উর্বর পদ্ধতির দ্বারা। আবার এখানে বাঁকানো হরফের (italized) সম্ভাব্য অর্থগুলি অনুমান করার চেষ্টা কর।

1) Teachers are apt to talk *didatically.* 2) Extremely moderest persons usually speak of their own accomplishments *disparagingly.* 3) People with extremely facile and ready tongues can talk *gilbly.* 4) The person who is looking for sympathy talk *plaintively.*5) Pessimist usually speack *ominiously* of the future.

১) শিক্ষকমহাশয়রা নীতিমূলকভাবে কথা বলতে যথাযথ। ২) চূড়ান্ত ভাবে বিনয়ী ব্যক্তিরা হীনতর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করে সাধারণত নিজের কৃতকর্মের কথা বলে।

৩) সাবলীল এবং সামাজিকভাবে প্রস্তুত ব্যক্তিরা মসৃনভাবে কথা বলতে পারে।৪) যে সব ব্যক্তি সহানুভূতি পেতে চায় তারা বিলাপ করে বা শোকপূর্ণভাবে কথা বলতে পারে। ৫) নৈরাশ্যবাদীরা সাধারণত ভবিষ্যতের অশুভলক্ষণ পূর্ণ কথা বলেন।

1) Didactically (নীতিমূলক ভাবে)। 2) Disparagingly (হীনতর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করে।) 3) Glibly (মসৃণ/সাবলীল)। 4) Plaintively (বিলাপ করে/শোকপূর্ণ ভাবে)। 5) Ominiously (অশুভ লক্ষণপূর্ণ)।

(V)

আসুন আরো পাঁচটি শব্দ একই ভাবে বিবেচনা করি।

1) Man can not break the laws with nature with *impunity*. 2) He placed his hand on the hot radiator *inadvertently*. 3) He was a disagreeable oldman who answerd every question *irascibly*. 4) In as much as the plans were encated *sub rosa*, the stock holder realized too late how completely they had been defrauded. 5) He never gave up quitely. He always complained *vociferously* if he thought he had been treated unfairly.

১) শাস্তির হাত থেকে অব্যহতি পেতে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ভাঙতে পারে না। ২) অনমনস্কভাবে (বা অনিচ্ছাকৃতভাবে) সে উত্তপ্ত রেডিওটরে হাত রাখল। ৩) সে বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে একমত হল না যে বৃদ্ধ লোকটি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খিটখিটে স্বরে (কোপন ভঙ্গীতে) দিচ্ছিল। ৪) পরিকল্পনাটি কঠোর গোপনতার মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছিল। স্টক হোল্ডাররা বুঝতে বড় বেশী দেরী করে ফেলেছিল এটা বুঝতে যে তারা কতখানি প্রতাড়িত হয়েছে। ৫) সে কখনও নীরবে ছেড়ে দেয় না। যদি সে মনে করে যে তার সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে আচরণ করা হচ্ছে না তাহলে সে সর্বদাই চীৎকার চেচামেচি করে অভিযোগ করে।

(VI)

এগুলিকে উচ্চারণ কর

1) Impunity (শাস্তির হাত থেকে অব্যহতি পাওয়া)। 2) Inadvertently (অনমনস্কভাবে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে)। 3) Irascibly (খিটখিটে ভাবে)। 4) Sub rosa (কঠোর ভাবে গোপন)। 5) Vocifcrous (চীৎকার চেচামেচি করে)।

(VII)

সব ঠিক আছে। আপনি পনেরটি ক্রিয়াবিশেষক অভিব্যক্তি দেখেছেন, চিন্তা করেছেন

এবং বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এবার শেখার পদ্ধতিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন। শব্দটি (বা শব্দসমষ্টি) লিখুন সংজ্ঞার পাশের শূন্য শব্দটি আদ্যক্ষর আপনাকে সাহায্য করবে।

1) Expertly, dexterously, with skillful use of the hands or mind. A........ 2) Accopanying, occuring together. C...... 3) In fashion of a teacher; as if teaching a lesson. D..... 4) In a mannea of smooth ease and fluence; without hesitation. G....... 5) In a headless manner; without care, inattentively. I........ 6) Forebodingly; in a way portending evil. O .... 7) In strict confidence, privately S .....8) In a loud-voiced manner, vehemently noisily. V .... 9) Expressing sadness or melancholy P .... 10) Angrily, irritably; in hot-tempered fashion. I .... 11) With freedom from punishment or injurious consequences with. I ..... 12) Speaking slightingly of, in a way to undervalue and descredit. D .... 13) Hastily and superficially, without due care and attention. C .... 14) Cautiously with watchfulness in all direction. C ..... 15) With sharpness and bitterness of speach or temper.A ......

১) দক্ষ ভাবে, নিপুনভাবে হাত কিংবা মনের নিপুন ব্যবহার। ২) সঙ্গ দেওয়া, একসঙ্গে ঘটা। ৩) শিক্ষকের মত করে, যেন কোন পাঠ শেখানো। ৪) সহজ মসৃন আচরণে এবং অনর্গলতা, কোনরকম ইতস্তত না করে। ৫) অমেনোমী আচরণে, অযত্নের সঙ্গে, অন্যমনস্ক ভাবে। ৬) (অমঙ্গলাদির) পূর্বাভাসে, ভবিষ্যৎ এর (অশুভ) লক্ষণ দেখানোর মত। ৭) কঠোর গোপনতা, ব্যক্তিগতভাবে। ৮) উচ্চকিত কণ্ঠের আচরণে, অতিশয় উদ্দীপ্তভাবে চীৎকার চেঁচামেচি করে। ৯) দুঃখ অথবা বিষন্নতার অভিব্যক্তি। ১০) রাগতভাবে, অস্বস্থিকর ভাবে, রকমমেজাজে। ১১) শাস্তি থেকে মুক্তি, অথবা আহত ফলাফল। ১২) তুচ্ছ করে বলা, অবমূল্য এবং সুনাম হানি করা। ১৩) তাড়াহুড়ো করে এবং ভাসাভাসা ভাবে কোন যত্ন এবং মনোযোগ দিয়ে। ১৪) সবদিকে নজর সমেত সতর্কভাবে। ১৫) বক্তব্যের অথবা মেজাজের তীক্ষ্নতা এবং তিক্ততা।

Answer

1) Adroitly 2) Concomitantly (3) Didactically (4) Glibly (5) Inadvertently (6) Ominously (7) Sub rosa (8) Vociferously (9) Plaintively (10) Irascibly (11) With impurity (12) Disparangingly (13) Cursorily (14) Circupcctly (15) Acrimoniously.

(VIII)

এবার আপনার শেখা সংহত কর। এখানে ছেচল্লিশটি সমার্থক শব্দ বা সমার্থক শব্দসমষ্টি দেওয়া হল। সেগুলি যে তেরোটি ক্রিয়াবিশেষণ এবং দুটি ক্রিয়াবিশেষক শব্দসমষ্টি নিয়ে এগোচ্ছেন সেই সব শব্দ যা শব্দসমষ্টিতে খাপ খেয়ে যাবে। প্রতিটি ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) বা ক্রিয়াবিশেষক শব্দসমষ্টি (adverbial Phrase) একাধিকার প্রয়োজন হতে পারে। আপনি কি খুশীর সঙ্গে মসৃণভাবে ক্ষমতা এবং আস্থার বর্ধিষ্ণু বোধ নিয়ে এই অনুশীলনটির পরীক্ষা নিতে পারবেন? আপনি নিজে থেকে এটা কর, কোন আদ্যাক্ষর দেওয়া হল না।

(1) hastily (তাড়াহুড়ো করে), (2) warily (কর্তৃকভাবে), (3) in a teacher like manner (শিক্ষকের আচরণের মত), (4) irritably (জ্বালাতন, রাগান), (5) in a way forboding evil ভবিষ্যৎ এর (অনুভব) লক্ষণ, (6) sadly (দুঃখিতভাবে,বিষণ্ণভাবে, (7) in a hidden manner (লুকোনো আচরণে), (8) loudly (উচ্চকিত স্বরে) (9) Inauspiciously (অশুভভাবে), (10) angrily (রাগত ভাবে) ,(11) denterously (নিপুণভাবে), (12) cautiously (সতর্কভাবে), (13) slightingly (তুচ্ছভাবে), (14) fluently (অনর্গলভাবে), (15) custically (বিদ্রুপাত্মকভাবে) , (16) headlessly (অমনোযোগীভাবে), (17) at the same time (একই সময়ে) , (18) with anger and annoyance (রাগত এবং বিরক্তভাবে), (19) prudently (বিচক্ষণভাবে) (20) with exemption from punishment (শাস্তিথেকে অব্যাহতি, (21) smoothly (মসৃণভাবে), (22) stingingly (তীক্ষ্ণভাবে), (23) thoughtlessly (ভাবনাশূন্য ভাবে), (24) deprecatingly (বিরুদ্ধে যুক্তি শেখায়) ,(25) conjointly (মিলিত ভাবে), (26) without danger at punishment (শাস্তির বিপদ হীন), (27) bitterly (তিক্তভাবে),(28) unhesitatingly (কোনরকম ইতস্তত না করে), (29) depreciatively (অবমূল্যায়ন করে), (30) skillfully (নিপুণভাবে,(31) irately (বদমেজাজে),(32) in a way expressuing comming danger or misfortune (বিপদ আসার অথবা দুভার্গ্য ঘনিয়ে আসার অভিব্যক্তি), (33) sorrowfully (দুঃখপূর্ণভাবে) (34) without incuning penalty, harm or loss (কোন শাস্তি, ক্ষতি ও হারানোর বৃদ্ধি ছাড়া), (35) rapidly and hastily (দ্রুত এবং তাড়াহুড়ো করে)। (36) like an instructor (শিক্ষকের মত)। (37) mournfully (শোকপূর্ণ ভাবে), (38) secretly (গোপন ভাবে)। (39) clamarously (উচ্চকোলাহলপূর্ণ ভাবে)। (40) in loud tones (উচ্চকিত স্বরে)। (41) noisily

(কোলাহল করে)। (42)instructively (শিক্ষামূলকভাবে)। (43) confidently (আস্থাভাবে)। (44) in a melancholy way (বিষণ্ণ ভাবে)। (45) belittingly (নিম্নমানের কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করে/অবজ্ঞা করে) (46) superfically (ভাসাভাসা ভাবে)

Answer

(1) cursorily (2) circumspectly (3) didactically (4) irascibly (5) ominously (6) plaintively (7) sub rosa (8) vociperously (9) ominously (10) irascibly (11) adroitly (12) circumspectly (13) disparangingly (14) glibly (15) acrimoniously (16) inadvertently (17) concomitantly (18) irascibly (19) circumspectly (20) with impurity (21) glibly (22) tacrimoniously (23) inadvertently (24) disparagingly (25) concomitantly (26) with impurity (27) acrimoniously (28) glibly (29) disparagingly (30) adroitly (31) irascibly (32) ominously (33) plaintively (38) sub rosa (39) vociferously (40) vociferously (41) vociferously (42) didactibli (43) subrosa (44) plaintively (45) disparagingly (46) cursorily

(IX)

নিচে সাতটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হল। এমন একটি ক্রিয়াবিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষক শব্দসমষ্টি খুঁজে বের কর তা যেন প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাবে।

(1) you are a burglar. You have just entered a wealthy home through an unlocked window. All is dark, and alas, you have forgotten to bring your serchlight with you. To add to your troubles, you can't find the electric switch. How will you move around in this room until you can get your bearings? ....

(2) You are an irritable, touchy old man, and as you walk along the street on this cold, raw morning you feel nothing but enmity forward the whole world. A begger stops you for a coin. How do you refuse? ....

(3) A friend has been importaning you for weeks to look over a novel he is writing and give him your criticism. Knowing your friend you are certain that the novel is bad even before you read it; besides, you are a busy man. Rather than give your friend a blunt refusal, however, you take the manuscript one evening. How

do you examine it? ....

(4) Your small son wishes to know why it snows. You are well versed in the natural sciences and have made it a habit to answer all your questions as clearly and accurately as posssible. How do you answer him? ....

(5) You have influence with the chief of police, and furthermore, your wife is the mayor's daughter. Consequently, you never trouble to obey traffic laws. In fact, you can break them ....

(6) A woman has broken your heart purposely, and with malice aforthought . She has left you a disilusioned man. It takes you years even to begin to get over it. And then one day you meet her again she is gay, debonaire, she has obviously forgotten what she has done to you. This angers you and you intend to sting her when you remind her. In what fashion do you speak to her?

(7) You are a very modest person. Rather than raise anything you have done, you prefere to take as little credit as possible for your accomplishment. How do you usually speak of herself.

(১) তুমি একজন সিঁধেল চোর। তুমি খিল না দেওয়া একটা জানলা দিয়ে এক সম্পদবান ব্যক্তির বাড়ির ভেতর ঢুকেছ। সমস্ত অন্ধকার, আর হায়! হায়! তুমি তোমার সার্চলাইটটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছো। সেই সঙ্গে তোমার আরো বিপদ যুক্ত হল এই যে তুমি আলো জ্বালার সুইচটি খুঁজে পেলে না। যতক্ষণ না তুমি তোমার জিনিসপত্র পেতে পারছ ততক্ষণ তুমি ঘরটায় কিভাবে এদিক ওদিক করবে?

(২) তুমি একজন বৃদ্ধমানুষ, খিটখিটে। যখন তুমি এই ঠান্ডায় রাস্তা দিয়ে হাঁটো তখন সেই কনকনে ঠান্ডা সকালে সমস্ত পৃথিবীটাকে শত্রু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পার না। একজন ভিখারি তোমার থেকে পয়সা চাইবার জন্য তোমাকে দাঁড় করালো। তুমি কিভাবে তাকে প্রত্যাখান করবে?

(৩) তোমার এক বন্ধু একটা উপন্যাস লিখেছে, যেবেশ কয়েক সপ্তা ধরে তোমাকে সেটি পড়ে দেখবাব জন্য কাকুতি মিনতি করছে। সে চায় সেটি পড়ে তুমি সমালোচনা কর। তোমার বন্ধুটিকে তুমি ভালোভাবে চেনো বলেই এমনকি পড়ার আগেই জানো যে উপন্যাসটি বাজে। তাছাড়া তুমি খুব ব্যস্ত মানুষ। সে যাহোক বন্ধুটিকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখান করার বদলে তুমি এক সন্ধ্যাবেলা তার থেকে পাণ্ডুলিপিটা চেয়ে বাড়ি নিয়ে গেলে। তুমি

সেটি কেমনভাবে পড়বে?

(৪) তোমার ছোট ছেলে জানতে ইচ্ছা করে যে তুষারপাত হয় কেন? তুমি প্রকৃতি বিজ্ঞানে খুবই ভালো। সেই সঙ্গে ছেলের সমস্ত ছোটখাটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অভ্যাস রয়েছে যতটা সম্ভব স্পষ্ট এবং সঠিক করে। তুমি তাকে কিভাবে উত্তর দেবে?

(৫) পুলিশ প্রধানের ওপর তোমার প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া তোমার স্ত্রী মেয়রের মেয়ে। ফলত তুমি কখনই ট্রাফিক নিয়মকানুন জাননি। বস্তুত তুমি সেগুলি ভাঙো..............।

(৬) একজন মহিলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং পূর্বপরিপল্পিত ভাবে ক্ষতি করার জন্য তোমাকে অন্তরে আঘাত করেছিল। তোমাকে মোহের মধ্যে রেখে সে তোমায় ত্যাগ করল। সেই আঘাত কাটিয়ে উঠতে তোমার অনেক বছর সময় লেগে গেল। তারপর একদিন তার সঙ্গে তোমার আবার দেখা হয়ে গেল। মহিলাটিকে ভীষণ সুখী আর হাসিখুসি লাগল। তোমার প্রতি সে কিরকম ব্যবহার করেছে সে ব্যাপারে সে পুরোপুরি বিস্মিত হয়েছিল। এতে তুমি রেগে গেলে। যখন তার কথা মনে পড়ল তাকে তুমি আঘাত করতে চাইলে। এখন তুমি কিভাবে তার সঙ্গে কথা বলবে?

(৭) তুমি একজন খুবই বিনয়ী ব্যক্তি। তুমি যা করেছো তার জন্য প্রশংসা পাওয়ার বদলে তুমি সর্বদাই সামান্য করে দেখবার চেষ্টা কর। তুমি কিভাবে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবে?

Answer

(1) circumspectly (2) Irascibly (3) cursorily (4) didactically (5) with Impurity (6) acrimoniously (7) disparagingly.

(X)

আপনার শব্দ ভান্ডারের উন্নতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পদ পরিবর্তনের অভ্যাস রপ্ত করা। তেরোটি শব্দের পেছন দিকের ly টি ছেঁটে দিন দেখুন সেগুলি বিশেষণে (adjective) পরিবর্তিত রয়েছে। উপযুক্ত suffin(-ness, -ion,-ence,-ance,-ism,-ity) বাছাই করে বিশেষণগুলি (adjectives) থেকে কি আপনি বিশেষ্য পদ গঠন করতে পারেন?

প্রসঙ্গক্রমে বলি দুটি বিশেষ্যের অন্তরের বিষয় এখনো পর্যন্ত আমরা আলোচনা করিনি. যেই দুটি এই অনুশীলনে প্রয়োজন পড়বে সেই দুটি হল '-ony' এবং '-ment' (যথাক্রমে ceremony এবং development).

নিন ক্রিয়াবিশেষণগুলি বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করার জন্য তৈরি হন।

(1) acrimoniously. (2)adroitly. (3) circumspectly. (4) econcomitantly. (5) cursorily. (6) didactically. (7) disparagingly.(8) glibly, 9) plaintively. (10) ominiously. (11) inadvertently (12) irascibly. (13) vociferously.

Answer

(1) acrimony (2) adroitness (3) circumspection (4) concomitance (5) cursoriness (6) didactism (7) disparagment (8) glibness (9) palintiveness (10) ominousness (11) inadvertance (12) irascibility (13) vociferousness.

ইংরাজীতে বেশীর ভাগ বিশেষণই (adjective) শব্দের শেষে '-ness' যুক্ত করে বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু সেগুলি ভদ্র সভ্য suffin নয়। সেইজন্য বিকল্প হিসাবে ১,৩,৪,৬,৭, এবং ১১ সংখ্যক শব্দে এই '-ness' -এর বিকল্প ব্যবহার করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে আপনার মনে হতে পারে যে এই অনুশীলনীগুলি শিখতে বড় বেশী সময় নেয়। কিন্তু আপনাকে আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করছি এটা শিখতে গিয়ে সময়ের কথাটা মাথায় ভুলেও আনবেন না।

বিখ্যাত দার্শনিক টমাস কার্লাইন একসময় দাবি করেছিলেন যে প্রতিটি মানুষের জীবনেই কেরিয়ারের ভেতর কেরিয়ার তৈরী করার মত সময় রয়েছে। এমন কি তথা কথিত প্রতিভাবানেরা প্রতিভাবান হতে পেরেছেন এই সময়কে ব্যবহার করেছিলেন বলেই। যেখানে অন্যান্যরা সময়ের কোন মূল্যই দেয়নি। একবার মাইকেল এঞ্জেল বলেছিলেন, 'মানুষ যদি শুধু মাত্র জানতো যে আমি শিল্পে আধিপত্য অর্জন করার জন্য কি প্রচন্ড না পরিশ্রম করেছি তাহলে তারা অবাক হয়ে যেত বলে মনে হয়।

সবশেষে বলি, কেরিয়ার সহজে তৈরী হয় না। কাজ এবং প্রচন্ড আগ্রহের দ্বারা ক্রীত হয়।

ল্যাটিন থেকে শব্দ সমূহ

ইংরাজী শব্দ ভান্ডারের একটা বিরাট অংশ ল্যাটিন থেকে এসেছে। কিছুটা 'চার্চ ল্যাটিন' এর পরিমার্জিত রূপ ব্যতিত এই ভাষা ব্যবহৃত হয় না। প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা আর কথ্য ভাষায় যখন কথা কন আধুনিক ইংরাজীর চল শুরু হয়। তবু এই ইংরাজী এমনই প্রাণবন্ত এবং সজীব ভাষা যে এটি ল্যাটিনে আত্মস্থ করে নিয়েছে। এবং এমন কি আজকের দিনেও

এই রোমান বিবৃতি পণ্ডিত, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা অবিরাম ইংরাজীতেই নিয়ে থাকে। আমাদের ভাষার যেখানেই খোঁড়াখুড়ি করনা কেন সর্বত্রই কিন্তু ল্যাটিন শেকড় দেখতে পাবেন।

(I)

animal একটা সরল সাদাসিধে শব্দ। তাহলে অন্যকোন syllable এর সমন্বয়ের বদলে কেন আমরা বিশেষভাবে এই animal শব্দটি ব্যবহার করি।

animal শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'anima' থেকে আসা। এটির অনেক রকম অর্থ হয় যেমন মন, শ্বাসপ্রশ্বাস, আত্মা, অথবা সত্ত্বা ইত্যাদি। এবং অবশ্যই 'animal' হল mineral (খনিজ) অথবা inanimate (ভাড়) শব্দের বিপরীত যা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে আর সেই রহস্যজনক কিছু একটা তার রয়েছে যা তাদের প্রাণ শক্তি দেয়, যে বস্তুটি 'inanimate' যা ভাড়ের মধ্যে থাকে না। এহ 'anima' মূল শব্দটি অনেক সাধারণ ইংরাজী শব্দের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। সেগুলি যেমন। — animabule (একশ্রেণীর ক্ষুদ্রজীব)। animate (প্রাণসঞ্চাব করা)। equanimity (মন বা মেজাজের ক্ষমতা)। magnanimous মহান, বিরাট, আত্মা)। unanimous (কারো মন)। inanimate (ভাড়)। animosity (শত্রুতা)pusillanimous (দুর্বল হৃদয়ের, ভীতু)। animanent (মনকে অন্যদিকে ফেরানো লক্ষ্য করা। সমালোচনা করা)।

(II)

বহুক্ষেত্রে দুটি বা তারো বেশী ল্যাটিন শব্দের অংশ সমন্বয়ে ইংরাজী শব্দ গঠিত হয়েছে। এই ভাবেই 'equanimity' শব্দটি গঠিত হয়েছে। ল্যাটিন শব্দ acuus যার অর্থ সমান এবং anima যারা অর্থ মন বা আত্মা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে এটি গঠিত হয়েছে। আপনি এই মূল শব্দ ecquss শব্দটি চিনতে পারবেন equation, equality বা inquity শব্দ হিসেবে। ঠিক এমনি ভাবেই magnaminous শব্দটি গঠিত হয়েছে ল্যাটিনের magnus (বিরাট) এবং anima শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে। দেখুন তো এই magnus ল্যাটিন শব্দটি নিয়ে আর কোন কোন ইংরাজী শব্দ গঠিত হয়েছে।

(1).....Aperson large in importance, as in an industry. (2.......To make large. (3....... grandeur. (4)....... Speaking big on in pompus or flowery style. (5)......Bigness or greatness. (6)....... A large bottle (two qurts) for champagne or other wine. (7) A great work, a literary or artistic work of importance

(১) কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মন্ত্রশিল্পে। (২) বিরাট করা। (৩) অত্যুৎকর্ষ, জাঁকজমক

বা দীপ্তি। (৪)বড় বড় কথা বলা, সাড়ম্বর আত্মম্ভিতা ভরা কথা, অথবা সুসজ্জিত কথা বার্তা। (৫) বিরাটত্ব, মহানত্ব। (৬) শ্যাম্পেন কিংবা অন্য কোন মদের কোন বড়বোতল (দুই কোয়ার্টার)। (৭) মহান কর্ম, কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য কিংবা শিল্পকর্ম।

Answer

(1) magnet (2) magnity (3) magnificence (4) magniloquent (5) magnitude (6) magnum (7) magnum opus.

(III)

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব শব্দ পেলাম আসুন উচ্চারণ করি। সব থেকে ভালো ফল পেতে হলে শব্দগুলি জোরে জোরে অনেকবার পড়ুন।

(1) animalcule (2) animate (3) equanimity (4) magnanimous (5) unanimous (6) inanimate (7) animosily (৪) purillanimous (9) animadvert (10) magnet (11) magnity (12) magnificence (13) magniloquent (14) magnitude (15) magnum (16) magnum opus.

(সমস্ত শব্দের অর্থই আগে দেওয়া হয়েছে)।

(IV)

এবার এই শব্দগুলির বানান অভ্যাস করতে হবে এবং আপনার শেখার উন্নতি ঘটাতে নিচের পরীক্ষাটি দিন। প্রতিটি শব্দের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হয়েছে। আপনার কাজ উপযুক্ত শব্দটি বেছে তার সংজ্ঞার পাশে বসান।

(1) Largeminded, not petty ---- M ..... (2) Small-minded, courdly.----P ...... (3) Strong hostality ---- A....... (4) To invest with life ----A....... (5) Make larger --- M ...... (6) Without life --- I..... (7) Turns one's mind to --- A.... (8) Agreed to by everyone --- U .....(9) Using flowering language.--- M......O..... (10) Placid, unruffled temperament. --- E ..... (11) Great Literary or artistic work. --- M .... (12) Two quart bottle. --- M .... (13) Largeness, Large size. --- M. --- (14) Greatness, grandeur. --- M. --- (15) Important person in industry. --- M. --- (16) Very small creature. --- A....

(১) বৃহৎ মনের, ছোটখাটো নয়। (২) সংকীর্ণ মনের, ভীতভাবে।(৩) তীব্র শত্রুতা। (৪) জীবন দেওয়া। (৫) বড় করা। (৬) জীবন বা প্রাণহীন / নিষ্প্রাণ। (৭) কারো মন ঘুরিয়ে দেওয়া। (৮) প্রত্যেকের সঙ্গে একমত। (৯) সুসজ্জিত কথা বলা। (১০) শান্ত মেজাজ (১১) মহান সাহিত্য বা শিল্প কর্ম। (১২) বিরাটত্ব, বড় আকারের।(১৩) মহানত্ব, মহান।

(১৪) শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। (১৫) অতি ক্ষুদ্র জীব।

Answer

(1) magnamimous (2) purillanimous (3) animosity (4) animate (5) magrily (6) inanimate (7) animadvert (8) unanimous (9) magniloquent (10) equanimity (11) magnum opnus (12) mangnum (13) magnitude (14) magnificence (15) magnate (16) animalcule.

(V)

'Unanimous' শব্দটি 'unus' যার অর্থ এক এবং anima যার অর্থ মন এই দুটি সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। আপনি কি ইংরাজীতে আরো এমন কোন শব্দ খুঁজে বার করতে পারবেন যেগুলি এই 'unus' দ্বারা গঠিত হয়েছে?

(1) --- Make into one. (2) --- A Fabulous animal with a single, straight horn. (3) --- Of one form or kind. (4) --- The state of being united. (5) --- Descriptive of the only one of its kind. (6) Harmony, also a joining together in sound. (7) --- A single one.

(১) ঐক্যবদ্ধ করা। (২) প্রাচীন ভারতবর্ষে অশ্বতুল্য দেহ যুক্ত কল্পিত একশৃঙ্গ প্রাণী বিশেষ। (৩)একরূপ। (৪)সংঘ, ঐক্যতা, ঐক্যসাধন।(৫)অদ্বিতীয়, অনুপম। (৫)ধ্বনি সমন্বয় (৭) একক।

Answer

(1) unity (2) unicom (3) uniform (4) union or unity or unification. (5) unique·(6) unison (7) Unit.

(VI)

নতুন পাওয়া শব্দগুলি উচ্চারণ কর

(VII)

শব্দ প্রকরণের অবিরাম আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আসুন আমরা এবার 'benevolence' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করি। এই শব্দটির অর্থ হল—অন্যান্যদের প্রতি একটা ভালো বা শুভ অনুভূতি অথবা অন্যান্যদের স্বার্থে সেবামূলক কাজকর্ম। এই শব্দটি বুঝতে পারা যায় তখনই যখন আমরা শিল্পকে বিশ্লেষণ করব। ল্যাটিন ভাষার দুটি শব্দ নিয়েই গঠিত হয়েছে এই শব্দটি। সেই দুটি হল bene যার অর্থ হল ভালো এবং 'volence' যার অর্থ হল ইচ্ছা। 'Benevolence' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় অপরের মঙ্গলের ইচ্ছা। এই bene শব্দটি ইংরাজী অন্যান্য শব্দে দেখতে পাওয়া যায়। তার কিছু এখানে দেওয়া হল।

benefit--(উপকার) ।beneficiar--(সুবিধামূলক/লাভজনক) benediction-

(আশীর্বাদ)। benefactor--(হিতসাধক) মূলশব্দ 'volence' টি ইংরেজীর বিভিন্ন শব্দে পাওয়া যায়। যেমন— volution--(ইচ্ছা বা নির্বাচন)। voluntary--(স্বেচ্ছাক্রিয় / স্বতঃস্ফূর্ত) volunteer --- (স্বেচ্ছাকর্মী)

এবার আমরা bene থাকা কোন শব্দটি ব্যবচ্ছেদ করি তাহলে আমরা দেখতে পারো যে নতুন ল্যাটিন শব্দমূলগুলি সহজেই আমাদের সংগৃহীত শব্দ benefication এ অতি সহজেই যুক্ত করে দেওয়া যায় সেই শব্দটির অর্থ আশীর্বাদ। আক্ষরিক অর্থে বলা যায় শুভ কিছু বলা শব্দমূল dic শব্দটি এসেছে ল্যাটিন dicere শব্দ থেকে. এটির অর্থ 'বলা'. আপনি এটি নিম্নোক্ত শব্দগুলিতে দেখতে পাবেন :

dicatate--(কর্তৃত্বভাবে নির্দেশ করা /হুকুমকরা) dictaphone--(কথা রেকর্ড করার যন্ত্র বিশেষ) diction--(শব্দ নির্বাচন / রচনাশৈলী) malediction--(অভিশাপ)। indict--(অভিযুক্ত করা)। predict--(ভবিষ্যৎবাণী করা)।

আবার দেখুন benefactor শব্দটি। এটির অর্থ উপকারী বা হিতসাধক এটিতেও ল্যাটিন শব্দমূল 'facere' বা 'করা' শব্দটি রয়েছে. নিচে শব্দগুলিতে এটি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে লক্ষ কর :

factor --(বিষয়/ব্যাপার) গুনণীয়ক factory-- (কল কারখানা) manufacture--(উৎপাদন)। fact--(প্রকৃত ঘটনা/সত্য)। factodum-- factual--(বাস্তব তথ্যমূলক)।

এইভাবে এই সরল শব্দগুলির আলোচনা আটটি নতুন শব্দমূল এনে হাজির করেছে। নিচে শব্দ সমেত ল্যাটিন শব্দমূলগুলি দেওয়া হল : প্রতিটি শব্দমূল ব্যবহার করে ইংরাজী শব্দগুলি মনে করতে পারেন কি?

Root--	meaning	Example
(1) anima	আত্মা, শক্তি মন	....
(2) acquas	সমান	....
(3) magnum	বড়, মহান	....
(4) unus	একটি, একটিমাত্র	....
(5) bene	ভাল /শুভ	....
(6) volence	ইচ্ছা	....
(7) facere	করা, তৈরী করা	....
(8) dicere	বলা	....

(IX)

আপনি অন্যান্য গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দমূলগুলি মনে করতে পারেন কি যেগুলি আগের অধ্যায়গুলিতে পড়েছেন? নিচের ছকে আপনি সেগুলির একটা তালিকা পাবেন প্রতিটির উদাহরণ সমেত: প্রতিটি শব্দমূলের আপনি কি ইংরাজী শব্দটি মনে করতে পারেন?

Root	Example	meaning
(1) monos	monogamy	(এক)
(2) bis	biscupid	(দুই / দু'বার)
(3) polys--	polygamy--	(অনেক)।
(4) misein--	misogyny--	(ঘৃণা করা)।
(5)gamos--	bigamy--	(বিবাহ)।
(6)theos--	monotheism--	(ঈশ্বর)
(7)anthrops--	anthropology--	(মানুষ)।
(8)philein--	philatelist--	(ভালোবাসা)।
(9)logos--	philology--	(গবেষণা / শব্দ)
(10)cuspis--	biscuspid--	(বিন্দু / মুখ)।
(11)glotta--	polyglot --	(জিহ্বা)।

আপনি কতটা উন্নতি করেছেন তার পরীক্ষা করুন

একটা ব্যাপারে আমরা অতিরিক্ত চাপ দিইনি এই প্রতিদিনের শব্দ শেখায় এবং সেটা হল আপনার করা অবিরাম পর্যালোচনার অসীম গুরুত্ব। যে সব নতুন শব্দ আপনার শব্দ ভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছে সেগুলি পাঁকাল মাছের মতই পলায়ন প্রবণ। আর যতক্ষণ না আপনি সেগুলি লাগাতার মক্সো না করছেন সেগুলি আপনার মাথার আঙুল থেকে ফস্কে গিয়ে ভাষার সমুদ্রে মিশে যাবে তখন তাকে ধরেন আপনার সাধ্য কি?

যদি আপনি দ্রুত উন্নতি করতে চান, এই বইটির প্রতিটি পাতা গুরুত্বের সঙ্গে দেখুন, দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পর্যালোচনা করা আপনার এগোনোর সাথে সাথে তাহলে আপনার মন মজবুত হবে।

এখানে আরো একটি ইঙ্গিত দেওয়া হল। এই বইটি শেষ করার ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

পঞ্চাশ জন ব্যক্তির মধ্যেই দেখা গেছে চল্লিশ জন যা শুরু করেন তা শেষ করেন না এটাই হল সেই ব্যাপার যা আপনাকে সহজভাবে সফল করে তুলবে। আপনি আপনার ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার কর। ইচ্ছা শক্তিটি কেবল উৎসাহের অপর নাম। অধ্যবসায় হল শক্তি যা অভ্যস্ত করায়। আর এই অধ্যবসায় যদি অবিরাম প্রয়োগ করা যায় তাহলে আপনি প্রতিভাবান হয়ে উঠবেন। সুতরাং নিছক বইটি শেষ করবেন না কিংবা এই অধ্যায়টি সরিয়ে রেখে দেবেন না। এটি কার্যান্বিত কর। অসংখ্য মানুষ কেবল পড়ে কিন্তু হাতে কলমে কিছু করে না।

তাহলে এবার আসুন দশ থেকে একুশ অধ্যায় গুলির পর্যালোচনায় আমরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই।

নিচের পরীক্ষাটি কিন্তু সহজ নয়। কেন না সেগুলি আপনার শেখার পদ্ধতিতে যে কোন দুর্বলতা দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই।

(I)

A স্তম্ভের সঙ্গে B স্তম্ভের মিল কর ঃ-

A	B
(1)atheist	(a)loud-mouthed woman
(2)virtuoso	(b) connoisseur ofgood force
(3)virago	(c)Disbelieves in God
(4)gourmet	(d)Beginner
(5)tyro	(e)one who leads an auster life.
(6)philatelist	(f)stamp collector
(7)ascetic	(g)traitor
(8)pedant	(h)Bost-licker
(9)judas	(j)skilled practitioner of the ants
(10)sycophant	(k)one who is ostertatious about his learning

(II)

নিচে দেওয়া সংজ্ঞাগুলির পাশে উপযুক্ত শব্দ বসান আপনাকে সাহায্য করার জন্য শব্দটির আদ্যাক্ষর দিয়ে দেওয়া হল।

(1) Insane desire to set fires.-- P (2) uncontrolable propensity

to steel. -- k. (3) Forgetfullness at the past. --- A. (4) Sleep walking. --- S. (5) Alternating sits of dispondomey and hilary. --- M. (6) Split personality. --- S. (7) Fear of closed space. --- C (8) Continuous drunkness. --- D. (9) Perfection complain ....P. (10) Fear of large space. --- A

(১) আগুন ধরিয়ে দেবার উন্মত্ত ইচ্ছা। (২) চুরি করার অদম্য ইচ্ছা। (৩) অতীতের বিস্মৃতি। (৪) ঘুমিয়ে হাঁটা। (৫) বিষণ্ণতা এবং উল্লাসের অসুস্থ প্রকাশ। (৬) ব্যক্তিত্বে ফাটল (৭) বদ্ধ জায়গার ভীতি (৮) অবিরাম মদ্যপান। (৯) নির্যাতন মনোবিকৃতি। (১০) উন্মুক্ত স্থানের ভীতি।

(III)

A স্তম্ভ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে B স্তম্ভের সংজ্ঞার পাশে লিখুন।

A

lethergy,weltschmerz, Supercilliousness, nostalgia, antipathy, vindicativeness, benevolence, compunction, misogyny, Satisfy, enervation, misanthropy, frustration, ennui, nicariousnes

B

(1) Homesickness. ..... .(2) Good will to all. ... (3) Repletion. ....(4) Thwarting. .... (5) Dislike. .... (6) World-Sorrow. .... (7) Hatred of woman. .... (8) Seruple. .... (9) Revengefulness. .... (10) Haughtiness. .... (11) Sluggishness. .... (12) Exhaustion.... (13) Boredom. .... (14) Hatred of mankind. .... (15) Indirect experience

(A স্তম্ভের বাংলা অর্থের জন্য পূর্বের অধ্যায়গুলি দেখে নিন।)

B স্তম্ভ—(১) ঘরমুখীনতা. (২) সবার প্রতি মঙ্গল (৩) পরিপূর্ণতা (৪) ব্যহত করন/ব্যর্থ করন (৫) অপছন্দ (৬) বিশ্ব-দুঃখ (৭) নারীদের প্রতি ঘৃণা। (৮) যথাযথ (৯) প্রতিশোধ পূর্ণতা (১০) গর্ব (১১) আলস্য পরায়ণতা (১২) নিঃশেষণ (১৩) এক ঘেয়ে (১৪) মানব জাতির প্রতি ঘৃণা (১৫) অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

(IV)

নিচে কতগুলি বিষয় দেখানো হল প্রতিটি বিষয়ের পাশে সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞানের শব্দটি লিখুন। আদ্যক্ষর দিয়ে দেওয়া হল

(1) mankind. A.... logy. (2) Rocks. G ..... logy. (3) Ancient

relics. A ... logy. (4) unborn babies. E ... logy. (5) Insects. E.... logy. (6) Distribution of races. E... logy. (7) Derivation of words. E ... logy. (8) Birds. P ... logy. (9) languages . P ... logy. (10) The human mind. P ... logy.

(১) মানবজাতি (২) প্রস্তর (৩) প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (৪) অজাত শিশু (৫) কীটপতঙ্গ (৬) জাতি বিন্যাস (৭) শব্দের প্রকৃত প্রত্যয়ের নির্ণয় করন। (৮) পাখী (৯) ভাষা (১০) মানবমন।

(V)

এবার প্রতিটি শব্দের দুটি স্তম্ভ দেওয়া হল যেখানে দুটি স্তম্ভের শব্দ পরস্পরের সঙ্গে অর্থগত মিল আছে সেখানে ইংরাজী S অক্ষরটি লিখুন আর যেখানে শব্দদুটির মধ্যে অর্থগত কোন মিল নেই সেখানে O অক্ষরটি লিখুন।

(1) loquacious. --- talkative. (2) Gullible. --- shrewd. (3) Shave.--- happy. (4) Pompous.--- conceited. (5) Facitum. --- silent. (6) phlegmatic. --- encitable. (7) Erudite ignorant. (8) Complacent constant. (9) Punctilious. --- careless. (10) indefaligable. --fireless

(দ্বিতীয় স্তম্ভের কিছু অর্থের বাংলা)

(২) চালাক (৬) উত্তেজনাকর (৭) নিরীহ বা নির্দোষ (৮) অবিরাম (১০) ক্লান্তিহীন।

(VI)

A স্তম্ভে দশটি সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে। এবং B স্তম্ভে দশটি শূন্যস্থান রয়েছে। উপযুক্ত শব্দের প্রথম এবং শেষ অক্ষর সমেত স্তম্ভ A এর সংজ্ঞা এবং B তে বসানো শব্দের পারস্পারিক মুখোমুখি না হলেও চলে। স্তম্ভটি ঠিক করে প্রতিটি শব্দের বাকী অক্ষরগুলি বসান। যেমন ধরুন ১ থেকে শুরু করলেন। শব্দটি রয়েছে 'minor in decretion'। এবার আপনি স্তম্ভ B এ চোখ বোলাতে লাগলেন এবং মনে করার চেষ্টা করলেন ঐ শব্দ সমষ্টি কোন শব্দের সংজ্ঞা হতে পারে. মনে পড়লে শূন্যস্থান পূরণ কর

A	B
(1)minor indiscretion	(1) .... P .... Y
(2)Poverly	(2) .... M .... R
(3)Boastfulness	(3) .... J .... M
(4)Cure all	(4) ... . B ... . O
(5)failure	(5) .... P .... A
(6)Charecteristicpeculerity	6) .... P .... O

(7)irregularity	(7).........F..................O
(8)warmongering	(8).........A..................Y
(9)Prestend illness	(9).........C..................Y
(10)Trickerry	(10).......I..................Y

(১) ছোটখাটো অন্যায় কাজ (২) দারিদ্রতা (৩) অহমিকাপূর্ণ (৪) সর্ব আরোগ্য (৫) ব্যর্থতা (৬) বৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র (৭) অনিয়মিত (৮) যুদ্ধবাজ (৯) অসুখের ভান (১০) চালাক।

(VII)

দুটি স্তম্ভের মধ্যে মিলকরণ কর।

A	B
(1) One whose mind is turned inward	(a) diffident
(2) self-centered	(b) entrovert
(3) restrained	(c) inhabited
(4) modest	(d) saturnine
(5) fubbling over with high spirit	(e) egocentric
(6) company-loving	(f) quixotic
(7) firce, overbearing	(g) Introvert
(8) glooming	(h) effervacent
(9) extravagantly	(i) truculent
(10) one whose mind is turned outword	(j) gragarious

(দ্বিতীয় স্তম্ভের বাংলা অর্থ পূর্বের অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে)

(প্রথম অধ্যায়ের বাংলা অর্থ)

(১) যে ব্যক্তির মন অন্তরমুখী। (২) আত্মকেন্দ্রিক। (৩) অবদমিত। (৪) বিনয়ী, নম্র, ভদ্রগ্রস্থ (৫) উচ্চ মানসিক শক্তিতে উচ্ছল। (৬) সঙ্গ প্রেমিক। (৭) প্রচন্ড, পরাভব। (৮) বিষণ্ণতাগ্রস্থ (৯) অত্যধিক বীরত্ব সুলভ। (১০) যে ব্যক্তির মন বহির্মুখী।

(VIII)

নিচে পাঁচটি পঙক্তি দেওয়া হল। তাতে একটি করে শব্দ দেওয়া হল যেটির উপযুক্ত অর্থ সেটির নিচে দেওয়া তিনটি শব্দের মধ্যে একটি, আপনি সঠিক অর্থটি লিখুন

(1) common. ordinery (সাধারণ)। (a) plebeian (b) obsequious (c) maudlin.

(2)miserably failling (শোচনীয় ভাবে পতন)। (a) perfunctory (b) abortive (c) Supertilious

(3) cruel (নিষ্ঠুর)। (a) presumptuous (b) sadistic (c) flagrant

(4) Vulgar (স্থূল রুচি / অমনর্জিত)।(a) inane (b) wanton (c) cross .

(5) bitting (তীব্র) (a) macabre (b) dogmatic (c) hitrolic

(IX)

আট সংখ্যক বিভাগের মত উত্তর দিন।

(1) at the same time(একই সময়ে)। (a) acrimoniously (b) adroitly (c) concomitantly

(2) carefully (সতর্কভাবে)। (a) circumspectly (b) cursorily (c) didactically.

(3) Smoothly (মসৃণভাবে)। (a) disparagingly (b) glibly (c) plaintively.

(4) threatingly (ভীতি প্রদর্শন করে)। a) ominously (b) with inmpurity (c) inadvertently.

(5) secretly (গোপন ভাবে)। (a) irascibly (b) subrosa (c) veriferously.

(X)

নিচে দশটি বাকানো হরফের গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দ দেওয়া হল এগুলির ইংরাজী অর্থ লিখুন :

(1) magnanimous.--- (2) Unique.--- (3) unanimous. --(4) benefit. -- (5) benevolence. -- (6) dictaphone. -- (7) manufacture. -- (8) monogamy. -- (9) theology. -- (10) bicycle.

Answer

I. (1) c (2) i (3) a (4) b (5) d (6) f (7) e (8) j (9) g (10) h

II. (1) pyromania (2) kleptomenia (3) amnisia (4) somnambulism (5) manic depression (6) schizophrenia (7) clustrophobia (8) dipsomania (9) paramonia (10) agoraphobia.

III. (1) nostalgic (2) benevolence (3) satiety (4) frustration (5) antipathy (6) weltchmerz (7) misogyny (8) compunction (9) vindicativeness (10) superciliousness (11) exervation (12) ennui (14) misanthrop (15) vicariousness.

IV. (1) anthropology (2) geology (3) archaeology (4) embryology (5) entomology (6) ethnology (7) etymology (8) ornithology (9) philology (10) psychology.

V. (1) S (2) O (3) N (4) S (5) S (6) O (7) O (8) N (9) O (10) S.

VI. (1) penury (2) malinger (3)_jingoism (4) braggodocio (5) panacea (6) peccadillo (7) fiasco (8) anamaly (9) chicanery (10) idiosynerasy.

VII. (1) g (2) e (3) c (4) a (5) h (6) j (7) i (8) d (9) f 10) b

VIII. (1) a (2) b (3) b (4) c (5) c

IX. (1) c (2) a (3) b (4) a (5) b

X. (1) large (2) one (3) mind or spirit (4) well (5) wish (6) say (7) make (8) marriage (9) god (10) two. twice.

নিজেকে পরীক্ষা করার পর ফলাফলটি যদি আশাব্যঞ্জক না হয় তাহলে হতাশ হবার কিছু নেই। আপনার বয়স যাই হোক না কেন, কোন কাজে অজুহাত দেবার চেষ্টা করবেন না।

ডাঃ আরভিং লর্জ ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবি অল্পবয়স্ক মনস্তত্ত্ববিদ। তার পরিচালনীয় হওয়া সারিবদ্ধ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার দ্বারা প্রাচীন ধারণাটি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে সবথেকে বেশী বয়সেও মানুষের মনটি তার সমস্ত ক্ষমতা ধারণ করে রাখতে সমর্থ। চিন্তার বেগ হয়তো স্বাভাবিক ভাবে কিছুটা কম থাকে কিন্তু ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে এমনকি নব্বই বছর বয়স্ক মানুষের মধ্যে ক্ষমতার উপাদানের মোটেই ঘাটতি থাকে না

আপনি কি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবেন?

আমরা কুড়িতম অধ্যায়ে অনেক শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা সেই শব্দ ভান্ডার গড়তে পরিচয় দায়ক, মনস্তাত্বিক এবং অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি অবিরাম অভ্যাস করে গেছি। এবার একটা বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে সমষ্টিগত শব্দ বোধ পরীক্ষা করতে আপনাকে একটা কুইজের মধ্যে নিয়ে চলেছি। এটা হবার পর তবেই শব্দগুলির বিবেচনার প্রশ্ন নিচে

যে পনেরোটি বাক্য দেওয়া হল তাদের প্রতিটিতে একটি কি দুটি করে বাঁকানো হরফ (italized) দেখতে পারেন। যদি শব্দটি আপনার কাছে অপরিচিত হয় বাক্যটি মন দিয়ে পড়ুন। তারপর প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ একটি শব্দসমষ্টিকে সনাক্ত কর যেটি আপনার সব থেকে নিকটস্থ অর্থ বলে মনে হবে।

(I)

(1) If spelling is *betenoise* (বানান করতে বিরক্তি): (a) You love spelling. (b) You are a good speller. (c) You hate spelling.

(2) If your friend looked *camverous*, you should say to him.(a) When did you get up from sleep. (b) Better stop eating so many sweets.(c) What cemetry do you live in?

(3) If the president wants *carte blanche* in the allocating defense funds. (a) He wishes no strings to be attached to the money. (b) He does not want special funds earmarked. (c) He wants instructions from congress on how to spend.

(4) *Esoteric* knowledge is. (a) knowledge possesse by a few. (b) useles knowledge. (c) knowledge that was buried with the fall of ancient civilization.

(5) The man who says that *psychology* is his forte means. (a) He hates the subject. (b) He's particularly good in the subject. (c) He loves the subject.

(6) when you come to an *imparse*. (a) Stop. look and listen. (b) You find yourself completely blocked in a certain situation.

(7) *Icongruous* means. (a) Out of place on charecter. (b) Not honest. (c) Not useful.

(8) *Docile* people are. (a) Stupid. (b) lovable. (c) Easily managed.

(9) *Miscengenation* is marriage between.

(a) A presbyterian and an Episcopaliam. (b) An heiress and pauper. (c) people of different races.

(10) *Moribund* Institutions. (a) Are passing out of existence.(b) Are its charge of dishonest people. (c) Are democratic.

(11) A *nebulus* idea is one that is. (a) Heaven-sent.(b) Vague.

(c) As pure as clouds.

(12) people who indulge in *recriminations* are probably. (a) playing a game.(b) quarling. (c) Writing letters.

(13) The *repercussions* of an event must happen. (a) Before. (b) After. (c) At the same time.

(14) *Scurilous* language would more than likely be heard in (a) The halls of congress. (b) A quarel between two Stevedars. (c) A sermon

(15) *Sopourific* speakers tend to. (a) Stimulate you to action. (b)Appeal to your nobler instincts. (c) Put you to sleep.

কুইজটি করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য কিছু শব্দার্থ নিচে দেওয়া হল।

Spell (বানান). betenoise (বিরক্তি বা নিবৃত্তি করা/অপছন্দ করা). canverous (মড়া / মৃতের মত). carte blanche (কোন সম্পর্ক না থাকা). esoteric (গুপ্ত/গূঢ়). knowledge (জ্ঞান). posses (দখলে রাখা). forte (বিশেষভাবে ভালো). impaus (একমুখো রাস্তা). psychology (মনস্তত্ত্ব). icongrusnous (অনুপোযোগী বৈশিষ্টহীন). docil (বাধ্য/ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করে এমন). miscegenation (ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিবাহ). morifund (মৃতপ্রায় / ধ্বংসোন্মুখ). nebulus (মেঘাচ্ছন্ন / কুয়াশাচ্ছন্ন). heaven-sent (ঈশ্বর প্রেরিত). vague (অস্পষ্ট) . recrimination (বিবাদ). repercussion (প্রতিধ্বনি). swrilous (অশ্লীল গালিগালাজ পূর্ণ). stevedar (জাহাজে মাল বোঝাই করা বা খালাস করা যে ব্যক্তির পেশা) . sermon (বক্তৃতামঞ্চ থেকে দেওয়া ধর্মোপদেশ). soporilic (ঘুম পাওয়ার প্রবণতা)।

Answer

(1) c (2) e (3) a (4) a (5) b (6) b (7) a (8) c (9) c (10) a (11) b (12) b (13) b (14) b (15) c

(II)

এবার শব্দগুলি উচ্চারণ কর. অনেকবার নিজের কর্ণে আপনার করা উচ্চারিত শব্দগুলি শুনুন। আরো বেশী বেশী করে সেগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর।

(1) betenoise. (2) canverous. (3) caste blanche. (4) esoteric.(5) forte. (6) impass. (7) incongrous. (8) docile. (9) miscengenation.(10) morifund. (11) nebulus. (12) recrimination. (13) repercussion. (14) semrilous. (15) soporilic. **(শব্দগুলির অর্থ আগেই দেওয়া হয়েছে)**

(III)

শব্দগুলি আপনি শিখেছেন. শিখেছেন তাদের ইংরাজী এবং বাংলা শব্দ। যেগুলি অনেকবার ধরে উচ্চারণও করেছেন। এখন নিচে এই শব্দগুলির সংজ্ঞা বিশৃঙ্খল ভাবে দেওয়া হল। আপনি উপযুক্ত শব্দটি তার সঠিক সংজ্ঞার পাশে লিখুন। (একই শব্দ একাধিক বার প্রয়োজন হতে পারে)।

(1) A particular object of hate or dread.-- B ... (2) Pale. ghastly. -- C.... (3) Unconditional permission or authority. -- C........ (4) Confined to select circle. -- E.... (5) One's strong point. -- F ... (6) Conpse like. -- C .... (7) A blind alley. an insurmentable obstacle. -- I.... (8) For the initiated few. --- E .... (9) Inacaplable. out of place. --- I.... (10) Traclable. --- D ... (11) Dead end. --- I .... (12) An object of dread. --- B.... (13) Marriage of mined races. --- M.... (14) In a dying state. --- M... (15) hazy. indistinct. --- N .... (16) Charges stored. abusive argument. --- R ....
(17) Rever beration. --- R.... (18) Grossly offensive. --- S.... (19) Tending to produce sleep. --- S.... (20) Pale and gaunt. --C
(১) ঘৃণার বা আতঙ্কের কোন বস্তু। (২) বিবর্ণ, মৃত্যুবৎ ভয়ঙ্কর। (৩) শর্তহীন অনুমতি অথবা কর্তৃত্ব। (৪) একটা বিধিবদ্ধ বৃত্তের মধ্যে বন্দী। (৫) কোন ব্যক্তির শক্তিশালী দিক। (৬) মড়ার মত। (৭) একটা অন্ধগলি, অনতিক্রম্য বাধা। (৮) গুটিকয়েক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। (৯) আরোপ করার যোগ্য নয় / অনুপোযোগী। (১০) সহজে বশ মানে এমন / বাধা (১১) যাযাবরের মত শেষ। (১২) আতঙ্কের বস্তু। (১৩) মিশ্রিত জাতির বিবাহ। (১৪) মরার মত অবস্থা। (১৫) আবছা, অস্পষ্ট। (১৬) অভিযোক্তার বিরুদ্ধে পালটা নালিশ।(১৭) প্রতিধ্বনি। (১৮) অশ্লীল গালিগালাজ পূর্ণ বা ভাঁড়ামি পূর্ণ। (১৯) ঘুম আনার প্রবণতা। (২০) বিবর্ণ এবং কৃশ

(IV)

এখানে আরো দশটি বর্ণনাত্মক শব্দসমষ্টি দেওয়া হল। আমরা শব্দগুলি ছেঁটে দিয়েছি। এবং আবার অনেকগুলি পুর্নব্যবহার করা হয়েছে। (III)বিভাগের মত একইভাবে এটি করে ফেলুন।

(1) Intermarriage of races. --M.. (2) Confined to a particular circular. --- E.... (3) Permission without condition. --- C.... (4) Irentricable difficultly. --- I....(5) Incompitable. --- I... (6) On the point of dying. --- M... (7) Confused and hazy. --- N .. (8) Vul-

garly abusive. --- S.... (9) Black marriages white...M.... (10) dead end. --- I.... (11) Ghaslly. --- C.... (12) Bugaboo. --- B ..... (13) something in which one excels. --- F(14) Maneageable. ---D.... (15) Hazy. ---N ...(16) Echos. --- R.... (17) prodicing sleep. --- S .... (18) Occidental weds oriental. --- M.... (19) For a few. --- E.... (20) Speciality. --- F

(১) জাতি সমূহের অন্তর্বিবাহ। (২) একটি বিশেষ বৃত্তে বন্দী। (৩) শর্তহীন অনুমতি। (৪) অতিক্রম করা শক্ত। (৫) বেমানান। (৬) মরোন্মুখ। (৭) হতভম্ব এবং আবছা। (৮) অশ্লীলত ভরা গালিগালাজ। (৯) কৃষ্ণাঙ্গের শেতাঙ্গকে বিয়ে। (১০) পুরোপুরি শেষ। (১১) মৃতবৎ ভয়ঙ্কর। (১২) বিরক্তকর বস্তু। (১৩) কোন কিছু যেখানে কেউ নির্বাসিত হয়। (১৪) সহজে জানানো যায়। (১৫) আবছা। (১৬) প্রতিধ্বনি। (১৭) ঘুম আসা (১৮) প্রাশ্চাত্যের বিশ্ববিবাহ। (১৯) কয়েকজন। (২০) বিশেষত্ব।

Answer

(1) miscegenation (2) esoteric (3) caste blanche (4) impusss (5) incongrous (6) morifund (7) nebulus (8) scurrilous (9) miscegenation (10) impuss (11) cadaverous (12) bete noise (13) forte (14) docile (15) nebulus (16) repercussion (17) soporific (18) miscegenation (19) esoteric (20) forte.

(V)

এবার আমাদের নতুন কিছু চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি বাক্য সম্পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত শব্দটি লিখুন।

(1)Some people think that fidelity in marriage is .... (2) Knowledge of oriental magic is highly .... (3) If yoy hates cats with a purple passion. then cats are your .... (4) A man suffering from consumption may look .... (5) The facts behind a politician. statement are often .... (6) What is the one thing you hate or fear most? What is your particular? .... (7) After a dynamic presidential speech one often fears .... abroad (8) Marriage between people of different races is called ..... (9) When a husband and wife quarrel they frequently indulge in bitter .... (10) A lecturer with a monotonous voice often produces a ... effect (11) Angry truck drivers frequently use .... language (12) What are you most skilled at? what is your special? ..... (13) The cow is very ..... animal. (14) A fat and backward girl would look .... in the ballet. (15) She gave

her husband ..... to invite any one he wanted to the party.

(১) কিছু মানুষ ভাবে যে বিবাহ বিপন্ন হল ......। (২) প্রাচ্যজ্ঞানতত্বিক দাদুর জ্ঞান হল ..... (৩) তুমি যদি বিড়ালদের তীব্রভাবে ঘৃণা কর তাহলে বিড়ালরা হল তোমার ......(৪) তুমি যদি দেহের জ্বরে ভোগ তোমাকে দেখাতে লাগে .....। (৫) রাজনীতিবিদদের বিবৃতির পেছনে প্রায় ..... (৬) তুমি কোন জিনিসটাকে সব থেকে বেশী ঘৃণা কর অথবা ভয় কর? তোমার বিশেষ..... কি? ।(৭) একটা বহুমাত্রিক সভাপতির ভাষণ শোনার পর কেউ প্রায় .... বিদেশে (৮) বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ হল ...... (৯) যখন একজন স্বামী আর স্ত্রী ঝগড়া করে তখন তার ..... পুনঃপুনঃ তিক্ততায় (১০) কোন বক্তার একঘেয়ে বক্তৃতা প্রায় একটা ...... প্রতিক্রিয়া আনে (১১) ক্রুদ্ধ ট্রাক চালকরা প্রায়ই .... ভাষা ব্যবহার করে। (১২) তুমি সব থেকে নিপুণ কিসে? তোমার বিশেষ ....? (১৩) গরু হল বড় বেশী ...... জন্তু (১৪) একজন মোটা এবং অপ্রতিভ মেয়ে দেখাতে লাগে ..... (১৫) যে (মহিলা) তার স্বামীকে দিল .... যে (তার স্বামী) ভোজ অনুষ্ঠানে তার পছন্দ মত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতে

Answer

(1) moribund (2) esoteric (3) bete noise (4) cadaverous (5) nebulus (6) bete noise (7) repercussion (8) miscegenation (9) recrimination (10) soporific (11) scurilous (12) forte (13) docile (14) incongrous (15) carte blanche

(VI)

আপনার কাজ আরো বেশী বেশী করে মোকাবিলা সাপেক্ষ হয়ে উঠছে প্রতিটি নতুন অনুশীলনীর ক্ষেত্রে. এবার যেটি দেওয়া হল সেটি বিশেষভাবে শক্ত। নিচে কতগুলি শব্দ সমষ্টি দেওয়া হয়েছে. আপনি প্রতিটি শব্দ সমষ্টির পাশে তাদের উপযুক্ত বিপরীত অর্থটি বসান। ভালো করে মনে রাখুন বিপরীত অর্থ, সমার্থক শব্দ নয় আবার বলি কোন একটি শব্দ একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে।

(1) Know to all. (2)_caucasian marriage caucasian. (3) In keeping with surrounding. (4) Stimulating. like coffe. (5) Radiantly healthy. (6) Limited powers. (7) Crystal clear. (8) Easy sailing. (9) One's weak suit. (10) Restricted power. (11) Mutual praise. (12) The thing you love most. (13) Decent in expression. (14) Something in which one is unskilled. (15) In a healthy state. (16) Stuborn. (17) Not the clast bit hazy. (18)For all it is open. (19)Keeps you awake. (20)Marriage of white to white.

(১) সবার কাছে পরিচিত। (২) কাকশিয়ালদের সঙ্গে কাকশিয়ালদের বিবাহ। (৩) ঘেরাটোপের মধ্যে রাখা। (৪) উদ্দীপক. কফির মত। (৫) লালচে স্বাস্থ্যবান। (৬) স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। (৭) সহজেই ভেসে যাওয়া। (৮) কারো দুর্বল বিষয়। (৯) পারস্পরিক প্রশংসা। (১২) যে বস্তুকে তুমি সব থেকে বেশী ভালোবাসো। (১৩) অভিব্যক্তিতে চমৎকার। (১৪) এমন কোন বস্তু যাতে কোন ব্যক্তি অনিপুণ। (১৫) স্বাস্থ্যকর অবস্থা। (১৬) জেদী / একগুঁয়ে। (১৭) একটুও অস্পষ্ট নয়। (১৮) সবার জন্য খোলা। (১৯) তোমাকে জাগিয়ে রাখে। (২০) শ্বেতাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গর বিবাহ।

Answer

(1) esoteric (2) miscegenation (3) incongrous (4) soporilic (5) cadaverous (6) carte blanche (7) nebulus (8) impass (9) forte (10) carte blanche (11) recrimination (12) bete noise (13) seurrilous (14) forte (15) moribund (16) docile (17) nebulus (18) esoteric (19) soporilic (20) miscegenation

(VII)

কোন শব্দের সংজ্ঞা লেখাটা খুবই শক্ত। আর আপনার পক্ষে কোন শব্দ বোঝাটা অস্পষ্ট বা আবছা হবেই যদি আপনি সেটির সংজ্ঞা না দিতে পারেন। নিচের শব্দগুলির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা কর নিজে থেকে।

(1) bete noise. (2) cadeverous. (3) carte blanche. (4) esoteric. (5) forte (6) impuss. (7) incongrous. (8) docile. (9)miscegenation. (10) moribund. (11) nebulus. (12) recrimination. (13)repercussion. (14) Scurrilous. (15) soporilic.

এই উত্তরটি আপনি নিজে কর। দরকার হলে আগের দেওয়া সংজ্ঞাগুলি ভালো করে দেখে নিন; তারপর নিজে লিখুন।

আপনি আপনার প্রাত্যহিক জীবনে স্বাভাবিকভাবে যেমন শেখেন এই অধ্যায়ের শব্দগুলি আপনি ঠিক সেই ভাবেই শিখেছেন। অর্থাৎ আপনার বইতে কিংবা সংবাদপত্রে প্রথম একটা নতুন শব্দ দেখতে পেলেন. কিংবা কাউকে কথা বলার সময় কোন শব্দ আপনার কানে এল। আপনি সেই বিশেষ শব্দটার অর্থটি নিয়ে ভাবিত হলেন। শব্দ বোধ আপনার ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং প্রতিবার যখনই সেই শব্দটি শুনবেন বা দেখবেন, দেখবেন

আপনার জ্ঞান আরো বেশী বেশী করে পাকাপোক্ত হয়ে যাচ্ছে। শেষে সেটি আপনি এত ভালো ভাবে শিখে যাবেন যে সেটি লেখাতে কিংবা বলাতে ব্যবহার করার সাহস আপনার বেড়ে যাবে। এমনকি আপনি সেটির সংজ্ঞাও দিতে পারবেন। যেমনটি আপনি এই অধ্যায়ে করেছেন। আপনার প্রাত্যহিক জীবনে অচেতন এবং স্বাভাবিক ভাবে শেখার পদ্ধতিটিই আমরা এখানে অনুসরণ করেছি মাত্র।

যে সব অর্থ আপনাকে বর্ণনা করে

আপনার, শব্দভান্ডারের উন্নতি কার্যক্রমের ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখবেন। আপনি যদি আপনার নতুন পাওয়া শব্দগুলিকে ব্যক্তিকরণ করতে পারেন, যদি আপনি সেগুলিকে আপনার নিজের কিংবা আপনার জীবনযাত্রার সম্পর্কের বাহক করে তুলতে পারেন তাহলে অনায়াসেই সেই শব্দগুলিকে আপনি আপনার শব্দ ভান্ডারের স্থায়ী অংশ করে তুলতে পারবেন। বদন্যতার মধ্যে কোন শব্দ আপনি শিখতে পারেন না। অর্থাৎ যদি কোন শব্দ আপনার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অর্থবহ না হয়ে ওঠে আপনার চিন্তা ভাবনার পরিধির মধ্যে কিছু একটা অর্থ বহন করে বা নিয়ে আসতে পারে, যদি আপনার ব্যক্তিত্বের কিংবা নানাভঙ্গীর অংশ না হয়ে ওঠে তাহলে যেসব শব্দ আপনার কাছে অপ্রয়োজনীয়ই থাকবে।

(I)

এই অধ্যায়ের শব্দগুলি আপনার নিজের চিন্তভাবনার বিষয়ে। আসুন পরের কয়েকটি পাতায় আমরা জীবনের প্রতি আপনার মনোভঙ্গীটি বাজিয়ে দেখি।

(1) do you view with a certain degree of tolerence ecentricities and foibles of others humans? Are you broad minded. sympathetic. inclined to. see the other person's point of view? do you tastes cover a wide range? For example. in you reading. can you be interested in everything from detectives stories to Russian novels? In your eating. do you likes rein the gamut from a New England dinner of boiled beef to a gourmet's dilight of enotic see food? Yes? they we will charecterise you as a person whose taste, interest. desires and sympathies are. in one word *catholic*.

(১) আপনার কি অন্যান্য মানুষের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং ত্রুটিগুলির ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সহিষ্ণুতা রয়েছে? আপনি কি উদার মনের, অন্যান্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে আগ্রহী? আপনার রুচিকি বহুল বিস্তৃত? যেমন ধরুন পড়ার ব্যাপারে আপনি কি গোয়েন্দা গল্প থেকে রাশিয়ার উপন্যাস সব কিছুই পড়েন? খাওয়ার ব্যাপারেও কি আপনার

কোন সংকীর্ণতা নেই? হাঁ তাহলে আপনাকে, আপনার রুচি, উৎসাহ, আকাঙ্খা, সহানুভূতি দেখে ক্যাথলিক বৈশিষ্টের কথা বলতে পারি।

(2) Do you make trouble by your unreasoning, irascible, and a vainglorious, patriotism? Do you carry your jealousy of your countries honour to an absurd and ridiculous extreme? You are *charministic*.

(২) আপনি কি আপনার অবুদ্ধিমত্তার কোপন স্বভাবি আত্মশ্লোঘাকারী দেশপ্রেম দ্বারা বিপত্তি ঘটান? আপনি কি দেশের সম্মানকে হিংসা করেন তীব্রভাবে? তাহলে আপনি হলেন উৎকট স্বদেশিকতাবাদী।

(3) Are you inclined to give up the struggle before the battle is lost? Are you all too ready to lay down your arms and admit defeat at a time when braver and more optimistic soul would see many reasons for carying on? You are *defeatist*.

(৩) যুদ্ধে হারার আগেই কি আপনি আত্মসমর্পণ প্রবণ? যখন সাহসীরা এবং আশাবাদীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পেছনে অনেক কারণে দেখতে পান তখন কি আপনি অস্ত্র নামিয়ে পরাজয় বরণ করেন? তাহলে আপনি হলেন পরাজয়বাদী।

(4) Do you like to dabble in the arts or the sciences? Fool a little bit with photography only to abandon it, lay, for stamp collecting? If you flit like a butterfly from interest to interest, never concentrating for any length of time on one, you are a *delettant*.

(৪) আপনি শিল্পকলা কিংবা বিজ্ঞানে আনপড় কিছু করেন? অবলোকচিত্রের ব্যাপারে আপনার একটু বোকামী আছে, পরক্ষণে সেসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার স্ট্যাম্প সংগ্রহের কাজে লাগে? আপনি যদি প্রজাপতির মত একটা স্বার্থ থেকে আর একটা স্বার্থে উড়ে বেড়ান? একটা বিষয়ের ওপর আপনি কখনই মনোযোগী হতে পারেন না। তাহলে আপনাকে ললিত কলার প্রতি অনুরাগ ভরা ব্যক্তি বলা যায়?

(5) Are you one whose main purpose in life seems to be the attainment of pleasure? Do you put too high a value on the lunaries of life? Are you fond of eating and drinking and are you expert in the choice of wines and foods? You are then *epicurean*.

(৫) আপনি কি সেই ব্যক্তি যার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই হল আনন্দ স্ফূর্তি? আপনি কি জীবনে বিলাসিতাকে উচ্চমূল্য দেন? আপনি কি খেতে এবং পান করতে ভালোবাসেন? আর আপনি কি মদ এবং খাদ্যদ্রব্য বাছবিচার করতে দক্ষ?

(6) Purhaps you find yourself in such a financial position that you must calculate closely the money costs of all your activities. then ofcourse, you must practice economy. But are you too close-listed money? Do people call you stingy? You are *parsimonious.*

(৬) সম্ভবত আপনি এমন একটা আর্থিক অবস্থানে রয়েছেন যে আপনি আপনার সমস্ত কাজ কর্মের পেছনেই টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ করেন . তারপর অবশ্যই আপনি অর্থ ঘাঁটাঘাটি করেন। কিন্তু আপনি কি বড়বেশী কৃপণ ব্যক্তি? তাহলে আপনি একজন ব্যয়কুণ্ঠ বা কৃপণ ব্যক্তি।

(7) Do you look with contempt upon artistic temperament? Are you ignorant? Prejudiced? Blindly conventional? Narrow minded? Do you tend to have low aims in life and are you inclined to be materialistic? You are a *philistine.*

(৭) আপনি কি শিল্পকলা কিংবা শিল্পকলা মেজাজের ব্যক্তিদের ঘৃণা করেন। আপনি মূর্খ? কুসংস্কারাচ্ছন্ন? অন্ধের মত গতানুগতিক? সংকীর্ণ মনস্ক? জীবনে আপনার জীবনের লক্ষ কি খুব নিচু? আপনার কি বাস্তববাদী হবার ঝোঁক আছে? তাহলে আপনি হলেন সংস্কৃতি উদাসীন ব্যক্তি।

(8) Are you wasteful. extravagant, inclined to spend your money, time, energy, and talent without care on thought? You are *profli-gate.*

(৮) আপনি কি অমিতব্যয়ী, অসংযত, চিন্তাভাবনা ছাড়াই কি আপনি আপনার অর্থ, সময় শক্তি মেধা খরচ করেন? তাহলে আপনি একজন উড়নচণ্ডি।

(9) Do you meet the tragedies of life with a stiff upper lip? Do you conceal your emotions no matter how great your mental or physical suffering may be? You are a *stoic.*

(৯) দাঁতে দাঁতে কামড়ে কি আপনি মর্মান্তিক ঘটনাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন? আপনার মানসিক এবং শারীরিক ভোগান্তি যাই হোক না কেন আপনি আপনার সমস্ত আবেগ গোপন করে রাখেন? আপনি সুখ দুঃখে নির্বিকার ব্যক্তি বা জেনোর মতবাদী।

(10) Finally, do you happen to know a man who is so absurdly and slavishly devoted to his wife that he is the joke of the neighbour hood? He is uxorious.

(১০) আপনি কি ঘটনাক্রমে এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছেন যিনি এমন জঘন্যভাবে স্ত্রীর আনুগত্য প্রকাশ করে যে তিনি পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে হাসির খোরাক হন? তাহলে

সেই ব্যক্তি হল ক্রেন।

(II)

এবার এটি একটা বড়সড় কাজ। সম্ভবত অনেক অথবা বলতে গেলে এই অধ্যায়ের সমস্ত শব্দই অপরিচিত আপনার কাছে। যদি সেরকমই হয় তাহলে আগামী অনুশীলনীগুলিই আপনার বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে। অথবা সম্ভবত সেইসব শব্দের বেশীর ভাগটাই অথবা সমস্ত শব্দই আপনার দারুন ভাবে পরিচিত। সেই ক্ষেত্রে পরের পাতাগুলি আপনাকে কার্যকরী সহযোগীতা দেবে।

অবশ্যই প্রথমে আমরা এই শব্দগুলি জোরে জোরে অনেকবার উচ্চারণ করব। প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝুন। এবার বিশেষণ নাকি বিশেষ্য সে বিষয়ে ভাবুন। ভেবেদেখুন সেটি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে খাপ খাচ্ছে কিনা? পরে উপযুক্ত খোপে বসান।

(1) catholic. -- yes ..No....(2) chauvinistic. -- yes ....No... (3) defeatist. -- yes ...No.... (4) diletant. -- yes ...No... (5) epicurean. -- yes ....No.... (6) parsimonious. -- yes ...No... (7) philistine. -- yes ...No... (8) profligate. --yes ....No... (9) stoic.-- yes ...No... (10) uxorious. -- yes ....No.........

এটির উত্তর আপনি নিজে কর

(III)

এই দশটি শব্দের সঙ্গে আরো উন্নততর ভাবে সম্পর্কিত হতে হলে শব্দগুলির উপযুক্ত শব্দটি বেছে নিয়ে নিচের শব্দ সমষ্টি বা বিবৃতির পাশে বসান। শব্দটির আদ্যক্ষর দিয়ে দেওয়া হল। বিভাগ (i) অথবা (ii) দেখবেন না একমাত্র শেষ আশ্রয় নেওয়া ছাড়া।

<u>Key</u>

A---I a dubbler in art matterr--- D... (2) Unduly sparing in money--- P... (3) Narrow minded. uncultured--- P... (4) Always expecting failure--- D... (5) with liberal views and wide tastes--- C

B-I Niggardly--- P... (2) Exaggeratedly patriotic--- C... (3) Foolishly devoted to one's wife--- U... (4) Believes that pleasure is chief good--- F... (5) Recklessly extravagant--- .P.............

C-I A furdly nationlistic--- C... (2) Materialistic-- C... (3) 'Give up the ship'-- D... (4) Stingy--- P... (5) superficial amateur--- D

D-I penny-pinching--- P... (2) Indifference to pleasure or pain--- S... (3) A seven ascetic--- S... (4) Ignorant and narrow minded-

-- P... (5) Given to disipation--- P

E-1 Comprehensive in sympathies--- C... (2) Follows a branch of knowledge superficially- D... (3) Loves the refinements of pleasure- E... (4) Excesssively patriotic- C...(5) 'Eat and be merry!---'E

F-1 With exquisite taste in food and drink---E... (2) Abandoned in charecter and principles---P... (3) In sensible to virtue and decency---P... (4) Wasteful of money---P... (5) Excessively fond of one's wife---U'

এ -(১) শিল্পকলা ব্যাপারে বোধহীন। (২) চিন্তাহীন অর্থ খরচ। (৩) সংকীর্ণমনা, অসংস্কৃতিক (৪) সর্বদাই ব্যর্থতা প্রত্যাশা করা (৫) উদার দৃষ্টি ভঙ্গী এবং বিস্তৃতি রুচি।

বি -(১) ব্যয়কুণ্ঠ (২) উৎকট দেশপ্রেম। (৩) কোন ব্যক্তির বোকার মত স্ত্রীর প্রতি অনুরক্তি। (৪) ঈশ্বরই প্রধান এই বিশ্বাস। (৫) বেপোরোয়া অসংযত।

সি -(১) অসম্ভব ভাবে জাতীয়তাবাদী (২) বস্তুবাদী (৩)' সহজে আত্মসমর্পণ করা। (৪) কিপটে (৫) ভাসাভাসা সৌখিন কর্মী।

ডি -(১) আঙুল দিয়ে জল গলে না। (২) আনন্দ এবং বেদনায় উদাসীন। (৩) কঠোর তপস্বী। (৪) অতিরিক্তভাবে দেশপ্রেম। (৫) অসংযত আমোদ প্রমোদ স্বপ্ন।

ঈ- (১) সহানুভূতি বোধ। (২) জ্ঞানের কোন শাখা ভাসাভাসা ভাবে অনুসরণ করা। (৩) আনন্দের সুক্ষ আতিশয্য প্রিয়। (৪) অতিরিক্ত দেশপ্রেম। (৫) 'খাও পিও জিও'!

এফ -(১) খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয়তে সুক্ষ রুচি। (২) চরিত্রে এবং নীতিতে মাত্রাছাড়া বোধ

(৩) গুণে এবং চমৎকারীত্বে বোধহীনতা। (৪) অর্থের অমিতব্যয়ীতা। (৫) কোন ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি।

Answer

A- (1) dilettant (2) parsimonious (3) philistine (4) defeatist (5) catholic.

B- (1) parsimonious (2) chauministic (3) uxorious (4) epicurean (5) profligate

C- (1) chauminiistic (2) philistine (3. defeatist (4) parsimonious (5) dilettant

D- (1) parsimonious (2) stoic (3) stoic (4) philistine (5) profligate

E- (1) catholic (2) dilettant (3) epicurean (4) chauninistic (5) epicurean.

F- (1) epicurean (2) profligate (3) profligate (4) profligate (5) uxorious.

(IV)

নিচে নটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হল প্রতিটি অনুচ্ছেদ আমাদের আলোচিত এক একটি শব্দের বর্ণনা দিয়েছে আপনি বলতে পারেন কোন কোন সেই শব্দ। লিখে ফেলুন।

(1) My taste is highly cultivated for all things. While I am not by any means promiscuous in my interest, still I can always see the others person's point of view. I am tolerant to a great degree for my sympathics are comprenhensive and all embracing I am ....

সমস্ত বিষয়েই আমার উচ্চদৃষ্টির রুচি রয়েছে। তবে আমার উৎসাহ ব্যঞ্জক বিষয়গুলির ব্যাপারে আমি কোন ভাবেই বাছবিচারে যথেচ্ছাচার নই। এখনো আমি অন্যান্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী দেখি। আমি অনেকটা দূর পর্যন্ত সহিষ্ণু। আমার সহানুভূতিগুলির ব্যাপকতা এবং সমস্ত কিছু সাদরে গ্রহণ করার কারণেই আমার এই গুণটি রয়েছে. আমি হলাম ....

(2) Frugal? To the last ditch! people have ever accused me of being fight listed and stingy. and I am afraid that it they are referring to my attidude toward spending money. they are correct I am ....

মিতব্যয়ী? শেষ কানাকড়ি পর্যন্ত লোকে আমার বিরুদ্ধে আঙুল দিয়ে জল গলে না এবং কিপটে বলে অভিযোগ করে না আর আমার মনে হয় তারা যদি আমার মনোভঙ্গীটি পয়সা খরচের দিকে উল্লেখ করে তাহলে তারা ঠিকই বলে। আমি ....

(3) I have been accused of being without emotions. but the fact is that I have merely trained myself to be indifferent a like to pain and pleasure. I am a (an) ....

আমার কোন ভাবাবেগ নেই বলেই আমি অভিযুক্ত হই কিন্তু ঘটনা হল এই যে বেদনা এবং আনন্দকে আমি সমান ভাবে দেখতে নিছক অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি একজন ....

(4) I am greatly interested in the fine arts. but being a person

of independent means. I don't have to really work hard at them. and it isn't necessary for me to make a living out them. They are more or less of a past time with me. I am a (an) ....

ললিতকলা শিল্পে আমি দারুন উৎসাহী, কিন্তু আমার স্বাধীন মানসিকতার হওয়ার জন্য তাতে প্রকৃতই বেশী কঠিন পরিশ্রম করতে পারি না। আর সেসব করে আমার জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনও হয়নি। সেগুলি আমার কাছে অল্পবিস্তর অবসর বিনোদন মাত্র। আমি ....

(5) My country? The best. the finest. the truest the richest the bravest and if you don't think so you had better keep away from me. Why. I can scarcely find adjectives to describe my pride in my birthplace on to show the utter contempt I feel for all other lands. I am ....

আমার দেশ? সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সব থেকে চমৎকার, সব থেকে সত্য, সব থেকে ধনী, সব থেকে সাহসী এবং তুমি যদি তা না ভাবো তাহলে আমার কাছ থেকে তুমি দূরে সরে থাকো। কেননা আমি আমার জন্মভূমির গর্ব বর্ণনা করার মত অথবা অন্যান্য দেশকে তীব্র ঘৃণা করার মত কোন বিশেষণ আমি খুঁজে পাই কিনা সন্দেহ। আমি ....

(6) I don't think it's fear to call me a traitor to my deals. It's just that I do not care to fight what I know to be a loving battle. I am a ....(an)

আমার মনে হয় আমার কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা ঠিক নয়। যেহেতু এই যুদ্ধ হেরে যাওয়ার জন্য যুদ্ধ তাই আমি যুদ্ধ করতে চাই না।

(7) Other people can waste time pampering artists and poets if they want to. but give me a he-man every time-the kind who is interestd is meaterial things like making money. And while we're on the subject. those people who keep their noses buried in books all the time and who are always worrying about knowledge and progress and liberlism. well. I can put them also on my list of people who won't be missed! I am a (an)

যদি ইচ্ছা করে অন্যান্য মানুষ শিল্পী এবং কবিদের ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে পারে, তবে আমাকে প্রতি মুহূর্তে পুরুষালি থাকতে হয়।—এটা হল সেই ধরণের ব্যক্তি যারা অর্থ করার মত বাস্তব ব্যাপারগুলিতে উৎসাহী। আর আমরা যখন এই ব্যাপারে থাকি তখন ঐ সব ব্যক্তিরা বস্তুত ঘাড় গুঁজে সমস্ত সময় অতিবাহিত করে। তারা সর্বদাই জ্ঞান,

উন্নতি আর স্বাধীনতা নিয়ে বিস্মিত চিন্তিত থাকে। ভালো কথা সেইসব ব্যক্তিকেও আমি হটাতে চাইনি, তাদের আমার তালিকায় রেখেছি।

(8) Laugh at me if you like and say that my wife uses me as a footstool. I don't care! Nothing I do will ever be good enough for her! I am ....

যদি ভালো লাগে আমাকে দেখে হাসো। আর সেইসঙ্গে বলতে পারো আমার স্ত্রী আমাকে পা রাখার দানি হিসাবে ব্যবহার করে। আমার কুছ পরোয়া নেই। আমি কিছুই করি না যা কখনোই তার যথেষ্ট ভালো করবে। আমি.............

(9) As for me. I like my pleasure. Other people can work and slave and worry about the future and save their money. but not I! Give me a good time any day! Let the little milquetoast. keep their noses to the grindstone and lead temperate lives. I figure money is made to spend. and I belief in the old proverb 'eat drink and be merry:' I am a (an) ....

আমার নিজের ব্যাপারে বলি আমি আনন্দ পছন্দ করি। অন্যান্য ব্যক্তিরা কাজ করতে পারে, রাজত্ব করতে পারে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে পারে এবং টাকা পয়সা জমাতে পারে। কিন্তু আমি নই। যেকোন দিন আমাকে ভালো সময় দাও। ঐসব বেশী চিন্তিত লোকেদের ঐরকম টানা পোড়েন জীবনের মধ্যে দিয়ে কাটাতে দাও। আমি মনে করি টাকা পয়সা খরচ করার জন্যই। আমি পুরনো একটা প্রবাদ বিশ্বাস করি। তা হল 'খাও পিও জিও।' আমি ....

Answer

(1) Catholic (2) persimonious (3) stoic (4) dilettant (5) chaministic (6) defeatist (7) philistine (8) uxorious (9) epicurean

(V)

এখন আপনার এই শব্দগুলির ওপর প্রকৃত এবং নিশ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ এসেছে। সেইজন্য পরের অনুশীলনগুলি আপনি অতীব সহজে এবং নিখুঁত উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। নিচে *একটি বিবৃতির বিপক্ষে তিনটি উত্তর দেওয়া রয়েছে। কোনটি সঠিক?*

(1) A person of catholic tastes is.--- (a) rligious. (b) moral. (c) sympathitic.

(2) If you met an American Chauministic it would be safe to remark. (a) 'I would really rather live abroad'. (b) 'I love my country and I despose all other nations?. (c) 'Listen. America has

plenty of black marks on her record! How about the Spanish-American war?

(3) The defeatist is--- (a) coward. (b) pessimist. (c) bully.

(4) Anybody knows that a dilettant is--- (a) a master of arts. (b) a struggling young artists. (c) one who follows the arts as a past time.

(5) The repicuqan's greatest delight comes from.--- (a) pleasure. (b) cruelty. (c) self-format.

(6) persimonious? He is a--- (a) miser. (b) spend-thrift. (c) philanthropist.

(7) while the word philistine is of Bibical origin. it now merely refers to a person who is--- (a) hypocritically pious. (b) narrow minded. opposed to progress and learning. (c) wealthy and hard hearted.

(8) Few people realise that a stoic does not mind--- (a) pleasure and pain. (b) spending money. (c) getting drunk.

(9) An uxorious man--- (a) foolishly and fondly dotes on his wife. (b) in completely penniless. (c) Always complains of the way life treates him.

(10)A profligate person is--- (a) dishonest. (b) insincere. (c) wasteful.

এটি নিজে থেকে কর তারপর উত্তর দেখুন আপনাকে সাহায্য করার জন্য বিশেষ কিছু শব্দের বাংলা অর্থ দেওয়া হল।

religious (ধর্মীয়) . moral (বিবেক). remark (মন্তব্য). abroad (বিদেশ) despise (অবজ্ঞা করা / ঘৃণা করা). listen (শোন). coward (ভীতু). bully (খোলের মধ্যে ঢুকে থাকা). struggling (লড়াকু). pastime (অবসর বিনোদন)) delilght (আনন্দ). cruelty (নিষ্ঠুরতা). self tarment (আত্মপীড়ন). miser (কৃপণ). spenthrift (অপব্যয়ী ব্যক্তি). origin (মূল/ব্যুৎপত্তি). hypocritically (কপট ভাবে) . pious (ধার্মিক/সাধু). hard hearted (নিষ্ঠুর হৃদয়ী). spending (খরচ). realise (বোঝা). foolishly (বোকার মত) fondly (আদরের সঙ্গে). dote (মাত্রাধিক্য ভাবে অনুরাগী হওয়া)). penniless (কপর্দক শূন্য)।

Answer

(1) e (2) b (3) b (4) c (5) a (6) a (7) b (8) a (9) a (10) c

(VI)

এবার আপনার শেখার একটা শক্ততম পরীক্ষা। আগের কোন কিছু না দেখে নিচে দেওয়া সংজ্ঞাগুলির পাশে উপযুক্ত শব্দটি লিখতে পারেন কি?

(1) broad-minded--- (2) An energynated patriot--- (3) Follow the policy or practice of admitting defeat to quickly- (4) one who dabbles in art and letters--- (5) One who makes a profession of pleasure. A connoisseur of food and wine.--- (6) unnecessarily trugal--- (7) A person with a plebian type of mind. A individual of materialistic tastes who is interested neither in art nor letters.--- (8) Completely given up to dissipation. disolute. wasteful.--- (9) A person showing no emotion over pleasure or pain.--- (10) Extravagantly submissive to. and doing upon. one's wife-

(১) দৃষ্টি ভঙ্গীতে উদার। (২) অতি বেশী স্বদেশিকতা। (৩) বেশী তাড়াতাড়ি পরাজয় বরণ করে নেওয়ার নীতি অথবা নিয়ম। (৪) শিল্পকলা এবং চিঠিপত্রে যে ব্যক্তি আনাড়ি।

(৫) যে ব্যক্তি আনন্দের পেশা তৈরী করে। খাদ্যদ্রব্য এবং মদের ব্যাপারে অভিজ্ঞ (৬) অপ্রয়োজনীয় ভাবে কিপটে। (৭) অন্ত্যজ প্রকৃতির ব্যক্তি। একজন বস্তুবাদী রুচির মানুষ যে শিল্পকলা কিংবা সংস্কৃতির ব্যাপারে উৎসাহী নয়। (৮) সম্পূর্ণ ভাবে আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেওয়া। নৈতিক শৈথিল্যযুক্ত। অমিতব্যয়ী। (৯) আনন্দ বা বেদনায় ভাবাবেগে ভোগে না। (১০) অসংযতভাবে আত্মসমর্পণ করা। কোন ব্যক্তির স্ত্রৈন হওয়া।

Answer

· (1) catholic (2) chauvinist (3) defeatist (4) dilettant (5) epicurean (6) parsimonious (7) philistine (8) profligate (9) stoic(10) uxorious.

ফরাসী শব্দসমষ্টি আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

(I)

সমস্ত ভাষারই নদী ইংরাজীর ভাষা সমুদ্রে গিয়ে মিলেছে

নিচের অনুচ্ছেদটি আপনাকে ইংরাজী ভাষার বিভিন্ন উৎসের একটা ইঙ্গিত দেবে নিচের অনুচ্ছেদটিতে প্রতিটি বাঁকানো হরফ (italized) শব্দ একটি বিদেশী ভাষা থেকে

ইংরাজীতে এসেছে।

The *sky* was teeming rain. The *boss* has a touch of *influenza*. He came up the *veranda* put down his *mamoth umbrella*, entered the comfortable *oasis* of his living room, and sat down. He filled his pipe with tobacco, warmed himself first with hot *cocoa*, then coffe and listened to his pet *canary* sing.

. আকাশ ভরা বৃষ্টি ছিল বস বা মালিকের সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে. তিনি বারান্দায় এলেন বিরাটকার ছাতিটি নামিয়ে রাখলেন তিনি বসার ঘরের আরামদায়ক মরুদ্যানে ঢুকলেন, বসলেন, তামাক দিয়ে তিনি পাইপ ভরলেন। নিজেকে প্রথমে কোকো খেয়ে উষ্ণ করলেন তারপর কফি খেলেন : তারপর তিনি তার প্রিয় কানারি গান শুনলেন ·

এখানে এই শব্দ সমূহের উৎসগুলির উল্লেখ করা হল।

Sky — এটি ওল্ড নর্সের (old Norse). Boss — এটি ডাচ শব্দ। Influenza — এটি ইতালি ভাষার. Varanda — এটি পর্তুগীজের Umbrella — ইতালি থেকে নেওয়া। Mamoth — রাশিয়া থেকে এসেছে. Oasis — ইজিপ্টের ভাষা থেকে আসা। Tobacco — ওয়েস্ট ইন্ডিজের। Cocoa — মেক্সিকো। Coffee - আরবের। Canary —স্পেন ভাষা থেকে নেওয়া।

কেবল উপরোক্ত ভাষাগুলিরই যে ইংরাজী ভাষার অবদান রয়েছে তা নয় . ফরাসী গ্রীকেরও সমান অবদান রয়েছে এই ভাষাটির ব্যাপারে।

অসংখ্য রুচি সম্মত, সুন্দর ফরাসী শব্দ এবং শব্দ সমষ্টি ইংরাজী ভাষাতে স্থান নিয়েছে। সেগুলির মধ্যে অনেক শব্দকে এত সাম্প্রতিক নেওয়া হয়েছে যে এখনো তাদের গায় ফরাসী শব্দ লেগে রয়েছে·

(II)

এখানে দশটি ফরাসী শব্দ দেওয়া হল.

(1) If a prisoner of war were being tortured and were on the point of death, the final stroke that killed him would be the *coup de grace* - Any blow that puts a suffering and greatly weakened animal, person or institution out of its misery is a *coups de grace*. Thus we will say a conqueror has allowed a subject nation to continue, for a time with nominal indipendence when and it that conqueror decides to overturn the vanquished nation and completely destroy its last vertige of freedom, he will be delivering the

coup de grace.

(১) কুপ দা গ্রেস (coup de grace) যদি যুদ্ধের কোন বন্দী অত্যাচারিত হয় এবং তার ফলে মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়, তাকে মেরে ফেলার জন্য শেষ আঘাতটিকে বলা (coup de grace) যে কোন শোচনীয় ভাবে ভোগা এবং দুর্বল হয়ে যাওয়া জন্তু, মানুষ কিংবা কোন সংস্থাকে শেষ আঘাত করাটাই মরণ আঘাত বা (coup de grace) এই ভাবে আমরা বলতে পারি কোন বিজেতা অধীন দেশকে একটা সময় পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতা ভোগের মধ্যে দিয়ে চলতে দেয় যদি সেই বিজেতা পরাজিত সেই দেশটিকে বিধ্বস্ত করতে চায় এবং তাদের স্বাধীনতার শেষ বিন্দুটুকুও ধ্বংস করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সেই বিজেতা এই মরণ আঘাতটি (coup de grace) করে।

(2) Anyone who is on the way, out of place or not wanted is *de trop*. If little brother insist on sitting in the living room when his sister's been comes a calling he is considered *de trop*.

কোন ব্যক্তি যে স্থান চ্যুত, অথবা অবাঞ্ছিত তাকে de trop (অনাকাঙ্খিত) ব্যক্তি বলা যায়। কোন বোন যদি তার ইপ্সিত পুরুষকে সঙ্গ দিতে ঘরে আসে এবং সেখানে যদি তার ছোট ভাই বসে থাকার জিদ ধরে তবে তাকে অনাকাঙ্খিত বা অবাঞ্ছিত (de trop) বলা যায়।

(3) In sophisticated conversation, slightly off color or improper remarks are sometimes made in turns that seems inocent. Any word or phrase that two meanings one of them an indelicate one is called *double entendre.*

(৩) মার্জিত কথাবার্তার সময় কিছুটা কখনো কখনো বেমানান অথবা অনুপযুক্ত মন্তব্য করা হয়ে থাকে, তা শুনতে অনেক নিরীহ মনে হয়।

যে কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যার দুটি অর্থ হয় তার মধ্যে একটি অর্থ অরুচিকর হয় একেই দ্বিগুণ অর্থকরী (double entendre) বলা হয়।

(4) You are *en rapport* with someone. When there is a perfect meeting of minds and a complete absence of friction.

তোমার সঙ্গে কারো মধুর সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে রয়েছে দুজনের মনের নিখুঁত মিল এবং কোনরকম কোন সংঘাত নেই দুজনের মধ্যে মনের দিক দিয়ে।

(5) A co-operative spirit on the part of a group combined with an enthusiastic submergence of self interest for the joke of the

common good. is called *exprit de corps.*

(৫) কোন একটি দলের সহযোগীমূলক সত্ত্বা, সাধারণ মঙ্গলের জন্য স্বস্বার্থের উদ্দ্যামপূর্ণ অবগাহনের সমন্বয়কেই দেহের সত্ত্বা বলে একটা সুদক্ষ সৈন্যদল কখনো কখনো এই দৈহিক সত্ত্বার কারণেই খ্যাতিলাভ করে।

(6) Napoleon proved himself to be a leader *par excellence* escotter noted the world over for his cuisine was a chef *par excellence* Ralph Waldo emerson. we might say. was the interpreter of plato *par excellence.*

(৬) নেপোলিয়ান নিজেকে একজন মহান নেতা হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন। এস্কটার বিশ্বে তার রান্নার জন্য খ্যাত। তিনি একজন মহান পাচক ছিলেন। আমরা বলি র‍্যালফ ওয়ালাডো এমরাসন প্ল্যাটার একজন মহান দোভাষী (interprete) ছিলেন।

(7) If your mind is perfectly attuned to your saroundings. if you are alive alert to all that is going on around you. if you are on the guard. wide awake. eager. expectant. you are on the *quinive.*

(৭) আপনি যদি আপনার চারপাশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন. আপনি যদি আপনার চার পাশে ঘটা সমস্ত কিছুর ব্যাপারে সচেতন থাকেন এবং সবাইকে জানিয়ে দেন, আপনি যদি প্রহরায় থাকেন. জাগ্রত থাকেন. আগ্রহী থাকেন প্রত্যাশী থাকেন তাহলে আপনি হলেন জীবিত (quinive)।

(8) A medly of things. an assorted and heterogonous mixture of great variety. is called *potpourri.*

(৮) কোন খিচুড়ি জাতীয় বস্তু। যেটি অসংখ্য ধরণের উপাদানে মিশ্রিত। একে বলা হয় সংমিশ্রিত বা খিচুড়ি *(potpourri)*।

(9) and (10) Have you ever met a man or woman with perfect poise? Do you notice how he or she says exactly the correct and charming things at the proper time? Never is such a person guilty of a *faux pas* an emanassing mistake. on the contrary. your perfectly poised. saphiscated. cosmopolitan friend is the professor of *savoir fair.*

(৯) এবং (১০) আপনার কি এমন কোন পুরুষ বা নারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে যিনি নিখুত মানসিক স্থৈর্য্য সম্পন্ন । আপনি কি লক্ষ্য করেছেন সেই পুরুষটি বা নারীটি উপযুক্ত সময় কত সঠিক এবং চমৎকার বস্তুর কথা বলেন। এই ধরণের পুরুষ বা নারীরা কখনও

ভুল পদক্ষেপ নেয় না। কোন বিরক্ত কর ভুল করেন না। বরং বিপরীত ভাবে আপনার ঐ মানসিক স্থৈর্য্য সম্পন্ন বন্ধুটি কখন কি করতে হবের শিক্ষক।

উদ্ধৃত ফরাসী শব্দগুলি উচ্চারণের সময় ফরাসী টান রাখার কোন প্রয়োজন নেই। সমস্তগুলিই কোনভাবে ইংরাজীকরণ হয়ে গেছে। আপনি যখন এই ধরণের কোন শব্দ ব্যবহার করবেন (আর আমরা প্রত্যাশা করব যে আপনি মাঝে মাঝেই তা করবেন) তাৎপর্যপূর্ণভাবে থেমে যাবেন না, গান গাইতে গাইতে থেমে যাওয়ার মত করে। বরং বিপরীতভাবে অন্যান্য শব্দের মতই সেগুলি ব্যবহার করবেন। সর্বোপরি হাজার হাজার শব্দ বিদেশী ভাষা থেকে আমাদের ইংরাজীতে এসেছে, গ্রীক, ল্যাটিন, ওল্ড নোর্স, জার্মান, ডাচ, ইতালি, পর্তুগীজ, চীন, জাপান ইত্যাদি।

তবে সত্যি কথা বলতে কি অন্যান্য ভাষার শব্দগুলি ইংরাজী যেমন আত্তিকরণ করতে পেরেছে ফরাসী শব্দের ক্ষেত্রে তা হয় নি। সুতরাং ফরাসী শব্দগুলির প্রতিটি বর্ণ অনুযায়ী উচ্চারিত না হলে আপনার বিস্ময়ের কিছু নেই।

এখানে আলোচিত ফরাসী শব্দের তালিকা দেওয়া হল। এগুলি সতর্কভাবে অভ্যাস কর, জোরে জোরে পড়ুন। অনেকবার ধরে।

(1) coup de grace (চরম আঘাত)। (2) de trop (অতি বেশী)। (3) double-entendre (দুটি অর্থ/দ্ব্যর্থ)। (4) en rapport (মধুর সম্পর্ক)। (5) esprit de corps (দেহের সত্ত্বা)। (6) par excellence (মহান/মহত্তোৎকর্ষ)। (7) quivive (যে বেঁচে থাকে)। (8) potpouri (জীর্ণ পাত্র)। (9) faux-pass (ভুল পদক্ষেপ)। (10) savoir-fair (কিভাবে করতে হবে জানা)।

উপরোক্ত দশটি ফরাসী শব্দের অর্থ দিয়ে দেওয়া হল। এটি আপনাকে এগুলির ব্যবহারে সাহায্য করবে।

(III)

এই অধ্যায়ের দশটি শব্দের সংজ্ঞা এখনো আপনাকে দেওয়া হয়নি। এদের অর্থগুলির একটা খসড়া দেওয়া হয়েছে বটে। সে যা হোক, বিভাগ (I) টি পড়ুন এবং তা ভালোভাবে বুঝে নিচের তাদের সমার্থক শব্দ বা শব্দসমষ্টির পাশে উপযুক্ত শব্দটি বসান। কিছু শব্দ অসংখ্যবার ব্যবহার করা হয়েছে।

A-1. Out of place---D... (2) Group enthusian---E ... (3) Double meaning---D... (4) Suparsingly good---P... (5) On the alert .... on the---Q.....

B-1. In very choiset manner---P.. (2) In agreement---E......

(3) In the way---D... (4) mixture---P.... (5) Decisive blow---C

C-1. On your toes .... on the---Q... (2) Two's company-D... (3) Finishing stroke---C... (4) Preeminently---P... (5) Off color ambiguity---D

D-1. In harmonious relationship---E... (2) On guard on the---Q ... (3) Jealous regard for the honor of the groups--..E...(4) Medley---P... (5) Embarrasing error---F

E-1. Poise---S... (2) Little of everything---P... (3) In accord---E ... (4) Knowing and doing the graceful thing---S... (5) Emanassing mistake---F...

এ-১/ স্থানচ্যুত (২) দলীয় আগ্রহ। (৩) দ্ব্যর্থ। (৪) উৎকর্ষাসিতে ছাপিয়ে যাওয়া ভালো (৫) সতর্ক।

বি-১/ খুবই পছন্দসই আচরণ। (২) চুক্তিতে। (৩) পথের বাধা (৪) মিশ্রণ। (৫) সিদ্ধান্ত মূলক আঘাত।

সি-১/ পায়ে খাড়া। (২) দুটির সঙ্গী। (৩) শেষ আঘাত। (৪) সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে। (৫) বেমান দ্ব্যর্থকতা।

ডি-১/ মধুর সম্পর্কে। (২) প্রহরায়। (৩) দলীয় মর্যাদার জন্য যত্নশীল। (৪) সংমিশ্রিত ভাবে। (৫) বিরক্তকর ভুল।

ঈ-১/ ভারসাম্য। (২) সবকিছুর সামান্য। (৩) মিলিত ভাবে। (৪) আনন্দদায়ক জিনিষ জানা বা করা। (৫) বিরক্তকর ভুল।

Answer

A. (1) de trop (2) esprit de coups (3) double entendre (4) par excellence (5) on the quivive.

B. (1) par excellence (2) en rapport (3) de trop (4) potpourri (5) coup de grace

C. (1) on the quivive (2) de trop (3) double entendre.

D. (1) en rapport (2) on the quivive (3) esprit de coups (4) potpourri (5) faux pas.

E- (1) sovoir-fair (2) potpourri (3) en rapport (4) savoir fair (5) faux pas.

(IV)

নিচে দশটি বিবৃতি দেওয়া হল। সেগুলিতে দেখবেন ফরাসী শব্দগুলি দেওয়া রয়েছে যেগুলি আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম। প্রদেয় বিবৃতিগুলির কিছু ভুল এবং কিছু ঠিক রয়েছে। বিবৃতিগুলির শেষে যেটি ঠিক T এবং যেটি ভুল F চিহ্ন দিন।

(1) The divorce was granted to the wife. who also get custody of the children and the dog. and the possession of the home. furniture. bank accounts and both easy. On the top of all this. as the coup de grace. she was awarded 75 percent of her husband's salary as alimony. .... (2) Some one who enjoy being with is usually de trop...... (3) Native girls indulge in frequent doubles extendres ...... (4) A husband and wife should be en rapport ....(5) A defeated army is full of esprit de coups......(6) Sara Berunhard was admitted to be an actress par excellence ....(7) A book of famous quotations is a potpourri of literary gems.....(8) A prize fightes must be on the quinive when he is in the ring......(9) A finishing school claims to give young girls savoir fair....(10) A faux pas is generately embarrassing..................

(১) স্ত্রী লোকটিকে বিবাহের অনুমোদন দেওয়া হল। সে ছেলেমেয়ে, কুকুর, বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র, আসবাবপত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং দুটি গাড়ির অধিকারও পেল। এসব ছাড়াও সে চরম আঘাত হিসাবে তার স্বামীর বেতনের পঁচাত্তর শতাংশ অর্থ তাকে দেওয়া হতে লাগল। (২) কারো সঙ্গে উপভোগ করা সাধারণত বেশী কিছু। (৩) সাধাসিধা বা গ্রাম্য মেয়েরা প্রায়ই দ্ব্যর্থ ভাষায় কথা বলে। (৪) স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হওয়া উচিৎ। (৫) পরাজিত সৈন্যদল হল দৈহিক সত্ত্বায় পূর্ণ। (৬) সারা বেরানহার্ড মহান অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃত। (৭) বিখ্যাত উদ্ধৃতি সম্বলিত বস্তু। (৮) পুরস্কারের জন্য যেসব প্রতিযোগী লড়ছে সেইসব লড়াকুদের রিঙের মধ্যে অবশ্যই প্রাণবন্ত থাকতে হবে। (৯) একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় মেয়েদের কি ভাবে কি করতে হয় তা শেখাবার দাবি করে। (১০) ভুল পদক্ষেপ সাধারণ বিরক্তকর ভুল।

Answer

(1) J (2) F (3) F (4) T (5) F (6) T (7) T (8) T (9) T (10) T

(V)

এই অধ্যায়ের ফরাসী শব্দগুলির সঙ্গে আপনার পরিচিতি করানোর শেষ পরীক্ষা। নিচে কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হল। পেছনের পাতা না উল্টিয়ে আপনি প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে এক একটি উপযুক্ত ফরাসী শব্দ বসান। আপনি সেগুলি ঠিক ভাবে বানান করতে পারবেন তো?

(1) The mortal stroke ..... (2) Said of a person who is in the way, out of place, or not wanted ...... (3) A word on phrase with double meaning ..... (4) In harmonious relation one with the other ....(5) The common devotion of member to organization .....(6) Preminent, beyond comparision .....(7) A mixture, a modley, a melange ...... (8) The chalange of a French sentinel, meaning 'who goes there? Hence on the alert ... (9) The ability to say and do the right thing at the right time ..... (10) A misstep, an embarrassing mistake ....

(১) মৃত্যুর আঘাত। (২) পথের বাধা, বেগে, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। (৩) দুটি অর্থ হয় এমন একটি ফরাসী শব্দ। (৪) একজনের সঙ্গে অপর জনের মধুর সম্পর্ক। (৫) কোন সংগঠনের প্রতি তার সদস্যদের সাধারণ অনুরাগ। (৬) সর্বোৎকৃষ্ট, তুলনাহীন। (৭) একটি মিশ্রণ, খিচুড়ি; (৮) একজন ফরাসী প্রহরীর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া, অর্থ, 'কে যায়?' অর্থাৎ সে সতর্ক রয়েছে (৯) উপযুক্ত সময়ে সঠিক বলা এবং সঠিক কাজ করার ক্ষমতা; (১০) ভুল পদক্ষেপ, বিরক্তকর ভুল।

Answer

(1) coup de grace (2) de trop (3) double entendre (4) en rapport (5) esprit de coups (6) par excellence (7) potpourri (8) quivive (9) savoir fair (10) faux pas

হাজার হাজার ফরাসী শব্দের মধ্যে এগুলি হল সামান্য কয়েকটির উদাহরণ, এগুলি কালক্রমে হয়ে উঠেছে আমাদের ইংরাজী শব্দের পোষ্য সন্তান। বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে এগুলি ইংরাজীতে তাদের স্থান করে নিয়েছে। সংস্কৃতিক সম্পন্ন কথা বার্তা যা রচনায় এগুলি আমাদের চোখে পড়ে। আপনি যদি কান এবং চোখ খোলা রাখেন তাহলে আপনি অবাক হয়ে গিয়ে দেখবেন কত অসংখ্য এমনি ফরাসী শব্দ বা শব্দসমষ্টি আমাদের ইংরাজী ভাষায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

শব্দ সম্বন্ধে শব্দ

প্রতিটি বিশেষত্ব, স্বাভাবিক ভাবে, তার নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে। আইনজীবি, ধর্ম প্রচারক, ডাক্তার এরা প্রত্যেকেই নিজের ভাষায় কথা বলেন। কোন ডাক্তারের কথাই ধরা যাক। তাদের ৫০৭ ধরনের শিরা, ধমনীর ৭১ ধরনের হাড় ৪৩৩ রকমের পেশী ২৩০ রকমের স্নায়ু ২৯২ রকমের বিষ ১০৯ রকমের জ্বরের কথা ইত্যাদি জানতে হয়

ভাষা বিজ্ঞানীরাও নিজের ভাষায় কথা বলেন। আর যে ভাষায় তিনি কথা বলছেন সেটি যদি আমরা না জানতাম তাহলে তাকে বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত হত।

সে যা হোক এই ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এমন কিছু শব্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে সেগুলিকে আমাদের প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ব্যবহার করতে হয়। এইরকম

(I)

দশটি শব্দ নিচে দেওয়া হল।

(1) anticliman. (2) analogy. (3) ambiguity. (4) clich. (5) epigrams (6) euphemism. (7) redundancy. (8) non sequitor. (9) persiflage. (10) simile.

নিচে প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

(1) Anticliman--- মঙ্গলবার রাত্রে মিনোলীয় কাউন্টি মেডিক্যাল সোসাইটিতে একটা সভা হবে। সেখানে অতিথি বক্তা থাকবেন ডাঃ জোনস এবং ডাঃ স্মিথ। ডাঃ জোনস প্রার্থনা সঙ্গীত থেকে তার বক্তৃতার বিষয়টি নেবেন। 'দ্যাখো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভাইদের একসঙ্গে থাকাটা কত ভালো কত মনোহর।' ডাঃ জোনস সরাসরি কবিতার চরণ বলবেন। (2) Analogy-- আপনার দেহটি একটা যন্ত্রের মত। সঠিক জ্বালানি দিন, দেখবেন এটি দক্ষভাবে কাজ দিচ্ছে। (3) Ambiguity-- কৃষকের সাহায্যকারী তার গাড়িটি গ্যারেজ থেকে বের করে আনল। (কার গাড়ী সে নিল)। (4) Clich--- আপনি যদি দুর্বল না হয়ে পড়েন এটি একটি মহান জীবন। (5) Epigram--- গ্রহণ করার থেকে প্রদান করা বেশী মহিমান্বিত হওয়া। (6) Euphemism-- অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পেশাদার ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে বলা হয় 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরিচালক'। দেহজীবিদের ক্ষেত্রে বলা হয় 'রাতের আলো'। প্রসাবাগারের ক্ষেত্রে পাউডার ঘর। মৃত্যুর ক্ষেত্রে 'মারা যাওয়ার' পানের ক্ষেত্রে অঙ্গ, যৌন সংলাপের ক্ষেত্রে বলা হয় 'অন্তরঙ্গ সম্পর্ক'। (7) Redundancy-সব থেকে বড়, মহান, সব থেকে বোকামীর প্রদর্শন পৃথিবীতে। (8) Non Sequitor-- বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার (মহিলা) সঙ্গীদের প্রতি উৎসাহ কখনো কমে নি। গত বছর তিনি একটা বিছানার চাদর এবং একটি টেবল ক্লথ কুরুশ কাঠি দিয়ে বুনেছেন। (9) Persiflage-- 'মানুষ কখনই জানে না কোনটি ঠিক। তাই উদ্দেশ্য এবং সন্দেহের মাঝখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে সে প্রথম মামলা তৈরী করল ভেতরে আলো আনার জন্য, এবং তারপর তা বন্ধন করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে দিল।' (10) Simile-- পাহাড়ে সীগালের (seagull) মতই ঘন।

(II)

আমরা আগেই বিশেষ্যের (noun) শেষ অংশটি নিয়ে আলোচনা করেছি (যেমন -ity. -ence. -ance. -ion. ইত্যাদি) এবার আমরা ঠিক এর উল্টোটি করব। আমরা এখন বিশেষ্য পদ (nouns) থেকে শব্দকে বিশেষণ (adjectives) পদে পরিবর্তন করব।

কিছু কিছু সাধারণ বিশেষণ -ic. -ent. -ous. -ical. -al. -ive নিয়ে শেষ হয়। যেমন ধরুণ dynamic biological. marvelous. triumphant. persistant এবং active.

নিম্নোক্ত বিশেষ্যগুলি (nouns) বিশেষণে (adjectives) পরিবর্তন করতে আপনার সহজাত বোধকে ব্যবহার কর মনে রাখবেন অন্যান্য বিশেষ্য বিশেষণ পরিবর্তনগুলির উদাহরণ একাজে আপনার পথপ্রদর্শক হিসাবে রয়েছে এবং প্রদেয় বাক্যে আপনার করা পরিবর্তিত পদের রূপটির ধ্বনি পরীক্ষা কর।

(1) anticliman শব্দটিকে বিশেষণ পদে পরিবর্তন কর. (একই ধরণের পরিবর্তন climan - climate) After the great naval victory. the sinking of a single enimy trawler was ......(মহান নৌবিজয়ের পর একটি শত্রু ট্রলারের ডুবে যাওয়াটা ছিল ....)।

(2) Analogy শব্দটি বিশেষণ পদে পরিবর্তন কর। (bigamay - bigamous) Let us discus an .....situation (আমাদের আলোচনা করা যাক .... অবস্থা)।

(3) ambiguity শব্দটি বিশেষণে পরিবর্তন কর।(Superfuity - Superfluous)

That is an ....statement. (এটি হল একটি ....বিবৃতি)।

(4) epigram বিশেষ্য পদটি বিশেষণ পদে প্রকাশ কর। (diagram - diagrammatic). Oscar wild has an ......style. অসকার ওয়াইল্ডের একটা .... স্টাইল আছে।

(5) euphemism বিশেষ্যকে বিশেষণে প্রকাশ কর। (antagonism - antagonistic) Let us use a more ...term.আমাদের একটি আরো ....শব্দ ব্যবহার করা যাক

(6) redundancy শব্দটি বিশেষণে পরিবর্তন কর। (militancy - militant) Your statement is .... আপনার বিবৃতি হল ....

Answer

(1) anticlimatic (2) analogous (3) ambiguious (4) epigrammatic

(5) euthemistic (6) redundant

(III)

নিচে দেওয়া প্রতিটি সংজ্ঞার পাশে আপনি উপযুক্ত শব্দটি লিখতে পারেন? আপনার সফলতার জন্য শব্দের আদ্যাক্ষরটি দিয়ে দেওয়া হল।

(1) A rhetorical figure empressing comparision or likeness.... S..... (2) partial agreement or resemblance between things some whate different: similerity in certain aspects ....A.... (3) A light. flippant style of conversion or writing; fanter; railery P..... (4) A state. worn-out or stereotyped phrase. either written or spoken....C..... (5) A inference or conclusion. that does not follow from the fact as stated ....N.... (6) A gradual or sudden decrease in the importance or impressiveness of what is said; the opposite of climax; a ludierous or ridiculous drop in the in thought and expression. some lines from the subline to the ridiculous .....A.... (7) Vagueness; indefiniteness; uncertainnity; expression whose meaning can be taken into or more ways. (8) A pitty saying in prose or verse that crystalizes a wise or withy thought. (9) A pleasing expression used in place of one which might be offensive. embarrassing.or in bad taste. (10) Unnecessary repetition or the employment of more words than are necessary.

(১) বাগ্মীতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের তুলনা বা সাদৃশ্যতার অভিব্যক্তি। (২) কিছুটা তফাৎ দুটি বস্তুর মিল অথবা সাদৃশ্যতা। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্যতা। (৩) কথাবার্তায় বা রচনায় হাল্কা অথবা গুরুতর বিষয়কে লঘু করে শেখানোর ধরণ। তীব্র হাসিঠাট্টা, শ্লেষ। (৪) মামুলি বা গতানুগতিক ও নীরস, জীর্ণ অথবা গতানুগতিক শব্দসমষ্টি, রচনায় কিংবা কথাবার্তায়। (৫) অনুমিত বা সিদ্ধান্ত যা কথিত ঘটনা অনুক্রমিক নয়। (৬) যা বলা হয়েছে সেটির গুরুত্বের ক্রমশ বা হঠাৎ হ্রাস; চরম অবস্থার বিপরীত ভাবনা চিন্তার বা অভিব্যক্তিতে অদ্ভুত অধঃপতন (৭) অস্পষ্টতা অনির্দিষ্টতা, অনিশ্চয়তা একটি অভিব্যক্তি যার অর্থ একাধিক বা বহু হতে পারে। (৮) গদ্য বা কবিতার একটি সতেজ কাহিনী যা কোন বুদ্ধি দীপ্ত ভাবনাকে স্বচ্ছ করে দেয়। (৯) একজনের পরিবর্তে একটা খুসীর অভিব্যক্তির প্রকাশ যা সরলতর অথবা ভীষণভাবে সঠিক কিছু যা আপত্তিকর হতে পারে (১০) অপ্রয়োজনীয়ভাবে পুনরাবৃত্তি অথবা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী শব্দ ব্যবহার করে

Answer

(1) simile (2) analogy (3) persiflage (4) clich(5) non sequitur

(6) anticliman (7) ambigiuity (8) epigram (9) euphemism (10) redundancy

(IV)

আমরা শব্দ সমূহের যদি ঠিকুজি কুষ্টির সন্ধান করতে চাই তাহলে আমাদের প্রায়শই সেইসব শব্দের ওপর অর্থের আলো ফেলতে হয়। আমরা তাদের নাটকীয় করে তুলি প্রাণবন্তও করে তুলি। এখানে দশটি 'শব্দের সম্বন্ধে শব্দ' এর উৎস দেওয়া হল। এদের মধ্যে একটা ছাড়া বাকী সবগুলিই হয় গ্রীক না হয় ল্যাটিন।

(1) Anticliman-- এটি গ্রীক শব্দ anti এবং kliman শব্দদুটি থেকে আসা। এদের অর্থ যথাক্রমে 'বিপরীতে' এবং 'সিঁড়ি' অতএব anticliman শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল 'ওপরে চড়ার বিপরীতে' অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা।

(2) Analogy-- এই শব্দটি গ্রীক শব্দদ্বয় ana এবং logos সমন্বয় গঠিত হয়েছে। শব্দটির অর্থ 'অনুযায়ী' এবং শব্দটির অর্থের সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি 'শব্দ' বা 'জ্ঞান' এর সঙ্গে। এই অধ্যায়ে logos কথাটির অর্থ হল 'সমানুপাত'?

(3) Ambiguity-- এটিও দুটি গ্রীক শব্দ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। সেগুলি হল ambi যার অর্থ 'সর্বদিকে' এবং agre যার অর্থ হল 'যাওয়া' আপনি যখন কোন 'ambiguous' বিবৃতি দেবেন তার অর্থ দাড়াবে বিষয়ের সব দিকে যাওয়া।

(4) Clich-- এটি একটি ফরাসী শব্দ। এটির অর্থ হল মুদ্রণের জন্য একটি ইলেকট্রোটাইপ বা স্টিরিও টাইপ প্লেট। আর এই কারণেই আপনার এক ঘেয়ে কোন বক্তৃতা একটা জায়গায় আটকে থাকে মন্ত্রবৎ এবং মৌলিকতার অভাব থাকে, সেই জন্য এটিকে বোঝাতে clich শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(5) Epigram-- এই শব্দটি আগের গুলোর মতই দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। তা হল epi এবং graphein. epi কথাটির অর্থ হল 'ওপারে' এবং 'graphein' শব্দটির অর্থ হল লেখা

(6) Euphemism-- এটি গ্রীক শব্দ eu যার অর্থ 'ভালো' এবং phemi যার অর্থ 'বলা' থেকে নেওয়া হয়েছে। অতএব আপনি যখন এই শব্দটির উল্লেখ করেন তখন ধরে নিতে হবে কোন বিষয়ে একটা চমৎকার মোড় দিতে আপনি অন্তত পক্ষে উদ্যোগ নিয়েছেন তা না হলে সেটি মনোরম হয়ে উঠত না

(7) Redundancy-- এটি কিন্তু ল্যাটিন দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে। সেই দুটি শব্দ হল red যার অর্থ 'পেছন' এবং unda যার অর্থ 'তরঙ্গ' বা 'ঢেউ'. নদীর ঢেউগুলি ফিরে

গিয়ে তীরে আছড়ে পড়ে, পরে আপনার শব্দের মতই তারা সে কাজ পুন: পুন: করে।

(8) Non Sequitur-- এই শব্দটি সরাসরি ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এটির আক্ষরিক অর্থ 'এটি অনুসরণ করে না।'

(9) Persiflage-- ল্যাটিন per এবং sibilare শব্দদুটি থেকে এসেছে। per কথাটির অর্থ 'মাধ্যমে' এবং sibilare শব্দটির অর্থ শিস দেওয়া 'হিস শব্দ করা। সম্ভবত যেহেতু এই শব্দটি মাঝে মাঝে 'শ্লেষ' বা 'হাসিঠাট্টা' র অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই এই ঘটনা তাৎপর্যময় যে শিস দেওয়া কিংবা 'হিস' শব্দটি উপহাস করার ধ্বনি হতে পারে।

(10) Simile-- ল্যাটিন শব্দ থেকে আসা, এটির অর্থ 'মিল'।

ভাঁজ খোলা পদ্ধতি'তে শব্দগঠন

কিছুটা ভিন্ন কোণ থেকে আসুন আমরা এখন শব্দের ক্রমগঠনের সমস্যার দিকে এগোই। আমরা এখনো সরাসরি পদ্ধতির ওপর নির্ভর করি। অর্থাৎ সেই পদ্ধতি যা অনুচ্ছেদে প্রথম আপনাকে কোন শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছে সেটির ওপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একটি বাক্য তার অর্থ থেকে সরিয়ে রেখে।

নিচের কঠিন শব্দগুলির অর্থ এবং ব্যবহার ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে সেই পদ্ধতিটির দ্বারা সেটির নাম আমরা দিয়েছি 'ভাঁজ খোলা পদ্ধতি'। যখনই আপনি প্রতিটি শব্দের মুখোমুখি হবেন, এমনকি সেটি যদি প্রথম বারের জন্যও হয় অনুচ্ছেদটির দ্বারা আপনাকে সেই শব্দের আংশিক অর্থ দেখানো হবে। কিন্তু শব্দটির পুরো অর্থ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে অধ্যায়টির শেষে গিয়ে।

(I)

প্রতিটি বাক্য পড়ুন বিশেষ করে বাঁকানো হরফগুলি (italized) লক্ষ্য কর, সেটির অর্থ কি হতে পারে তা মনে মনে বিবেচনা কর।

(1) He lives sever and *abstemious* life. (2) That is a *chimerical* and wholly unfounded fear. (3) hunger among millions is a strange *facet* of affluent America. (4) Honerly is a *fetish* with him. (5) The *Machiavellian* moves of the crime syndicate are astounding. (6) *Ochlocracy* is some times a result of war. (7) Only God is truely *omnicient*. (8) When John's treachery was discovered, he truly became a *pareah*. (9) The dishonest employee received a *peremp-*

tory dismissal. (10) The prisoner painted a *poignant* picture of his suffering. (11) The wife of socates was sour and *querulous*. (12) That is the most ridiculous and *specious* argument I have ever hard. (13) Fear of riots and civil disorders was *ubiquitous* in the late 1960. (14) He is so *unctuous* I cannot bear him. (15) That *vainglorious* and pompous senator annoys all who know him.

(১) যে খুব কঠিন এবং কঠোর আত্মসংযমী জীবন অতিবাহিত করে। (২) এটি অলৌকিক এবং সবটাই কাল্পনিক ভয়। (৩) কোটী কোটি মানুষের মধ্যে ক্ষুধা হল অভিজাত আমেরিকার একটা দিক। (৪) সততা তার ধ্যান জ্ঞান। (৫) অপরাধ জগতের চতুর গতিবিধি আশ্চর্যের ব্যাপার। (৬) যুদ্ধের কারণেই মাঝে মাঝে আতঙ্কের শাসন শুরু হয়। (৭) একমাত্র ঈশ্বরই সর্বজ্ঞানি। (৮) যখন জনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশিত হল তখন সে প্রকৃতই একঘরে হয়ে গেল। (৯) অসৎ কর্মীদের চূড়ান্তভাবে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। (১০) বন্দীটি তার জীবনের ভোগান্তির একটা মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছে। (১১) সক্রেটিসের স্ত্রী বদমেজাজের এবং কথায় কথায় অভিযোগকারিনী। (১২) এই তর্কটিকে সব থেকে অদ্ভুত এবং আপাতভাবে ঠিক মনে হলেও ভুল। এরকমটা আগে কখনও শুনিনি। (১৩) ১৯৬০ সালে সর্বত্রই দাঙ্গা এবং গৃহবিবাদ দেখা গিয়েছিল। (১৪) সে এতই পবিত্র যে আমি তার ভার রক্ষা করতে পারি না। (১৫) অহঙ্কারী এবং যান্ত্রিক সিনেট সদস্য সবাইকে বিরক্ত করে যারা তাকে চেনে।

(II)

এবার শব্দগুলি উচ্চারণ কর

(1) abstemious. (2) chimerical. (3) facet. (4) fetish. (5) macheavellian. (6) ochlocracy.(7) omnicient. (8) pariah. (9) peremptory. (10) Poignant. (11) querulous. (12) specious. (13) ubiquitous(14) unctuous . (15) Vainglorious.

(III)

নিচে উপরোক্ত শব্দগুলি দেওয়া হল এবং উত্তর হিসাবে তিনটি সমার্থক শব্দের বা শব্দগুলোর উল্লেখ করা হল. সঠিক সমার্থক শব্দটি বেছে লিখুন।

(1) abstemious-- (a) Licentious. (b) misrly. (c) sparing in the use of food and drink.

(2) chimerical--(a) foolish. (b) fanciful. (c) difficult.

(3) facet-- (a) side: aspect. (b) tap. (c) failure.

(4) fetish-- (a) she. (b) object of worship. (c) love.

(5) Macheavellian-- (a) kingly (b) politically cunning. (c) angelic.

(6) Ochlocracy-- (a) dictatorship. (b) mobsule. (c) democracy.

(7) ominicient-- (a) omnipotent. (b) rare. (c) all-knowing.

(8) pariah-- (a) outcast. (b) madman. (c) expatriate.

(9) peremptory-- (a) turdy. (b) fearful. (c) decisive and final.

(10) poigment-- (a) pignant. (b) painfully moving. (c) bitter.

(11) querulous-(a)questioning.(b) complaining, fretful.(c) angry

(12) specious--(a) remarkable. (b) cumming. (c) subtly false.

(13) ubiquitous--(a) ecstatic.(b) found or existing, c) every where

(14) unctuous-- (a) dirty. (b) unconcerned. (c) bland and smugly smooth in pretense of concern. sincerity, or spituality.

(15) vainglorious-- (a) silly. (b) boastful. (c) fastidious.

আপনি আগে উত্তর নিজে করে তারপর উত্তর লিখুন। আপনাকে এই প্রশ্নে সাহায্য করার জন্য বিশেষ কয়েকটি শব্দার্থ দিয়ে দেওয়া হল।

Licentious (কামুক/অসচ্চরিত্র) miserly (শোচনীয় ভাবে) fanciful (কল্পনাপূর্ণ) difficult (শক্ত/কঠিন) aspect (বিষয়) tap (মৃদু আঘাত করা/টোকা) failure (ব্যর্থতা) worship (পূজা) cunning (চতুর) angelic (সহজ সরল/দেবদূতের মত) dictatorship (এক নায়কতন্ত্র) mobrule (জনসাধারণের শাসন) omnipotent (সর্বশক্তিমান) rare (বিরল) outcast (অস্পৃশ্য) expatriate (নির্বাসিত করা) tandy (নিরুৎসাহিত/ঢিমেতাল) dicisine (দৃঢ় সংকল্প/নিস্পত্তিমূলক) pignant (কটু হলেও রুচিকর তীব্র কৌতূহল জাগায় এমন) fretful (খিটখিটে/অস্থির) subtly (কৌশলী/বাছবিচার পূর্ণভাবে) pestliferous (জ্বালাতনকর) dirty নোংরা unconcerned (অসংশ্লিষ্ট) spiritulity (আধ্যাত্মিকতা) silly (নির্বোধ) baostful (অহঙ্কারপূর্ণ) fastidious (রুচিবাগীশ /খুতখুতে)।

Answer

(1) c (2) b (3) a (4) b (5) b (6) b (7) c (8) a (9) c (10) b (11) b (12) c (13) b (14) c (15) b

(IV)

ক্রমশ যত এই শব্দগুলির ভাঁজ আপনার কাছে খুলে যাবে ততই বেশী বেশী করে এগুলির ওপর আপনার শক্তি বাড়বে। এই অংশে আপনি আপনার নিজের কণ্ঠস্বরে এই শব্দগুলি শুনবেন এবং এগুলির ধ্বনি আপনার কাছে স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠবে। তিনটির মধ্যে থেকে আপনি একটি সমার্থক বেছে নেবেন. প্রতিটি অনুশীলনীর সাথে সাথে আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন।

এবার পরের ব্যাপারটি দেওয়া গেল। এখানে সমার্থক বা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা আদাক্ষর সমেত দেওয়া হল। দেখুন শব্দটি মনে করতে পারেন কিনা। এই অনুশীলনটি আপনি কতটা বুঝেছেন তা পরীক্ষা করবেন, পরীক্ষা করবেন আপনার স্মৃতিশক্তি এবং বানান।

(1) Final. brooking no opposition or argument: hence. decisive to the point of being dictatorial.-- P ... (2) Mob rule. --- O... (3) Out cast. --- P... (4) Shrewly cunning: Politically devious. --- M ... (5) All-knowing. -- O... (6) Object of worship. -- F ....
(7) Sharply affecting the feelings: touching. -- P... (8) Found everywhere. -- U... (9) One side. faces as aspect of something . F ... (10) Complaning. whining. showing. discontent.................. Q
(11) Very moderate. almost austere. in one's habit of eating and drinking ... A 12) Seemingly true but actually false.--- S ....
(13)Boostfully conceited and self important.---V... (14) Aboardly fanciful or unreal.--- C... (15) Smooth and ingratiating. but obviously insincere. in one's pretense of piety. spiriluality. concern or earnestress. U....... ......

১) চূড়ান্ত. কোন বিরুদ্ধতা বরদাস্ত করা নয়. একনায়কতান্ত্রিক হয়ে ওঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক। (২) উন্মত্ত জনতার শাসন। (৩) এক ঘরে/অস্পৃশ্য। (৪) চতুর.রাজনৈতিক ভাবে শয়তান। (৫) সবজান্তা। (৬) পূজার বস্তু। (৭) তীক্ষ্ণ ভাবে অনুভূতিকে প্রভাবিত করা. মর্মস্পর্শী। (৮) সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। (৯) এক পেশে সমস্যা. অথবা কোনকিছুর একটি বিষয়। (১০) অভিযোগ. সজল চোখে অভিযোগ জানানো. অসন্তুষ্টি দেখানো। (১১) খুবই সংযত : কোন ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের ব্যাপারে আত্মসংযম। (১২) সত্যের মত প্রতীয়মান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা। (১৩) অহঙ্কার. আত্মগুরুত্ব। (১৪) অসম্ভব কল্পনা. অবাস্তব (১৫) মসৃণ এবং অনুগ্রহভাজন. কিন্তু ধার্মীকতায়. আধ্যাত্মিকতায় পুরোপুরি অযোগ্য

Answer

(1) peremptory (2) ochlocracy (3) pariah (4) machiavillian (5) omnicient (6) fetish (7) poignant (8) ubiquitous (9) facet (10) querulous (11) abstemious (12) specious (13) vainglorious (14) chimerical (15) unctuous.

(V)

আপার ভাবনাকে সাহায্য করার জন্য এবারে শব্দের আদাক্ষর দেওয়া হল না। আপনি কি নিচে দেওয়া প্রতিটি শব্দসমষ্টি অথবা বাক্য কে ইঙ্গিত করে এমন উপযুক্ত শব্দ লিখতে পারবেন?

(1) Reign of terror during French Revolution. (2) An object of worship among savages. (3) An absurd creation of the imagination(4) A leper. (5) Political maneuvers of dictators of the 1930s and 1940s (6) Arguments of demagogue. (7) The icecream vendor and has little truck on summer afternoon .(8) The Sadness of unrequited. (9) Boastfulness was a charecteristic of Nepolean. (10) A complainning wife. (11) Woman who are on a reducing diet. (12) A diamond. (13) God. (14) A mantinet's order to an underling. (15) A smooth apperance of sanctity.

(১) ফরাসী বিপ্লবের সময় আতঙ্কের আমল। (২) অসভ্যদের মধ্যে পূজাবস্তু। (৩) কল্পনার অবাস্তব সৃষ্টি। (৪) একজন কুষ্ঠরোগী। (৫) উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশক থেকে চল্লিশ দশকের একনায়কতান্ত্রিকদের রাজনৈতিক উদ্যোগ। (৬) রাজনৈতিক বক্তার উক্তিসমূহ।(৭) আইসক্রীম বিক্রেতা এবং গ্রীষ্মের অপরাহ্নে তার ছোট ট্রাক। (৮) অপরিশোধ্য ভালোবাসার বিষন্নতা।(৯) নেপোলিয়ানের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অহমিকা। (১০) একজন অভিযোগকারিণী স্ত্রী। (১১) যে মহিলা খাদ্যতালিকা হ্রাস করেছে। (১২) একটা হীরা (১৩) ঈশ্বর। (১৪) দুর্বলের প্রতি শক্তিশালীর হুকুম। (১৫) সাধুর সরল অভিব্যক্তি।

Answer

(1) octocracy (2) fetish (3) chimerical (4) pariah (5) machiavellian (6) specious (7) ubiquitous (8) poignant (9) vainglorious (10) querulous (11) abstemious (12) facet (13) omnicient (14) peremptory (15) unctuous.

(VI)

আমরা এবার পাঁচটি বাক্য থাকা চারটি বিভাগ দেব আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য।

এর সাহায্যে সুযোগ গুলি বাড়িয়ে দেবো আপনার অভ্যাসের জন্য। প্রতিটি বাক্য পূর্বোক্ত পনেরোটি শব্দের মধ্যে একটি নিয়ে সম্পূর্ণ হবে। নিচে দেওয়া প্রতিটি বিভাগের উত্তর দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা কর। কিছু কিছু শব্দ একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে।

Group-1

(1) The speaker painted a .... picture of hunger in America.

(2) You may insist that everybody hates you and avoids you. but I assure You that. a .... of your diseased imagination.

(3) The teacher makes a .... of descipline.

(4) He is a glib. .... person: I don't trust him.

(5) Your .... schemes to win the nomination will get you nowhere alréady your name is anathema to most of your constiluents.

(১) বক্তাটি আমেরিকার একটা ..... ছবি আঁকল। (২) তুমি জোর দিয়ে বল যে সবাই তোমাকে ঘৃণা করে এবং সবাই তোমাকে এড়িয়ে যায়। তবে আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি ওটা তোমার অসুস্থকর কল্পনার একটা .... (৩) ঐ শিক্ষকটি নিয়ম শৃঙ্খলার একটা ...... তৈরী করেন। (৪) ও সহজ .... ব্যক্তি. আমি ওকে বিশ্বাস করি না। (৫) নমিনেশন জয় করার তোমার .... কিছুই হবে না: তোমার বেশীর ভাগ নির্বাচন কারীদের কাছে তুমি ইতিমধ্যেই অচ্ছুৎ হয়ে গেছো।

Answer

(1) poignant (2) chimerical (3) fetish (4) unctuous (5) machiavellian

Group -2

(1) At cristmas time the .... Salvation Army lassie reminds a selfish public of people for whome the season may not be merry. (2) That is .... argument but possibly you may get a number of unthinking people to believe it. (3) No one can call you modest or diffident. indeed. on the contrary. you are the most .... man I know. (4) Invalids. disconted wives. rejected loves whisky children .... all these tend to be .... (5) There are so many ...... the international situation that it is difficult to guess what the future to holds.

(১) ক্রিস্টমাসের সময় .... স্যালভেশন আর্মি ইসাই জনসাধারণের একদল

স্বার্থপর ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিল যাদের জন্য এই ঋতুটা আনন্দে যাবে না। (২) এটা একটা .... তর্ক, কিন্তু সম্ভবত তুমি চিন্তাহীন কিছু মানুষকে তুমি এটি বিশ্বাস করতে পারো। (৩) তোমাকে কেউ বিনয়ী বলে না, বস্তুত বিপরীতভাবে তুমি হলে সব থেকে .... আমার জানা ব্যক্তি (৪) অক্ষম, অসন্তুষ্ট স্ত্রীরা, প্রত্যাশিত প্রেমিকরা ঘ্যানঘ্যানে শিশুরা .... সবারই প্রবণতা হল .... হওয়ার। (৫) আন্তর্জাতিক অবস্থায় এত অসংখ্য .... আছে যে ভবিষ্যতে যে কি আছে তা অনুমান করা শক্ত।

Answer

(1) ubiquitous (2) specious (3) vainglorious (4) querulous (5) facets.

Group-3

(1) No one knows what is going to happen in the world. Things are in such imbroglio. One would have to be .... to know.

(2) Poor people, through lack at money, are forced to be ....

(3) Lynching is an excellent example of ....

(4) Sometimes it is necessary for an author to know what is going in the minds of his charecters. This is called ....

(5) After murdering lincoln, John wilkes Booth became a ....

(১) কেউ জানে না পৃথিবীতে কি ঘটতে চলেছে। ব্যাপারগুলি সেরকমই বিশৃঙ্খলভাবে চলছে। কোন ব্যক্তিকে জানার জন্য ...... হতে হবে। (২) দরিদ্র জনসাধারণ, টাকাপয়সার অভাবে জোর করে ...... (৩) যথাযথ বিচার ছাড়া মৃত্যুদন্ড দেওয়াটা হল .... ।(৪) কখনো কখনো কোন লেখক তার লেখার চরিত্রগুলির মনের ভেতর কি চলছে তা জানার প্রয়োজন হয় এটাকে ..... বলা হয়।(৫) লিঙ্কনকে খুন করার পর জনউইক ..... হলেন।

Answer

(1) omnicient (2) abstemious (3) ochlocracy (4) omniciance (5) pariah.

Group-4

(1) Some mothers make their command so .... that they antagonize their children. (2) He is winning you over to his side with ..... (3) His .... machinations make him the most feared and the least trusted man in America. (4) In the spring the color green may be said to be almost ..... (5) Some house wives make an absolute

.....out of neatness

(১) কখনো কখনো মায়েদের তাদের কন্যাদের প্রতি কর্তৃত্ব এমনই ..... হয় যে তারা তাদের শিশুদের শত্রু করে তোলে। (২) সে ....সাহায্যে নিজের লক্ষ্যে তোমাকে জয় করে নিয়েছে। (৩) তার ... ষড়যন্ত্র তাকে সব থেকে বেশী ভয়ার্ত মানুষ করে তুলেছিল এবং আমেরিকার তার বিশ্বস্ততা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। (৪) বসন্ত কালে সবুজ রঙকে সব থেকে বেশী .....বলা যেতে পারে। (৫) কিছু কিছু গৃহবধূরা চূড়ান্ত ভাবে ..... করে।

Answer

(1) peremptory (2) specious (3) Machiavellian (4) ubiquitour (5) fetish

(VII)

এবার আপনাকে আমরা উল্টেভাবে চিন্তা করার কথা বলতে চলেছি বিভিন্ন কোণ থেকে আমরা এই শব্দগুলি আলোচনা করেছি। শব্দগুলি আশা করছি আপনার কাছে ক্রমশ অর্থকরী এবং ব্যবহার্য্য হয়ে উঠছে।

নিচে চৌদ্দটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি দেওয়া হল। আপনি কি প্রতিটি শব্দ বা শব্দ সমষ্টির বিপরীতে অর্থের শব্দটি লিখতে পারবেন? চেষ্টা করে দেখুন।

(1) Gluttonish ..... (2) Real: in actual existence ..... (3) object of hatred ..... (4) politically direct and honest ..... (5) central over the mob so that it is without power ..... (6) completely ignorant: knowing nothing .... (7) An idol. loved by all ...... (8) Indecisive: wavering .... (9) leaving the emotions unaffected..... (10) satisfied: uncomplaining.... (11) Authentic: true in every way..... (12) Found nowwhere: completely absent... (13) Crude and boorish... (14) Modest .....

(১) অতিভোজন। (২) বাস্তব. প্রকৃতই অস্তিত্ব রয়েছে। (৩) ঘৃণার বস্তু। (৪) রাজনৈতিক ভাবে সরাসরি. এবং সৎ। (৫) উন্নত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ যাতে তারা ক্ষমতাহীন হয়। (৬) সম্পূর্ণ অজ্ঞান কিছুই না জানা। (৭) একটা আদর্শনীয় বস্তু. সবাই ভালোবাসে। (৮) অসিদ্ধান্তমূলক. তরঙ্গায়িত। (৯) প্রভাবহীন আবেগ। (১০) সন্তুষ্ট. অভিযোগহীন। (১১) প্রকৃত প্রামাণিক. সবদিক দিয়েই সত্য (১২) কোথাও পাওয়া যায় না. সম্পূর্ণ অনুপস্থিত. (১৩) অমার্জিত. অভব্য বা গেঁয়ো (১৪) বিনয়ী।

Answer

(1) abstemious (2) chimerical (3) fetish (4) Machiavellian (5)

ochlocracy (6) omnicient (7) pariah (8) perenptory (9) poignant (10) querulous (11) specious (12) ubiquitous (13) unctuous (14) vainglorious

(VIII)

কোন শব্দের সংজ্ঞা দেওয়াটা অবিশ্বাস্য রকমের শক্ত কাজ। উদাহরণ হিসাবে ধরুন আপনাকে 'blue' শব্দটির সংজ্ঞা এমনভাবে দিতে হবে যাতে একটি অন্ধলোকের কাছেও সেটি পরিস্কার হয়ে যায় যে আপনি কি বলতে চাইছেন। তবে যে শব্দগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেগুলির সংজ্ঞা দিতে গেলে আপনাকে সেগুলি নিয়ে প্রগাঢ়ভাবে ভাবতে বাধ্য করবে এবং আপনার জন্য তাদের অর্থগুলি আঁকড়ে থাকবে এমন ভাবে যা অন্যভাবে করা যেতে পারে না।

উত্তর দেবার পর যখন এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মেলাবেন সেখানে দেওয়া সংজ্ঞার সঙ্গে আপনার দেওয়া সংজ্ঞার ভাষার মিল নাও থাকতে পারে। সেরকম প্রত্যাশা আপনি করতে পারেন না। তবে যদি আপনি শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দেখেন মোটামুটি ভাবে আপনি বইএ দেওয়া সংজ্ঞার একই বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন তাহলে ধরে নেবেন যে শব্দগুলির ওপর আপনার কর্তৃত্ব এসেছে।

(1)abstemious... (2chimerical .... (3) facet ..... (4) fetish .... (5) Machiavellian .... (6) Ochlocracy .. (7) Omnicient .... (8) pariah .... (9) Peremptory .... (10) poignant .... (11) querulous ..... (12) Specious .. (13) abiquitous ... (14) unctuous ... (15) Vainglorious....

এই অধ্যায়টিকে ভালো করে মন দিয়ে পড়ুন আগেই শব্দগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেগুলি ঘুরিয়ে দেখে নিন শব্দগুলির অর্থ গভীর মনযোগ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর। তারপর আপনি নিজে থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে দিন।

সে যা হোক এই অধ্যায়ে কিছু দীর্ঘ এবং অপ্রচলিত শব্দ রয়েছে আর এটি আমাদের সতর্ক করে প্রায়শই দেয় না পুনরাবৃত্তি করার। আমরা যখন বিরাট শব্দভান্ডারের মূল্যের কথা বলি তখন আমরা বড় বড় শব্দের শব্দভান্ডারের কথা বলি না। বড় বড় শব্দের নিজস্ব একটা অবস্থান রয়েছে। কখনো কখনো এটি একটা অর্থকে স্বচ্ছ করে দেয় যা প্রকাশ করতে একটা পুরো শব্দসমষ্টি লেগে যায়। চমৎকার একমাত্র তখনই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার কর

প্রাচীন শব্দমূল থেকে শব্দ

পৃথিবীতে আমরা আমেরিকানরা হলাম সব থেকে বেশী আবিষ্কারক। আর এই মেধা আমরা আমাদের ভাষায় প্রয়োগ করেছি অবিরামভাবে। আমরা বহুদিনধরেই শব্দ আবিষ্কার করে আসছি।

তবে আমরা যে কেবল শব্দ আবিষ্কার করেছি তা নয় (যেমনটি এই বইটিতে উল্লেখ করেছি) আমরা ক্ষুধার্তের মত বিদেশী শব্দসমূহ আমাদের ভাষায় পোষ্য নিয়েছি এবং আমাদের ভাষায় পুষ্ট সেইসব শব্দ আমরা নিজেদের ব্যবহারে লাগিয়েছি।

এই অধ্যায়ে আমরা অনেকগুলি রাস্তার প্রকাশ ঘটাবো যা সরল সংখ্যা ১,২, এবং ৩ থেকে আসা শাখা। আপনি দেখতে পেতে পারেন যে আমরা ইতিমধ্যে আলোচিত শব্দ প্রকরণের শব্দমূলগুলির পুনরাবৃত্তি করব।

monos শব্দটি হল গ্রীক। এটির অর্থ এক (one) এটি ইংরাজীতে এসে mono অথবা mon হয়। এইভাবে monocle একচোখের একটি চশমা। monogramy শব্দটির অর্থ একবার বিবাহ। 'monogram' শব্দটির অর্থ হল দুটি কি আরো বেশী বর্ণ এমনভাবে লেখা যেটি একটি হিসাবে পরিগণিত হয়।

(I)

mono বা mon দিয়ে শুরু হওয়া কিছু ইংরাজী শব্দের কথা বলতে পারেন কি? নিচে কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হল সেগুলি আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে। তবে একান্তই যদি আটকে যায় তবে নিচে উত্তরটি দেখে নিন।

(1) .... A treatise on one subject. (2) .... A speech attened by one person. (3) ... . A mental derangment confined to one idea. (4) ... An aeroplane with one pair of wings. (5).... Exclusive possession or control of any one thing.(6) .... A word of one syllable. (7) .... Belief in one God. (8) ....One unvarrying tone. (9) ... Government in the hands of the ruler. (10) ... Place in which person lives alone. (as one. by himself) under religious vows. (11) ... The inhabitant of the place described in item 10 (12) ...Continuing in one unvariying way or tone. hence fire some. dull.

(১) গবেষণা মূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ। (২) একজন ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত ভাষণ। (৩) একটি বিষয়ে আটকে থাকা মানসিক রোগ। (৪) একডানাওলা উড়োজাহাজ। (৫) যে কোন বস্তুর চূড়ান্ত দখল বা নিয়ন্ত্রণ। (৬) একটি সিলেবল বিশিষ্ট শব্দ। (৭) এক ঈশ্বরে

বিশ্বাসী।(৮) একরকম স্বরে। (৯) শাসকের হাতে সরকার। (১০) কোন স্থান যেখানে কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ এককভাবে বাস করে। (১১) দফা দশে বর্ণিত স্থানের বাসিন্দার নাম। (১২) একইরকম ভাবে বা স্বরে কেবল ক্লান্তিকর, একঘেয়ে।

Answer

(1) monograph (2) monologue (3) monomonia (4) monoplane (5) monopoly (6) monosyllable (7) monotheism (8) monotone (9) monarchy (10) monastery (11) monk (12) monotonous

(II)

পূর্বেকার অনুশীলনীর কিছু শব্দ আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তাদের মধ্যে থেকে কিছু নতুন শব্দমূলের সন্ধান পেতে পারি।

(1) 'monograph' শব্দটি থেকে গ্রীক শব্দ graphein শব্দটি পাই। এটির অর্থ লেখা (write)। এই শব্দমূলটি ইংরাজী অনেক শব্দে রয়েছে। graphic — লিখিত, ফলে সজীব। graphite — লেখার মাল মশলা। autograph — নিজের দ্বারা লিখিত নিজের নাম। chirography — হাতের লেখা telegram — দূর থেকে লেখা।

(2) 'monologue' শব্দটি থেকে আমরা গ্রীক শব্দ logos শব্দটি পাই। ত্রয়োদশ অধ্যায় আলোচিত, এটির বিভিন্ন ধরণের অর্থ হয় যেমন শব্দ, জ্ঞান, বিজ্ঞান সমানুপাত ইত্যাদি। আমরা ইতিমধ্যেই 'entomology' 'philology' 'embryology' 'etymology' ইত্যাদি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এছাড়াও আগে কিছু শব্দ আছে। সেগুলি যেমন— dialogue — দুজন ব্যক্তির সংলাপ। enlogy — ভালোশব্দ। biology — জীবন বিজ্ঞান। trilogy — তিনটি অংশের সংলাপ।

(৩) এমনি ভাবে ইংরাজী শব্দ 'monomonia' অন্যান্য কিছু শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যেমন, 'dypsomonia' - Kleptomonia pyromonia - nymphomonia - megalomonia ইত্যাদি।

(4) 'monotheism' শব্দটি গ্রীক শব্দ theos রয়েছে। এই theos শব্দের অর্থ ঈশ্বর। এটিও আমাদের অনেক শব্দ মনে করিয়ে দেয়, সেগুলি যেমন — polytheism - theology - theocracy - antheism ইত্যাদি।

Bi একটি উপসর্গ। এটি ল্যাটিন bis থেকে নেওয়া। এটির অর্থ দুই বা দুবার। এইরকমভাবে bianual (বছরে দুবার) bicameral (দুটি ঘর সমেত, যেমনটা আমাদের কংগ্রেসে সিনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ কিংবা ইংলন্ডের হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমন্স) biceps (দুটি মাথাওলা পেশী) bicuspid (দুমুখো দাঁত) ইত্যাদি

এই bi উপসর্গ দিয়ে আপনি কি আর অন্যান্য শব্দ মনে করতে পারেন

(1) A vehical with two wheels ..... (2) Occuring every two years ..... (3) Eyeglasses having two kinds of lenses .... (4) Second marriage while the first in effect ..... (5) Every two months .... (6) Something used for two eyes .... (7) An animal with two feet ... (8) Something cooked twice ... (9) Cut into two parts ....(10) A marine animal with two shells, as an eyster, clam etc.

(১) দুচাকাওলা গাড়ি।(২) প্রতিবছর দুবার। (৩) দুই ধরণের লেন্স থাকা চশমার কাঁচ (৪) প্রথম বিবাহটি কার্যকরী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ। (৫) প্রতিমাসে দুবার। (৬) দুটি চোখের জন্য কিছুর ব্যবহার। (৭) দুপাওলা জন্তু। (৮) দুবার রান্না হওয়া বস্তু। (৯) কেটে দুটুকরো করা।। (১০) দুই খোলওলা সামুদ্রিক প্রাণী।

Answer

(1) bicycle (2) biemial (3) bifocals (4) bigamy (5) bimonthly (6) binoculars (7) biped (8) biscuit (9) bisect (10) bivalve

আমরা যদি পূর্বেকার শব্দগুলি বিশ্লেষণ করি তাহলে তাদের মধ্যে আমরা কিছু কার্যকরী শব্দমূল দেখতে পাবো।

(1) 'bicycle' শব্দটির শেষ অংশ গ্রীক শব্দ 'kyklos' শব্দটি থেকে নেওয়া। এই শব্দটির অর্থ চাকা বা বৃত্ত। এই শব্দমূলটি আরো কয়েকটি ইংরাজী শব্দে আমরা দেখতে পাই। সেগুলি যেমন - cyclic, unicycle, tricycle ইত্যাদি।

(2) bigamy শব্দটিতে গ্রীক শব্দমূল রয়েছে। সেটি হল gamos ইতিমধ্যেই আমরা এই শব্দমূল থাকা অন্যান্য ইংরাজী শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যেমন monogamy, polygamy, misogamy ইত্যাদি।

(3) 'binoculars শব্দটিতে গ্রীক শব্দমূল oculus রয়েছে। এটির অর্থ চোখ। এই শব্দমূল থেকে যে যে শব্দ আমরা পেয়েছি সেগুলি হল monocle, oculist, ocular ইত্যাদি।

(4) 'biped' শব্দটাতে রয়েছে ল্যাটিন শব্দমূল 'pedis' এটির অর্থ পা (foot). এটি pedestrain, pedal, quadruped imped expedition ইত্যাদিতে আমরা দেখতে পাই।

(5) 'bisect' শব্দটির দ্বিতীয় শব্দমূল হল 'sectus' এটির অর্থ কাটা (cut), এটি থেকে যেসব ইংরাজী শব্দ পেয়েছি সেগুলি হল যেমন sect, insect, intersect.

trisect ইত্যাদি।

(III)

'Tri' হল ল্যাটিন অথবা গ্রীক উপসর্গ। এটির অর্থ তিন (three) এইরকমভাবে সঙ্গ াতে 'triad' কথাটি এসেছে (তিনটি সুরের তার) triangle শব্দটিও এখান থেকে এসেছে. এটির অর্থ তিনটি দেবদূতের মূর্তি। এছাড়া তিনটি রঙকে বোঝাতে tricolor শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি।

এবার এই tri শব্দমূলটি দিয়ে আপনাকে দশটি শব্দ লিখতে হবে। আপনাকে সাহায্য করার জন্য পাশে সংজ্ঞাগুলি দিয়ে দেওয়া হল।

(1) A vechicle of three wheels. (2) Having three sides. (3) Made up of. or pertaining to three languges. (4) A series of three literary or musical composition. (5) Every three months. (6) The union of three person's as the father. the son and the Holy Ghost. (7) Three people who sing a song. (8) Consisting of three. (9) Three children born simultaneously from the same mother. (10) A three legged stand as for a camera.

(১) তিনচাকার গাড়ি। (২) তিনটি দিক বা বাহু রয়েছে। (৩) তিন ভাষা বিশিষ্ট। (৪) সাহিত্য অথবা সঙ্গীতের তিনটি ধারাবাহিক রচনা। (৫) প্রতি তিনমাস অন্তর। (৬) তিনটি মানুষের সমাহার যেমন বাবা, ছেলে এবং পবিত্র ভূত। (৭) তিনজন ব্যক্তি মিলে একটি গান গাওয়া। (৮) তিনটি মিলে। (৯) একই সময়ে এবং একই মায়ের গর্ভজাত তিন সন্তান। (১০) তিন পায়ার চৌকি ক্যামেরা রাখার জন্য

Answer

(1) tricycle (2) trilateral (3) Trilanguel (4) trilogy (5) trimonthly (6) trinity (7) trio (8) triple (9) triplets (10) tripod

উপরোক্ত trilateral শব্দটিতে 'tri' শব্দমূলটি ছাড়াও lateris শব্দমূলটি রয়েছে। এই শব্দটির অর্থ হল 'দিক' বা 'বাহু' এই শব্দমূলের সমন্বয় গঠিত হয়েছে trilateral শব্দটি। এটি bilateral শব্দটিতেও পাওয়া যায়, যার অর্থ দ্বিবাহু বা দুদিক।

tripod শব্দটিতে tri এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রীক হব্দ podos যার অর্থ পায়ের পাতা. এটি podium শব্দেও পাওয়া যায়। এটির অর্থ হল ক্ষুদ্রপরিসরের একটা স্থান যার ওপর অর্কেষ্ট্রা পার্টির পরিচালক দাড়িয়ে থাকেন। এছাড়া এটি chiropodist অথবা podiadrist monopode প্রকৃতি ইংরাজী শব্দে রয়েছে।

(IV)

এবার কি প্রাচীন শব্দমূলগুলির (গ্রীক ও ল্যাটিন) ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ এসেছে? তাহলে পূর্বেকার আলোচনার কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজেকে পরীক্ষা করে নিন। নিচে অনেকগুলি শব্দমূল দেওয়া হল। প্রতিটি শব্দমূলের পাশে ঐ শব্দমূল দিয়ে গঠিত দুটি ইংরাজী শব্দ লিখুন।

(1) Monos (one / একটি)--(a).... (b).... (2) graphien (write /লেখা) (a)... (b).... (3) logos (word / শব্দ, Study / জ্ঞান)--(a.... (b)..... (4) monia (dirangy / বিশৃঙ্খল)--(a).. (b).... (5) theos (God / ঈশ্বর)--(a)....(b).... (6) bis (twice, two / দুবার / দুই) (a).... (b)... (7) kyklos (wheel / চাকা)--(a).... (b).... (8) gamos (marriage / বিবাহ)--- (a)... (b)... (9) Oculus (eyes / চোখ)--- (a)..... (b).... (10) pedis (foot / পায়ের পাতা)- (a).... (b).... (11) sectus (cut / কাটা)--- (a)..... (b)... (12) Tri (three / তিন)--- (a).... (b).... (13) Lateris (side / দিক বা বাহু)--- (a).... (b)... (14) podos (foot / পায়ের পাতা)-- (a)....(b)....

শব্দের অর্থ বদল

আপনাদের হয়তো ছোট গল্পটির কথা মনে রয়েছে। গল্পটি ইংলন্ডের সম্রাট জর্জ প্রথম এবং লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের ভাস্কর স্যার ক্রিস্টফার রেনকে নিয়ে। চমৎকার ভাবে অট্টালিকাটি সম্পূর্ণ হবার পর সম্রাট রেনকে বললেন যে তার কাজটি 'উপভোগ্য', 'বিস্ময় এবং শিল্পসম্মত', একথা শুনে স্যার ক্রিস্টফার রেন খুবই খুশী হলেন। এখন মুশকিল হল কি সম্রাট কর্তৃক ব্যবহৃত বিশেষণাত্মক শব্দগুলির (amusing awful and artificial) অর্থ তিনশোবছর আগে এইরকমই ছিল। যার ফলে বেশ খুশী হয়েছিলেন।

এটি একটা নাটকীয় ইঙ্গিত দিলাম এই বোঝাতে যে সময়ের তালে শব্দের অর্থ বদলে যায়। ল্যাটিন এবং গ্রীক অবশ্যই মৃত ভাষা, আর এই কারণেই ভাষাটি আজ নিশ্চল কিন্তু এটি ইংরাজী ভাষার মত প্রাণবন্ত হওয়ার কারণে আজো এই ভাষাটি প্রবহমান।

খুব প্রাচীন কালে দুর্গন্ধ বোঝাতে rose (গোলাপ) শব্দটি ব্যবহার করা হত। এটা ফুলের শেষ ছিল শব্দটির পুরানো ইংরাজী ভাষায় দুর্গন্ধ বা stink এবং পূতিগন্ধ বোঝাতে odor (সুগন্ধ) শব্দটি কেও ব্যবহার করা হত। কিন্তু যেহেতু উৎকৃষ্ট সুগন্ধ আমাদের অনুভূতিতে গভীরভাবে ছাপ ফেলে তাই শব্দটির অর্থ ক্রমশ স্থানান্তরিত হয় এবং শেষে সেটি একমাত্র দুর্গন্ধ বোঝাতেই ব্যবহৃত হতে থাকে।

আজকের দিনেও আমাদের নাকের ডগায় এমনি শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ব্যাপারটি ঘটে। smell (গন্ধ) এবং odor (সুগন্ধ) শব্দদুটি যখন বিশেষণ (adjective) দ্বারা গুণান্বিত্র সেগুলি তখন গূঢ়ার্থে একটা মতানৈক্য থেকে যায়। শব্দসমষ্টি 'what a smell' অথবা 'what a odor' নিঃসন্দেহে কোন চমৎকার গন্ধের উল্লেখ করে. না। বর্তমানে যখন আমাদের নাক কোন গন্ধে খুসী হয় আমরা সেটা বোঝাতে তখন scent অথবা 'mono' শব্দগুলির আশ্রয় নিই। যদি এই শব্দগুলি কোন একদিন মাটিতে শেকড় প্রোথিত করতে পারে. (সেগুলি অবশ্যই তা করবে বলেই মনে হয়) তাহলে আমাদের 'bouquet' শব্দটির আশ্রয় নিতে হবে। এখন এই শব্দটি মনের ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট সুগন্ধকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অতীতের আর একটা মর্যাদাকর শব্দ হল 'villain'। এটি লুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে villain (খলনায়ক) শব্দটি হল ক্ষেতের মজুর, অথবা একজন ব্যক্তি যে গ্রামে কাজ করে। কিছু ভাষাবিদ মনে করেন শব্দটির সঙ্গে অসম্বন্ধিত vile শব্দটি সম্পর্ক থাকা এই শব্দটির অবনমনের পথে যেতে সাহায্য করছে। ঠিক এইভাবেই 'hurry' শব্দটি নিরীহ শব্দ 'housewife' শব্দটির নিছক সংক্ষেপিত রূপ।

'steve' শব্দটি 'die' হিসাবে এবং zest শব্দটি লেবুর খোসার অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হত। অ্যাংলো স্যাকসন অভিধানে 'meat' কথাটির অর্থ দেওয়া আছে। যে কোন ধরণের খাদ্য বস্তু। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'specious' শব্দটির অর্থ করা হত সুন্দর (beautiful), stupid শব্দটির অর্থ করা হত উপভোগ্য (amazed) শব্দটি, প্রাণহীন (deadened) হিসাবে অর্থ করা হত।

অবশ্য এই স্বীকার্য যে পরিবর্ত হল যে কোন স্বাস্থ্যবান এবং বর্ধিষ্ণু ভাষার সবথেকে নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত। সব ইংরাজী ভাষার মত এত সমৃদ্ধভাবে এবং দ্রুত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াটা আর কোন ভাষার মধ্যে দেখা যায় নি। ইংরাজীর মত ইংরাজীর ভাতৃ প্রতীম ভাষা আমাদের আমেরিকার ভাষার ক্ষেত্রে এই একই কথা খাটে।

মাত্র কিছু বৎসর আগেও broadcast শব্দটির অর্থ ছিল 'বীজ বপন করা'। এখন শব্দটি রেডিও এবং টেলিভিশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। Exotic শব্দটির অর্থ ছিল বিদেশ বা আগন্তুক 'একটি বিদেশী ফুল' হিসাবে এখন এই 'exotic' শব্দটি আমরা মোহিনী সৌন্দর্য্য glamour হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। চলচ্চিত্র বলতে এই glamour শব্দটি এখন বহুল প্রচলিত।

সময়ের তালে তালে ইংরাজী শব্দের এই অর্থ বদল নিয়ত ঘটে চলেছে। ইংরাজী যে শব্দটির অর্থ গতকাল যা ছিল আজ আর সেই অর্থ বহন করে না। 'humer' শব্দটি আগে

মনের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হত এবং তারো আগে শব্দটি দেহের চারটি তরলপদার্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হত। শুধু তাই নয় তারো আগে এই বিশেষ শব্দটি দিয়েই 'আদ্রতা বা বাষ্প' বোঝানো হত কিন্তু বর্তমানে এই 'humour' শব্দটি দিয়ে আমরা আমাদের একটি বোধকে প্রকাশ করি যার সাহায্যে আমরা রসিকতার কোন বস্তুকে উপলব্ধি করি।

অতীতকালে আমরা যখন বলতাম যে একজন ব্যক্তি উপুড় হয়ে (pron) শুয়ে আছে, বলাটা ঠিকই হত। বর্তমানে সংবাদপত্রে ছাপানো ছবি দেখে বিবেচনা করি যে ব্যক্তিটি সাধারণত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। বর্তমান দিনে fight শব্দটি সরলভাবে একটা তর্ক। আর celebrity শব্দটি সেই ব্যক্তিকে বোঝাতো যিনি গতকালের সংবাদপত্রের গালগল্পের স্তম্ভে ছিলেন; বর্তমানে যে কেউ চড়তে পারেন (climb up) এবং সেই সঙ্গে নামতে (climb down) পারেন। lay কথাটির অর্থ ফ্রেয়ো এবং 'quite' শব্দটির পূর্বেকার অর্থ ছিল সর্বোতভাবে, awfully শব্দটির মত প্রায়ই 'very' (খুব) অর্থ বোঝায়।

যেমন 'Aylum' শব্দটির কথা ধরুন এটি গ্রীক 'Asylon' শব্দ থেকে আসা। এটির অর্থ 'বন্দী করার কোন অধিকার নেই' অথচ ব্যুৎপত্তিগত ভাবে এটির অর্থ 'উদ্বাস্তুর স্থান'। আধুনিক যুগে এই শব্দটি এতই বিকৃত হয়েছে যে এটির অর্থ কেবল 'উন্মাদ আশ্রমে' এসে ঠেকেছে।

সুতরাং আমাদের ইংরাজী ভাষার শব্দের অর্থবদল ঘটেছে, উন্নত হয়েছে এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নতুন সময় নতুন নতুন শব্দ এসেছে বর্তমান যুগটি যদি সেই অতীত দিনের মতই হত তাহলে 'cabriolet' শব্দটির অর্থ আলো। একটি সভ্যতার সেই অ্যাংলো স্যাক্সন যুগ থেকে যদি পরিবর্তন না ঘটত, 'curious' শব্দটির অর্থ কৌতূহলদ্দীপক না হয়ে সতর্কই বা যত্নবান'ই থেকে যেতো আর silly শব্দটি নির্বোধ না হয়ে আশীর্বাদীয়ই থেকে যেতো।

ভাষার পরিবর্তন ঘটে আর এই পরিবর্তন স্বাভাবিক শতশত বৎসর আগে অনেক শব্দ যা বিংশ শতাব্দীতে উপযুক্ত ছিল, তা একবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অর্থগত দিক দিয়ে বদলে নেবে।

এখন আপনি বইটির শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। পরের অধ্যায়টি এক হল একটি পর্যালোচনার পরীক্ষা; শব্দ শিক্ষায় আপনি আগের থেকে উন্নতি করেছেন যে উন্নতি দশ পনের বছরের একজন গড় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি করে থাকে; বিংশ শতকের মধ্যাংশের পর অনেকের শব্দভাণ্ডারের উন্নতির পরিকল্পিত উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে ঘাটতি হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ জনই কত সীমবদ্ধ। it এবং the এর মত নটি মাতৃভাষা আমাদের কথাবার্তার এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে আরো চৌত্রিশটি শব্দ যোগ করে এবং

তখন আপনি আপনার প্রতিদিনের কথাবার্তার অর্ধেক ইংরাজী শব্দই মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আমাদের গতানুগতিক কাজের পঞ্চাশ পাতা কাজ করে এই তেতাল্লিশটি শব্দ। আপনি এটি অনায়াসেই করতে পারেন।

আপনার একমাসের শব্দ ভাণ্ডারের পরীক্ষা

আপনি এখন ব্যবহার্য্য এবং মূল্যবান শব্দসমূহের একটা বিরাট অংশ আপনার কার্যকরী শব্দভাণ্ডারে যুক্ত করেছেন। সেগুলির মধ্যে কতগুলি শব্দ আপনি শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন সেটাই দেখার বিষয়।

(I)

নিচে পাঁচটি বাঁকানো (italized) হরফের শব্দ দেওয়া হল পাশে তিনটি করে অর্থ দেওয়া হল। কোনটি সঠিক লিখুন।

(1) *gregarious* (সংঘবদ্ধ বাস)। (a) Home loving. (b) Party loving (c) food loving

(2) *Wanton* : (অসচ্চরিত্র)। (a) unrestrained (b) desirous (c) useful.

(3) *pander* : (আমোদ প্রমোদ বা খাদ্য সরবরাহ করা)। (a) fry (b) cates to (c) raise.

(4) *effete* : (নিঃশেষ / ব্যতীত)। (a) warn out (b) strong (c) happy.

(5) *vicarious* : (বদলি স্বরূপ)।(a) actual (b) second hand (c) tricious

(II)

শেষে monia আছে এমন পাঁচটি শব্দ লিখুন।

(1) ....(2) ....(3) ....(4) ....(5) ....

(III)

ক্রিয়াপদটি লিখুন শব্দটির আদ্যক্ষর দিয়ে দেওয়া হল প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে মেলানো

(1) To spend time in country... R... (2) To delay.... P... (3) To show disapproval...D... (4) To enclude from social privileges...O ... (5) To be bright and witty.... S

(১) গ্রামে দিন যাপন করা (২) দেরী করা। (৩) অসম্মতি দেওয়া (৪) সামাজিক সুবিধেগুলি থেকে বাদ দেওয়া। (৫) উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিমান হওয়া।

(IV)

নিচে কতগুলো রোগের নাম দেওয়া হল আপনি রোগ অনুযায়ী কি ধরণের ডাক্তারের

কাছে যাওয়া উচিৎ তা লিখুন

(1) eye diseases. (2) children's disease. (3) mental disorder. (4) skin trouble. (5) crooked teeth.

(১) চোখের রোগ। (২) শিশুদের রোগ। (৩) মানসিক বিশৃঙ্খলা (৪) ত্বকের সমস্যা (৫) বিকৃত দাঁত।

(V)

নিচে কিছু ডাক্তারের কথা উল্লেখ করা হল। এরা কি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ?

(1) podiatrist (পদবিশেষজ্ঞ)। (2) Gynecologist (নারী রোগ বিশেষজ্ঞ)।(3) Dermologist (ত্বক বিশেষজ্ঞ)। (4) Oculist (চক্ষু বিশেষজ্ঞ) (5) Obsterician (শিশু প্রসব করানোর ডাক্তার)।

(VI)

নিচে কিছু বাঁকানো হরফের শব্দ দেওয়া হল সেগুলির তিনটি করে অর্থ দেওয়া হয়েছে। যেটি সঠিক সেটি লিখুন।

(1) *panacea-* (সর্ব রোগ হরা)। (a) theory.(b) information (c)cureall.

(2) *vindicative* : (প্রতিহিংসা পরায়ণ)। (a) revengeful (b) relearing (c) crise.

(3) *maudlin* : (বিরক্তিকর অতি ভাবপ্রবণ)। (a) tearfully sentimental (b) angry (c) happy.

(4) *misogynist* : (নারী বিদ্বেষী)। (a) man hater (b) marriage hater (c) woman hater.

(5) *Vibriatic* : (মৃদু)। (a) glossy (b) caustic (c) mild.

(VII)

নিচের সংজ্ঞা গুলি পড়ুন

(1) 'There is no God... A.... (2) 'No one knows whether God exist'... A... (3) 'All virtue consist on self interest.... E... (4) 'Plea-sure is the ultimate good... E... (5) 'My country (religious, city etc) issuperior to all others.... C.....

(১) 'ঈশ্বর নেই'. (২) ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা কেউ জানে না'। (৩) সমস্ত কিছু নিজের স্বার্থের জন্য'. (৪) আনন্দই হল চরমতম মঙ্গল' (৫) আমার দেশ (ধর্মীয়, শহর ইত্যাদি) হল অন্যান্যদের দেশের থেকে সর্বোত্তম।

(VIII)

নিচে দশজন বিজ্ঞানীর নাম জানা থাকলে পাশে তাদের ক্ষেত্রগুলিতে নাম লিখুন.

(1) anthropologist ....(2) geologist.........(3—archaeologist ...... (4) embryologist......... (5) entomologist..... (6) ethnologist.... (7) etymologist....... (8) ornithologist...... (9) philologist....... (10) psychologist..........

(১) মানব ইতিহাস (২) প্রস্তর (৩) প্রাচীন (৪) ভগ্নাবশেষ (৪) অজাত শিশু সংক্রান্ত (৫) কীটপতঙ্গ (৬) জাতির ইতিহাস (৭) শব্দের বুৎপত্তি (৮) পাখি (৯) ভাষা (১০) মানব মন।

(IX)

নিচে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হল · শব্দের আদ্যক্ষর দেওয়া হল। আপনি ক্রিয়াপদটি

(1) change to.... L... (2) stone for.... E... (3) stagnant.... V . . . (4) cheat.... M... (5) beg.... I......

(১) অভিযুক্ত করা। (২) প্রতিবিধান বা সংশোধন করা। (৩) স্থির। (৪) ঠকানো।

(৫) ভিক্ষা

(X)

সংজ্ঞাটি লিখুন--

(1) facilitate : (সহজ ভাবে দেওয়া)-- (a) make better (b) make easier (c) make happier.

(2) emulate : (নকল করা)। (a) imitate (b) deny (c) question

(3) gesticulate : (অঙ্গিভঙ্গি করা)। (a) use gesturer (b) use words (c) use sounds.

(4) plagiarize : (সাহিত্য সম্পদ চুরি)। (a) steal literary. properly (b) torture (c) attack.

(5) patronize : (অকিঞ্চনের প্রতি দাক্ষিণ্য)। (a) cater to with condesc-onsion. (b) defer to with respect. (c) cater to with hesitation.

(XI)

নিচে পাঁচটি শব্দমূল দেওয়া হল আপনি তাদের অর্থ এবং এটি দ্বারা গঠিত একটি ইংরাজী শব্দ লিখুন·

শব্দমূল	অর্থ	উদাহরণ
(1) monos.......	....	....
(2) graphics....	....	....
(3) theos........	....	....
(4) bis...........	....	....
(5) tri.............	....	....

Answer

অর্থ	উদাহরণ
(১) ------ একটি	monocle. monogram ইত্যাদি।
(২) ------ লেখা	graphology. autograph ইত্যাদি।
(৩) ------ঈশ্বর	theology. theeocracy ইত্যাদি।
(৪) --- --দুবার/দুই	biped. bicycle ইত্যাদি।
(৫) -----তিন	traingle. tricycle ইত্যাদি।

(XII)

নিচে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হল। সেগুলিতে খাপ খায় এমন উপযুক্ত শব্দ বসান।

(1) Pathologic incendiarism.... P... (2) Fear of closed space .... C... (3) Sleep walking ...... S... (4) Hostility to father with undue attachment to mother ..... O... (5) Delusions of persecution ... P
(১) বিকারগ্রস্ত বিরোধ বাধানোর স্বভাব। (২) বদ্ধ স্থানের ভীতি। (৩) ঘুমিয়ে হাঁটা। (৪) মায়ের প্রতি অপ্রয়োজনীয় অনুরক্তি, বাবার প্রতি শত্রুতা। (৫) রাজনৈতিক কারণে প্রতারণা

(XIII)

সঠিক শব্দটি বেছে লিখুন।

(1) Loss of memory- (a) insomia (b) somnambulism(c) ammenia

(2) Incessant drunkenness--- (a) pyromonia (b) kleptomonia (c) dipsemonia.

(3) Trouble with imaginery ills--- (a) claustrophobia (b) acrophobia (c) hypochondria.

(4) Delight in inflicting pain on another--- (a) sadism (b) cynism (c) inconoclasm.

(5) Pandering to the passions of people to gain political power-

(a) anarchism (b) gingoism (c) demagoguery.

(১) স্মৃতিশক্তি বিলোপ। (২) লাগাতার মদ্য পান। (৩) কাল্পনিক রোগের সমস্যা। (৪) অন্যলোকের যন্ত্রনায় আনন্দ। (৫) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের আবেগ ব্যবহার।

(XIV)

নিচে দুটি স্তম্ভ দেওয়া হল। A এবং B স্তম্ভে একটা অতিরিক্ত শব্দ দেওয়া হল আপনি দুটি স্তম্ভের মিলকরণ কর

A	B
(1) disciplinarian	(a) coquette
(2) boot-licker	(b) egoist
(3) beginer	(c) imantinet
(4) conceited fellow	(d) sycophant
(5) flirt	(e) athiest
	(f) tyro

(XV)

আগেরটির মতই মেলান

A	B
(1) Coin collector	(a) virtoso
(2) One with good taste in food	(b) philologist
(3) beauty worshiper	(c) philatelist
(4) Student of language	(d) numnismatis
(5) Skilled artist	(e) gourmet
	(f) esthete

(XVI)

আগেরটির মতই মেলান

A	B
(1) man with one wife	(a) omnithologis
(2) seer	(b) ethnologist

(3) eye doctor (c) clairboyant

(4) dabler in art (d) oculist

(5) student of bird (e) monogumist

(f)dilettant

উপরোক্ত তিনটি মিলকরণ আপনি নিজে থেকে করে তারপর শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিন আপনি কতটা সঠিক হলেন

(XVII)

সংজ্ঞাগুলির পাশে উপযুক্ত শব্দ বসান

(1) Drowsiness on indefference L .... (2) Full of repletion S ..... (3) exhausted... E ...... (4) Boredom E . (5) Haughtily contemptuous... S ...

(১) ঘুম ঘুম ভাব বা উদাসীন। (২) পরিপূর্ণতা। (৩) নিঃশেষিত। (৪) এক ঘেয়ে। (৫) গর্বিত ভাবে অবজ্ঞা

(XVIII)

নিচে কিছু শব্দমূল দেওয়া হল, প্রতিটির অর্থ এবং ইংরাজী শব্দের উদাহরণ দিন।

Root (শব্দমূল)	Meaning (অর্থ)	Example (উদাহরণ)
(1) Anthropos	(মানবজাতি)	
(2) Polys	(অনেক)	
(3) Philein	(ভালবাসা)	
(4) misein	(ঘৃণা)	
(5) Pedis	(পায়ের পাতা)	

বাংলা অর্থগুলি দিয়ে দেওয়া হল। আপনি শব্দগুলির ইংরাজী অর্থ এবং উদাহরণগুলি দিন

(XIX)

দুটি স্তম্ভের মিলকরণ কর।

A	B
(1) Faciturn	(a) learned
(2) Esthetic	(b) tireless
(3) Coquacious	(c) satisfyingly beautiful
(4) Indefaligable	(d) talkative
(5) Erudite	(f) silent

(XX)

প্রদেয় শব্দসমষ্টিগুলি এককথায় প্রকাশ কর। আদ্যক্ষর দিয়ে দেওয়া হল।

(1) Minor indiscretion---- P

(2) Boastfulness ---- B

(3) Complicated and embarrassing situation...I... (4) Warmongering ---J... (5) To shink work by pretending illness --M .....

(XXI)

স্তম্ভ দুটি মিলকরণ কর

A	B
(1) Introvert	(a) truculent
(2) inhibited	(b) one whose mind is turned inword
(3) diffident	(c) quixotic
(4) with impractical ideals	(d) shy
(5) Overbearing	(f) restrained

(XXII)

বাঁকানো হরফের কয়েকটি শব্দ নিচে দিয়ে দেওয়া হল। তিনটি করে শব্দ বিপরীত শব্দ হিসাবে দেওয়া হল। আপনি সঠিক বিপরীত শব্দটি সনাক্ত কর।

(1) *Plebian* --(a) common (b) ordinery (c) distinguished.

(2) *Inane* -----(a) wise (b) necessary (c) useful .

(3) *Wanton*.-- (a) hopeful (b) restrained (c) lovely.

(4) *Obsequeoious* -- (a) brusque (b) happy (c) sad.

ওপরের চারটি প্রশ্নের কোন বাংলা অর্থ দেওয়া হল না। নিজে থেকে করে শেষে উত্তর দেখুন।

(XXIII)

দুটি স্তম্ভে পাঁচটি করে শব্দ দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে সমার্থক শব্দগুলির মিল দিন।

A	B
(1) Carelessly (অযত্নের সঙ্গে)	(a) adroitly
(2) Skillfully (নিপুণ ভাবে)	(b) vociferously
(3) Sourly (তিক্তভাবে)	(c) irasibly
(4) Smoothly (মসৃণভাবে)	(d) glibly
(5) Loudly (উচ্চকিতভাবে)	(e) cursorily

(XXIV)

নিচে একটা শব্দের তালিকা দেওয়া হল। সেই সঙ্গে দেওয়া হল (a-k) এগারোটি শব্দ। নিচের তালিকায় দেওয়া শব্দের সংখ্যানুযায়ী বিপরীত শব্দগুলি সাজিয়ে দিন।

(a) useless (অপ্রয়োজনীয়)। (b) Known to all (সবার কাছে পরিচিত)। (c) Marraige within one's own race. (নিজেদের জাতের মধ্যে দিয়ে)। (d) Solid (নিরেট)। (e) Satisfactory (সন্তোষ)। (f) Healthy (স্বাস্থ্য)। (g) Wasteful . (অমিতব্যয়ী)। (h) Necessary (প্রয়োজনীয়)। (i) Stingy (কৃপণ স্বভাব)। (j) Wavering (বিচলন)। (k) Respectful (মর্যাদাকর)।

শব্দতালিকা

(1) miscegegnation ..... (2) esoteric .... (3) nabulus .... (4) moribund ...... (5) scurilous ......

(XXV)

এবার আপনাকে ঠিক এর বিপরীত জিনিসটিই করতে হবে। নিচে পাঁচটা শব্দের তালিকা দেওয়া হল। আর দেওয়া হল বারোটি (a-l) সমার্থক শব্দ। এগুলি থেকে বেছে নিয়ে তালিকায় দেওয়া শব্দের পাশে বসান।

(a) imaginery (কল্পনা)। (b) hates of woman (নারীদের ঘৃণা করা)। (c) excessively fond of one's wife (কারোর তার স্ত্রীর প্রতি বেশী অনুরক্তি)। (d) stingy (কৃপণ স্বভাবের)। (e) over patriatic (অতিদেশপ্রেম) (f) ciberal (উদার)

। (g) wasteful (অমিতব্যয়ী)। (h) homesickness (ঘরমুখীনতা)। (i) object of hatred (ঘৃণার বস্তু)। (j) desirable (কাঙ্খিত)। (k) tireless (অক্লান্ত)(l) well-meaning (স্বচ্ছল)।

শব্দতালিকা

(1) parsimonious. (2) catholic. (3) uxorious. (4) profligate. (5) charecteristic

(XXVI)

নিচে একজোড়া করে শব্দ দেওয়া হল; যদি শব্দদুটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তবে 'same' কথাটি লিখুন আর যদি শব্দ দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকে তাহলে পাশে 'opposite' শব্দটি লিখুন।(1) analogus-- similar. ... (2) ambiguous -- clear.... (3) epigrammatic - pointless...(4) euphemistic --- crude... (5) redundant -- repetition...

(XXVII)

নিচে পাঁচটি শব্দের একটা তালিকা দেওয়া হল। শব্দের একটা অংশ বাঁকানো হরফের এই বাঁকানো হরফের অর্থটুকু আপনি লিখুন।

(1) dipso*mania*. (2) bi*ped*. (3) *tri*pod. (4) *pod*ium. (5) *bi*cycle

(XXVIII)

পূর্বের মতই কর

(1) *ani*mate. (2) *bene*fit. (3) *fac*tory. (4) *dic*tate. (5) *uni*te.

(XXIX)

নিচে পাঁচটি সংজ্ঞার প্রতিটির সঙ্গে একটি করে শব্দ দেওয়া হল; যেখানে সংজ্ঞাটির সঙ্গে শব্দটির সাদৃশ রয়েছে সেখানে 'correct' এবং বৈসাদৃশ থাকলে 'incorrect' শব্দটি লিখুন।

(1) Ochlocracy - rule by a dictator. (2) Omniscient - all knowin(3) Fetish - object of hate. (4) Facet - hope. (5) Absteminous - glattonish

আপনাকে সাহায্য করার জন্য সংজ্ঞাগুলির বাংলা অর্থ দিয়ে দেওয়া হল।

(১) একজন একনায়কতান্ত্রিকের শাসন; (২) সব জান্তা। (৩) ঘৃণার বস্তু। (৪) আশা। (৫) অতি ভোজ

(XXX)

নিচে পাঁচটি বিবৃতি দেওয়া হল। প্রতিটি বিবৃতির পাশে 'ঠিক' অথবা (true or false) লিখুন

(1) Chimerical things are tangible (2) Machiavellian people are naive (3) Pariahs are popular (4) Diffident people are generally premptory (5) Querulous wived are happy

Answer উত্তর –

(i) (1) b (2) a (3) b (4) a (5) b

(ii) dipsomonia. megalomonia. pyromonia. kleptomonia, bibilomonia. egomonia. hyphomonia. Anglomonia. Francomonia etc

(iii)-- (1) rustic (2) procastinate (3) deprecate (4) ostracise (5) scintillate

(iv)-- (1) oculist (2) pediatrician (3) psychiatrist (4) dermotologist (5) orthodontist.

(v)-- (1) feet (2) woman's diseases (3) skin diseases (4) eye diseases (5) delivery of babies

(vi)-- (1) c (2) a (3) a (4) c (5) b

(vii) -- (1) atheism (2) agnosticism (3) egoism (4) epicureanism (5) chaurism

(viii)-- (1) history of mankind (2) rocks (3) ancient relies or excavations (4) unborn animals or children (5) insects (6) history of races (7) derivation of words (8) birds (9) language (10) human mind

(ix)-- (1) impute (2) expiate (3) vegetate (4) mulet (5) importure

(x)-- (1) b (2) a (3) a (4) a (5) a.

(xi)-- (1) one (monocle. monogram. monologue. monomonia, monogamy. monotheism etc) (2) Write (graphology. autograph. graphic. monograph. chirography etc) (3) God (theology. theocracy. monotheism. athism. pantheism etc) (4) Twice or two (biped. tricycle. biscupid. bilateral. binoculars. bigamy etc) (5) Three (traingle. tricycle. tripod. trio. trinity)

(xii)--(1) pyromonia (2) claustrophobia (3) somnombulism (4) oedipus complex (5) paranoia.

(xiii)--(1) c (2) c (3) c (4) a (5) e.

(xiv)--(1) c (2) d (3) f (4) b (5) a.

(xv)--(1) d (2) e (3) f (4) b (5) a.

(xvi)--(1) e (2) c (3) d (4) f (5) a.

(xvii)--(1) lethergy (2) satiated (3) exervated (4) ennui (5) supercillious.

(xviii)--(1) man. mankind (anthropology. anthropoid misanthropy, etc.). (2) many (polygamy. polygone. politechnic. polyner. polyester etc.). (3) love (philanthropy. philadelphia. philately. philtre, philosophy. bibliophile. anglophile. francophile etc.). (4) hate (misanthroply. misogamy. misogymy etc.). (5) foot (pedestrain. pedal. pedometer, impede. expedite. expedition. inpediment etc.).

(xix)--(1) e (2) c (3) d (4) b (5) a.

(xx) --(1) piceadillo. (2) braggadocio (3) imbroglio (4) jingoism (5) matinger.

(xxi)-- (1) b (2) e (3) d (4) e (5) a.

(xxii)-- (1) e (2) a (3) b (4) a (5) b.

(xxiii) --(1) e (2) a (3) e (4) d (5) b.

(xxv)-- (1) d (2) f (3) c (4) g (5) e

(xxvi)--(1) same (2) opposite (3) opposite (4) opposite (5) same.

(xxvii)--(1) derangement (2) twice. two (3) three (4) foot (5) wheel.

(xxviii)--(1) mind or spirit (2) well (3) do make (4) say. tell (5 one.

(xxix)--(1) no (2) yes (3) no (4) no (5) no.

(xxx) --(1) false (2) false (3) false (4) false (5) false.